মাগো : তোমার আশীর্বাদে

আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে।

আমার এই ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ কর। ইতি—

তোমার খোকা

মুখবন্ধ

মানুষ চিরদিনই গল্প পড়িতে ও শুনিতে ভালবাসে। এই সভ্যজগতে সুদূর অতীত হইতেই আখ্যান-সাহিত্যের উদ্‌ভব হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে এই শ্রেণীর সাহিত্যে গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' নামক গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। গুণাঢ্য ও তাঁহার গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে যে সমস্ত কাহিনী বা কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল এই গ্রন্থের ভূমিকায় তাহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই সমুদয় কাহিনী কতকটা অস্বাভাবিক ও অলৌকিক—এই জন্য কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিত গুণাঢ্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে যে সমুদয় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এ সন্দেহ অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। গুণাঢ্য যে প্রাচীন ভারতে কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন, বহু গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সপ্তশতীর রচয়িতা প্রসিদ্ধ কবি গোবর্ধন 'রামায়ণ', 'মহাভারত' ও 'বৃহৎকথা'র কবিদের প্রণতি করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ব্যাসদেবই গুণাঢ্যরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাণভট্ট লিখিয়াছেন যে উজ্জয়িনীর অধিবাসীরা মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ ও বৃহৎকথা পড়িতে ভালবাসে। সুতরাং দেখা যায় যে প্রাচীনকালে অনেকে গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'কে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের তুল্য উচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নেপালে লিখিত 'নেপাল মাহাত্ম্য' নামক গ্রন্থে গুণাঢ্যকে বাল্মীকির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কেবল ভারতে নহে বঙ্গোপসাগরের পরপারে ইন্দোচীনেও খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রাচীন হিন্দু-উপনিবেশ কম্বুজ দেশে (বর্তমান কম্বোডিয়া) নবম শতকের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শিলালিপিতে বিশিষ্ট প্রাচীন ভারতীয় কবিগণের সঙ্গে গুণাঢ্যের প্রতিও শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদত্ত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয় গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' নামক গ্রন্থের কোন পুঁথি এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই গ্রন্থের সার-সঙ্কলনপূর্বক পরবর্তীকালে যে সমুদয় কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহার কয়েকখানি পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম গ্রন্থ—একাদশ শতকে সোমদেব রচিত 'কথাসরিৎসাগর'। এই গ্রন্থখানি কেবল ভারতে নহে, পাশ্চাত্যজগতেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার একাধিক জার্মাণ ও ইংরেজী অনুবাদ এবং ইহার সম্বন্ধে নানা ভাষার পত্রিকায় ও গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা আছে। অথচ বাংলাভাষায় ইহার কোন মূলানুগ ভাল অনুবাদ ছিল না। শ্রীমান হীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস এই অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যের সেই অভাব দূর করিয়াছেন। দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার মতন প্রাচীন গল্প ও

কাহিনীর বিশাল ভাণ্ডার এই গ্রন্থখানি হইতে গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করা যাইতে পারিবে এবং কি জন্য গুণাঢ্যের গ্রন্থখানি এত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিব। কেবল নিছক গল্পের রস ও বৈচিত্র্যতে আমাদিগকে মুগ্ধ করে না, এই গ্রন্থে নানা শ্রেণীর মানবচরিত্রের যে অপূর্ব কাহিনী আছে তাহাতে প্রাচীন সমাজের এমন একটি বিশিষ্টরূপ দেখিতে পাই যাহা কথাসাহিত্যে দুর্লভ। কারণ এই গ্রন্থের কাহিনীতে যে সমুদয় নর-নারীর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা কেবল উচ্চ বা মধ্য শ্রেণীর সুপরিচিত স্ত্রী-পুরুষ নহে, সমাজের অখ্যাত ও কুখ্যাত মানবগোষ্ঠী —চোর, ডাকাত, শঠ, মূর্খ, বদমায়েস, জুয়াক্রীড়ায় আসক্ত, প্রচারক, ভণ্ড সন্ন্যাসী— প্রভৃতির যে স্বরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা কথা-সাহিত্যে দুর্লভ। দেড়হাজার বৎসর যাবৎ যে সরস কাহিনীগুলি কেবল সংস্কৃত-গ্রন্থ পাঠকদের মনের আনন্দের অফুরন্ত খোরাক জোগাইয়াছে শ্রীহীরেন্দ্রলালের সহজ ও সরস অনুবাদ সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠককে তাহার রসাস্বাদন করিতে সাহায্য করিবে। শ্রীহীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস প্রৌঢ় বয়সে এই বিশাল গ্রন্থের অনুবাদে যে শ্রম, অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

অনুবাদকের নিবেদন

সুদীর্ঘ কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিবার প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া এতকাল যে সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও সময়াভাবে নিষ্ক্রিয় থাকিতে হইয়াছিল স্বতঃই সেদিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। গত শতাব্দীতে Burton কর্তৃক অনূদিত Arabian Nights-এর মূলানুগ অনুবাদ প্রায় আড়াই বৎসরে পড়িয়া শেষ করিলাম। সেই পুস্তকে 'কথাসরিৎ-সাগরের' উল্লেখ দেখিতে পাইয়া প্রায় ৬ মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রখ্যাত অধ্যক্ষ Tawney সাহেবের ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করা গেল। কথাসরিৎসাগরের আখ্যায়িকা সমূহ আমার Arabian Nights-এর তুলনায় মোটেই নিম্নমানের বলিয়া মনে হইল না। তখন মূল সংস্কৃত গ্রন্থের অনুসন্ধান করিয়া Asiatic Society-র পুস্তকাগার হইতে উহা সংগ্রহ করিলে বন্ধুবর শ্রীপবিত্রকুমার বসুর উৎসাহে ঐ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিবার সংকল্প করিলাম। ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডাঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীমতী আন্না ঘোষ ও শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় প্রমুখ সুহৃদ্‌বর্গও এই বিষয়ে উৎসাহিত করিলেন। অতঃপর এই সম্বন্ধে ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের সহিত আলোচনা করার সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং তাহারাও আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। অবশেষে প্রায় দুই বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আমার অনুবাদ কার্য সমাপ্ত হইলে এবং ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় আমার অনুবাদের ভাষা অনুমোদন করিলে আমি এই বিরাট গ্রন্থ মুদ্রণের কথা চিন্তা করিতে থাকি। আমার অর্থবল সীমিত, সুতরাং আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিক্ষা-অধিকর্তা শ্রীদিলীপকুমার গুহের সহিত সাক্ষাৎ করি। তাহাদের সৌজন্যমূলক আচরণে আমি মুগ্ধ হই এবং উৎসাহিত হইয়া অন্ততঃ প্রথম খণ্ড মুদ্রিত করিবার সংকল্প করি। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার আমাকে পত্রসহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice Chancellor ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের নিকট প্রেরণ করিলে তিনিও 'ঈশান অনুবাদমালা ফাণ্ড' হইতে আর্থিক সাহায্য করিবার বিষয়টি চিন্তা করিতে প্রতিশ্রুত হন।

আর্থিক সাহায্যের এই ক্ষীণ আশা লইয়া আমি এই কার্যে ব্রতী হইয়াছি। পাঁচ খণ্ডে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইবে বলিয়া প্রকাশকেরা মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং অর্থানুকূল্যের আশায় এই দুর্দিনে পুস্তকের মূল্য যথাসম্ভব কম করিয়া ধার্য করা হইল। আমার হস্তলিপি অপাঠ্য, সুতরাং মুদ্রণের নিমিত্ত নকল করিবার প্রয়োজনে আমাকে পরমুখা-

পেক্ষী হইতে হইয়াছে। এই বিষয়ে বধূমাতাদ্বয়—সুপর্ণা ও মধুশ্রী এবং আত্মীয়া শ্রীমতী মীনাক্ষী বসু, শ্রীমতী সুজাতা বসু ও কন্যাস্থানীয়া শ্রীমতী ইন্দ্রানী কর ও শ্রীমতী জয়শ্রী চৌধুরী এবং শ্রীমান সুহৃৎ বসুর নিকট আমি চিরঋণী হইয়া রহিলাম।

জানিনা সমস্ত খণ্ডগুলি মুদ্রিত হওয়া পর্যন্ত আমি জীবিত থাকিব কিনা, অন্ততঃ প্রথম খণ্ড যে দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছি সেই জন্য নিজেকে অতিশয় সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি।

এই অনুবাদে বোম্বাই নির্ণয় সাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত সংস্কৃত মূল গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ইংরাজী অনুবাদে বহু অংশ অশ্লীল বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে কিন্তু আমি কোন অংশই বর্জন করি নাই এবং সম্পূর্ণ মূলানুগ অনুবাদ করিয়াছি।

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এই পস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

Asiatic Society-র গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবদাস চৌধুরী এবং শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীজয়দেব চক্রবর্তী আমাকে যে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন তাহার জন্য উহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতবিভাগের প্রধান, আশুতোষ অধ্যাপক পণ্ডিত-প্রবর ডাঃ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী মহোদয় এই অনুবাদ কার্যে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া আমাকে চিরবাধিত করিয়াছেন।

মুদ্রিত হইবার পর অনবধানতা জনিত কয়েকটি প্রমাদ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, যথা—পঞ্চম পৃষ্ঠার অষ্টম পঙ্‌ক্তিতে "মানুষের মুখে মুখে" স্থলে "হরমুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল" পড়িতে হইবে। ৭২ সংখ্যক পৃষ্ঠায় দ্বাবিংশ পঙ্‌ক্তিতে "হে রাজন্"---এর পর অর্দ্ধপঙ্‌ক্তি যোজনা করিতে হইবে "ষড়লক্ষ শ্লোক সমন্বিত ছয়টি কাহিনী আমি দগ্ধ করিয়াছি, এখন এক লক্ষ।" ৯৯ সংখ্যক পৃষ্ঠার অন্তিম পঙ্‌ক্তির পূর্ব্বে একপঙ্‌ক্তি অমুদ্রিত রহিয়া গিয়াছে, "সম্মুখে কখনও পশ্চাতে চলিতে চলিতে রাজাকে বহু দূরে লইয়া গেল। তখন সেই"—

এখন সুধী মহলে আমার এই পুস্তক সাদরে গৃহীত হইলে আমি আমার পরিশ্রম সফল হইয়াছে বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস

৬১।১৭ মুর এভিনিউ
রিজেন্ট পার্ক
কলিকাতা ৪০

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

কথাসরিৎসাগর

"এই কথামৃত প্রাচীনকালে শিব এবং পার্বতীর প্রণয়রূপ মন্দার পর্বতের আলোড়নের ফলে হরমুখ সমুদ্র হইতে উদ্গত হইয়াছিল। যাহারা এই অমৃত কাহিনী পান করে মহাদেবের প্রসাদে তাহাদের সমস্ত বিঘ্ননাশ হইয়া ঐশ্বর্য লাভ হয় এবং ভূতলে জীবিতাবস্থায় তাহারা উচ্চ অমরপদ লাভ করে।"

ভূমিকা

সূচনা

একদা পার্বতী শিবের নিকট হইতে সম্পূর্ণ নূতন একটি উপাখ্যান শ্রবণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় রুদ্ধদ্বারকক্ষে শিব তাঁহাকে কথাসরিৎসাগরের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পুষ্পদন্ত নামক শিবের এক প্রিয় গণ দ্বাররক্ষক নন্দীর নিষেধসত্ত্বেও মন্ত্রবলে অদৃশ্য থাকিয়া ঐ কক্ষে প্রবেশপূর্বক পার্বতীর মতো ঐ কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিল। তাহার পত্নী জয়া ছিল পার্বতীর প্রিয় পরিচারিকা; পুষ্পদন্ত পত্নী জয়ার নিকট পরে উক্ত কাহিনীটি বিবৃত করিয়াছিল। জয়া কিছুকাল পরে পার্বতীর নিকট উহা বিবৃত করিলে পার্বতী কুপিতা হইয়া শিবকে ভৎর্সনা করিয়া বলেন যে, শিব তাঁহাকে ছলনা করিয়াছেন, কারণ এই কাহিনী অশ্রুতপূর্ব নহে। ধ্যানযোগে প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিয়া শিব দেবীকে উহা বলিলে দেবী পুষ্পদন্তকে অভিশাপ দেন যে, সে মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে জন্মলাভ করিবে। পুষ্পদন্তের পত্নী জয়া এবং মিত্র মাল্যবান দেবীর নিকট তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলে দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া উহাদিগকেও ঐ মর্মে অভিশাপ দেন। ক্রোধ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে তিনি শাপমুক্তির জন্য যে শর্ত আরোপ করেন তাহা সংক্ষেপে এই যে: উক্ত কাহিনীটি জগতে প্রচারিত হইলে উহাদের শাপমোচন হইবে। কিন্তু বিষয়টি যাহাতে সহজসাধ্য না হয়, সেজন্য দেবী বলিয়া দিলেন যে, সংস্কৃত, প্রাকৃত কিংবা প্রচলিত কথ্যভাষায় কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করা যাইবে না।

অবশেষে পুষ্পদন্ত—বররুচি, গুণাঢ্য নামে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং পিশাচদিগের সহিত বাস করিয়া তাহাদের ভাষা আয়ত্ত করিলেন। অতঃপর পৈশাচীভাষায় সপ্তলক্ষ শ্লোকে তিনি সপ্তবিদ্যাধর কাহিনী রচনা করিয়া সেই গ্রন্থ পৃথিবীতে প্রচারনিমিত্ত শিষ্যদিগের হস্তে বিদগ্ধ নৃপতি সাতবাহনের (—শালিবাহন) নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু শিষ্যদিগের পৈশাচিক আকারদর্শনে এবং গ্রন্থটি পৈশাচী ভাষায় লিখিত বলিয়া রাজা অবজ্ঞাভরে উহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। শিষ্যবৃন্দ গুরু গুণাঢ্যের নিকট উক্ত ঘটনা বিবৃত করায় তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া পর্বতের সানুদেশে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়া ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে এক একটি পৃষ্ঠা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে থাকেন। অরণ্যের পশুপক্ষী তাঁহার পাঠে আকৃষ্ট হইয়া আহার-নিদ্রা পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত। এই প্রকারে ষষ্ঠ লক্ষ শ্লোক সমন্বিত ষষ্ঠবিদ্যাধর কাহিনী অগ্নিতে দগ্ধ হইল। শিষ্যগণের অনুরোধে উদয়ন—বাসবদত্তাপুত্র সপ্তম বিদ্যাধর নরবাহনদত্তের কাহিনী সম্বলিত অবশিষ্ট একলক্ষ শ্লোক তিনি অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন নাই।

ইতোমধ্যে অপুষ্ট পশুপক্ষীদিগের মাংস ভক্ষণ করিয়া রাজার স্বাস্থ্যহানি ঘটিলে তিনি যখন সূপকার ও ব্যাধদিগের নিকট হইতে ইহার প্রকৃত কারণ অবগত হইলেন তখন ব্যাধগণের নির্দিষ্ট পথরেখা ধরিয়া অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে শিষ্যপরিবৃত গুণাঢ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করিয়া অবশিষ্ট একলক্ষ শ্লোক গ্রহণপূর্বক উহাদিগকে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া 'বৃহৎকথা' নামে পৃথিবীতে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

'বৃহৎকথা'র রূপান্তর

পণ্ডিতদিগের ধারণা যে, 'বৃহৎকথা'র গ্রন্থকার গুণাঢ্য খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকে বর্তমান ছিলেন। কালক্রমে উত্তর ভারতে এই গ্রন্থ বহুল প্রচারিত হইয়াছিল এবং নেপাল ও কাশ্মীরেও ইহার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। অদ্যাবধি সর্বপ্রাচীন সংকলন নেপালেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিগত শতাব্দীর শেষদশকে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগারে বুদ্ধস্বামী প্রণীত 'বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ' আবিষ্কার করেন এবং ১৮৯৪ সালে উহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। ১৯২০ সালে ফরাসী পণ্ডিত La côte ইহার মূল ও ফরাসী অনুবাদ প্যারিসে প্রকাশ করেন। নেপালে আবিষ্কৃত এই খণ্ডিত পুঁথিতে ছিল ২৮টি সর্গ এবং ৮৫৩৯টি শ্লোক। অনুমিত হয় যে, খ্রীস্টীয় ৮ম অথবা ৯ম শতকে উক্ত গ্রন্থটি 'বৃহৎকথা'র নেপালীরূপভেদ অনুসরণ করিয়া রচিত হয়। অবশ্য বহু পণ্ডিত এই ধারণা পোষণ করেন যে, মূল 'বৃহৎকথা'র কোন শ্লোকই অবিকৃত অবস্থায় এই গ্রন্থে স্থান পায় নাই, এবং ইহা 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে রচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থ।

দ্বিতীয় প্রাচীনতম গ্রন্থ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার নাম 'বৃহৎকথামঞ্জরী'। খ্রীস্টীয় একাদশ শতকে 'বৃহৎকথা'র কাশ্মীরী রূপভেদ অনুসরণপূর্বক সংস্কৃত ভাষায় ছন্দোবদ্ধ এই গ্রন্থ রচনা করেন ক্ষেমেন্দ্র নামক একজন কবি। ইহার প্রায় ৩০ বৎসর পরে ১০৭০ সালে তৃতীয় প্রাচীনতম গ্রন্থ সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' রচিত হয়। ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব একই মূল গ্রন্থ অনুসরণ করিয়াছেন কিনা সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে; তবে উভয়ের পুস্তকের প্রথম পাঁচটি খণ্ডে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। রাজা সাতবাহন কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত 'বৃহৎকথা' এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু যে গ্রন্থ কাশ্মীরে একাদশ শতাব্দীর সপ্তদশক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল তাহা যে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। হয়তো কোনদিন, পূর্ব অথবা মধ্য এশিয়ার কোন স্থানে একলক্ষ শ্লোকে রচিত গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'র সংস্কৃত রূপান্তর আবিষ্কৃত হইবে।

প্রকাশেন্দ্রপুত্র কবি ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' আকারে সোমদেবের 'কথাসরিৎ-

সাগর' হইতে ক্ষুদ্রায়তন, উহার এক চতুর্থাংশমাত্র, এবং রচনাও তুলনায় নিকৃষ্ট-মানের। উভয় গ্রন্থেই অষ্টাদশ লম্বক আছে, কিন্তু উহাদের পারম্পর্য সর্বত্র এক প্রকার নহে, যথা—

লম্বক	ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী'	সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর'
প্রথম লম্বক	কথাপীঠঃ	কথাপীঠঃ
দ্বিতীয় ,,	কথামুখম্	কথামুখম্
তৃতীয় ,,	লাবানকঃ	লাবানকঃ
চতুর্থ ,,	নরবাহনদত্তজননঃ	নরবাহনদত্তজননঃ
পঞ্চম ,,	চতুর্দারিকা	চতুর্দারিকা
ষষ্ঠ ,,	সূর্যপ্রভঃ	মদনমঞ্চুকা
সপ্তম ,,	মদনমঞ্চুকা	রত্নপ্রভা
অষ্টম ,,	বেলা	সূর্যপ্রভঃ
নবম ,,	শশাঙ্কবতী	অলঙ্কারবতী
দশম ,,	বিষমশীলঃ	শক্তিযশঃ
একাদশ ,,	মদিরাবতী	বেলা
দ্বাদশ ,,	পদ্মাবতী	শশাঙ্কবতী
ত্রয়োদশ ,,	পঞ্চঃ	মদিরাবতী
চতুর্দশ ,,	রত্নপ্রভা	পঞ্চঃ
পঞ্চদশ ,,	অলঙ্কারবতী	মহাভিষেকঃ
ষোড়শ ,,	শক্তিযশঃ	সুরতমঞ্জরী
সপ্তদশ ,,	মহাভিষেকঃ	পদ্মাবতী
অষ্টাদশ ,,	সরতমঞ্জরী	বিষমশীলঃ

কথাপীঠ লম্বকে সোমদেব নিজেই বলিয়াছেন যে, যাহাতে বিবিধ আখ্যানগুলির সমন্বয়সাধন হয় এবং "কাব্যাংশের যোজনা দ্বারা কাহিনীর রস বিঘ্নিত না হয়"—বৃহৎকথা সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করিবার সময় তিনি সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেবের গ্রন্থে প্রথম পাঁচটি লম্বকের ক্রম একই প্রকার; কিন্তু অবশিষ্ট তেরটি লম্বক বিভিন্ন ক্রমে সন্নিবিষ্ট। সোমদেব 'বিষমশীলঃ' নামক লম্বক দ্বারা তাঁহার গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন, কিন্তু ক্ষেমেন্দ্রের গ্রন্থের অন্তিম লম্বক হইতেছে 'সুরতমঞ্জরী'। গ্রন্থের মূল কাহিনী 'নরবাহনদত্তজননঃ' পর্যন্ত উভয় গ্রন্থের ধারা একই প্রকার, ইহার পরের লম্বকসমূহের ভিতর অন্যান্য বিবিধ কাহিনী সংযুক্ত হইয়াছে

—এবং ইহাদের প্রধান অংশই পরবর্তীকালে 'পঞ্চতন্ত্র' এবং 'বেতালপঞ্চবিংশতি' ইত্যাদি গ্রন্থে স্থানলাভ করিয়াছে।

বৃহৎকথামঞ্জরী

একাদশ শতকের চতুর্থদশকে প্রকাশেন্দ্রপুত্র মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র কাশ্মীরে 'বৃহৎকথা'র ২য় প্রাচীনতম সংকলন 'বৃহৎকথামঞ্জরী' গ্রন্থ সংকলন করেন। ক্ষেমেন্দ্রর অপর নাম ছিল 'ব্যাস দাস'। কাশ্মীরে প্রচলিত 'বৃহৎকথা' আকারে ছিল বিশাল, এবং জনগণ উহার রসাস্বাদগ্রহণে অসমর্থ ছিল বলিয়া মূল গ্রন্থটির সারসংগ্রহপূর্বক 'বৃহৎ-কথামঞ্জরী' রচিত হয়। এই গ্রন্থের কোন কোন অংশ ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি রোমান লিপিতে প্যারিসে মুদ্রিত করেন। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে পণ্ডিত শিবদত্ত এবং পণ্ডিত পরবের যুগ্ম সম্পাদনায় বোম্বাই হইতে তুকারাম জাবাজী কর্তৃক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে যে, এই গ্রন্থও সোমদেবের গ্রন্থের মত অষ্টাদশ লম্বকে বিভক্ত ছিল। সোমদেব প্রণীত অন্য কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র প্রণীত আরও ৩৩টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যথা: অমৃততরঙ্গকাব্যম্, অবসরসারঃ, ঔচিত্যবিচারচর্চা, কনকজানকী ইত্যাদি। অবশ্য, 'বৃহৎকথামঞ্জরী' প্রণেতা ক্ষেমেন্দ্রই যে এই সকল গ্রন্থের রচয়িতা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। 'লোকপ্রকাশ' গ্রন্থের লেখক উক্ত গ্রন্থের একস্থানে বলিয়াছেন যে, সাজাহানের রাজত্বকালে কাশ্মীরে অন্য একজন ক্ষেমেন্দ্র বিদ্যমান ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আবার কেহ কেহ 'হস্তিজনপ্রকাশ' গ্রন্থের রচয়িতা গুর্জর দেশবাসী যদুশর্মাপুত্র ক্ষেমেন্দ্রের কথাও বলিয়াছেন।

কথাসরিৎসাগর

বৃহৎকথার ৩য় প্রাচীন সংকলন 'কথাসরিৎসাগর' অনন্তরাজার রাজত্বকালে, ১০৭০ খ্রীস্টাব্দে, কাশ্মীরে রামভট্টপুত্র সোমদেবভট্ট কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। এইরূপ অনু-মিত হয় যে, ক্ষেমেন্দ্র প্রণীত 'বৃহৎকথামঞ্জরী' অতি সংক্ষিপ্ত ও সুপাঠ্য নহে বলিয়া সোমদেব অনন্ত-রাজমহিষী পরম বিদূষী সূর্যবতীর অনুপ্রেরণায় 'বৃহৎকথা'র অনু-সরণে সংস্কৃত ভাষায় নাতিবিশাল এবং অনতিসংক্ষিপ্ত 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থ রচনা করেন। সেই সময়ে কাশ্মীর রাজ্যে চলিতেছিল প্রবল অন্তর্বিপ্লব, কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে সে বিপ্লবের বিশদ বর্ণনা আছে। রাজা অনন্তের পুত্র পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং বহু আয়াসে অনন্ত তাঁহাকে দমন করেন। রাজমহিষী সূর্যবতী ত্রিগর্তাধিপতির (বর্তমান জলন্ধর প্রদেশকে তখন ত্রিগর্ত বলা হইত) দুহিতা ছিলেন। রাজ্যের এইরূপ বিশৃঙ্খলায় তিনি বিচলিতচিত্ত ও

বিষাদগ্রস্ত হইলে কাশ্মীররাজ্যের সভাকবি মহাকবি সোমদেবভট্ট তাঁহার চিত্তবিনোদন নিমিত্ত অষ্টাদশ লম্বকে 'কথাসরিৎসাগর' রচনা করেন। অতঃপর পুত্র পুনর্বার বিদ্রোহী হইলে রাজা অনন্ত আত্মহত্যা করেন এবং সূর্যবতী তাঁহার সহমৃতা হন।

গ্রন্থখানির পরিশিষ্টে 'গ্রন্থকর্তা প্রশস্তি' হইতে সোমদেবের ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁহার পিতার নাম ছিল রামভট্ট, তিনি ছিলেন শৈব ব্রাহ্মণ। তাঁহার গ্রন্থ যে গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে সে কথা সোমদেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। 'বৃহৎকথা' সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, এই কাহিনী মানুষের মুখে মুখে ছড়াইয়াছিল এবং গুণাঢ্য ইহাকে পৈশাচী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন।

গ্রন্থটির নামকরণ তাৎপর্যপূর্ণ। 'কথা' অর্থাৎ কাহিনীর নদীসমূহ একত্রিত হইয়া অবলম্বন করিয়াছে সমুদ্রের আকার। সমুদ্রের উপমা অবিকৃত রাখিয়া ইহার প্রত্যেক লম্বক বিভক্ত হইয়াছে একাধিক 'তরঙ্গে'। ব্যতিক্রম কেবলমাত্র একাদশ লম্বক 'বেলা', ইহাতে আছে মাত্র একটি লম্বক। সমগ্র গ্রন্থে আছে মোট ১২৪টি তরঙ্গ এবং প্রায় ২২,০০০ শ্লোক। গ্রন্থটির প্রধান বর্ণনীয় বিষয়: উদয়ন-বাসবদত্তা এবং তাঁহাদের পুত্র নরবাহনদত্ত ও প্রধান পুত্রবধূ মদনমঞ্চুকার কাহিনী। বেতালপঞ্চবিংশতি, পঞ্চ-তন্ত্র ও বৌদ্ধজাতকের বহু কাহিনী ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রায় ৯০০টি কাহিনীর মধ্যে জাতকের ৭৭টি কাহিনী স্থান পাইয়াছে।

এক্ষণে, প্রত্যেকটি লম্বক স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রথম লম্বক 'কথাপীঠে' গুণাঢ্যের কাহিনী সম্পূর্ণভাবে বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ লম্বক—'কথামুখম্'—'লাবানকঃ' এবং 'নরবাহনদত্তজননঃ' প্রভৃতিতে উদয়নের জন্ম হইতে তাঁহার পুত্র নরবাহনদত্তের জন্ম পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কথামুখ-লম্বকের অর্ধেকেরও বেশী অংশে উদয়নের জন্ম ও বাল্য-কালের ঘটনাসহ উজ্জয়িনীরাজ চণ্ড মহাসেন ও তাঁহার দুহিতা বাসবদত্তার কাহিনীও সংযোজিত রহিয়াছে। বিবিধ ঘটনাধারার ভিতর দিয়া অবশেষে কৌশাম্বী নগরীতে বাসবদত্তার সহিত উদয়নের পরিণয় সংঘটিত হয়। তৃতীয় লম্বকে দেখা যায়, রাজাকে বিপথগামী দেখিয়া মন্ত্রীগণ বিচলিত ও আশংকাগ্রস্ত হইয়াছেন। রাজ্যবিস্তার সম্বন্ধে উদয়ন এক্ষণে নির্লিপ্ত। তখন মন্ত্রীগণ তাঁহাকে বিপথ হইতে ফিরাইবার নিমিত্ত মগধরাজ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। মগধরাজদুহিতা পদ্মাবতীর সহিত উদয়নের বিবাহ সংঘটিত করিয়া মগধরাজকে মিত্র হিসাবে প্রাপ্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহারা পোষণ করেন। রাজ্ঞী বাসবদত্তা এইরূপ সংঘটনপথের কণ্টক হইতে পারেন ভাবিয়া সুকৌশলে তাঁহাকে অপসৃত করিয়া পদ্মাবতীর সহিত উদয়নের বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। অতঃপর আলস্য পরিত্যাগপূর্বক উদয়ন

রাজ্যজয় করিবার নিমিত্ত পূর্বদিকে সমুদ্র পর্যন্ত তাঁহার বিজয়বাহিনী পরিচালিত করিয়া অবশেষে কৌশাম্বী নগরীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রথমে তিনি কাশীরাজ্য জয় করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করেন এবং পরে পশ্চিমদিকে সিন্ধু দেশ জয় করেন। এই প্রকারে ম্লেচ্ছ, তুরস্ক, পারসিক ও হূণদের পদানত করেন তিনি। উদয়ন যে সকল জাতিকে পরাজিত করেন সোমদেবের কালে তাহাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। সম্ভবতঃ কাশীবাসীদের তুষ্টিবিধানার্থই সোমদেব 'বৃহৎকথা'র উদয়নকে পরবর্তী-কালের নৃপতিরূপে চিত্রিত করিয়াছিলেন। রাজ্যজয়ের সময় উদয়ন নাকি কুবেরের রাজ্য অলকাতেও গমন করেন। কিন্তু কি প্রকারে তিনি তথায় গমন করেন তাহার কোন বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। এমন কি গ্রন্থের পরবর্তী লাবাণক লম্বক অংশেও দেশবিজয় সম্বন্ধে আর কিছুই উল্লিখিত হয় নাই। উদয়ন যখন শ্যালক গোপালককে রাজত্ব প্রদান করিয়া নরলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন তখন আমরা কেবলমাত্র কৌশাম্বীর কথাই শুনিতে পাই।

চতুর্থ লম্বক 'নরবাহনদত্তজননঃ'-তে ঘটনার পৌর্বাপর্য রক্ষিত হইয়াছে। বাসবদত্তার আকাশ-ভ্রমণের দোহদ পূর্ণ হইলে কুমার নরবাহনদত্তের জন্ম হইল।

পঞ্চম লম্বক 'চতুর্দারিকা' হইতে ঘটনা-পরম্পরার সুসংবদ্ধ রূপ আর লক্ষিত হয় না। ভবিষ্যতে নরবাহনদত্ত বিদ্যাধরদিগের রাজচক্রবর্তী হইবেন এই প্রসঙ্গে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যাধররাজ শক্তিবেগের কাহিনী উপস্থিত করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী লম্বকের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী এবং গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' গ্রন্থে ইহা এইরূপভাবেই স্থাপিত ছিল কিনা তাহা বলা দুরূহ। পরবর্তী অন্যান্য লম্বকের ন্যায় আলোচ্য লম্বকেও বহু অবান্তর কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ষষ্ঠ লম্বক 'মদনমঞ্চুকা'র আরম্ভ এইরূপ: "বিদ্যাধর রাজচক্রবর্তী পদ প্রাপ্ত হইবার পর কোন সময় মহর্ষিগণ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া আদ্যোপান্ত স্বীয় জীবনকাহিনী অন্যের মুখ হইতে বর্ণনা করিবার ছলে নরবাহনদত্ত তাঁহার দিব্যচরিত যেরূপ বিবৃত করিয়াছিলেন এখন তাহা শ্রবণ কর।" এতাবৎ নরবাহনদত্তের কাহিনী কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির মুখ দিয়া বিবৃত হইতেছিল, কিন্তু এখন নরবাহনদত্ত কেন নিজেই সেই কাহিনী বিবৃত করিবেন তাহা বোধগম্য হওয়া কঠিন। ষোড়শ লম্বক 'সুরতমঞ্জরী'তেই ঋষি-দিগের সহিত নরবাহনদত্তের সাক্ষাৎকার বর্ণিত হইয়াছে এবং তখনই ঋষিদিগের নিকট স্বীয় কাহিনী বর্ণনা করিবার সময় ছিল। সুতরাং মনে হয়, গুণাঢ্যের পুস্তকে 'সুরতমঞ্জরী' লম্বক 'মদনমঞ্চুকা' লম্বকের পূর্বে স্থান পাইয়াছিল। সোমদেবের গ্রন্থে লম্বকের এইরূপ স্থান বদলের কারণ নির্ণয় অসম্ভব। পরবর্তী সপ্তম লম্বকে আমরা দেখিতে পাই যে, নরবাহনদত্ত পূর্ণ যুবকে পরিণত হইয়াছেন। 'মদনমঞ্চুকা' লম্বকের

প্রথমার্ধে বৌদ্ধরাজা কলিঙ্গদত্ত ও তাঁহার দুহিতা কলিঙ্গসেনার প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। সখী সোমপ্রভার সাহায্যে উদয়নের সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়া কলিঙ্গসেনা তাঁহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। কিন্তু মন্ত্রী উদয়নের সহিত সুকৌশলে তাঁহার মিলন ঘটিতে দেন নাই। অতঃপর কলিঙ্গসেনার সহিত বিদ্যাধর মদনবেগের বিবাহ সংঘটিত হয় এবং এইভাবে তাঁহাদের কন্যারূপে রতির অবতার মদনমঞ্চুকার জন্ম হয়। পরবর্তীকালে তাঁহার সহিত কন্দর্পের অবতার নরবাহনদত্তের বিবাহ হয়।

সপ্তম লম্বক 'রত্নপ্রভা'তে বিদ্যাধরী রত্নপ্রভার সহিত নরবাহনদত্তের বিবাহের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বিবাহ–ব্যাপারে তাঁহাকে ব্যোমযানে রত্নপ্রভার আলয়ে গমন করিতে হয়। আলোচ্য লম্বকের দ্বিতীয়ার্ধে (৪৯ তরঙ্গ হইতে) রাজকুমারী কর্পূরিকার অন্বেষণে নরবাহনদত্তের যাত্রার কথা বিবৃত হইয়াছে এবং রত্নপ্রভার সহিত মিলনসংঘটন অপেক্ষা এই ঘটনাকে অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এই লম্বকের নাম 'কর্পূরিকা' দেওয়া অসমীচীন হইত না। সম্ভবত মূল 'বৃহৎকথা' গ্রন্থে এই লম্বকটি দুইটি লম্বকে বিভক্ত ছিল।

'সূর্যপ্রভা' নামক অষ্টম লম্বক গ্রন্থের যে কোন অংশে স্থান পাইতে পারিত। আলোচ্য লম্বকে বৌদ্ধ এবং হিন্দু কাহিনী লইয়া গ্রন্থকার কল্পনার রাজ্যে অবাধ বিচরণ করিয়াছেন।

নবম লম্বক 'অলঙ্কারবতী'র প্রথমার্ধে নরবাহনদত্তের সহিত বিদ্যাধরী অলঙ্কার-বতীর মিলনের বর্ণনা আছে। অষ্টম লম্বকের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। আলোচ্য লম্বকে নরবাহনদত্তের শ্বেতদ্বীপ গমনের বর্ণনা আছে। ফরাসী পণ্ডিত La Côte মনে করেন যে, তথায় খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদিগের বসবাস ছিল। মহা-ভারতেও এই শ্বেতদ্বীপের উল্লেখ আছে। হয়ত প্রাচীনতর কোন একই কাহিনীসূত্র হইতে 'বৃহৎকথা' এবং 'মহাভারতে' শ্বেতদ্বীপ প্রসঙ্গ স্থান লাভ করিয়াছে। নবম লম্বকের প্রথমার্ধের সহিত দ্বিতীয়ার্ধের কোন সংযোগসূত্র নাই।

দশম লম্বক 'শক্তিযশ'ও পূর্ববর্তী লম্বকগুলির সহিত কাহিনীসূত্রে সম্বন্ধযুক্ত নহে। নারীচরিত্রের বহু কাহিনী এখানে স্থানলাভ করিয়াছে। বিদ্যাধর স্ফটিকযশের কন্যা শক্তিযশের সহিত নরবাহনদত্তের বিবাহের কাহিনী ইহার মুখ্য বিষয়বস্তু। কিন্তু এই মিলনের জন্য তাহাকে দীর্ঘ একমাসকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল এবং অপেক্ষারত নরবাহনদত্তের চিত্তবিনোদননিমিত্ত সমগ্র 'পঞ্চতন্ত্রে'র সহিত অন্যান্য বহু কাহিনীও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

একাদশ লম্বক 'বেলা' অতিশয় ক্ষুদ্রাকৃতি। ইহাতে মাত্র একটি তরঙ্গ আছে। বেলা এবং তাহার স্বামী জনৈক বণিকের বৃত্তান্ত ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পূর্বের এবং পরের লম্বক অতিশয় দীর্ঘ বলিয়া সম্ভবতঃ এই লম্বককে অতিশয় সংক্ষিপ্ত আকারে প্রদান করা হইয়াছে।

দ্বাদশ লম্বক 'শশাঙ্কবতী' অতিশয় দীর্ঘ। ইহাতে ১৬টি তরঙ্গ ও প্রায় ৫০০০ শ্লোক আছে। দেখিতে পাওয়া যায়, নরবাহনদত্ত মদনমঞ্চুকাকে হারাইয়াছেন, কিন্তু কি প্রকারে তাহা ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা নাই। ঋষি পিলঙ্গজাট সমগ্র 'বেতালপঞ্চবিংশতি' সহ মৃগাঙ্কদত্তের কাহিনী এই লম্বকে বর্ণনা করিয়াছেন।

ত্রয়োদশ লম্বক 'মদিরাবতী'তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মদনমঞ্চুকার বিরহে নরবাহনদত্ত সাতিশয় কাতর হইয়া রহিয়াছেন। দুইজন ব্রাহ্মণ দুইজন নিরুদ্দিষ্টা রমণীর পুনরুদ্ধারের কাহিনী তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিবার পর কথঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া নরবাহনদত্ত প্রমুখেরা কৌশাম্বীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অবশ্য তখন পর্যন্ত মদনমঞ্চুকার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ব্রাহ্মণদ্বয় কথিত প্রথম কাহিনীর নায়িকার নামে আলোচ্য লম্বকের নামকরণ করা হইয়াছে।

চতুর্দশ লম্বকের নাম 'পঞ্চ'। এই লম্বকে নরবাহনদত্তের সহিত পঞ্চবিদ্যাধরীর পরিণয় কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। নরবাহনদত্তকে কিরূপে বিচ্ছেদসাগরে নিমজ্জিত করিয়া মদনমঞ্চুকা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন আলোচ্য লম্বকে সেই কাহিনী বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মদনমঞ্চুকার অন্বেষণে নরবাহনদত্ত যখন ব্যস্ত ছিলেন সেই সময়ে তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া বেগবতী নাম্নী এক অপরিণীতা বিদ্যাধরী মদন-মঞ্চুকা প্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া কৌশলে তাঁহাকে বিবাহ করে। বেগবতীরই ভ্রাতা বিদ্যাধর মানসবেগ মদনমঞ্চুকাকে হরণ করিয়া-ছিল। বেগবতী নরবাহনদত্তকে আকাশপথে আষাঢ়পুর পর্বতে লইয়া গিয়াছিল এবং ভ্রাতা মানসবেগ যাহাতে নরবাহনদত্তের কোনরূপ অনিষ্টসাধন না করিতে পারে তন্নিমিত্ত তাহাকে সে গন্ধর্বদিগের নগরীতে একটি শুষ্ক কূপে নিক্ষেপ করিয়া ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় ভ্রাতাকে পরাজিত করিয়াছিল। নরবাহনদত্তকে কূপ হইতে উদ্ধার করা হইলে তিনি বীণাবাদনে দক্ষতা প্রদর্শনপূর্বক তথাকার বিদ্যাধর রাজার কন্যা গন্ধর্বদত্তার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। মদনমঞ্চুকার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া তিনি স্বর্গসুখে তথায় বাস করিতে থাকেন। অতঃপর অকস্মাৎ জনৈকা বিদ্যাধরী তথায় আগমন করিয়া তাঁহার কন্যা অজিনাবতীর সহিত বিবাহ দিবার নিমিত্ত নরবাহন-দত্তকে আকাশপথে শ্রাবস্তী নগরীতে লইয়া যায়। তথায় একটি উদ্যানে অবস্থিতি-কালে নৃপতি প্রসেনজিৎ তাঁহাকে স্বীয় কন্যা ভগীরথযশার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করান। একদা যখন তিনি আপন শয়নকক্ষে বিশ্রাম করিতেছিলেন তখন প্রভাবতী নাম্নী জনৈকা বিদ্যাধরীকে মদনমঞ্চুকার দুর্ভাগ্যের জন্য ক্রন্দন করিতে শুনিয়া থাকেন। প্রভাবতী তাঁহাকে ব্যোমপথে সুকৌশলে অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিয়া বিবাহ করিয়া-ছিল এবং পূর্বপ্রতিশ্রুতিমত মদনমঞ্চুকার নিকট লইয়া গিয়াছিল। নরবাহনদত্ত প্রভাবতীর রূপধারণপূর্বক ছদ্মবেশে ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বরূপলাভ করিবা মাত্রই

তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া মানসবেগ তাঁহার অনিষ্ট সাধনে তৎপর হয়। নরবাহনদত্ত তখন বিদ্যাধরদিগের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করেন। কিন্তু মানসবেগ অতিশয় কুপিত হওয়াতে প্রভাবতীর সহিত নরবাহনদত্ত তথা হইতে পলায়ন করেন। এদিকে মদনমঞ্চুকাকে মানসবেগ বন্দিনী করিয়া রাখে। অতঃপর অজিনাবতীর সহিত নরবাহনদত্তের বিবাহ সংঘটিত হয় এবং নরবাহন প্রভাবতী ও অজিনাবতীর সহিত কৌশাম্বীতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক বেগবতী, গন্ধর্বদত্তা ও শ্বশুরকুলের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সহিত মিলিত হন। এই সময়েই পঞ্চ বিদ্যাধরীগণ একত্রে তাঁহাকে বিবাহ করে এবং আরও অনেক বিবাহকার্যও সম্পাদিত হয়। বিদ্যাধর-রাজচক্রবর্তী হইবার পূর্বে নরবাহনদত্তকে সপ্তরত্ন সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়। আলোচ্য লম্বকে নরবাহন-দত্ত কর্তৃক চন্দনবৃক্ষরূপ রত্নলাভের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চদশ লম্বকে অন্য রত্ন লাভের প্রসঙ্গ আছে।

কিঞ্চিৎ বিশদভাবেই চতুর্দশ লম্বকের কাহিনী আলোচিত হইল। কারণ, মদন-মঞ্চুকা হরণকে কেন্দ্র করিয়াই আলোচ্য লম্বকের ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ মূল গ্রন্থে প্রত্যেকটি বিবাহের কাহিনী পৃথক পৃথক অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছিল, সোমদেব একটি লম্বকেই তাহার সংক্ষিপ্তসার দিয়াছেন। নেপালে প্রাপ্ত 'বৃহৎকথা-শ্লোক সংগ্রহ' গ্রন্থেও প্রত্যেকটি বিবাহের বর্ণনা পৃথক পৃথক অধ্যায়ে বিশদভাবেই বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চদশ লম্বক 'মহাভিষেক' চতুর্দশ লম্বকেরই অনুবৃত্তি। অপর ষষ্ঠরত্ন লাভ করিয়া এবং বিবিধ ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া নরবাহনদত্ত তাঁহার অবশিষ্ট শত্রু মন্দর-দেবকে পরাজিত করেন এবং পুনর্বার অন্য পঞ্চবিদ্যাধরীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ঋষভ পর্বতে অভিষেকের জন্য প্রস্তুত হন। অভিষেকের জন্য তাঁহার চতু-র্বিংশতি ভার্যাদিগের মধ্য হইতে মদনমঞ্চুকাকেই নির্বাচিত করা হয়; এই মহোৎসবে উদয়ন, বাসবদত্তা এবং পদ্মাবতীও যোগ দিয়াছিলেন। এইখানেই গ্রন্থের সমাপ্তি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু গ্রন্থকার তাহা না করিয়া ইহার সহিত আরো তিনটি লম্বক যুক্ত করিয়াছেন।

ষোড়শ লম্বকের নাম 'সুরতমঞ্জরী'। একদিন রাত্রিকালে দুঃস্বপ্নদর্শন করিয়া ইহার অর্থ অনুধাবন নিমিত্ত নরবাহনদত্ত 'প্রজ্ঞপ্তি' বিদ্যাধর-শরণাপন্ন হন। অতঃপর তিনি জ্ঞাত হইলেন যে, কৌশাম্বীতে তাঁহার পিতা উদয়ন ভার্যাদিগের সহিত স্বর্গে গমন করিয়াছেন এবং মাতুল গোপালক কনিষ্ঠ ভ্রাতা পালকের হস্তে রাজভার অর্পণ-পূর্বক অসিতপর্বতে কশ্যপমুনির আশ্রমে প্রস্থান করিয়াছেন। মাতুলের সহিত বর্ষা-ঋতু যাপন নিমিত্ত নরবাহনদত্তও তথায় গমন করিলেন। আলোচ্য লম্বকের প্রথম তরঙ্গে দেখা যায় যে, কলিঙ্গসেনা মদনবেগতনয় এবং মদনমঞ্চুকার ভ্রাতা ইত্যক

সুরতমঞ্জরীর সতীত্বনাশের চেষ্টা করিলে ধর্মাধিকরণে অভিযুক্ত হইয়া অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত হয়, এবং আশ্রমস্থ মুনিগণের অনুরোধক্রমে পরে ইহাদিগকে ক্ষমা করা হয়।

এই অসিতগিরিতেই কশ্যপমুনির আশ্রমে মুনিগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া নরবাহনদত্ত তাঁহার জীবনের আদ্যোপান্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়াছিলেন। ফলতঃ ষষ্ঠ লম্বকের পূর্বেই এই তরঙ্গের স্থান হওয়া উচিত ছিল। সেরূপ করা হইলে কাহিনীর পারম্পর্য নষ্ট হওয়ার কোন প্রশ্ন উঠিত না।

সপ্তদশ লম্বক 'পদ্মাবতী'তে মুনিগণ নরবাহনদত্তের নিকট জানিতে চাহেন কি প্রকারে তিনি মদনমঞ্চুকার বিরহ সহ্য করিতেছেন। মুক্তাফলকেতু--পদ্মাবতী উপাখ্যান বর্ণনার নিমিত্তই এই প্রশ্ন করা হইয়াছিল। ইহার স্থান হওয়া উচিত ছিল চতুর্দশ লম্বকে। এইভাবেই গ্রন্থের পারম্পর্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

অষ্টাদশ লম্বক 'বিষমশীলে' নৃপতি বিক্রমাদিত্যের কাহিনী নরবাহনদত্তকে হৃত-মদনমঞ্চুকাকে প্রাপ্তির পূর্বেই বলা হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য নরবাহনদত্তের বহু পরবর্তী। সুতরাং সম্ভবতঃ মূল গ্রন্থে ইহা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সোমদেব তাঁহার গ্রন্থের পরিসমাপ্তিরূপে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা পরবর্তী যোজনা বলিয়া মনে হয় এবং কি কারণে যে ইহা গ্রন্থভুক্ত হইল তাহা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। হয়ত 'বৃহৎকথা'র কাশ্মীরের ভাষ্যে ইহা প্রক্ষিপ্তরূপে ছিল।

গ্রন্থের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ লম্বক ধারাবাহিক। ৫ম ও ৮ম লম্বকের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ নাই। ৬ষ্ঠ লম্বক নবযোজনা বলিয়া মনে হয়। ৭ম, ৯ম, ১০ম এবং ১১দশ লম্বকে পরস্পর-অসংলগ্ন বিবাহসমূহের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ১২দশ ও ১৩দশ লম্বক পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, কিন্তু এই দুই লম্বকের স্থান হওয়া উচিত ছিল ১৪দশ, ১৫দশ, ১৭দশ ও ১৮দশ লম্বকের পর। ১৬শ লম্বকের দুইটি পৃথক ভাগ আছে--প্রথমভাগ ৬ষ্ঠ লম্বকের সূচনা এবং দ্বিতীয়ভাগ সম্পূর্ণ অসংলগ্ন। ইহা হইতে সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সোমদেবের গ্রন্থ সংকলিত হইবার পূর্বেই মূলগ্রন্থের আকারের বহু বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছিল।

বৃহৎকথামঞ্জরী

এখন দেখা যাক ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' কি রূপ ধারণ করিয়া আমাদের হস্তে আসিয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম পঞ্চমঞ্জরী 'কথাসরিৎসাগরে'র প্রথম পঞ্চ লম্বকের মতই গ্রথিত হইয়াছে। পঞ্চম এবং অষ্টম লম্বক একত্রিত করা হইয়াছে। ইহার পরেই স্থান পাইয়াছে ক্ষুদ্র মঞ্জরী 'বেলা'। এই মঞ্জরীতেই মদনমঞ্চুকা অপহরণ বৃত্তান্ত আছে। কিন্তু 'কথাসরিৎসাগরে'র চতুর্দশ লম্বক 'পঞ্চে' এই কাহিনীর প্রথম

উল্লেখ আছে। ক্ষেমেন্দ্র 'বেলা' মঞ্জরীর পর দ্বাদশ, অষ্টাদশ, ত্রয়োদশ ও সপ্তদশ মঞ্জরী গ্রথিত করিয়া কাহিনীর পারম্পর্য রক্ষা করিয়াছেন, যাহা সোমদেবের গ্রন্থে লক্ষিত হয় না। ইহার পরেই চতুর্দশ মঞ্জরী, কিন্তু ইহার প্রথম ঘটনা পূর্বকথিত একাদশ মঞ্জরী 'বেলা'তে দেখিতে পাওয়া যায়। কেন সোমদেব ক্ষেমেন্দ্রের পর্যায়ক্রম গ্রহণ করেন নাই তাহার কারণ উল্লেখ করিতে গেলে বলিতে হয় যে ক্ষেমেন্দ্রের পুস্তকে মদনমঞ্চুকার কাহিনী আনুপূর্বিক বর্ণিত হইলেও শেষদিকে ক্ষেমেন্দ্র বহু অবান্তর কাহিনীর অবতারণা করিয়া বেশ কিছু গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছেন। পঞ্চদশ-মঞ্জরী চতুর্দশ মঞ্জরীরই পর্যায়ক্রম, অথচ ক্ষেমেন্দ্র এই স্থানে 'পঞ্চ' মঞ্জরী বসাইয়াছেন এবং চতুর্দশ ও পঞ্চদশ মঞ্জরীর মধ্যে তাঁহাকে আরও তিনটি মঞ্জরীর স্থান করিতে হইয়াছে। ইহাতে মূল কাহিনীর পর্যায়ক্রম ব্যাহত হইয়াছে। নরবাহনদত্ত কশ্যপ-মুনির আশ্রমে মুনিদিগের নিকট যে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন ক্ষেমেন্দ্র তাহা সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছেন।

এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া মনে হয় যে, কাশ্মীরদেশে তখন 'বৃহৎকথা'র যে ভাষ্য প্রচলিত ছিল তাহাতে নরবাহনদত্তের কাহিনীর সহিত সামঞ্জস্য না রক্ষা করিয়াই তৎকালে প্রচলিত বিবিধ কাহিনী সংযোজিত হইয়াছিল। এই প্রকারে 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র ঘটনাবলী হইতে সেই যুগের আচার-ব্যবহার, সামাজিক প্রথা ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু কথা আমরা জানিতে পারি। পরবর্তীকালে 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'র পৃথক ভাষ্য রচিত হইলেও 'বৃহৎকথা'ই যে ইহাদের আদি উৎস সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

'বৃহৎকথা' হইতে 'কথাসরিৎসাগর' রচনাংশ সংকলনে সোমদেব যে বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং সে সম্বন্ধে তিনি যে বিশেষ সচেতন ছিলেন তাহার প্রমাণ গ্রন্থের প্রথম লম্বক 'কথাপীঠে' তাঁহার বক্তব্যে অনুধাবণীয়—

—"এই গ্রন্থ মূলানুযায়ী। মূল গ্রন্থকে কোথাও লঙ্ঘন করা হয় নাই। এমন ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে যাহাতে মূলগ্রন্থ সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রথিত হইতে পারে। অন্বয়ের ঔচিত্য এবং কাব্যাংশের যোজনা দ্বারা যাহাতে গল্পের রস বিঘ্নিত না হয় যথাশক্তি তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে। নিজের পাণ্ডিত্য দেখাইবার প্রয়াস না করিয়া যাহাতে বিবিধ গল্পসমূহের সমন্বয় করা যায়, তাহাই করিয়াছি।"

বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহ

এক্ষণে নেপালে প্রাপ্ত বুদ্ধস্বামীর অষ্টবিংশতি সর্গ এবং ৮,৫৩৯ শ্লোক সম্বলিত 'বৃহৎকথা শ্লোক সংগ্রহে'র আলোচনা করা যাইতে পারে। ফরাসী পণ্ডিত La Côte তাহার ফরাসী অনুবাদ গ্রন্থে আলোচ্য গ্রন্থ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

এই নেপালী পুস্তকে বহু নূতন বিষয় আছে এবং কাশ্মীরী ভাষ্যের বহু অংশ এ গ্রন্থে অনুপস্থিত। প্রসঙ্গত একটি বিষয় খুবই উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীরীভাষ্যে শিবকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধস্বামীর গ্রন্থে কুবেরই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন। 'নরবাহন' কুবেরেরই অপর নাম, শিবের নহে। 'নরবাহন দত্ত' শব্দের অর্থ হইল নরবাহন অর্থাৎ কুবের কর্তৃক দত্ত।

গুণাঢ্যের মূল গ্রন্থের আকার কিরূপ ছিল তাহা 'শ্লোকসংগ্রহ' গ্রন্থের সাহায্যে অনেকটা অনুমান করা যাইতে পারে। 'শ্লোকসংগ্রহে'র প্রথম সর্গ 'কথাসরিৎসাগরে'র ষোড়শ লম্বকের অনুরূপ। এস্থলে গোপালক ও পালকের রাজ্যত্যাগ এবং ইত্যক ও সুরতমঞ্জরীর কাহিনী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং ইত্যকের বিচারকালে নরবাহন দত্তকে উপস্থিত করা হইলে তিনি তাঁহার আত্মকাহিনী বিবৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—যাহা 'কথাসরিৎসাগরে'র ২য়, ৩য় ও ৬ষ্ঠ লম্বকে আছে। হয়ত অধুনা-বিলুপ্ত অন্য একটি লম্বকের কাহিনীও ইহাতে ছিল। রাজা উদয়নের প্রেম সম্বন্ধে বহু নূতন কাহিনীও আলোচ্য গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। আপন জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনাপূর্বক নরবাহনদত্ত গ্রন্থের নায়িকা মদনমঞ্চুকার কাহিনীও বিবৃত করিয়াছেন। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ: বাল্যকালেই তিনি তাহার প্রণয়াসক্ত হন এবং বিবাহের পর মদনমঞ্চুকা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলে তিনি তাহার অনুসন্ধানব্যপদেশে নূতন নূতন পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

ক্ষেমেন্দ্র, সোমদেব এবং বুদ্ধস্বামীর গ্রন্থত্রয় হইতে 'বৃহৎকথা'র যতটুকু জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা হইতে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, রামায়ণের আদর্শেই গুণাঢ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সতী সাধ্বী পত্নীর অপহরণ এবং সুহৃদজনের সাহায্যে তাহার পুনরুদ্ধার রামায়ণের সীতাদেবীর কাহিনীই স্মরণ করাইয়া দেয়।

এইস্থানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, স্বনামধন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত Keith সাহেব তাঁহার History of Sanskrit Literature গ্রন্থে 'বৃহৎকথা'র ইতিবৃত্তে কাশ্মীরে প্রাপ্ত জয়ার্থ প্রণীত 'হরচরিত চিন্তামনি'র কথা বলিয়াছেন। সেই সুপ্রাচীন গ্রন্থেও নাকি 'বৃহৎকথা'র উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত বহু প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থেও 'বৃহৎকথা'র উল্লেখ দেখা যায়। যথা:

'বাসবদত্তা' গ্রন্থে কুসুমপুর বর্ণনায়,
'বৃহৎকথারম্ভৈ',
'কাব্যাদর্শে'— ভূতভাষাময়ীং প্রাহুঃ অদ্ভুতার্থাং বৃহৎকথাঃ
'হর্ষচরিতে'— সমুদ্দীপিত কন্দর্পাকৃত—গৌরী প্রসাধনা।
হরলীলেবলোকস্যবিস্ময়ায় বৃহৎকথা॥'

'কাদম্বরী'র উজ্জয়িনী বর্ণনায়—'বৃহৎকথাকুশলেন'।

দশরূপ, নলচম্পা, সপ্তশতী ইত্যাদি গ্রন্থেও গুণাঢ্য প্রণীত 'বৃহৎকথা'র উল্লেখ

লক্ষ্যণীয়। এতদ্ব্যতীত, কম্বোজদেশের একশিলালিপিতেও গুণাঢ্যের প্রাকৃত ভাষার প্রতি অবজ্ঞার কথা খোদিত রহিয়াছে।

ভারতবর্ষ গল্প-উপাখ্যানের দেশ। দৈনন্দিন কার্যসমাপনান্তে সকলে একত্রিত হইয়া গল্পগুজব করার অভ্যাস এদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। প্রধানতঃ বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের সংযোগ ছিল। বণিককুলই এই সংযোগ রক্ষা করিতেন। তাই 'বৃহৎকথা'র কাহিনী তাঁহাদের মুখে মুখেই অন্যান্য দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের 'কথাসরিৎসাগরে'র বহু কাহিনী মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার মধ্য দিয়া সুদূর ইউরোপেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও 'বৃহৎকথা'র যথার্থ মূল্য দিয়া ইহার যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন।

আধুনিককালে

১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে অধ্যাপক **H. H. Wilson** কথাসরিৎসাগরের প্রথম পঞ্চ লম্বকের সারাংশ প্রকাশ করেন **Oriental Quarterly Magazine** পত্রিকায়। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে জার্মান পণ্ডিত **Brockhaus** রোমান অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় উক্ত প্রথম পঞ্চক মুদ্রিত করেন এবং অবশিষ্ট ত্রয়োদশ লম্বক পরে মুদ্রিত হয়। ছয়টি পাণ্ডুলিপির সাহায্যে তিনি জার্মান ভাষায় 'কথাসরিৎসাগরের' সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন; ঐ অনুবাদ ছাত্রাবস্থায় পাঠ করিয়া **Tawney** মোহিত হন। ভারতবর্ষে আগমনপূর্বক সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া মূল সংস্কৃত হইতে ইংরাজী ভাষায় 'কথাসরিৎসাগর' অনুবাদ করিবার প্রবল ইচ্ছা তাঁহার হইয়াছিল। কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার সময় তিনি **Brockhavs**-এর সংস্কৃত পাঠ অবলম্বনে পণ্ডিতদিগের সাহায্যে ইংরাজীতে সম্পূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদ করেন এবং সেই অনুবাদ **Asiatic Society of Bengal**-এর **Bibliotheca Indica** পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৮৮০ খ্রীঃ থেকে ১৮৮৪ খ্রীঃ পর্যন্ত। মূলতঃ **Brockhaus**-এর পাঠ অবলম্বন করিলেও **Tawney** **India Office** হইতে তিনটি পাণ্ডুলিপি এবং সংস্কৃত কলেজ হইতে একটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া উহাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি পরবর্তীকালে দুই খণ্ড **Tawney**-র অনুবাদ প্রকাশ করেন।

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে **N. M. Penzer (Fellow of the Royal Anthropological Institute and Member of Royal Asiatic Society) Tawney**-র সম্মতিক্রমে দশ খণ্ডে তাঁহার পুস্তক প্রকাশ করেন। **Sir Richard Temple, Sir George Grierson** প্রমুখ নয়জন প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ নয়টি খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। নবম খণ্ডের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকাটি স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আই-সি-এস কর্তৃক লিখিত।

Penzer কর্তৃক প্রকাশিত Tawney-র গ্রন্থ খানি সুসম্পাদিত। ইহাতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে 'কথাসরিৎসাগরে'র বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। ভারতের বাহিরে 'কথাসরিৎসাগরে'র কাহিনী কোথায় কি আকার প্রাপ্ত হইয়াছে গ্রন্থটিতে তাহার সুবিস্তৃত বিবরণ আছে। ইংরাজী এবং জার্মান ভাষা ব্যতিরেকে অন্যান্য বহু পাশ্চাত্য ভাষাতেও গ্রন্থটি অনূদিত হইয়াছিল।

সোমদেবের সমসাময়িক ক্ষেমেন্দ্র প্রণীত 'বৃহৎকথামঞ্জরী'ও পণ্ডিতবর্গের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। Bühler ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে Indian Antiquary-র October সংখ্যায় ইহার বিশদ আলোচনা করেন; ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে সিলভ্যাঁ লেভি Journal Asiatique-এ ইহার ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে Mánkowski জার্মানীতে ইহার মূল সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে পণ্ডিতপ্রবর শিবদত্ত ও পরবের যুগ্মসম্পাদনায় বোম্বাই হইতে তুকারাম জাবাজী ইহা প্রকাশ করেন।

১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত গদ্যে কলিকাতার সরস্বতী প্রেস হইতে 'কথাসরিৎসাগর' প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ এবং কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরবের সম্পাদনায় বোম্বাই 'নির্ণয় সাগর প্রেস' হইতে 'কথাসরিৎসাগরে'র মূল গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থ সম্পাদনায় নিম্নলিখিত তিনখানি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল: (১) কাশ্মীরে প্রাপ্ত পুঁথি, (২) ডা: বোধাজিৎ কর্তৃক ১৭৪৩ বিক্রমাব্দে কাশীতে লিখিত গ্রন্থ, (৩) জার্মানী হইতে Brockhaus-এর রোমান অক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থ। পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গের পুস্তকের ৪র্থ সংস্করণ আমি আমার এই অনুবাদে অনুসরণ করিয়াছি।

প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল পূর্বে এই গ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া দুই খণ্ডে বসুমতী প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত অনুবাদ সম্পূর্ণ মূলানুগ নহে, মূল রচনার বহু অংশ উক্ত গ্রন্থে পরিত্যক্ত হইয়াছে। গ্রন্থটি এখন দুষ্প্রাপ্য। জাতীয় গ্রন্থাগারে মাত্র দুই খণ্ড আছে। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে আমি ইহার প্রথম খণ্ড মাত্র দেখিয়াছিলাম। অন্য খণ্ড আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীকুলদারঞ্জন রায় রচিত 'ছেলেদের কথা সরিৎসাগর' গ্রন্থের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

Tawney তাঁহার অনুবাদে কুরুচিপূর্ণ বলিয়া মূল গ্রন্থের বহু অংশ বর্জন করিয়াছেন। আমার নিকট ঐ সকল অংশ বর্জনীয় বলিয়া মনে হয় নাই। আমি সম্পূর্ণ গ্রন্থেরই অনুবাদ করিয়াছি। Penzer লিখিত পরিশিষ্ট ও Temple ইত্যাদি লিখিত ভূমিকায় নানা দৃষ্টিকোণ হইতে 'কথাসরিৎসাগর' আলোচিত হইয়াছে।

জাতকের বহু কাহিনী এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে এবং Penzer বহু শ্রম স্বীকার করিয়া তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। যাঁহারা সোমদেবের এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ জানিতে চাহেন তাঁহারা Penzer সংস্করণের নবম ও দশম খণ্ড পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। এক কথায় বলিতে গেলে Penzer সম্পাদিত ও Tawney কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনূদিত 'কথাসরিৎসাগর' একটি সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ। Tawney'র অনুবাদের প্রচারকার্যে Penzer-এর অবদান অসামান্য। Penzer নিজেই বলিয়াছেন যে, Arabian Nights-এর অনুবাদক Burton সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে তিনি Tawney-র গ্রন্থের সন্ধান লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না। 'হিতোপদেশ' ব্যতীত অন্য কোন সংস্কৃত গ্রন্থের কাহিনীও তাঁহার জানা ছিল না। Tawney-র গ্রন্থের একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া তিনি Tawney-র সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সম্মতিক্রমে এই কার্যে দ্রুত অগ্রসর হন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশকদের দ্বারস্থ হন তিনি, কিন্তু কেহই এইরূপ ব্যয়সাধ্য পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য উৎসাহ দেখান নাই। অবশেষে Grafton House-এর স্বত্বাধিকারী Mr. Sawyer এই গ্রন্থ প্রকাশের সমূহ ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হন। কিন্তু দশখণ্ডে এই গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয় তখন Tawney আর ইহলোকে ছিলেন না।

এখন প্রশ্ন হইল: গুণাঢ্য তাঁহার 'বৃহৎকথা' যে অনার্যভাষায় রচনা করিয়াছিলেন তাহা কোন্ জাতির ভাষা? Keith-এর মতে সেই 'পৈশাচী' ভাষা অনার্য-অধ্যুষিত বিন্ধ্যপ্রদেশের কথ্যভাষা। তৎকালে দক্ষিণাঞ্চলে সংস্কৃতভাষার বিশেষ চর্চা না থাকায় উত্তরভারতেই 'বৃহৎকথা' সমধিক প্রচলিত হইয়াছিল এবং নৃপতি সাতবাহন কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত এই গ্রন্থই সম্ভবতঃ ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব তাঁহাদের সংকলনে ব্যবহার করিয়াছিলেন। 'কথাসরিৎসাগর' যে আকারে আমাদের নিকট আসিয়াছে তাহাতে ইহার মধ্যে দুইটি কাহিনীর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়: এক, বাসবদত্তাকথা এবং দুই, নরবাহনদত্ত-মদনমঞ্চুকা বিবরণ। নরবাহনদত্তের জন্মকালে দৈববাণী হইয়াছিল যে, উত্তরকালে তিনি বিদ্যাধর--রাজচক্রবর্তী হইবেন। রাজপুত্র হইতে রাজচক্রবর্তীতে পরিণত হওয়া পর্যন্ত তিনি বহু রাজকুমারী ও বিদ্যাধর রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতা উদয়ন যেরূপ অমাত্যবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন রাজকুমার নরবাহনদত্তেরও সেইরূপ একটি গোষ্ঠী ছিল এবং উদয়নের অমাত্যগণের সন্তানরাই সেই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল।

তৎকালীন সমাজচিত্র

সোমদেবের গ্রন্থ হইতে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে শৈব ও বৌদ্ধধর্ম

পাশাপাশি প্রচলিত ছিল। এই গ্রন্থের বহু কাহিনীতে শৈব সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদিগের উল্লেখ আছে। চতুর্বর্ণ শাসিত সমাজ বর্তমান থাকিলেও দেখা যায় যে ব্রাহ্মণেরাও ব্যবসায়ে রত ছিল। শুধু স্থলপথে নহে, সুবর্ণদ্বীপের কাহিনী হইতে জানা যায় যে, সমুদ্রপথেও চলিত বণিকদিগের ব্যবসাবাণিজ্য। রামায়ণের রাবণভ্রাতা বিভীষণের রাজ্যের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা আলোচ্য গ্রন্থে পাওয়া যায়। আকাশ-যানের কথাও বহু কাহিনীতেই আছে এবং দেবতা, বিদ্যাধর ও মনুষ্যের বহু কাহিনীই এই গ্রন্থে একই সঙ্গে স্থান লাভ করিয়াছে।

এই সময় স্থাপত্যবিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। লাবাণক লম্বক হইতে জানা যায় যে, তখনকার প্রসিদ্ধ নগরী কৌশাম্বী, পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী, বারাণসী, শ্রাবস্তী প্রভৃতি নগরী সুউচ্চ হর্ম্যে পরিশোভিত ছিল। প্রাসাদপ্রাচীরে অঙ্কন করা হইত আলেখ্য। পদ্মাবতীর প্রাসাদকক্ষের প্রাচীরে অঙ্কিত রামসীতার কাহিনীর আলেখ্য দর্শন করিয়া ছদ্মবেশী বাসবদত্তার হৃদয় শান্ত হইয়াছিল। দেবায়তন, মঠ ও বিহার দেশের বহু স্থানেই অবস্থিত ছিল।

তৎকালে ব্যবহৃত যানবাহনাদির মধ্যে অশ্ব, হস্তী, গোযান, শকট ও শিবিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। জলপথে নদীতে নৌকা এবং সমুদ্রে অর্ণবপোত ব্যবহৃত হইত। আকাশপথে ব্যোমযান ব্যবহৃত হইত বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু উহার বাস্তবিকতা সম্বন্ধে সংশয় থাকিয়া যায়।

রণাঙ্গনে হস্তী, অশ্ব, পদাতিক ও রথ ব্যবহারের সুপ্রচুর উল্লেখ দেখা যায়। যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে ধনুর্বাণ, খড়্গ, বর্শা ও মুষল ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রের ব্যবহার ছিল বলিয়া মনে হয় না। গোপন সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য গুপ্তচরদিগকে ইতস্তত প্রেরণ করা হইত। লাবাণক লম্বকের পঞ্চম তরঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন বৎসরাজ উদয়ন দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইয়া কাশীরাজ্য আক্রমণ করেন তখন নৃপতির মুখ্যমন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ কাশী নরেশ ব্রহ্মদত্তের কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত তথায় গুপ্তচর প্রেরণ করেন। কাপালিক ব্রতধারীর ছদ্মবেশে তাহারা বারাণসীতে গমন করিয়া জাদুবিদ্যায় পারদর্শী একজন জাদুকর এবং অন্যেরা তাহার শিষ্য সাজিয়াছিল। ইতস্ততঃ ভিক্ষা করিতে করিতে শিষ্যগণ বলিতে লাগিল: 'আমাদের এই গুরু ত্রিকালজ্ঞ' ফলতঃ আপন আপন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানিবার জন্য অনেকে তাঁহার নিকট আগমন করিত। অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি সম্বন্ধে গুরু ভবিষ্যদ্বাণী করিত এবং শিষ্যগণ গোপনে সেই সকল কার্য সম্পাদন করায় ভবিষ্যদ্বক্তা হিসাবে গুরুর খ্যাতি উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল। এই হীনচক্রে পতিত হইয়া কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের প্রিয় এক অমাত্য সেই নকল গুরুর উপাসক হইল। দুই নৃপতির সংগ্রাম শুরু হইলে সেই নকল গুরুর সহিত মন্ত্রণাভিলাষী কাশীরাজের অমাত্য প্রমুখাৎ উক্ত রাজ্যের বহু রহস্য

অবগত হওয়া গেল। নৃপতি ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রী যোগকরণ্ডক উদয়নের অগ্রসর হইবার পথে বহু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছিল। সে বিষাদি দ্রব্যদ্বারা তাঁহার গমনপথের চতুষ্পার্শস্থ বৃক্ষ, মঞ্জরিত বল্লরী, জল ও তৃণ বিষাক্ত করিয়াছিল এবং সৈন্যদিগের ভিতর বিষকন্যা, নর্তকী ও গুপ্তঘাতক প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু ভবিষ্যদ্বক্তার ছদ্মবেশধারী গুরু তাহার তথাকথিত শিষ্যগণ কর্তৃক যৌগন্ধরায়নের নিকট সমস্ত সংবাদ প্রেরণ করিলে তিনি প্রতিষেধক ঔষধাদিদ্বারা গমনপথের জল, তৃণ ইত্যাদি শোধন করিয়া লন। কটকদিগের শিবিরে স্ত্রীলোকগণের যাতায়াত নিষিদ্ধ করিয়া গুপ্তঘাতকদিগকে বন্দী করতঃ তিনি তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন।

সেকালের শিক্ষা-পদ্ধতি গুরুশিষ্য পরম্পরায় চলিত। ব্যাকরণ, বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত ছাত্ররা বারাণসী অথবা পাটলিপুত্র গমন করিত। এই দুইটি নগরী তখন শিক্ষাকেন্দ্ররূপে বিখ্যাত ছিল বলিয়া মনে হয়।

কথাপীঠ লম্বকের চতুর্থ তরঙ্গে ব্যাকরণ প্রসঙ্গে বররুচি বলিয়াছেন যে, গুরু বর্ষের বহু শিষ্যদিগের মধ্যে পাণিনি নামে একটি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন। তাঁহার অজ্ঞতায় বিরক্ত হইয়া গুরুপত্নী তাঁহাকে বিদায় দিলে মনের দুঃখে তিনি বিদ্যালাভার্থ হিমালয়ে শিবের তপস্যা শুরু করেন এবং অবশেষে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে একটি নবব্যাকরণ লাভ করেন। গুরুগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি বররুচিকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। বররুচি ছিলেন ঐন্দ্র ব্যাকরণে শিক্ষিত। তর্কযুদ্ধের অষ্টম দিবসে পাণিনি যখন প্রায় পরাজিত হইতে চলিয়াছেন তখন মহাদেব বিরাট হুংকার ধ্বনি করিলে ঐন্দ্র ব্যাকরণ ধ্বংস হইয়া যায় এবং অতঃপর পৃথিবীতে পাণিনির ব্যাকরণ প্রচলিত হয়।

উক্ত লম্বকের ষষ্ঠ ও সপ্তম তরঙ্গে কলাপ ব্যাকরণের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি মনোহর কাহিনী রহিয়াছে। বসন্তোৎসবের সময় রাজ্ঞীদের সহিত জলক্রীড়া করার সময় নৃপতি সাতবাহন যখন তাঁহাদের গাত্রে পুনঃ পুনঃ জল নিক্ষেপ করিতেছিলেন তখন একজন রাজ্ঞী বিরক্ত হইয়া বলেন, "মোদকং পরিতাড়য়"। নৃপতি তৎক্ষণাৎ মোদক (মিষ্টান্ন) আনয়ন করিলে উপহাস করিয়া রাজ্ঞী বলিলেন, "এখানে আমরা মোদক দ্বারা কি করিব? আপনার কি সামান্য ব্যাকরণজ্ঞানও নাই? আপনি কি জানেন না যে মা+উদক সন্ধি করিলে মোদক শব্দের উৎপত্তি হয়? আমি আপনাকে "মা উদকং পরিতাড়য়" অর্থাৎ আর বারি সিঞ্চন করিবেন না—এই কথাই বলিয়াছিলাম।" তখন নৃপতি "হয় শব্দশাস্ত্রে পণ্ডিত হইব অথবা প্রাণ বিসর্জন দিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে পণ্ডিত শর্ববর্মা তাঁহাকে ছয় মাসের মধ্যে ব্যাকরণে শিক্ষিত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। অতঃপর দেব কার্তিকেয়ের কৃপায় তিনি 'কাতন্ত্র' অর্থাৎ লঘু ব্যাকরণ প্রাপ্ত হন এবং উক্ত দেবতার আদেশক্রমে বাহন ময়ূরের পুচ্ছের নামে 'কলাপ' নামে

নব ব্যাকরণের নামকরণ করা হয়। কথিত আছে যে এই সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ ছয় মাসে শিক্ষা করিয়া নৃপতি সাতবাহন শব্দশাস্ত্রে পারঙ্গম হন।

মূর্খদিগের সম্বন্ধে বহু বিদ্রুপাত্মক কাহিনী এই গ্রন্থের একটি বিশেষত্ব, যাহা একত্রিত করিলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক হইতে পারে।

তখন নরনারীর অবাধ মেলামেশা ও একত্রে পানভোজনের কোন বাধা ছিল না। নগরীতে দ্যূতক্রীড়ার সুব্যবস্থা ছিল। মুনিঋষিগণ হয়ত ফলমূল আহার করিতেন কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে আমিষ আহারের ব্যাপক প্রচলন ছিল। ভোজনের পূর্বে ও পরে মদ্যপানের রীতি অজ্ঞাত ছিল না। দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও সুরাপান রীতি প্রচলিত ছিল। নানাপ্রকার মশলা সহযোগে তাম্বুল চর্বনের রীতি ছিল। নৃপতি উদয়ন এবং রাজ্ঞী বাসবদত্তার পুত্র নরবাহন দত্তের ভোজসভার চমৎকার বর্ণনা হইতে মনে হয় যে সাম্প্রতিক কালের 'ককটেলপার্টি' প্রাচীনযুগেও অজ্ঞাত ছিল না। ভোজগৃহের পার্শ্বস্থ একটি কক্ষে নরবাহনদত্ত ভোজনের পূর্বে রাজ্ঞীবৃন্দ এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সহিত সুরাপানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুবেশী পরিচারিকাগণ ভৃঙ্গার হইতে পানপাত্রে যখন সুরা ঢালিতেছিল তখন তাহাদের ওষ্ঠাধরের বর্ণ আসবের বর্ণের সহিত এক হইয়া গিয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে রাজ্ঞীরা যখন পরস্পরের নিন্দায় মুখর হইয়া উঠিলেন তখন তাঁহারা মত্ত হইতেছেন বুঝিতে পারিয়া নরবাহনদত্ত অবিলম্বে সুরাপান বন্ধ করতঃ তাঁহাদিগকে লইয়া ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সম এবং অসমবর্ণের স্ত্রীপুরুষের ভিতরে গান্ধর্ব বিবাহ সুপ্রচলিত ছিল। সেকালেও বৈদিক বিবাহে অগ্নিসাক্ষী করিয়া লাজবর্ষণদ্বারা হোম করিবার রীতি ছিল। উচ্চ বর্ণের রমণীগণের মৃতপতিদিগের সহিত সহমৃতা হইবার রীতিও প্রচলিত ছিল। বাল্য বিবাহেরও তখন অস্তিত্ব ছিল।

সেই সুপ্রাচীন যুগেও পিতামাতারা কন্যার বিবাহের জন্য যথেষ্ট চিন্তান্বিত হইতেন। চতুর্দারিকা লম্বকের প্রথম তরঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কনকরেখার পিতা কন্যার মাতা কনকপ্রভাকে বলিতেছেন, "যুবতী কন্যাকে গৃহে রাখা সমীচীন নয়। কনকরেখার উপযুক্ত বিবাহের নিমিত্ত আমার হৃদয় আকুল হইয়াছে। সৎপরিবারের কুমারী কন্যার উপযুক্ত বিবাহ না হইলে তাহা বেসুরা সঙ্গীতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। উহা অসঙ্গীতজ্ঞেরও কর্ণপীড়া উৎপাদন করে। মোহবশতঃ অপাত্রে কন্যাপ্রদান করিলে উহা অপাত্রে বিদ্যাদান করিবার মত হয়—যশ কিংবা ধর্মলাভ হয় না, লাভ হয় শুধু অনুশোচনা---কে ইহার পাত্র হইবে সেইজন্য আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি।" বিবাহবিষয়ে কন্যা কনকরেখা ইতস্তত করিলে পিতা তাহাকে বলেন, "যখন দেবতা ও অসুরেরাও পতিলাভের নিমিত্ত তপশ্চর্যা করে তখন, হে পুত্রি, তুমি পতিলাভে কেন

ইচ্ছুক নও? ---সত্যকথা বলিতে হইলে, কন্যা অন্যের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করে। বাল্যকাল ব্যতীত পিতৃগৃহ তাহার পক্ষে বাস করিবার উপযুক্ত স্থান নহে।"

রত্নপ্রভা লম্বকে রাজ্ঞী রত্নপ্রভার আচরণ এইস্থানে উল্লেখ্য। তিনি স্বীয় কক্ষ প্রহরীদ্বারা সুরক্ষিত রাখিতেন না। তাঁহার কক্ষে তাঁহার পতির বন্ধুদিগের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। তিনি বলিতেন স্ত্রীলোকদিগকে অবরুদ্ধ রাখিবার প্রথা অসূয়া-প্রসূত। সদ্বংশজাত নারীদিগের ধর্মই তাহাদিগকে রক্ষা করে। নতুবা বেগবতী নদী ও কামান্ধ নারীকে কে প্রতিরোধ করিতে পারে?

তখন সমাজে বারবণিতাদিগের একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল। অনেক কাহিনীতেই তাহাদের প্রধান কর্মকর্ত্রীর ভূমিকা লক্ষিত হয়। কথামুখ লম্বকে বারবিলাসিনী রূপনিকার মাতা কন্যাকে নির্ধন নাগরের সাহচর্য পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত বলিতেছে, "বৎসে, তুমি কেন এই দরিদ্রের পরিচর্যা করিতেছ? সুশিক্ষিতা গণিকারা নির্ধনকে পরিত্যাগ করিয়া বরং শবদেহ আলিঙ্গন করে। বারবণিতা প্রেমদ্বারা কি করিবে? তুমি ঐ মহতী নীতি কি প্রকারে বিস্মৃত হইলে? সূর্যাস্তের রক্তরাগ ক্ষণস্থায়ী। প্রেমাবিষ্টা বারবণিতার দীপ্তিও সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী হয়। নটীর ন্যায় গণিকাও ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত কৃত্রিম অভিনয় করিবে। এই দরিদ্রকে পরিত্যাগ কর। নিজের বিনাশসাধন করিও না।"

বিন্ধ্যারণ্যের দেবী দুর্গার মন্দিরের উল্লেখ অনেক কাহিনীতেই আছে। রাজারা মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু কোন কোন মন্ত্রী এই ব্যসন হইতে নৃপতিদিগকে দূরে থাকিতে উপদেশ দিতেন। দেশের বহুস্থানে বিস্তৃত অরণ্য ছিল এবং দস্যুদিগেরও অসদ্ভাব ছিল না। বহু বণিকের বহু সম্পদ উহাদের দ্বারা অরণ্যপথে লুণ্ঠিত হইত। এই সকল কার্যে ভীল্লজাতিরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

তখন অরণ্যপ্রদেশ পরিষ্কার করিয়া কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ যে বৃদ্ধি করা হইত তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তখন দুর্ভিক্ষ অজ্ঞাত ছিল না এবং দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণ নানাদিকে খাদ্যান্বেষণে গমন করিত। দুর্ভিক্ষজনিত ব্যাপক কষ্ট লাঘবার্থে নৃপতিগণ তৎপর হইতেন।

কারুকার্যের যথেষ্ট প্রসার ছিল। নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং চিত্রাঙ্কণ বহুল প্রচলিত ছিল। রাজকুমারী বাসবদত্তার কলাবিদ্যার শিক্ষকরূপে ছদ্মবেশী রাজকুমার উদয়ন নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং কি প্রকারে ক্রমে ক্রমে শিষ্যার হৃদয় জয় করিয়া তাহাকে অপহরণ করিয়াছিলেন তাহার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা এই গ্রন্থের মূলকাহিনীতে আছে। গ্রন্থের শেষার্ধে 'বিক্রমশীল' লম্বকে নৃপতি বিক্রমাদিত্যের কাহিনী অবান্তর বলিয়া মনে হয়। পরবর্তীকালে হয়ত ইহার সংযোজন হইয়াছিল। যদি গুণাঢ্যের মূল গ্রন্থ কোনকালে আবিষ্কৃত হয় তাহা হইলেই অনেক অসংলগ্ন অংশের ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে।

বিবিধ ত্রুটি সত্ত্বেও 'কথাসরিৎসাগর'কে একটি মহৎ গ্রন্থরূপে সম্মান করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে Penzer যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়াই আমার মুখবন্ধ সমাপ্ত করি।

কথাসরিৎসাগর

প্রথম লম্বক/কথাপীঠ

এই কথামৃত প্রাচীনকালে শিব এবং পার্বতীর প্রণয়রূপ মন্দার পর্বতের আলোড়নের ফলে হরমুখসমুদ্র হইতে উদ্গত হইয়াছিল। যাহারা এই অমৃত কাহিনী পান করে, মহাদেবের প্রসাদে তাহাদের সমস্ত বিঘ্ননাশ হইয়া শ্রীধর্মলাভ হয় এবং ভূতলে তাহারা উচ্চ অমর পদ লাভ করে।

প্রথম তরঙ্গ

অঙ্কস্থিত পার্বতীর দৃষ্টিপাশবদ্ধ শ্যামগ্রীব শিব তোমাদের মঙ্গল করুন।

সন্ধ্যানৃত্যে মত্ত বিঘ্ননাশ শীৎকারে শুণ্ডদ্বারা তারকা সম্মার্জন করিতে করিতে যেন আরও অনেক তারকা সৃজনে রত। তিনি তোমাদের রক্ষা করুন।

অশেষ পদার্থ যাহার আলোকবর্তিকায় দীপ্ত হয়, সেই বাগ্দেবীকে প্রণাম করিয়া "বৃহৎকথা"র সারসংগ্রহকরতঃ এই আখ্যায়িকা রচনা করিতেছি।

আমার প্রথম গ্রন্থ 'কথাপীঠ'। ইহার পর 'কথামুখ'। তারপর 'লাবণ্যক'। ইহার পরের গ্রন্থ 'নরবাহনদত্ত জনন্'। তারপর আসিবে 'চতুর্দারিকা' ও 'মদনমঞ্চুকা'। সপ্তম গ্রন্থ হইল 'রত্নপ্রভা'। অষ্টম গ্রন্থের নাম 'সূর্যপ্রভা'। ইহার পর 'অলংকারবতী' ও 'শক্তিযশা'। একাদশ গ্রন্থের নাম হইল 'বেলা'। ইহার পর আসিবে 'শশাংকবতী', 'মদিরাবতী' এবং 'পঞ্চ'। তদনুবর্তী হইল 'সুরতমঞ্জরী' ও 'পদ্মাবতী'। অষ্টাদশ গ্রন্থের নাম হইল 'বিষমশীলা'। (১-৯)

এই গ্রন্থ মূলানুযায়ী। মূল গ্রন্থকে কোথাও লঙ্ঘন করা হয় নাই। এমন ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে যাহাতে মূলগ্রন্থ সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রথিত হইতে পারে। অন্বয়ের ঔচিত্য এবং কাব্যাংশের যোজনা দ্বারা যাহাতে গল্পের রস বিঘ্নিত না হয় যথাশক্তি তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে। নিজের পাণ্ডিত্য দেখাইবার প্রয়াস না করিয়া যাহাতে নানা গল্পসমষ্টির সমন্বয় করা যায় সেইরূপ প্রচেষ্টাই করিয়াছি। (১০-১৩)

কিন্নর, গন্ধর্ব এবং বিদ্যাধর অধ্যুষিত নগাধিরাজ হিমালয়ের এরূপ মহিমা ছিল যে ত্রিজগতের জননী পার্বতী তাঁহার কন্যাত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। হিমালয়ের উত্তর শিখরের নাম কৈলাস, ইহা ছিল বহু সহস্র যোজন উচ্চ, তাহার গর্ব ছিল এই যে: সমুদ্র মন্থনকালে মন্দরও এত ধবলতা প্রাপ্ত হয় নাই যাহা আমি বিনা চেষ্টাতেই লাভ করিয়াছি। গণ, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণদ্বারা সেবিত, অম্বিকার প্রিয়, চরাচরের গুরু মহেশ্বর এইখানেই বাস করেন। তাঁহার পিঙ্গলজটাজূটে আবদ্ধ শশিকলা সন্ধ্যা-রাগরক্ত পূর্বপর্বতের পীত আভা সানন্দে স্পর্শ করেন। যখন তিনি তাঁহার ত্রিশূল দ্বারা দৈত্যরাজ অন্ধকের হৃদয় ভেদ করিলেন তখন অসুররাজ ত্রিভুবনের হৃদয়ে যে বর্শা বিদ্ধ করিয়াছিল তাহা অপসৃত হইল। দেব ও দানবদিগের মস্তকস্থিত উজ্জ্বলমণি তাঁহার নখপ্রভায় আলোকিত হওয়াতে মনে হইল যেন তাহারা অর্ধচন্দ্রদ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছে। একদা ভার্যার প্রশংসায় মহেশ্বর তুষ্ট হইলেন। চন্দ্রমৌলী শশিশেখর হর্ষভরে পার্বতীকে একান্তে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "তোমার প্রিয় কার্য কি

করিতে পারি?" গিরিতনয়া কহিলেন, "প্রভো, আমার প্রতি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমাকে একটি সম্পূর্ণ নূতন কাহিনী শ্রবণ করান।" শিব তাঁহাকে বলিলেন, "বর্তমান, ভূত এবং ভবিষ্যতে এমন কোন কাহিনী এ জগতে থাকিতে পারে যাহা তোমার অজ্ঞাত?" স্বামীর সোহাগে গর্বিতা শিবপ্রিয়া বহু অনুরোধ করিতে থাকিলে তাঁহাকে চাটুবাক্যদ্বারা সন্তুষ্ট করিবার জন্য শিব নিজের দৈবশক্তি সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র কাহিনী বর্ণনা করিলেন: (১৪-২৬)

—"একদা ব্রহ্মা ও নারায়ণ আমার দর্শনমানসে হিমালয়ের পাদদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সম্মুখে দেখিলেন অগ্নিময় এক বৃহৎ জ্যোতির্লিঙ্গ। ইহা কোথায় শেষ হইয়াছে তাহা দেখিবার জন্য একজন উর্ধ্বদেশে ও আর একজন অধো-দেশে গমন করিলেন। যখন তাঁহারা ইহার অন্ত খুঁজিয়া পাইলেন না তখন তপস্যা-দ্বারা তাঁহারা আমার উপাসনায় রত হইলেন। আমি তখন আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের বর প্রার্থনা করিতে বলিলাম। তৎশ্রবণে ব্রহ্মা বলিলেন, 'আপনি আমার পুত্র হউন।' তাঁহার এই অতিরিক্ত প্রত্যাশার জন্য ব্রহ্মা পূজা পাইবার অযোগ্য হইয়াছেন। (২৭-৩০)

অতঃপর নারায়ণ আমার নিকট বর প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, 'আমি যেন সতত আপনার সেবা করিতে পারি।' তিনি তোমার আকৃতিতেই আবির্ভূত হইলেন। যিনি নারায়ণ তিনিই আমার সকল শক্তির আধারস্বরূপ। —তুমি পূর্বজন্মে আমারই ভার্যা ছিলে।"

শিবের এই কথায় পার্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি কি করিয়া পূর্বজন্মে তোমার পত্নী হইয়াছিলাম?' প্রত্যুত্তরে শিব কহিলেন, 'বহু পূর্বে প্রজাপতি দক্ষের অনেক কন্যা হইয়াছিল। দেবি, তুমিও তাহাদিগের মধ্যে ছিলে। দক্ষ তোমাকে আমায় সম্প্রদান করিয়াছিলেন এবং অন্য কন্যাদিগের সহিত ধর্ম ও অপরাপর দেবতার বিবাহ হইয়াছিল। কোনও যজ্ঞানুষ্ঠানে তিনি সমস্ত জামাতাকেই নিমন্ত্রণ করিয়া-ছিলেন, আমাকেই শুধু বাদ দিয়াছিলেন। তুমি তাঁহার নিকট জানিতে চাহিয়াছিলে কেন তোমার স্বামী নিমন্ত্রিত হন নাই! তাহাতে তিনি যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা তোমার কর্ণে বিষাক্ত সূচীর ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, 'তোমার স্বামী নরমুণ্ডমালা ধারণ করে, তাহাকে কি করিয়া নিমন্ত্রণ করিব?' ইহাতে তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া 'আমার পিতা পাষণ্ড, তাঁহা হইতে প্রাপ্ত আমার এই দেহ রাখিয়া লাভ কি'—এই কথা বলিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলে। আমিও ক্রোধপরবশ হইয়া দক্ষের সেই যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলাম। (৩১-৩৮)

'অতঃপর সমুদ্র হইতে চন্দ্রকলা যেমন উদ্ভূত হয়, তুমিও তদ্রূপ হিমাদ্রির কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। এখন স্মরণ কর, আমি তপস্যা করিতে এই হিমালয়ে আসিলে তোমার পিতা তোমাকে অতিথিসেবা করিতে আদেশ করিলেন। আমার

নিকট হইতে তারকাসুরের প্রতিদ্বন্দ্বী এক পুত্র প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত দেবতারা কামদেবকে প্রেরণ করেন। সুযোগমত কামদেব আমাকে শরবিদ্ধ করিলে আমি তাঁহাকে ভস্মাবশেষে পরিণত করিয়াছিলাম। তাহার পর তোমার ঐকান্তিক তপস্যায় আমি ধীরে ধীরে তোমা কর্তৃক ক্রীত হইবার পুণ্যলাভ করিলাম। এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, তুমি পূর্বজন্মে আমার পত্নী ছিলে। তোমাকে আর কি বলিব?"

এই কথা বলিয়া শম্ভু নীরব হইলে কোপাবিষ্ট হইয়া দেবী বলিলেন, "তুমি অতিশয় ধূর্ত। আমি এত অনুরোধ করিতেছি তবুও তুমি আমাকে একটি সুন্দর কাহিনী বলিতেছ না। আমি কি জানিনা যে তুমি সন্ধ্যাকে উপাসনা কর এবং গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ কর?" এই কথা শুনিয়া শিব তাঁহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। এবং তিনি একটি আশ্চর্য কাহিনী বলিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে দেবীর কোপানলের উপশম হইল। তিনি নিজেই আদেশ করিলেন যে, তাঁহারা যেখানে আছেন সেখানে কেহ প্রবেশ করিতে পারিবেন না। নন্দী দ্বার রক্ষা করিতে লাগিল এবং হর কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। (৩৯-৪৬)

—"দেবতারা সতত সুখী ও মনুষ্যগণ নিরন্তর দুঃখী। আর যাহারা অর্ধদেবতা তাহাদের কাহিনী পরম প্রীতিপ্রদ। এখন আমি তোমাকে বিদ্যাধরদিগের কাহিনী বলিতেছি।" শিব যখন এই কথা বলিতেছিলেন তখন পুষ্পদন্ত নামক তাঁহার প্রিয় এক গণ সেখানে উপস্থিত হইলে নন্দী তাঁহাকে ভিতরে যাইতে নিষেধ করিল। ইহাতে পুষ্পদন্তের কৌতূহল হইল।—'এমন কি সেখানে হইতেছে যাহাতে আমারও ভিতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ?' সে ইহা ভাবিল এবং যোগবলে অদৃশ্য হইয়া তৎক্ষণাৎ অলক্ষ্যে কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। পিনাকধারী সপ্তবিদ্যাধরের যে অপূর্ব কাহিনী বলিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া পুষ্পদন্ত তদীয় পত্নী জয়াকে তাহা বলিয়াছিল। স্ত্রীলোকের নিকট ধন কিংবা রহস্যকথা কে গোপন করিতে পারে? অতঃপর বিস্ময়াবিষ্টা প্রতিহারী জয়া পার্বতীর সম্মুখে এই কাহিনী বর্ণনা করে। বস্তুতঃ স্ত্রীলোকের কি কোন বাক্যসংযম আছে? তখন গিরিসুতা কোপাবিষ্টা হইয়া তাঁহার পতিকে বলিলেন, 'অশ্রুতপূর্ব কাহিনী ত তুমি আমাকে বল নাই। জয়াও ত এই কাহিনী জ্ঞাত আছে।' তখন ধ্যানযোগে সমূহ রহস্য অবগত হইয়া উমাপতি কহিলেন, 'আমরা যেখানে ছিলাম পুষ্পদন্ত যোগবলে অদৃশ্য হইয়া তথায় প্রবেশপূর্বক এই কাহিনী শ্রবণ করে এবং পরে জয়ার নিকট ব্যক্ত করে। জয়া ব্যতীত অন্য কেহ এই কাহিনী জানে না।

অতিশয় কুপিতা হইয়া দেবী পুষ্পদন্তকে আনয়ন করিলে সে কম্পমান হইয়া দেবীর নিকট দণ্ডায়মান রহিল। দেবী তাহাকে অভিশম্পাত দিয়া কহিলেন, 'রে দুর্বিনীত ভৃত্য! তুই মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিবি।' গণ মাল্যবান পুষ্পদন্তের সপক্ষে কথা

বলিতে আসিলে দেবী তাহাকেও ঐ প্রকারে অভিশপ্ত করেন। তখন ঐ দুই গণও জয়া দেবীর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কবে তাহাদের অভিশাপ মোচন হইবে তাহা জানিতে চাহিলে শিবজায়া ধীরে ধীরে বলিলেন, কুবের কর্তৃক শাপগ্রস্ত সুপ্রতীক নামক যক্ষ পিশাচ-যোনি প্রাপ্ত হইয়া কাণভূতি নাম ধারণ করিয়া বিন্ধ্যপর্বতে বাস করিতেছে। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে পূর্বকথা স্মরণ করিয়া এই কথা তাহাকে বলিলে পুষ্পদন্ত তুমি শাপমুক্ত হইবে। যখন মাল্যবান এই কাহিনী কাণভূতির নিকট শুনিবে তখন কাণভূতি শাপমুক্ত হইবে এবং তুমি, মাল্যবান এই কাহিনী পৃথিবীতে প্রচার করিলে তোমারও শাপমুক্তি ঘটিবে।' এই কথা বলিয়া গিরিরাজসুতা নীরব হইলে গণেরা নিমেষমধ্যে অদৃশ্য হইল। এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে দয়াপরবশ হইয়া গৌরী শঙ্করকে প্রশ্ন করিলেন, "নাথ, যে দুইজন শ্রেষ্ঠ প্রমথকে অভিশাপ দিয়াছিলাম ধরাতলে তাহারা কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে?" চন্দ্রমৌলী শিব উত্তর করিলেন, 'প্রিয়ে, পুষ্পদন্ত কৌশাম্বী নামক মহানগরে বররুচি নাম লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অন্যজন, মাল্যবান, সুপ্রতিষ্ঠিত নামক নগরে গুণাঢ্য নাম লইয়া জন্মিয়াছে। দেবি, তাহাদের এই বৃত্তান্ত।' সদানুরক্ত অনুচরদিগের অবমাননার কথা মনে পড়াতে দুঃখিত চিত্তে এই কথা বলিয়া কল্পতরু বৃক্ষশাখাদ্বারা আচ্ছাদিত কৈলাস পর্বতের সানুদেশে লীলাকুঞ্জে আপন দয়িতার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। (৪৭-৬৬)

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত

কথাসরিৎসাগরের কথাপীঠ লম্বকের

প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্লোকসংখ্যা ৬৬

অতঃপর মনুষ্যদেহধারী পুষ্পদন্ত 'বররুচি' ও 'কাত্যায়ন' নামে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কৃতবিদ্য হইয়া এবং নন্দরাজার মন্ত্রীত্ব করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া সে একদা বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির দেখিতে আসিল। দেবী তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিন্ধ্যারণ্যে কাণভূতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহাকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন। সেই বারিহীন, ব্যাঘ্র ও বানর অধ্যুষিত নিবিড় বনে ভ্রমণ করিতে করিতে তাহার দৃষ্টিপথে একটি বিরাট ন্যগ্রোধ বৃক্ষ পতিত হইল। সেই বৃক্ষ সমীপে শত শত পিশাচবেষ্টিত শালপ্রাংশু পিশাচ কাণভূতির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। কাণভূতি তাহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলে কাত্যায়ন তথায় উপবেশন করিয়া তাহাকে বলিল, 'তুমি সদাচারী, তবে তোমার এই দশা হইল কেন?' ইহা শুনিয়া কাণভূতি স্নেহশীল কাত্যায়নকে বলিল, 'এ বিষয়ে আমি নিজে কিছু জানিনা, তবে উজ্জয়িনীর শ্মশানক্ষেত্রে শিবের নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহা বলিতেছি।' : (১-৮)

—"আপনার শ্মশানস্থিত নরমুণ্ডে এত প্রীতি কেন?' দেবীর এই প্রশ্নের উত্তরে শিব বলিয়াছিলেন, 'পুরাকালে কল্পান্তে সমস্ত জগৎ জলময় হইলে আমি আমার উরু ভেদ করিয়া এক বিন্দু রক্তপাত করিয়াছিলাম। সেই রক্তবিন্দু জলে পতিত হইয়া একটি ডিম্ব হইল এবং তাহা হইতে পরমাত্মার জন্ম হইল। তাহা হইতেই আমি প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়াছিলাম। এই দুইজন মিলিত হইয়া অন্যান্য প্রজাপতির জন্ম দিয়াছিলেন। প্রিয়ে, সেই পরমাত্মা পরে 'পিতামহ' বলিয়া পৃথিবীতে খ্যাত হন। এইরূপে চরাচর সৃষ্টি করিয়া তাঁহার গর্ব হইল। আমি তাঁহার মস্তক ছেদন করতঃ অনুতপ্ত হইয়া কঠিন ব্রত গ্রহণ করিলাম। এইরূপে আমি হস্তে নরমুণ্ড বহন করিতে লাগিলাম এবং যেখানে মৃতদেহ দাহ করা হয় সেই স্থানের প্রতি অনুরক্ত হইলাম। পরন্তু এই জগৎ নরমুণ্ডরূপে আমার হস্তে অবস্থিত এবং যে ডিম্বের কথা পূর্বে বলিয়াছিলাম তাহা দুই অর্ধমুণ্ডরূপে স্বর্গ ও মর্ত্য নামে অভিহিত হয়।' শম্ভুর এই কথা আমি সকৌতুকে শুনিতে থাকিলে পার্বতী তাঁহার পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সেই পুষ্পদন্ত আর কতকাল পরে আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে?' এই কথা শুনিয়া মহেশ্বর আমাকে দেখাইয়া দেবীকে বলিলেন, 'ঐ যে পিশাচকে ঐ স্থানে দেখিতেছ সে পূর্বে যক্ষ অবস্থায় ধনপতি কুবেরের অনুচর ছিল এবং স্থূলশিরা নামক রাক্ষসের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিল। অসৎ সংসর্গে পতিত হইয়াছে দেখিয়া ধনপতি কুবের উহাকে পিশাচ করিয়া বিন্ধ্যারণ্যে নির্বাসিত করিয়াছিল। কিন্তু উহার ভ্রাতা দীর্ঘজঙ্ঘা কুবেরের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কবে উহার শাপমুক্তি হইবে জানিতে চাহিলে ধনপতি

কুবের বলিল, 'তোমার ভ্রাতা অভিশপ্ত হইয়া পৃথিবীতে জাত পুষ্পদন্তের নিকট হইতে 'বৃহৎকাহিনী' শ্রবণ করিবার পর, যে মাল্যবান শাপগ্রস্ত হইয়া মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে এই কাহিনী বলিলে ঐ দুই গণের সহিত সে-ও শাপমুক্ত হইবে।' কুবের মাল্যবানের মনুষ্য জন্ম হইতে মুক্ত হইবার জন্য উক্ত শর্ত আরোপ করিয়াছিল। প্রিয়ে, তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, পুষ্পদন্তের প্রতিও তুমি ঐ শর্ত আরোপ করিয়াছিলে।'

—"পুষ্পদন্তের আগমনে আমার শাপমুক্তি হইবে' শিবের এই কথা শুনিয়া অতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া আমি এইস্থানে আসিয়াছি।" (৯-২৩)

কাণভূতি এই কথা বলিয়া নীরব হইলে বররুচির স্মৃতিপথে পূর্বকথা উদিত হইল এবং 'আমিই সেই পুষ্পদন্ত, আমার কথা শ্রবণ কর'—সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বররুচি এই কথা বলিয়া উঠিল। অতঃপর কাত্যায়ন সপ্তলক্ষ শ্লোকে বিরাট সপ্ত কাহিনী বর্ণনা করিলে কাণভূতি তাহাকে বলিল, "দেব, আপনি রুদ্রের অবতার, আপনি ব্যতীত কে আর এই কাহিনী জ্ঞাত আছে? আপনার কৃপায় আমার দেহ প্রায় শাপমুক্ত হইয়াছে। এখন জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া নিজের বৃত্তান্ত বলুন—অবশ্য যদি আমাকে আপনার কাহিনী শুনিবার উপযুক্ত মনে করেন। আমার দেহও পবিত্র হউক।" কাণভূতি তাঁহার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া রহিল এবং তাহাকে প্রীতি-প্রদান করিবার নিমিত্ত বররুচি জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া নিজের কাহিনী নিম্নোক্ত-রূপে বিশদভাবে বর্ণনা করিতে লাগিল। (২৪-২৯)

বররুচি—তাহার শিক্ষক বর্ষ এবং তাহার সহাধ্যায়ী ব্যাড়ি ও ইন্দ্রদত্তের কাহিনী

কৌশাম্বী নগরে সোমদত্ত নামক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কেহ কেহ তাঁহাকে অগ্নিশিখও বলিত। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল বসুদত্তা—ইনি অভিশপ্তা হইয়া পৃথিবীতে মুনি-কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমিও শাপগ্রস্ত হইয়া তাঁহার গর্ভে এই দ্বিজ-বরের গৃহে জন্মগ্রহণ করি। আমার অতি শিশুকালে পিতা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। আমার মাতা অতিকষ্টে আমাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। একদিন বহু পথ অতিক্রম করিয়া ধূলায় ধূসরিত হইয়া দুইজন বিপ্র আমাদের গৃহে একটি রাত্রিযাপনের নিমিত্ত আগত হইলেন। তাঁহাদের অবস্থানকালে মুরজধ্বনি হইতে লাগিল। তখন আমার মাতা স্বামীর কথা মনে হওয়াতে রোদন করিতে করিতে গদ্‌গদস্বরে বলিলেন, 'বৎস তোমার পিতার বন্ধুরা নটনন্দনৃত্য করিতেছেন।' প্রত্যুত্তরে আমি বলিলাম, 'মাতঃ আমি দেখিতে যাইব এবং ফিরিয়া আসিয়া নটের উক্তিসহ সমূহ তোমাকে দেখাইব।' আমার এই কথা শুনিয়া ঐ বিপ্রদ্বয় আশ্চর্যান্বিত হইলে আমার মাতা তাহাদিগকে বলিলেন, 'বৎসগণ! আমার পুত্র যাহা বলিতেছে তাহা যে সর্বৈব সত্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ

নাই। সে একবার যাহা শোনে তাহা সম্পূর্ণ মনে করিয়া রাখে।' তখন বিপ্রদ্বয় আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একটি প্রাতিশাখ্য উচ্চারণ করিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পূর্ণই তাঁহাদের নিকট পুনরাবৃত্তি করিলাম। অতঃপর আমি ঐ দুই ব্রাহ্মণের সহিত অভিনয় দেখিতে গমন করিলাম এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমার মাতার সম্মুখে তাহার পুনরাভিনয় করিলাম। আমি একবার মাত্র শ্রবণ করিবার পর পুনরাবৃত্তি করিতে সমর্থ দেখিয়া তাহাদের মধ্যে ব্যাড়ি নামক ব্রাহ্মণ আমার মাতাকে সবিনয়ে নিম্নোক্ত কাহিনী বলিল— (৩০-৪০)

ব্রাহ্মণভ্রাতৃদ্বয়ের কাহিনী

মাতঃ, বেতস নগরে দেবস্বামী ও করম্ভক নামক দুই ভ্রাতা বাস করিত। তাহাদের উভয়ের মধ্যে সাতিশয় সম্প্রীতি ছিল। এই যে ইন্দ্রদত্তকে দেখিতেছেন তিনি তাহাদের এক ভ্রাতার সন্তান, এবং আমি অপর ভ্রাতার সন্তান। আমার নাম ব্যাড়ি। অতঃপর আমার পিতার মৃত্যু হইলে তাঁহার শোকে ইন্দ্রদত্তের পিতাও মহাপ্রস্থান করিলেন। আমাদের দুই মাতা শোকে ম্রিয়মান হইয়া রহিলেন। আমরা দুইজন অনাথ হইলাম। যদিও আমাদের প্রচুর ধন ছিল, তবু বিদ্যা অর্জনের ইচ্ছা হওয়ায় আমরা কুমার কার্তিকেয়ের আরাধনা করিতে লাগিলাম। আমরা যখন এইরূপে তপস্যায় রত ছিলাম তখন দেব কার্তিকেয় স্বপ্নে আমাদের আদেশ করিলেন, 'নন্দ রাজার পাটলিক নামে রাজধানী আছে। তথায় বর্ষ নামক এক বিপ্র বাস করেন। তোমরা তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত বিদ্যা লাভ করিতে পারিবে। তথায় গমন কর। সেই নগরে গমন করিয়া আমরা তাঁহার অনুসন্ধান করিলে লোকেরা বলিল, 'এখানে বর্ষ নামে একজন মূর্খ ব্রাহ্মণ বাস করে বটে।' দোদুল্যমানচিত্তে চলিতে চলিতে আমরা বর্ষের জীর্ণ কুটির দেখিতে পাইলাম। মূষিকেরা সেখানে বল্মীক নির্মাণ করিয়াছে, প্রাচীর ফাটিয়া গিয়াছে, চাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, চতুর্দিক অপরিচ্ছন্ন—এক দৈন্যের প্রতিমূর্তি। (৪১-৫১)

গৃহাভ্যন্তরে বর্ষকে ধ্যানস্থ দেখিয়া আমরা তাঁহার পত্নীর নিকট গমন করিলে তিনি যথাযোগ্য অতিথি সৎকার করিলেন। তাঁহার শরীর শীর্ণ এবং পরিধানে শত-ছিন্ন মলিন বস্ত্র—যেন মূর্তিমান দারিদ্র্য, বিপ্রের গুণে আকৃষ্ট হইয়াই তথায় অবস্থান করিতেছেন। আমরা বিনীত হইয়া তাঁহাকে আমাদের কথা বলিলাম এবং নগরে শ্রুত তাঁহার স্বামীর মূর্খ অপবাদের কথাও উল্লেখ করিলাম। তাহা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, 'বৎসগণ, সত্য কথা বলিতে আমি বিন্দুমাত্র লজ্জিত নই। আমি সমস্ত কাহিনী বলিতেছি তোমরা শ্রবণ কর।' তখন সেই সাধ্বী আমাদের নিকট নিম্নোক্ত আখ্যায়িকা বর্ণনা করিলেন। (৫২-৫৩)

বর্ষ ও উপবর্ষের কাহিনী

এই নগরে শঙ্করস্বামী নামে এক অতি উত্তম ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র––আমার স্বামী বর্ষ এবং উপবর্ষ। আমার পতি ছিলেন মূর্খ ও দরিদ্র, অনুজ উপবর্ষ ছিলেন ঠিক তাহার বিপরীত। উপবর্ষ তাহার নিজের পত্নীকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহ রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়াছিলেন। বর্ষা ঋতুর আগমনে স্ত্রীলোকেরা গুড় সহযোগে পিষ্টক প্রস্তুত করে। এইরূপ একটি কুরূপ পিষ্টক কোন মূর্খ ব্রাহ্মণকে দান করিলে শীত ও গ্রীষ্মকালে তাহাদের স্নানের ক্লেশ অপনোদিত হয়। এই প্রথা করুচিপূর্ণ বলিয়া কোন ব্রাহ্মণ পিষ্টক গ্রহণ করেন না। আমার দেবরপত্নী দক্ষিণাসহ ঐরূপ এক পিষ্টক আমার স্বামীকে দিয়াছিল। তিনি উহা গ্রহণ করিয়া গৃহে আনয়ন করিলে আমি তাঁহাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করি। অতঃপর আপন মূঢ়তায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া দেব কার্তিকেয়ের পাদপদ্ম আরাধনা নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। তাঁহার তপস্যায় দেব কার্তিকেয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সর্ববিদ্যা প্রদানপূর্বক আদেশ করিলেন, 'একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া মনে রাখিতে পারে এরূপ ব্রাহ্মণ দেখিলে তাহার নিকট এই বিদ্যাসকল প্রকাশ করিতে পার। ইহা শুনিয়া আমার স্বামী হর্ষান্বিত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং আমার নিকট সমস্ত বর্ণনা করিলেন। সেই সময় হইতে তিনি নিরন্তর জপতপে নিয়োজিত রহিয়াছেন। সুতরাং একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া মনে রাখিতে পারে এইরূপ শ্রুতিধর কাহাকেও যদি এখানে আনিতে পার তবে নিঃসংশয়ে তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। (৫৪-৬৩)

ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়ের কাহিনী

"বর্ষের পত্নীর নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার দারিদ্র্য নিবারণার্থ তাঁহাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়া আমরা সেই নগর হইতে বহির্গত হইলাম। পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া কোনও শ্রুতিধরের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি নাই। সম্প্রতি অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া আপনার আলয়ে আসিয়া আপনার এই শ্রুতিধর পুত্রের সাক্ষাৎ লাভ করিলাম। সুতরাং ইহাকে প্রদান করুন। আমরা সবিশেষ বিদ্যা লাভ করিতে যাই।" (৬৪-৬৬)

বররুচির কাহিনী

ব্যাড়ির এই কথা শুনিয়া আমার মাতা বলিলেন, "তোমার কথা অত্যন্ত সংগত। আমি ইহা পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করি। বহুপূর্বে যখন আমার এই একমাত্র পুত্রের জন্ম হয় তখন নিম্নোক্ত আকাশবাণী শ্রবণ করিয়াছিলাম––'এখন যে পুত্র সন্তানের জন্ম হইল সে শ্রুতিধর হইবে এবং বর্ষের নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিবে। এই পুত্র

পৃথিবীতে ব্যাকরণশাস্ত্র প্রচার করিবে এবং ইহার নাম বররুচি হইবে, কারণ যাহা 'বর' অর্থাৎ ভাল তাহাতেই ইহার রুচি হইবে।' এই কথা বলিয়া আকাশবাণী নীরব হইল। সুতরাং এই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমি দিবারাত্র কেবল চিন্তা করিয়াছি—সেই শিক্ষক বর্ষ কোথায় আছেন? অদ্য তোমার মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। তোমাদের সঙ্গে ইহাকে লও। ইহাতে তোমাদের কি ক্ষতি হইতে পারে? এই বালক তোমাদের ভ্রাতার মত।" আমার মাতার কথা শুনিয়া ঐ দুই ভ্রাতা সেই রাত্রিকে মুহূর্তমাত্র মনে করিল। ব্যাড়ি একটি উৎসবের আয়োজন করিবার নিমিত্ত তাহার ধন আমার মাতাকে প্রদান করিল এবং আমি যাহাতে বেদ অধ্যয়ন করিবার উপযুক্ত হইতে পারি সেজন্য আমার উপনয়ন করাইল। তারপর তাহারা আমাকে গ্রহণ করিল। মাতার নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় আমার যে মনোবেদনা হইয়াছিল তাহা আমি অতিকষ্টে সংযত করিলাম এবং কার্তি-কেয়ের কৃপায় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে মনে করিয়া আমার মাতাও তাঁহার রোদনাবেগ সংবরণ করিলেন। সেই পুরী হইতে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইয়া যথাসময়ে আমরা শিক্ষক বর্ষের গৃহে আগমন করিলাম। তিনি মনে করিলেন কার্তিকেয়ের প্রসাদ মূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছে। পরের দিন তিনি তাঁহার সম্মুখে আমাদের আনয়ন করিয়া একটি পূতস্থানে উপবেশন করিয়া স্বর্গীয় নাদে 'ওম্' এই অক্ষর উচ্চারণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ ষড়ঙ্গবেদ তাঁহার মানসে উদিত হইল এবং তিনি আমাদের উহা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। একবার মাত্র শ্রবণ করিয়াই আমি সমস্ত মনে রাখিতে পারিলাম। ব্যাড়ির দুইবার এবং ইন্দ্রদত্তের তিনবার শ্রবণ করিতে হইল। তখন চতুর্দিক হইতে সেই স্বর্গীয় শব্দ শ্রবণান্তে সেই নগরের ব্রাহ্মণদের হৃদয় পূর্ণ হইলে 'এই অভূতপূর্ব ব্যাপারটি কি হইতে পারে'—ভক্তিপূর্ণভাবে এই কথা বলিতে বলিতে তাহারা বর্ষকে নতমস্তকে অভিবাদন করিল। তখন সেই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া কেবলমাত্র উপবর্ষ নহে, পাটলিপুত্রের সমস্ত নাগরিকই মহোৎসব করিতে লাগিল। উপরন্তু, মহারাজ নন্দ শিবতনয়ের বরের মাহাত্ম্য দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং সত্বর সসম্ভ্রমে বর্ষের গৃহ ধনরত্নদ্বারা পূর্ণ করিয়া দিলেন। (৬৭-৮৩)

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথাপীঠ লম্বকের
দ্বিতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা ৮৩
ক্রমিক শ্লোকের সংখ্যা ১৪৯

তৃতীয় তরঙ্গ

গভীর মনোযোগের সহিত কাণভূতি যখন এইকথা শুনিতেছিলেন তখন বররুচি অরণ্যের ঘটনার কথা বলিতে লাগিলেন।

বররুচির কাহিনী

কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইলে একদিন উপাধ্যায় বর্ষের বেদাধ্যয়ন এবং আহ্নিকাদিকার্য সমাপ্ত হইলে আমরা তাঁহাকে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া শুধাইলাম কি করিয়া এই নগর সরস্বতীর ও লক্ষ্মীর আবাসস্থল হইয়াছে, গুরুদেব, আমাদিগকে সেই কথা বলুন। এই কথা শ্রবণ করিয়া শিব বলিলেন তোমরা শ্রবণ কর, আমি সেই কাহিনী বর্ণনা করিতেছি :

পাটলীপুত্র নগরের উৎপত্তি কাহিনী

দেবতাদিগের হস্তী কাঞ্চনপাট উশিনর গিরিভেদ করিয়া গঙ্গাকে পর্বতের ভিতর হইতে যেখানে আনয়ন করিয়াছিলেন সেখানে কনখল নামক পবিত্রতীর্থ অবস্থিত। দাক্ষিণাত্য হইতে আগত এক ব্রাহ্মণ সেখানে তপস্যার্থ সস্ত্রীক বাস করিতেন। তাঁহার তিনটি পুত্র হইয়াছিল। কালক্রমে সেই বিপ্র এবং তাঁহার ভার্যা স্বর্গারোহণ করিলে সেই পুত্রগণ বিদ্যাশিক্ষার্থ রাজগৃহ নামক স্থানে গমন করিলেন। সেখানে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া নিজেদের দৈন্যদশায় বিচলিত হইয়া তাঁহারা দেব কার্তিকেয়ের মন্দির দর্শন করিবার নিমিত্ত দক্ষিণাপথে গমন করিলেন। সেখানে তাঁহারা সমুদ্রতটে অবস্থিত চিঞ্চিনী নামক নগরে ভোজিক নামক এক বিপ্রের আলয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভোজিক নিজের সমস্ত ধনের সহিত আপন কন্যাত্রয়কেও তাহাদিগকে সম্প্রদান করিলেন। তাঁহার আর কোনও সন্তানাদি না থাকায় তিনি তপস্যা করিবার নিমিত্ত গঙ্গাতীরে গমন করিলেন।(১-১০) যখন তাঁহারা শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অনাবৃষ্টি হওয়ায় দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। সেই তিন ব্রাহ্মণ সতীসাধ্বী ভার্যাদের পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। নৃশংস ব্যক্তিরা আপনাপন আত্মীয়-পরিজনের কথা মনেই রাখে না। তখন দেখা গেল মধ্যমা ভগিনী গর্ভবতী হইয়াছে। সেই মহিলারা নিজেদের স্বামীর কথা ভাবিতে ভাবিতে পিতৃবন্ধু যজ্ঞদত্তের আলয়ে অতিক্লেশে কালাতিপাত করিতে লাগিল। অত্যন্ত বিপদে পতিত হইলেও সদ্বংশীয় মহিলাগণ সাধ্বী স্ত্রীর কর্তব্য বিস্মৃত হন না। কালক্রমে সেই মধ্যমা ভগিনী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিল এবং তাহারা তিন জন, ঐ পুত্রটিকে কে কত ভালবাসিতে

পারে তাহার প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিল। একদা যখন শিব আকাশপথে বিচরণ করিতেছিলেন তখন কন্যাত্রয়ের অপত্যস্নেহে মুগ্ধ তাঁহার বক্ষলগ্ন স্কন্দজননী দয়া পরবশ হইয়া স্বামীকে বলিলেন, "প্রভো, অবলোকন করুন, ঐ তিন মহিলা, পুত্রটি কোন না কোন দিন তাহাদের ভরণপোষণ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা ভাবিয়া উহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীলা হইয়াছে। এই বাল্যাবস্থাতেও যাহাতে ঐ বালক মহিলাদের পালন করিতে পারে আপনি সেইমত ব্যবস্থা করুন।" প্রিয়া কর্তৃক এই প্রকারে অনুরুদ্ধ হইলে বরদাতা শিব উত্তর করিলেন, "আমি উহার ভার লইলাম। কারণ পূর্বজন্মে এই বালক ও তাহার পত্নী আমাকে আরাধনা করিয়াছিল। সেইজন্য পূর্ব-জন্মের তপস্যার ফললাভ করিবার নিমিত্ত এই বালক পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং উহার পূর্বজন্মের পত্নী এই জন্মে রাজা মহেন্দ্রবর্মার কন্যারূপে পাটলী নাম গ্রহণ করিয়াছে। এই জন্মেও পাটলী ঐ বালকের পত্নী হইবে।" এই কথা বলিয়া মহাদেব ঐ তিন জন সাধ্বী মহিলাকে স্বপ্নে বলিলেন, "তোমাদের এই শিশুবালক পুত্রক নামে অভিহিত হইবে এবং প্রত্যহ যখন নিদ্রাভঙ্গ হইবে তখন উহার উপাধানের নীচে এক-লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যাইবে। অতঃপর এই বালক রাজা হইবে।" যখন উহার নিদ্রাভঙ্গ হইত যজ্ঞদত্তের সাধ্বী কন্যাত্রয় সুবর্ণমুদ্রা পাইয়া নিজেদের ব্রত ও তপস্যা ফলপ্রসূ হইতেছে দেখিয়া সাতিশয় আনন্দলাভ করিত। অল্পকালের মধ্যেই পুত্রক অনেক সবর্ণ সংগ্রহ করিয়া রাজা হইল। একদা যজ্ঞদত্ত গোপনে পুত্রককে বলিল, "হে রাজন্, তোমার পিতা ও পিতৃব্যগণ দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইয়া এই বিশাল ভুবনে কোথাও প্রস্থান করিয়াছেন। তুমি বিপ্রদিগকে সতত ধনদান করিতে থাক, ইহা শুনিতে পাইলে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবেন। এখন আমি ব্রহ্মদত্তের কাহিনী বলিতেছি শ্রবণ কর। (১--২৬)

নৃপতি ব্রহ্মদত্তের কাহিনী

পূর্বে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে নৃপতি বাস করিতেন। একদা রাত্রে তিনি এক হংসযুগল আকাশে উড়িয়া যাইতেছে দেখিতে পাইলেন। তাহারা স্বর্ণদ্যুতিময় হইয়া জ্বল জ্বল করিতেছিল। শত শত শ্বেত রাজহংস দ্বারা পরিবৃত হওয়ায় মনে হইতেছিল তাহারা যেন শ্বেতমেঘে আবৃত বিদ্যুৎপুঞ্জ। পুনরায় দর্শনলাভ করিবার জন্য নৃপতির উৎকণ্ঠা এতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে তাহার রাজৈশ্বর্যে আর স্পৃহা রহিল না। মন্ত্রীদের সহিত যুক্তি করিয়া তিনি নিজের মনোমত একটি অপরূপ সরোবর নির্মাণ করিলেন, এবং সমস্ত প্রাণীদিগকে বিপদ হইতে অভয় প্রদান করিলেন। কিয়ৎকালের মধ্যেই রাজা দেখিলেন যে রাজহংসযুগল ঐ জলাশয়ের বাসিন্দা হইয়াছে। তাহারা পোষ মানিলে তিনি তাহাদিগকে শুধাইলেন, "কেমন করিয়া তোমরা সুবর্ণদেহ লাভ

করিয়াছ?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহারা রাজাকে বলিল, "হে রাজন্, পূর্বজন্মে আমরা কাক ছিলাম। যখন একটি শূন্য শিবালয়ে আমরা বলির অংশের জন্য পরস্পর কলহ করিতেছিলাম তখন ঐ মন্দিরের একটি পবিত্র পাত্রে পতিত হইয়া আমাদের মৃত্যু হওয়াতে আমরা জাতিস্মর স্বর্গরাজহংসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" এই কথা শ্রবণান্তে নৃপতি তাহাদের নিরীক্ষণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। অতঃপর যজ্ঞদত্ত পুত্রককে বলিলেন, "তুমি অচিরেই মহাদানের ফলস্বরূপ পিতা ও পিতৃব্যকে পুনরায় লাভ করিবে।"

পাটলীপুত্র নগরীর স্থাপনা

যজ্ঞদত্ত কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া পুত্রক ঐরূপ কার্য করিল। ধনদানের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণগণ আগমন করিলেন। তাঁহাদের পরিচিতি বার্তা ছড়াইয়া পড়িলে তাঁহারা অনেক ধনরত্ন লাভ করিলেন এবং ভার্যাদের সহিত মিলিত হইলেন। আশ্চর্যের কথা দুরাত্মারা বিবেচনাবিহীন হওয়াতে তাহাদের দুষ্ট স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না। কিয়ৎকাল পরে তাহাদের রাজশক্তিলাভ করিবার ইচ্ছা হওয়াতে তাহারা পুত্রককে হত্যা করিবার নিমিত্ত দুর্গাদেবীর মন্দিরে তীর্থযাত্রা করিবার ছল করিল। মন্দিরের গর্ভগৃহে গুপ্তঘাতক স্থাপন করিয়া পুত্রককে বলিল "প্রথমে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া দেবীকে একান্তে দর্শন কর।" সাহসের সহিত সে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে যখন গুপ্তঘাতকেরা তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল তখন সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল," "কেন তোমরা আমাকে হত্যা করিতে চাহিতেছ," তাহারা উত্তর করিল, "তোমার পিতা এবং পিতৃব্যেরা তোমাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে অনেক স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছে।" দেবীর প্রসাদে উহাদের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল এবং বুদ্ধিমান পুত্রক তাহাদিগকে বলিল, "আমার নিজের এই সমস্ত রত্নালংকার তোমাদিগকে প্রদান করিব, আমাকে তোমরা বধ করিও না। তোমাদের কথা আমি কাহাকেও বলিব না এবং আমি অনেক দূর দেশে চলিয়া যাইব।" ঘাতকেরা বলিল "তাহাই হউক"। এই কথা বলিয়া তাহারা অলংকারাদি লইয়া প্রস্থান করিল এবং পুত্রকের পিতা ও পিতৃব্যদের বলিল যে, পুত্রককে হত্যা করা হইয়াছে। অতঃপর ঐ ব্রাহ্মণেরা প্রত্যাবর্তন করিয়া সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিলে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মন্ত্রীরা তাহাদের হত্যা করিল। কৃতঘ্নদের কি করিয়া শ্রীবৃদ্ধি হইবে? (২৭—৪৪)

অনন্তর নিজের আত্মীয়স্বজনের উপর বিরক্ত হইয়া সেই সত্যসন্ধ রাজা পুত্রক বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে ভ্রমণ করিতে করিতে পরস্পর বাহুযুদ্ধে তৎপর দুই ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?" উত্তরে তাহারা বলিল, "আমরা ময়াসুরের দুই পুত্র। এই পাত্র, যষ্ঠি এবং পাদুকাগুলি তাহার

সম্পত্তি এবং এইগুলি পাইবার জন্য আমরা পরস্পরে দ্বন্দ্ব করিতেছি। যে জয়লাভ করিবে সে এইগুলি পাইবে।" ইহা শুনিয়া পুত্রক সহাস্যে বলিল, "এই বস্তুগুলি একজন ব্যক্তির কাছে খুবই মূল্যবান সম্পত্তি বটে!" তাহারা বলিল, "এই পাদুকা পরিধান করিলে যে কোন ব্যক্তি আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে, এই যষ্ঠিদ্বারা যাহা কিছু লিখিত হইবে তাহা সত্যসত্য সংঘটিত হইবে এবং যাহা কিছু ভোজন করিতে ইচ্ছা হয় তৎক্ষণাৎ এই পাত্রে তাহা সমুপস্থিত হইবে।" ইহা শুনিয়া পুত্রক কহিল, "দ্বন্দ্ব করিয়া কি হইবে? এই শর্ত কর, যে দৌড়ে জয়লাভ করিবে এই সম্পত্তিগুলি তাহারই হইবে।" ইহা শ্রবণ করিয়া সেই মূর্খদ্বয় "আমরা সম্মত আছি" এই কথা বলিয়া দৌড়াইতে লাগিল। সেই সুযোগে রাজা পাদুকা পরিধান করিয়া ঐ যষ্ঠি এবং পাত্রটি সঙ্গে লইয়া গগনপথে উড্ডীয়মান হইল। অল্প সময়ে অনেক পথ অতিক্রম করিয়া নিম্নদেশে আকর্ষক নামক মনোহর নগরী দেখিতে পাইয়া সে অন্তরীক্ষ হইতে তথায় অবতরণ করিল এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "বেশ্যা ও প্রবঞ্চক ব্রাহ্মণেরা আমার পিতা ও পিতৃব্যদের মত এবং বণিকেরা ধনলোভী, কাহার গৃহে আমি আশ্রয় লইব?" এই কথা চিন্তা করিতে করিতে সে একটি জীর্ণগৃহে উপস্থিত হইল। সেখানে একটিমাত্র বৃদ্ধার সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল। তাহাকে উপহারদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সেই বৃদ্ধাকর্তৃক সাদরে সেবিত হইয়া ঐ জীর্ণকুটিরেই সকলের অলক্ষ্যে সে বাস করিতে লাগিল। (৪৫—৫৬)

একদা ঐ বৃদ্ধা পুত্রকের প্রতি স্নেহশীল হইয়া তাহাকে বলিল, "বৎস, তোমার উপযুক্ত কোন ভার্যা নাই দেখিয়া আমার দুঃখ হইতেছে। এই নগরের নৃপতির পাটলী নামে একটি কন্যা আছে। অন্তঃপুরের উপরের তালায় মহামূল্যবান রত্নের ন্যায় সে রক্ষিত হইতেছে।" যখন পুত্রক উৎকর্ণ হইয়া এই কথা শুনিতেছিল তখন স্মরদেব একটি অরক্ষিত পথ দিয়া তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। "অদ্যই আমি তাহাকে দর্শন করিব"—এইরূপ কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া নিশীথে যাদুপাদুকার সাহায্যে সে আকাশপথে সেই কন্যার আলয়ে উপস্থিত হইল। পর্বত শিখরের ন্যায় একটি সুউচ্চ বাতায়নের ভিতর দিয়া সে সাতিশয় গুপ্তস্থানে চন্দ্রকিরণে সর্বাঙ্গ সতত স্নাত সেই পাটলীকে দেখিতে পাইল। মনে হইল যেন পৃথিবী জয় করিয়া শ্রান্ত কামদেব রক্ত-মাংসের দেহ ধারণ করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। "কি করিয়া ইহাকে পাইব"- -ইহা সে যখন চিন্তা করিতেছিল সেই মুহূর্তেই বহির্দেশে অবস্থিত একটি দৌবারিক গাহিয়া উঠিল, "আলিঙ্গনান্তর অলসোন্মীলিত আঁখিদ্বারা মধুরভাবে ভর্ৎসিত হইয়া নারীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া মনুষ্যজন্মের সুফল লাভ করে।" এইরূপ শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া আবেগে সাতিশয় কম্পিত কলেবরে সেই সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিলে সে জাগিয়া উঠিল। তখন নৃপতিকে দেখিয়া তাহার নয়নে যুগপৎ লজ্জা ও প্রণয়ের দ্বন্দ্ব হইতে লাগিল এবং সে

বারংবার রাজাকে নিরীক্ষণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই চোখ ফিরাইয়া লইল। পরস্পর কথোপকথন করিয়া গান্ধর্ববিবাহে তাহারা আবদ্ধ হইল এবং এই প্রণয়ীযুগল অনুভব করিল রাত্রি যতই শেষ হইয়া আসিতেছে তাহাদের প্রেম ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। পুত্রকের হৃদয় নিরন্তর ঐ সুন্দরীতে নিবদ্ধ ছিল এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত রাত্রির শেষযামে তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুত্রক সেই বৃদ্ধার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। এইরূপে প্রতি রজনীতে যাতায়াত করিতে থাকিলে রক্ষীরা এই সম্ভোগলীলার কথা অবগত হইল এবং রাজপুত্রীর পিতার নিকট ইহা নিবেদন করিলে তিনি অন্তঃপুরে একটি রমণীকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন, রাত্রিকালে কি ঘটনা ঘটে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য। রাজাকে নিদ্রিত দেখিয়া সেই রমণী যাহাতে উহাকে চিনিয়া বাহির করা যায় সেইজন্য তাহার বস্ত্র অলক্তকরাগে রঞ্জিত করিল। প্রভাতে নিজের কৃতকর্মের কথা রাজাকে বলিলে তিনি চতুর্দিকে গুপ্তচর পাঠাইলেন। পুত্রক সেই জীর্ণ-গৃহে সেই চিহ্নদ্বারা আবিষ্কৃত হইলে তাঁহাকে নৃপতির সমক্ষে উপস্থিত করা হইল। ভূপতিকে অত্যন্ত কুপিত দেখিয়া সে পাদুকাদ্বয় পরিধান করিয়া আকাশপথে পাটলীর কক্ষে প্রবেশ করতঃ তাহাকে বলিল, "আমাদের ধরিয়া ফেলিয়াছে সুতরাং জাগ্রত হও, এই পাদুকাদ্বয়ের সাহায্যে আমরা পলায়ন করি।" এই কথা বলিয়া পুত্রক পাটলীকে স্বীয় অঙ্কে ধারণ করিয়া নভোমার্গে চলিতে লাগিল। অতঃপর গঙ্গাতীরে অবতরণ করিয়া যাদুপাত্র হইতে প্রাপ্ত আহার্যদ্বারা শ্রান্ত প্রিয়ার ক্লান্তি অপনোদন করিল। পুত্রকের অলোকসম্ভব শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইলে পাটলীকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পুত্রক যষ্ঠিদ্বারা চতুরঙ্গ বলে রক্ষিত একটি নগরীর আলেখ্য চিত্রিত করিল। সেই নগরীর উদ্ভব হইলে নিজেকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্বশুরকে পরাভূত পূর্বক সে সাগরবেষ্টিতা ধরণীর অধীশ্বর হইল। ইহাই সেই মায়াদ্বারা রচিত বহুজন অধ্যুষিত দিব্যনগরী এবং এই নিমিত্তই ইহার নাম পাটলীপুত্র হইয়াছে, সেখানে লক্ষ্মী ও সরস্বতী একত্রে বাস করেন।

বররুচির কথা

হে কাণভূতে, বর্ষের মুখ হইতে নির্গত এই অত্যাশ্চর্য এবং অভূতপূর্ব কাহিনী আমাদের মনকে বহুকাল বিস্ময়ে এবং সানন্দে আপ্লুত রাখিয়াছিল। (৫২—৬৯)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথাপীঠ লম্বকের
তৃতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা ৭৯
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা ২২৮

চতুর্থ তরঙ্গ

কানভূতির নিকট বিন্ধ্যারণ্যের এই ঘটনা বিবৃত করিয়া বররুচি পুনরায় মূল কাহিনী বলিতে লাগিলেন--এই রূপে ব্যাড়ি ও ইন্দ্রদত্তের সহিত বাস করিতে করিতে সমুদয় বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আমি শৈশবকাল হইতে অতিক্রান্ত হইলাম। একদা ইন্দ্রোৎসব দেখিবার নিমিত্ত বাহিরে আসিলে আমরা কামদেবের অস্ত্রস্বরূপ, অথচ শায়ক নহে, এক অঙ্গনার দর্শনলাভ করিলাম। "এই কন্যাটি কে হইতে পারে?" আমার এই কথার উত্তরে ইন্দ্রদত্ত বলিল, "ইনি উপবর্ষের দুহিতা উপকোশা।" সখীদিগের নিকট হইতে আমার পরিচয় জ্ঞাত হইয়া স্বপ্রেম দৃষ্টি দ্বারা আমার হৃদয় আকৃষ্ট করিয়া তিনি অতি ক্লেশে স্বভবনে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার আনন ছিল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, চক্ষু যেন নীলপদ্ম, বাহু মৃণালের ন্যায় সুললিত, সুচারু পীনোন্নত পয়োধর, কম্বুকণ্ঠা, ওষ্ঠাধরে ছিল প্রবালের রাগ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে যেন কন্দর্পদেবের ভাণ্ডারের দ্বিতীয় লক্ষ্মীদেবী। পঞ্চশরের শায়কে আমার হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল এবং তাহার বিম্বাধরে চুম্বন অঙ্কিত করিবার সাতিশয় আগ্রহে সেই রাত্রে আমার নিদ্রা হইল না। অনেক কষ্টে রজনীর শেষার্ধে স্বল্প নিদ্রিতাবস্থায় শুক্লাম্বর পরিহিতা একটি দিব্য রমণীর দর্শনলাভ করিলাম। তিনি বলিলেন "পূর্ব জন্মে উপকোশা তোমার পত্নী ছিল। সে গুণের আদর জানিত এবং তোমাকে ব্যতীত আর কাহাকেও সে কামনা করে নাই। সুতরাং বৎস, তুমি কিঞ্চিন্মাত্র চিন্তিত হইও না। আমি সরস্বতী, তোমার শরীরাভ্যন্তরে সতত অবস্থান করি। তোমার দুঃখে আমার অত্যন্ত ক্লেশ হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া তিনি অন্তর্হিতা হইলে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া আমি আমার প্রিয়ার গৃহের নিকটস্থ একটি তরুণ আম্রবৃক্ষের তলায় দণ্ডায়মান হইলাম। তখন উপকোশা কামান্ধ হইয়া আমার উপর অতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছেন ইহা তাঁহার সখীর নিকট হইতে জানিতে পারিয়া আমার শোক দ্বিগুণিত হইল এবং আমি তাহাকে বলিলাম, "উপকোশার অভিভাবকেরা যদি স্বেচ্ছায় তাহাকে আমার হস্তে সম্প্রদান না করেন তবে আমি তাহাকে কি করিয়া লাভ করিতে পারি? কারণ, অসম্মান অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। বরং যদি কোন প্রকারে তোমার সখীর মনের কথা তাহার গুরুজনেরা জানিতে পারে তবে হয়ত মঙ্গল হইতে পারে। ভদ্রে, তুমি এই কার্যটি সম্পাদন করিয়া তোমার সখীর ও আমার প্রাণ রক্ষা কর।" (১—১৬)

আমার কথা শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ তাহার সখীর জননীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। তিনি আবার তাহার স্বামী উপবর্ষকে এই কথা বলিলে উপবর্ষ তাহার ভ্রাতা বর্ষকে বিষয়টি জানাইলেন এবং বর্ষ আমাদের বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলেন।

এইরূপে আমার বিবাহ সুস্থির হইলে আমার গুরু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্যাড়ি কৌশাম্বী হইতে আমার মাতাকে আনয়ন করিলেন। উপকোশার পিতা যথাবিধি তাহাকে আমার হস্তে সম্প্রদান করিলে আমি আমার মাতা ও পত্নীর সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে পাটলীপুত্রে বাস করিতে লাগিলাম। (১৭—১৯)

কালক্রমে বর্ষের শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তাহাদের মধ্যে পাণিনি নামে একটি অতিশয় জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র ছিল। তাহার মূঢ়তায় বিরক্ত হইয়া গুরুপত্নী তাহাকে বিদায় দিলে পাণিনি অতিশয় দুঃখিতচিত্তে বিদ্যালাভার্থ তপস্যা করিবার নিমিত্ত হিমালয়ে প্রস্থান করিল। (২০—২১)

চন্দ্রমৌলী তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইলে সে তাঁহার নিকট হইতে সর্ববিদ্যার আকর একটি নবব্যাকরণ লাভ করিল। সে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমাকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিল। এই বাক্‌যুদ্ধ সপ্তাহকাল ধরিয়া চলিলে অষ্টমদিবসে আমি যখন তাহাকে প্রায় পরাভূত করিয়া আনিয়াছি এমন সময়ে আকাশে মহাদেব বিরাট হুঙ্কার-ধ্বনি করিলেন। তাহাতে আমাদের ঐন্দ্র ব্যাকরণ বিনষ্ট হইল এবং আমরা পাণিনি কর্তৃক বিজিত হইয়া আবার পরম মূর্খত্ব প্রাপ্ত হইলাম। অতিশয় দুঃখিত হইয়া বণিক হিরণ্যগুপ্তের হস্তে গৃহরক্ষার নিমিত্ত আমার সমস্ত ধন ন্যস্ত করিলাম এবং উপকোশাকে সব কথা বলিয়া অনাহারে শিবের উপাসনা করিবার নিমিত্ত হিমালয়ে প্রস্থান করিলাম। উপকোশা স্বগৃহে অবস্থান করিয়া আমার সাফল্যের জন্য শুদ্ধভাবে প্রতিদিন গঙ্গায় স্নান করিত। খিন্নতা এবং পাণ্ডুরতা সত্ত্বেও সে লোকচক্ষে শশিকলার ন্যায় প্রতিভাত হইত। একদিন বসন্তসমাগমে সে যখন গঙ্গায় অবগাহন করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছিল তখন সে রাজপুরোহিত, দণ্ডাধিপতি এবং রাজমন্ত্রীর নয়ন-পথে পতিত হইল এবং তাহারা সকলেই পঞ্চশরের বাণবিদ্ধ হইল। (২২—৩১) সেদিন স্নান করিতে কি প্রকারে তাহার যেন অনেক সময় অতিবাহিত হইল এবং সায়ংকালে প্রত্যাবর্তনের পথে রাজমন্ত্রী তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। সেও সপ্রতিভভাবে বলিল, "ভদ্র, আপনার যে অভিরুচি আমারও তাহাই ইচ্ছা। কিন্তু আমি সদ্বংশজাতা এবং আমার স্বামী প্রবাসে গিয়াছেন। এমতাবস্থায় আমি কি কিছু করিতে পারি? কেহ দেখিয়া ফেলিলে আপনার ও আমার দুজনেরই অমঙ্গল হইবে। অতএব নিশীথে পৌরজন যখন মত্ত থাকিবে তখন রাত্রির প্রথম প্রহরে অবশ্য অবশ্য আমার গৃহে আসিবেন।" এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সে মুক্তি পাইল। তাহার পর কয়েক পদ যাইতে না যাইতেই সে রাজপুরোহিত কর্তৃক ধৃত হইলে, "আপনি রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে আসিবেন" এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া অতিকষ্টে তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল। পুনরায় অল্প কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে তৃতীয় ব্যক্তি দণ্ডাধিপ তাহার পথ অবরোধ করিল। (৩২—৩৮) সেই রাত্রিরই তৃতীয় প্রহরে তাহাকে আসিতে বলিয়া সৌভাগ্যক্রমে তাহার হস্ত হইতে

অতিকষ্টে মুক্তিলাভ করিয়া কম্পিতকলেবরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতঃ সে পরিচারিকা-দিগের নিকট স্বেচ্ছায় সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। প্রবাসগত স্বামীর অবর্তমানে কামান্ধজনগণের দৃষ্টিপথে পতিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুও কুলবধূর পক্ষে শ্রেয়; এই কথা মনে করিয়া সে বিহ্বল হৃদয়ে আমার কথা চিন্তা করতঃ স্বীয় রূপকে ধিক্কার দিতে দিতে অনাহারে সেই নিশা যাপন করিল। পরদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণদের পূজা করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ অর্থ আনয়ন করিতে সে পরিচারিকাকে বণিক হিরণ্য গুপ্তের নিকট প্রেরণ করিল। সেই বণিকও আগত হইয়া উপকোশাকে একান্তে লইয়া গিয়া বলিল, "আমাকে প্রেম নিবেদন করিলে তোমার পতি আমার নিকট যে ধনরত্ন গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন আমি তৎসমস্তই তোমাকে প্রদান করিব।" এই কথা শুনিয়া সে মনে মনে চিন্তা করিল, "আমার স্বামী যে উহার নিকট ধনরত্ন গচ্ছিত রাখিয়াছেন তাহার কোনও সাক্ষী নাই। এই বণিকটি একটি পাষণ্ড।" দুঃখে ও কষ্টে ম্রিয়মান হইয়া পূর্বের ন্যায় সেই রাত্রির চতুর্থ প্রহরে বণিকের সহিত মিলিত হইতে প্রতিশ্রুত হইলে বণিক প্রস্থান করিল। (৩৯—৪৬) ইতোমধ্যে সে পরিচারিকাদের সাহায্যে একটি প্রকাণ্ড পাত্র তৈল সহযোগে কস্তুরী ও নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা সুবাসিত ভুসাকালি ও চারখণ্ড বস্ত্র সংগ্রহ করিল এবং বহির্দেশ হইতে অর্গলাবদ্ধ করা যায় এইরূপ একটি পেটিকার ব্যবস্থা করিয়া রাখিল। বসন্তোৎসবের দিন রাত্রির প্রথম প্রহরে রাজমন্ত্রী বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আগমন করিলেন। সকলের অলক্ষ্যে তিনি প্রবেশ করিলে উপকোশা তাহাকে বলিল "আপনি অস্নাত, সুতরাং আপ-নাকে আমি স্পর্শ করিব না। আপনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া স্নান করুন। সেই মূঢ় সম্মত হইলে পরিচারিকারা তাহাকে একটি অন্ধকারময় গুপ্তগৃহে লইয়া গিয়া তাহার অন্তর্বাস এবং রত্নাদি উন্মোচন করিয়া একটি বস্ত্রখণ্ড তাহাকে প্রদান করিল এবং সেই পাষণ্ডের আপাদমস্তক সুগন্ধিদ্রব্যদ্বারা লেপন করিবার ছল করিয়া ভুসাকালি-দ্বারা লিপ্ত করিল। মূর্খ কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহারা যখন রাজমন্ত্রীর প্রতি অঙ্গে ভুসাকালি লেপন করিতেছিল তখন রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর আগত হইলে রাজপুরোহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (৪৭—৫৪) তখন পরিচারিকারা মন্ত্রীকে বলিল, "বররুচির অতি প্রিয় বন্ধু রাজপুরোহিত আসিয়া পড়িয়াছেন সুতরাং আপনি এই পেটিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন।" অতি দ্রুত তাহাকে সেই নগ্নাবস্থাতেই পেটিকার ভিতর নিক্ষেপ করিয়া তাহারা বাহির হইতে উহা অর্গলদ্বারা বন্ধ করিয়া দিল। পুরোহিতকেও সেই অন্ধকার কক্ষে আনয়ন করিয়া পরিচারিকারা স্নান করাইবার ছলে তাহার পরিচ্ছদ ও স্বর্ণাভরণ উন্মোচন করিয়া একটি বস্ত্রখণ্ডমাত্র তাহাকে পরিধান করাইয়া যখন তাহার সর্বাঙ্গে তৈল ও ভুসাকালি লেপন করিতেছিল তখন রাত্রির তৃতীয় প্রহরে দণ্ডাধিপতি আগমন করিলেন। তাহার আগমন বার্তা পুরোহিতকে বিজ্ঞাপিত করিলে

সে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হইল এবং পরিচারিকারা সজোরে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ঐ পেটিকার অভ্যন্তরে ধাক্কা দিয়া ঢুকাইয়া দিল। তাহাকে পেটিকায় আবদ্ধ করিয়া দণ্ডাধিপতিকে স্নান করাইবার ছলে একখানি বস্ত্রখণ্ড তাহাকে পরিধান করাইয়া পূর্ব-গামীদের ন্যায় যখন তাহার সর্বাঙ্গে ভুসাকালি মর্দন করাইতেছিল তখন রাত্রির শেষ প্রহরে বণিক আগমন করিলেন। বণিকের আগমনবার্তাদ্বারা সন্ত্রস্ত করিয়া তাহারা দণ্ডাধিপতিকেও ঐ পেটিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া বহির্দেশ হইতে উহা অর্গলদ্বারা বন্ধ করিল। (৫৫—৬২) মনে হইল যেন কি করিয়া অন্ধকারময় নরকে বাস করিতে হয় উহা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ঐ পেটিকার ভিতর আবদ্ধ হইয়া তাহারা অবস্থান করিতেছিল এবং যদিও তাহারা পরস্পরকে স্পর্শ করিতেছিল তবুও ভয়ে কোন কথাই বলিতে পারিতেছিল না। অতঃপর উপকোশা ঐ কক্ষের ভিতর একটি প্রদীপ আনয়ন করিয়া বণিককে সেখানে প্রবেশ করাইয়া বলিল, "আমার স্বামী আপনার নিকট যে ধন সঞ্চিত রাখিয়াছেন অবিলম্বে তাহা আমাকে প্রদান করুন।" এই কথা শ্রবণান্তর ঐ কক্ষ শূন্য দেখিয়া বণিক বলিল, "আমি ত বলিয়াছি যে তোমার স্বামী তোমার কাছে যে ধন গচ্ছিত রাখিয়াছেন তাহা তোমাকে প্রত্যর্পণ করিব।" তখন উপকোশা পেটিকায় আবদ্ধ ব্যক্তিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিল, "হে দেবগণ, আপনারা হিরণ্য-গুপ্তের কথা শ্রবণ করুন।" এই কথা বলিয়া উপকোশা দীপ নির্বাণ করিল এবং তাহার পরিচারিকারা স্নান করাইবার উদ্দেশ্যে অন্যান্যদিগের ন্যায় ঐ বণিককে অনেক-ক্ষণ ধরিয়া ভুসাকালি মাখাইতে লাগিল। "রাত্রি শেষ হইয়াছে, অন্ধকার অপগত, শীঘ্র প্রস্থান করুন," এই কথা বলিয়া তাহারা উহাকে উহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাহির করিয়া দিল। অতঃপর পদে পদে কুক্কুর কর্তৃক দংশিত হইয়া চীরখণ্ডমাত্রে নগ্নতা আবৃত করিয়া ভুসাকালিলিপ্ত বণিক মরমে মরিয়া স্বগৃহে প্রবেশ করিল। সেখানে উপস্থিত হইয়া পরিচারকেরা যখন তাহার গাত্র হইতে মসীবর্ণ ভুসাকালি প্রক্ষালন করিয়া উঠাইতেছিল তখন মুখ তুলিয়া উহাদের দিকে তাকাইবার সাহসও উহার ছিল না। দুষ্কর্মের পথ বাস্তবিকই কষ্টপ্রদ। প্রাতঃকালে উপকোশা পিতামাতাকে কিছু না বলিয়া পরিচারিকাদের সঙ্গে করিয়া রাজা নন্দের প্রাসাদে উপস্থিত হইল। (৬৩—৭১) 'বণিক হিরণ্যগুপ্ত তাহার স্বামীকর্তৃক ন্যস্ত ধন আত্মসাৎ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে'— এই কথা নিজেই রাজার নিকট সে নিবেদন করিল। এই বিষয়টি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত রাজা বণিককে তাহার নিকট আনয়ন করিলে সে বলিল, "রমণীর প্রাপ্য কোনবস্তুই আমার নিকট নাই।" উপকোশা বলিল, "রাজন্, প্রবাসে গমন করিবার সময় আমার পতি গৃহদেবতাদিগের একটি পেটিকার ভিতর আবদ্ধ করিয়া-ছিলেন এবং এই বণিক তাহাদের সম্মুখে ন্যস্ত ধনের কথা স্বীকার করিয়াছিল। এই

কথা শুনিয়া নৃপতি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পেটিকাটিকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। (৭২—৭৫)

বহুজন কর্তৃক বাহিত হইয়া সেই পেটিকাটি অবিলম্বে আনীত হইলে উপকোশা বলিল, "হে দেবতাগণ, বণিকটি কি বলিয়াছিল আপনারা তাহা প্রকাশ করিয়া নিজেদের গৃহে গমন করুন। তাহা যদি না করেন তবে অগ্নিতে আপনাদিগকে দাহ করিব অথবা এই রাজসভাতে পেটিকাটি উন্মোচন করিব।" এই কথা শুনিয়া পেটিকার অভ্যন্তরস্থিত ব্যক্তিরা অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিল, "ইহা বাস্তবিকই সত্য যে, এই বণিক আমাদের সম্মুখে ন্যস্তধনের কথা স্বীকার করিয়াছে"। তখন বণিক নিরুপায় হইয়া নিজেই দোষ স্বীকার করিলে ভূপতি কৌতূহল পরবশে উপকোশার সম্মতিক্রমে অর্গলমুক্ত করিয়া রাজসভামধ্যে ঐ পেটিকার ডালা খুলিয়া ফেলিলেন এবং তাহার ভিতর হইতে মসীবর্ণ অন্ধকার পিণ্ডের মত তিনটি পুরুষ নিষ্ক্রান্ত হইল। রাজা ও তাহান মন্ত্রীগণ অতিকষ্টে উহাদের চিনিতে পারিলেন। সভাসদগণ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল এবং নৃপতি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া উপকোশার নিকট হইতে সমস্ত ঘটনা জানিতে চাহিলে ঐ সাধ্বীমহিলা আনুপূর্বিক সব কাহিনীটি বিবৃত করিল এবং সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা সকলে উপকোশার কার্যের অনুমোদন করিয়া বলিল, "ইহা বাস্তবিকই অচিন্তানীয় যে সদ্বংশজাতা কুলবধূদিগকে তাহাদের চরিত্রই রক্ষা করে।" (৭৬—৮৩)

অতঃপর সেই রাজ্য হইতে পরদারানুরক্ত সমস্ত ব্যক্তিগণ হৃতসর্বস্ব হইয়া নির্বাসিত হইল। দুশ্চরিত্রদিগের কি কখনও শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে? নৃপতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া উপকোশাকে ধনরত্ন দান করিয়া বলিলেন, "এখন হইতে তুমি আমার ভগিনী হইলে।" উপকোশাও গৃহে ফিরিয়া গেল। সমস্ত কাহিনী শ্রবণ করিয়া বর্ষ ও উপবর্ষ ঐ সতীসাধ্বী মহিলাকে অভিনন্দিত করিল এবং সেই নগরীর প্রতিটি ব্যক্তির মুখে বিস্ময়ের হাস্য ফুটিয়া উঠিল। (৮৪—৮৬)

ইতোমধ্যে সেই হিমপর্বতে আমি কঠোর তপস্যা করিয়া পার্বতীপতি সর্বমঙ্গলদাতা শিবের নিকট হইতে সেই পাণিনিগ্রন্থ প্রাপ্ত হইলাম এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে ঐ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম। চন্দ্রমৌলীর অমৃত প্রসাদে আমি পথশ্রমের ক্লান্তি একটুও অনুভব করি নাই। মাতা ও গুরুজনদের চরণ অর্চনা করতঃ উপকোশার অদ্ভুত কাহিনী তাহাদের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইল এবং তাহার প্রতি সম্ভ্রম ও গভীর প্রেম বোধ করিতে লাগিলাম। (৮৭—৯১)

বর্ষ আমার মুখ হইতে নব্য-ব্যাকরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইলে কুমার কার্তিকেয় স্বয়ং তাহার নিকট ইহা ব্যক্ত করিলেন। ব্যাড়ি ও ইন্দ্রগুপ্ত গুরু বর্ষকে দক্ষিণা-স্বরূপ কি দান করিতে হইবে জানিতে চাহিলে বর্ষ বলিলেন, "আমাকে এককোটি

স্বর্ণমুদ্রা প্রদান কর।" গুরু যাহা চাহিয়াছেন তাহা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া তাহারা আমাকে বলিল, "বন্ধো, আমাদিগের সহিত রাজা নন্দের সমীপে আগমন করিয়া আমাদের গুরুদক্ষিণা যাচ্ঞা কর, কারণ অন্য কোথাও হইতে আমরা এই পরিমাণ মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারিব না। নৃপতি নন্দের ৯৯ কোটি স্বর্ণমুদ্রা আছে এবং সেইদিন সে তোমার পত্নী উপকোশাকে নিজের ভগিনী বলিয়া স্বীকার করিয়াছে ও সেই সূত্রে তুমি তাহার শ্যালক হইয়াছ। তোমার সদ্গুণের নিমিত্ত আমরা কিছু না কিছু পাইবই" —ইহা স্থির করিয়া আমরা তিন সহাধ্যায়ী অযোধ্যানগরে রাজা নন্দের শিবিরে গমন করিলাম। আমাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই নন্দ প্রাণত্যাগ করিল। সমস্ত রাজ্যে শোকের কোলাহল উত্থিত হইল এবং আমরাও হতাশ হইয়া পড়িলাম। তৎক্ষণাৎ যোগসিদ্ধ ইন্দ্রদত্ত বলিল, "আমি এই মৃত ভূপতির দেহে প্রবেশ করিব এবং বররুচি আমার নিকট স্বর্ণ প্রার্থনা করিলে আমি তাহাকে তাহা প্রদান করিব। আমি যে পর্যন্ত প্রত্যাগমন না করি ব্যাড়ি যেন আমার দেহরক্ষা করে।" (৯২—১০০) এইকথা বলিয়া ইন্দ্রদত্ত রাজা নন্দের দেহে প্রবেশ করিল। ভূপতি পুনরুজ্জীবিত হওয়াতে রাজ্যে উৎসবের ধুম পড়িয়া গেল। শূন্য মন্দিরে ব্যাড়ি ইন্দ্রদত্তের দেহরক্ষা করিতে লাগিল এবং আমি রাজপ্রাসাদে গমন করিলাম। যথাবিধি স্বস্তিবচন উচ্চারণ করিয়া আমি তথাকথিত নন্দের নিকট আমার গুরুদক্ষিণাবাবদ এককোটী স্বর্ণমুদ্রা যাচ্ঞা করিলাম। তখন সে প্রকৃত নন্দের শকটালক নামক মন্ত্রীকে আমার এককোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে আদেশ করিল। রাজাকে পুনরুজ্জীবিত এবং প্রার্থী চাহিবামাত্রই তাহার প্রার্থনা পূরণ হইতেছে দেখিয়া প্রকৃত ব্যাপার সেই মন্ত্রী অনুমান করিতে পারিল। বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি না বুঝিতে পারেন? "মহারাজ, আপনার আজ্ঞা পালন করিতেছি" এইকথা বলিয়া মন্ত্রী চিন্তা করিতে লাগিল, "নন্দের পুত্র শিশুমাত্র এবং আমাদের রাজ্যে বহু শত্রু আছে, সুতরাং এখনকার মত দেহটি সিংহাসনের উপরেই অধিষ্ঠিত থাকুক।" গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া সমস্ত মৃতদেহ আবিষ্কারান্তে সেগুলি দাহ করা হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে ইন্দ্রদত্তের দেহও পাওয়া গেল এবং ব্যাড়িকে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া সেই দেহেরও সৎকার করা হইল। ইতোমধ্যে রাজা এককোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিবার নিমিত্ত উত্যক্ত করিলে সন্দিগ্ধ শকটাল তাহাকে নিবেদন করিল, "সমস্ত পরিচারকেরা উৎসবে মত্ত রহিয়াছে, বিপ্র, ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করুন, আমি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতেছি।" তখন ব্যাড়ি তথাকথিত নন্দের নিকট উচ্চৈঃস্বরে অভিযোগ করিতে লাগিল, "আপনার যখন সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে তখন ঠিক সেই মুহূর্তে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয় নাই এমন একটি যোগসিদ্ধ বিপ্রের দেহ বলপূর্বক ভস্মীভূত করা হইয়াছে।" এইকথা শুনিয়া নকল নন্দ অকথ্যশোকে মুহ্যমান হইল। নন্দের দেহে অবরুদ্ধ থাকায় এবং স্বীয় দেহ ভস্মসাৎ হওয়ায় ইন্দ্রদত্ত নন্দের দেহে

বন্দী হইয়া রহিল। মহামতি শকটাল তখন বাহিরে আসিয়া আমাকে কোটিমুদ্রা প্রদান করিল। (১০১—১১৩)

তখন নকল নন্দ শোকাভিভূত হইয়া ব্যাড়িকে একান্তে বলিল, "ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও আমি এখন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। রাজৈশ্বর্যে আমার কি হইবে?" এই কথা বলিলে ব্যাড়ি তাহাকে সময়োচিত উপদেশ প্রদান করিয়া আশ্বস্ত করিল, "শকটাল তোমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং তুমি তাহার নিকট হইতে সাবধানে থাকিবে। সে প্রধানমন্ত্রী এবং শীঘ্রই যথাসময়ে তোমাকে হত্যা করিয়া নন্দের পুত্র চন্দ্রগুপ্তকে রাজা করিবে। সুতরাং যাহাতে তোমার শক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সেইজন্য বিধিদত্ত প্রজ্ঞায় প্রদীপ্ত বররুচিকে তোমার প্রধানমন্ত্রীত্বে বরণ কর।" এইকথা বলিয়া ব্যাড়ি গুরুকে দক্ষিণাপ্রদান করিবার জন্য প্রস্থান করিল এবং নকল-নন্দ আমাকে আনয়ন করিয়া মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিল। আমি তখন রাজাকে বলিলাম, —"যদিও তোমার ব্রাহ্মণত্বলুপ্ত হইয়াছে, তবুও যতদিন শকটাল মন্ত্রীপদে বহাল থাকিবে ততদিন তোমার সিংহাসনের নিরাপত্তা থাকিবে না। সুতরাং কোন কৌশলে তাহাকে হত্যা কর।" আমার উপদেশ শ্রবণান্তর "জীবিত ব্রাহ্মণকে অগ্নিতে দাহ করিয়াছে"—এই অপরাধে নকলনন্দ শকটালকে তাহার শত পুত্রসহ একটি অন্ধকার গভীর কূপে নিক্ষেপ করিল। (১১৪-১২১) প্রত্যহ একপাত্র শক্তু ও একপাত্র জল ঐ অন্ধকারময় কূপে শকটাল ও তাহার পুত্রদের জন্য স্থাপন করা হইত। শকটাল তাহার পুত্রদের বলিল, "বৎসগণ এক পাত্র শক্তুতে অতিকষ্টে একজন ব্যক্তি প্রাণধারণ করিতে পারে, এত সংখ্যক জনের ত প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং নকলনন্দের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে আমাদের মধ্যে এইরূপমাত্র একজন এই শক্তু ও জল গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকুক।" তাহার পুত্রেরা বলিল, "আপনিই উহাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন সুতরাং আপনিই আহার করিবেন, কারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট নিজের প্রাণ অপেক্ষা শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করা শ্রেয়ঃতর।" এইরূপে শকটাল প্রতিদিন এই শক্তু ও বারি গ্রহণ করিতে লাগিল। হায়, জয়লাভের স্পৃহা প্রবল হইলে মানুষেরা নির্দয় হইয়া পড়ে। (১২২-১২৬) ঐ তমোময় কূপে অনাহারক্লিষ্ট স্বীয় পুত্রদের মৃত্যুযাতনা প্রত্যক্ষ করিয়া শকটাল মনে মনে চিন্তা করিল, "যে নিজের মঙ্গল ইচ্ছা করে সে শক্তিমানদের শক্তির পরিমাপ না করিয়া এবং তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন না করিয়া কোন কার্যে অগ্রসর হইবে না।" তাহার একশত পুত্র তাহার চক্ষুর সম্মুখে মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং একমাত্র সে কঙ্কাল পরিবেষ্টিত হইয়া জীবিত রহিল। নকলনন্দের শক্তি রাজ্যে বদ্ধমূল হইল, এবং গুরুকে দক্ষিণাপ্রদানন্তর ব্যাড়ি তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "তোমার রাজত্ব চিরস্থায়ী হউক। আমাকে বিদায় দাও। আমি কোন স্থানে গমনপূর্বক তপশ্চর্যা

করিব।" এইকথা শ্রবণ করিয়া নকল নন্দ বাষ্পাকুলিত কন্ঠে তাহাকে বলিল, "তুমি এই স্থানেই থাকিয়া আমার রাজ্যে সুখে অধিষ্ঠান কর। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইও না।" ব্যাড়ি উত্তর করিল, "মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। কোন্ প্রাজ্ঞব্যক্তি এই ক্ষণস্থায়ী অসার সুখ ভোগ করিতে চায়? সৌভাগ্য মরীচিকার ন্যায়। ইহা জ্ঞানী ব্যক্তিদের মোহ উৎপাদন করিতে পারে না।" এই কথা বলিয়া সে তপস্যা করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিল। অনন্তর সমস্ত সৈন্য পরিবৃত হইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া সম্ভোগাভিলাষে নকল নন্দ রাজধানী পাটলীপুত্রে আগমন করিল। আমার মাতা এবং গুরুজনের সহিত উপকোশদ্বারা সেবিত হইয়া আমি বহুকাল রাজার প্রধানমন্ত্রী-রূপে ঐ রাজ্যে সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলাম। সেখানে আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গাদেবী আমাকে প্রত্যহ প্রচুর ধনরত্ন প্রদান করিতেন এবং দেবী সরস্বতী সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া আমার সকল কার্যে উপদেশ দান করিতেন। (১২৭-১৩৭)

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথাপীঠ লম্বকের
চতুর্থ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—১৩৭
ক্রমিক শ্লোকসংখ্যা—৩৬৫

পঞ্চম তরঙ্গ

এই কথা বলিয়া বররুচি পুনরায় তাঁহার কাহিনী আরম্ভ করিলেন।

বররুচির কাহিনী

কালক্রমে নকলনন্দ কামান্ধ হইয়া মত্তগজের ন্যায় অবাধে আচরণ করিতে লাগিলেন। অভাবনীয় ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি কাহাকে না মত্ত করে? আমি তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, "রাজা অবাধে বিশৃঙ্খল আচরণ করিতেছেন এবং তাঁহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে গিয়া আমারও ধর্মকর্ম সব জলাঞ্জলি যাইতে বসিয়াছে। শকটালকে অন্ধকূপ হইতে মুক্ত করিয়া আমার সহায়ক পদে বৃত করি। যতদিন আমি স্বপদে অধিষ্ঠিত আছি সে কি করিয়া আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সমর্থ হইবে?" এইরূপ স্থির করিয়া আমি নৃপতির অনুমোদন লইয়া শকটালকে গভীর অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিলাম। (১-৫)।

"ব্রাহ্মণদের অন্তঃকরণ স্বভাবতই কোমল। আমি বর্তমান পদে যতক্ষণ থাকিব সে নকল নন্দের কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না বরং প্রতিশোধ লইবার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করিতে হইবে"—এই কথা চিন্তা করিয়া শকটাল জলস্রোতের বক্র বেতসলতার ন্যায় আচরণ করিতে লাগিল এবং আমার অনুরোধে আবার মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়া রাজকার্যসম্পাদন করিতে লাগিল। একদা নকল নন্দ পুরীর বাহিরে আসিয়া পঞ্চাঙ্গুলি দৃঢ়বদ্ধ একটি হস্ত গঙ্গাবক্ষে অবলোকন করিল। তৎক্ষণাৎ সে আমাকে আহবান করিয়া উহার তাৎপর্য কি জানিতে চাহিল। আমি আমার দুইটি অঙ্গুলি ঐ হস্তের দিকে নির্দেশ করিলে সেই হস্তটি অদৃশ্য হইল দেখিয়া রাজা অতিশয় বিস্মিত হইয়া উহার কি অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলাম যে ঐ হস্ত পঞ্চটি অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিতে চাহিয়াছে যে, পঞ্চজন সংঘবদ্ধ হইলে এই জগতে কি কর্ম না সম্পাদন করিতে পারে? তখন আমি দুই অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিলাম যে দুই ব্যক্তিও একচিত্ত হইলে তাহাদের নিকট কিছুই অসাধ্য থাকে না। (৬-১২) রাজা ঐ প্রহেলিকার উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং শকটাল আমার দুর্জয় বুদ্ধি দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইল। একদিন নকল নন্দ দেখিতে পাইল যে তাহার রাজ্ঞী বাতায়নে হেলান দিয়া ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ একটি ব্রাহ্মণ অতিথির সহিত বাক্যালাপ করিতেছে। এই ক্ষুদ্র ঘটনায় রাজা অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ দ্বিজকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিল, কারণ ঐশ্বর্যান্বিত হইলে বিবেকবুদ্ধি লোপ পায়। যখন ঐ বিপ্রকে বধার্থে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন দোকানের একটি মৃত মৎস্য উচ্চ

হাস্য করিয়া উঠিলে রাজা তখনকারমত মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করিয়া আমাকে মৎস্যের হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে তাহাকে উত্তর দিব এই কথা বলিলাম। যখন আমি একান্তে চিন্তা করিতেছিলাম তখন দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হইয়া আমাকে এই উপদেশ দিলেন, "নিশীথে এই তালবৃক্ষের উপরিভাগে সকলের অলক্ষ্যে অবস্থান করিলে তুমি নিঃসন্দেহে এই মৎস্যের হাস্যের কারণ জানিতে পারিবে।" (১৩-১৯) এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি রজনীতে সেই স্থানে গমন করিয়া তালবৃক্ষের উপর অধিষ্ঠিত হইলে একটি ঘোরদর্শনা রাক্ষসীকে সন্তানদিগের সহিত আসিতে দেখিলাম। সন্তানেরা আহার করিতে চাহিলে সে বলিল, "অপেক্ষা কর, আগামীকল্য প্রাতঃকালে একটি ব্রাহ্মণের মাংস তোমাদিগকে আহার করিতে দিব, আজ উহাকে বধ করা হয় নাই।" কেন উহাকে অদ্য হত্যা করা হয় নাই, জননীর নিকট এই কথা জানিতে চাহিলে সে বলিল, উহাকে হত্যা করা হয় নাই, কারণ উহাকে দেখিয়া দোকানের একটি মৃত মৎস্য হাস্য করিয়াছিল। মৎস্যটি কেন হাস্য করিয়াছিল, পুত্রেরা এই কথা জানিতে চাহিলে সেই রাক্ষসী বলিতে লাগিল, "রাজার সমস্ত মহিষীরাই অসচ্চরিত্র। রাজান্তঃপুরে যখন সমস্ত স্থানে পুরুষেরা নারীর বেশে অধিষ্ঠান করিতেছে তখন একটি নিরপরাধ ব্রাহ্মণকে হত্যা করা হইবে এই কথা ভাবিয়া মৎস্যটি হাস্য করিতেছে, কারণ ভূতেরা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সর্বত্র প্রবেশ করে এবং নৃপতিদের অত্যন্ত অবিবেচনাপ্রসূত কর্ম দেখিয়া হাস্য করে।" রাক্ষসীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি সেই স্থান হইতে চলিয়া আসিয়া প্রাতঃকালে ভূপতিকে মৎস্যের হাস্যের কারণ নিবেদন করিলাম। নারীবেশধারী পুরুষদিগকে অন্তঃপুরে আবিষ্কার করিয়া আমার প্রতি অতিশয় সম্ভ্রম প্রদর্শন করতঃ রাজা ঐ বিপ্রকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হইতে মুক্তি দিলেন। (২০-২৭)

এই ঘটনা এবং রাজার অন্যান্য অপকর্ম দেখিয়া আমি যখন বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছি তখন রাজসভায় একটি নূতন চিত্রকরের আবির্ভাব হইল। সে একটি পটে নন্দনন্দ ও তাহার প্রধানা মহিষীর চিত্র অঙ্কিত করিল। কেবলমাত্র বাক্য ও অঙ্গসঞ্চালন ব্যতীত উহা অত্যন্ত জীবন্ত বলিয়া বোধ হইল। রাজা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ঐ চিত্রকরকে প্রভূত ধনরত্ন প্রদান করিল এবং ঐ চিত্রটিকে অন্তঃপুরে স্বীয় কক্ষের প্রাচীরে টাঙ্গাইয়া রাখিল। অতঃপর একদা নৃপতির ঐ কক্ষে প্রবেশ করিলে আমার মনে হইল যেন রাজ্ঞীর আলেখ্যে সমস্ত সুলক্ষণ অঙ্কিত হয় নাই। সমস্ত লক্ষণ মিলাইয়া লইলে নিজের প্রতিভাবলে আমার কাছে প্রতিভাত হইল যে রাজ্ঞী যে স্থলে মেখলা পরিধান করিয়াছেন সেখানে একটি তিল থাকার কথা এবং আমি তথায় একটি তিল অঙ্কিত করিয়া দিলাম। এই প্রকারে রাজ্ঞীর চিত্রে সমস্ত সুলক্ষণ-অঙ্কিত হইলে আমি সেই স্থান ত্যাগ করিলাম। অতঃপর নকলনন্দ সেই কক্ষে

প্রবেশ করিয়া ঐ অঙ্কিত তিলটি দেখিতে পাইল এবং পরিচারকদের নিকট, "কে ইহা অঙ্কিত করিয়াছে" জানিতে চাহিলে তাহারা আমার কথা বলিল। নকলনন্দ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "মহিষীর গুপ্তস্থানে অবস্থিত তিলের কথা আমি ব্যতীত আর কাহারও অবগত হইবার কথা নয়, তবে সেই বররুচি কি করিয়া ইহা জানিতে পারিল? নিঃসন্দেহে সে গোপনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া উহা দেখিতে পাইয়াছিল। মূর্খেরাও এই প্রকারে সমস্ত বিষয় জানিতে পারে।" (২৮-৩৬) অতঃপর ক্রোধে জ্বলিতে জ্বলিতে সে শকটালকে আহ্বান করিয়া তাহাকে আদেশ দিল, "বররুচি আমার মহিষীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে, এই অপরাধে উহাকে বধ করা হউক।" "মহারাজ, আপনার আদেশ পালিত হইবে," এই কথা বলিয়া সে রাজপ্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "বররুচিকে বধ করিবার মত ক্ষমতা আমার নাই। সে দিব্যজ্ঞানে সুরক্ষিত এবং আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। উপরন্তু সে ব্রাহ্মণ। অতএব আমি তাহাকে লুক্কায়িত রাখিয়া আমার স্বপক্ষে আনয়ন করিব।" এইরূপ চিন্তাকরতঃ সে আমার নিকট আগমন করিয়া রাজার অকারণ ক্রোধবশতঃ আমার বধাজ্ঞার কথা বিজ্ঞাপিত করিয়া আমাকে বলিল, "যাহাতে সংবাদটি সর্বত্র প্রচারিত হয় এইজন্য অন্য কাহাকেও রাত্রিকালে হত্যা করা হইবে এবং ক্রুদ্ধ রাজার নিকট হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার গৃহে আপনি লুক্কায়িত হইয়া অবস্থান করুন।" তাহার কথামত আমি তাহার গৃহে গুপ্তভাবে রহিলাম এবং যাহাতে আমার মৃত্যুকথা সর্বত্র প্রচারিত হয় সেই উদ্দেশ্যে নিশাযোগে অন্য একটি ব্যক্তিকে হত্যা করা হইল। সে এইরূপে তাহার প্রযুক্তিবিদ্যার পরিচয় দিলে আমি তাহাকে সস্নেহে বলিলাম, "আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা না করিয়া তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী মন্ত্রীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। আমি অবধ্য, কারণ স্মরণমাত্রেই আমার এক রাক্ষসমিত্র উপস্থিত হইবে এবং আমি অনুরোধ করিলেই সে সমস্ত জগৎ উদরসাৎ করিবে। এই নৃপতি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং আমার মিত্র, নাম ইন্দ্রদত্ত। সুতরাং তাহাকে বধ করা উচিত হইবে না।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই মন্ত্রী বলিল, "ঐ রাক্ষসটিকে আমাকে দেখাও।" (৩৭-৪৬) আমি চিন্তা করিবামাত্র সেই রাক্ষসটি উপস্থিত হইলে আমি শকটালকে উহাকে দেখাইলাম এবং সে ভীত ও আশ্চর্যান্বিত হইল। সেই রাক্ষস অন্তর্হিত হইলে শকটাল পুনরায় আমাকে শুধাইল, "এ রাক্ষস কি করিয়া আপনার মিত্র হইল?" প্রত্যুত্তরে আমি তাহাকে বলিলাম, "বহুকাল পূর্বে নগর-কোটালেরা রাত্রে রাত্রে যখন নগরে ভ্রমণ করিত তখন তাহারা একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ইহা জানিতে পারিয়া নকলনন্দ আমাকে কোটালের পদে নিযুক্ত করিল এবং একদিন রাত্রে নগরে পরিভ্রমণ করিবার সময় একটি ভ্রাম্যমান রাক্ষসের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই নগরীর

সর্বাপেক্ষা সুন্দরী মহিলা কে?" এই কথা শুনিয়া আমি সহাস্যে বলিলাম, "ওরে মূর্খ, যে নর যে নারীকে প্রশংসা করে সেই নারীই সেই ব্যক্তির কাছে সর্বাপেক্ষা সুরূপা বলিয়া প্রতিভাত হয়।" তাহা শুনিয়া সে বলিল, "তোমার কাছেই মাত্র আমি পরাজিত হইলাম।" (৪৭-৫২) তাহার ধাঁধার উত্তর দিতে সমর্থ হওয়াতে আম মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইলাম। সে পুনরায় আমাকে বলিল, "আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন হইতে তুমি আমার বন্ধু হইলে এবং আমাকে যখনই স্মরণ করিবে তখনই আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হইব।" এই কথা বলিয়া সে অন্তর্ধান করিলে আমি যে পথে আসিয়াছিলাম সেই পথে আবার প্রত্যাবর্তন করিলাম। এইরূপে আমি সেই রাক্ষসের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি এবং আমি বিপদে পতিত হইলে সে আমার সহায় হয়।" আমি এই কথা বলিলে শকটাল কর্তৃক দ্বিতীয়বার অনুরুদ্ধ হইয়া আমি স্মরণ করিতেই গঙ্গাদেবী মানুষীমূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়া তাহাকে দর্শনদান করিলেন। আমি গঙ্গাদেবীকে স্তবদ্বারা তুষ্ট করিলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে অদৃশ্য হইলেন। তখন হইতে শকটাল আমার পরম সহায়ক মিত্র হইল।

লুক্কায়িত অবস্থায় থাকাতে আমি মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছি দেখিয়া সেই মন্ত্রী আমাকে একদিন বলিল "আপনিত সমস্তই অবগত আছেন তথাপি কেন খেদ করিতেছেন? আপনি কি জানেন না যে রাজাদের চিত্ত বিবেকজ্ঞানবর্জিত? আপনি শীঘ্রই সর্বদোষমুক্ত হইবেন। এখন আমার কথা শ্রবণ করুন।" (৫৩-৫৮)

শিবশর্মার কাহিনী

বহুকাল পূর্বে এই স্থানে আদিত্যবর্মা নামক এক নরপতি বাস করিত। তাহার শিবশর্মা নামে এক বুদ্ধিমান মন্ত্রী ছিল। কালক্রমে রাজ্ঞীদিগের মধ্যে একজন গর্ভবতী হইলে সেই ভূপতি অন্তঃপুররক্ষীদিগকে শুধাইল, আমি গত দুই বৎসর অন্তঃপুরে প্রবেশ করি নাই, তবে কি করিয়া এই রাজ্ঞী গর্ভবতী হইলেন, আমাকে বল।" তাহারা বলিল, "আপনার মন্ত্রী শিবশর্মা ব্যতীত আর কোন পুরুষকে এখানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। শিবশর্মারই অন্তঃপুরে অবাধগতি।" এই কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে চিন্তা করিল "এই মন্ত্রীই রাজদ্রোহী হইয়াছে। কিন্তু যদি আমি ইহাকে প্রকাশ্যে হত্যা করি তবে আমার অপযশ হইবে।" এই কথা চিন্তা করিয়া সে শিবশর্মাকে স্বীয় সুহৃদ ভোগবর্মা নামক এক প্রতিবেশী রাজার নিকট প্রেরণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে গোপনে এক দূতের সহিত সেই নৃপতির নিকট "শিবশর্মাকে হত্যা করিবে" এই মর্মে একটি লিপিকা প্রেরণ করিল। মন্ত্রীর গমনের পর এক সপ্তাহ অতীত হইলে সেই রাজ্ঞী ভীত হইয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলে প্রতিহারীগণ একটি পুরুষকে নারীর বেশে তাহার সহিত প্রেরণ করিল। আদিত্যবর্মা ইহা জানিতে পারিয়া "কেন আমি

আমার উত্তম মন্ত্রীকে অকারণে বধ করিয়াছি" এই কথা চিন্তা করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইল। ইতোমধ্যে শিবশর্মা ভোগবর্মার রাজসভায় আগত হইলে সেই রাজদূতও লিপিকা লইয়া উপস্থিত হইল এবং বিধির বিধানবশতঃ ভোগবর্মা সেই লিপিকা পাঠ করিয়া শিবশর্মাকে তাহার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার কথা গোপনে বলিল। শিবশর্মা সেই নৃপতিকে বলিল, "আমাকে এখনই বধ করুন। যদি আপনি আমাকে বধ না করেন তবে আমি নিজের হস্তে আমার মৃত্যু ঘটাইব।" এইকথা শুনিয়া ভোগবর্মা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিল, "হে বিপ্র, ইহার তাৎপর্য কি? যদি না বল তবে আমার অভিশাপ তোমার উপর বর্তাইবে।" তখন শিবশর্মা উত্তর করিল, "রাজন, যে দেশে আমাকে হত্যা করা হইবে বিধির বিধানে সে দেশে দ্বাদশ বৎসর বৃষ্টি হইবে না।"(৫৯-৭২) এই কথা শ্রবণ করিয়া ভোগবর্মা মন্ত্রীর সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলিল, "এই দুষ্ট নৃপতি আমার রাজ্যের ধ্বংস কামনা করেন। ইচ্ছা করিলে মন্ত্রীকে হত্যা করিবার নিমিত্ত তিনি নিজেই কি গুপ্তঘাতক নিয়োজিত করিতে পারিতেন না? কোন মতেই আমরা এই মন্ত্রীকে বধ করিব না, পরন্তু মন্ত্রী যাহাতে আত্মঘাতী না হন আমরা তাহার ব্যবস্থা করিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া ভোগবর্মা রক্ষী নিযুক্ত করিলেন এবং শিবশর্মাকে সেই মুহূর্তেই দেশান্তর প্রেরণ করিলেন। এইরূপে স্বীয় প্রজ্ঞাবলে শিবশর্মা জীবন্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিল এবং অন্য প্রকারে তাহার নিরপরাধত্ব প্রমাণিত হইল। সততা কোন প্রকারেই পরাভূত হইতে পারে না। এবম্প্রকারে, হে কাত্যায়ন আপনিও নির্দোষ প্রমাণিত হইবেন। আমার গৃহে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করুন। রাজাও নিজের কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইবেন।"(৭৩-৭৭) বররুচি বলিতে লাগিলেন--

বররুচির কাহিনী

শকটাল এই কথা বলিলে আমি তাহার গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে দিন যাপন করিতে লাগিলাম।

অতঃপর, হে কাণভূতে, নকলনন্দের হিরণ্যগুপ্ত নামক পুত্র মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলে বেগবান অশ্ব তাহাকে বহুদূরে লইয়া গেল। দিবসান্তে অরণ্যে নিশিযাপন করিবার নিমিত্ত সে একটি বৃক্ষে আরোহণ করিল। অচিরে একটি ভল্লুক সিংহ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া সেই বৃক্ষে আরোহণ করিল। রাজকুমারকে সন্ত্রস্ত দেখিয়া মানুষের ভাষায় সে বলিল, "ভীত হইও না, তুমি আমার বন্ধু।" এইকথা বলিয়া তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত রাখিতে প্রতিশ্রুত হইল। ভল্লুক কর্তৃক আশ্বস্ত হইয়া রাজপুত্র নিদ্রিত হইল এবং ভল্লুকটি জাগ্রত রহিল। তখন সিংহ ভল্লুককে বলিল, "হে ঋক্ষ, তুমি ঐ মনুষ্যটিকে নিম্নে নিক্ষেপ কর, আমি চলিয়া যাই।" ভল্লুক বলিল, "রে দুরাত্মা, আমি এই বন্ধুর মৃত্যু কিছুতেই ঘটিতে দিব না।" কালক্রমে ভল্লুকটি সুপ্ত হইলে এবং কুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইলে সিংহ বলিল, "হে মানব, ভল্লুকটিকে আমার

নিকট নিম্নে নিক্ষেপ কর।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজের নিরাপত্তার ভয়ে সিংহকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত সে ভল্লুকটিকে নিম্নে নিক্ষেপ করিবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দৈববশে ঋক্ষটি জাগ্রত হইল এবং নিম্নে পতিত হইল না (৭৮-৮৬)। তখন ভল্লুকটি রাজপুত্রকে বলিল, "রে মিত্রদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, তুমি উন্মাদ হও। তৃতীয় কোন ব্যক্তি সমস্ত ঘটনাটি না জানা পর্যন্ত এই অভিশাপ বলবৎ থাকিবে।" সুতরাং পরদিন প্রভাতে রাজপুত্র প্রাসাদে আগমন করিয়া উন্মাদ হইয়া পড়িল এবং নকলনন্দ ইহা দেখিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়া বলিল, "বররুচি যদি জীবিত থাকিত তবে সব জানিতে পারা যাইত। ধিক্ আমাকে, কেন আমি তাহাকে হত্যা করাইলাম।" রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শকটাল মনে মনে চিন্তা করিল, "এইবার কাত্যায়নের গুপ্তবাস হইতে আত্মপ্রকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে, মানী কাত্যায়ন কখনও এখানে থাকিবে না এবং নৃপতি আমার উপর আস্থা স্থাপন করিবেন।" এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিয়া শকটাল রাজাকে বলিল "হে রাজন্, আপনি শোক করিবেন না, বররুচি জীবিত আছে।" নকলনন্দ বলিল, "তবে তাহাকে সত্বর এইস্থানে আনয়ন করা হউক।" অতঃপর শকটাল নকলনন্দের সমীপে আমাকে আনয়ন করিলে—আমি রাজপুত্রকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া সরস্বতী দেবীর কৃপায় সমস্ত ঘটনাটি বিবৃত করিতে সমর্থ হইলাম এবং রাজাকে বলিলাম, "রাজন্ মিত্রদ্রোহী হওয়াতে কুমার অভিশপ্ত হইয়াছিল।" কুমার শাপমুক্ত হইয়া আমাকে স্তুতি করিতে লাগিল। কি প্রকারে ঘটনাটি জানিতে পারিয়াছি রাজা জানিতে চাহিলে আমি তাহাকে বলিলাম, "রাজন, প্রাজ্ঞব্যক্তিরা তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে চিহ্নদৃষ্টে সমস্ত জানিতে পারে। রাজ্ঞীর তিলের কথা যে প্রকারে জানিতে পারিয়াছিলাম ইহাও সেই প্রকারে জানিতে পারিয়াছি।" আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা লজ্জায় অনুতাপানলে দগ্ধ হইল (৮৭-৯৭)। আমার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলাম তাহা ঘটিয়াছে দেখিয়া রাজপ্রদত্ত ধনরত্ন গ্রহণ না করিয়া আমি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম। কারণ, প্রাজ্ঞদিগের নিকট চরিত্রই মহামূল্যধন। আমি গৃহে সমাগত হইলে পরিচারকেরা রোদন করিতে লাগিল। ইহাতে আমার কণ্টবোধ হওয়াতে উপবর্ষ আমার নিকট আগমন করিয়া কহিল, "রাজা তোমাকে হত্যা করিয়াছে এই কথা জানিতে পারিয়া উপকোশা অগ্নিতে দেহত্যাগ করিয়াছে এবং তোমার মাতার হৃদয় শোকে ভগ্ন হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া আমি শোকাবেগে অজ্ঞান হইয়া বাত্যাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হইলাম এবং সদ্যপ্রাপ্ত শোকের গভীরতা অনুভব করিলাম। প্রিয় আত্মীয় স্বজনের বিনাশে কাহার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ না হয়? বর্ষ আগমন করিয়া এই মর্মে আমাকে উপদেশ দিল, "অনিত্যতাই এই পরিবর্তনশীল সংসারের একমাত্র নিত্যবস্তু। ঈশ্বরীমায়ার এই কথা তোমার জানা আছে। তবে

তুমি কেন শোকে মুহ্যমান হইয়াছ।" এই প্রকার অন্যান্য প্রবোধবাক্যে আমি অতি কষ্টে চিত্তের স্থৈর্য ফিরিয়া পাইলাম এবং সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মসংযমকে একমাত্র সঙ্গী করিয়া একটি তপোবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। (৯৮-১০৫)

কালক্রমে আমি যে তপোবনে ছিলাম একদা একটি বিপ্র অযোধ্যা হইতে তথায় আগমন করিল। নকল নন্দের রাজত্ব কেমন চলিতেছে এইকথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে আমাকে চিনিতে পারিয়া দুঃখের সহিত নিম্নলিখিত কাহিনী বিবৃত করিল। "আপনি নন্দকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলে তাহার কি হইয়াছিল শ্রবণ করুণ। বহু দিবস অপেক্ষান্তর শকটাল বুঝিতে পারিল যে নকলনন্দকে বিপদে ফেলিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কি উপায়ে নকলনন্দের মৃত্যু ঘটানো যাইতে পারে এইকথা যখন সে চিন্তা করিতেছিল তখন চাণক্য নামক পথের উপরে মৃত্তিকা খননরত এক বিপ্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। 'আপনি কেন মৃত্তিকা খনন করিতেছেন?' এইকথা জিজ্ঞাসা করিলে সেই ব্রাহ্মণ বলিল, 'কুশাঙ্কুর আমার পদ বিদ্ধ করিয়াছে এবং আমি তাহার মূলোৎপাটন করিতেছি।' ইহা শুনিয়া সেই মন্ত্রী ভাবিল, 'যে বিপ্র ক্রোধ দ্বারা তাড়িত হইয়া এইরূপ কার্য করিতে পারেন, নকল নন্দের বধার্থ তিনি উপযুক্ত পাত্র হইবেন।' সে বিপ্রের নাম জ্ঞাত হইয়া তাহাকে বলিল, 'হে বিপ্র, শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে ভূপতি নন্দের যে শ্রাদ্ধকার্য সম্পাদিত হইবে আপনি তাহার ভার গ্রহণ করিবেন। দক্ষিণাস্বরূপ আপনাকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হইবে এবং আপনার স্থান সবার অগ্রে হইবে। সম্প্রতি আমার আলয়ে আগমন করুন।' এই কথা বলিয়া শকটাল তাহাকে স্বগৃহে আনয়ন করিল এবং শ্রাদ্ধদিবসে তাহাকে রাজার নিকট লইয়া গিয়া এই প্রস্তাবে রাজার সম্মতি লাভ করিল। তখন চাণক্য শ্রাদ্ধের সময় সকলের অগ্রে আসন গ্রহণ করিলে সুবন্ধু নামক এক বিপ্র ঐ সম্মানিত পদের প্রার্থী হইলেন। তখন শকটাল রাজার নিকট বিষয়টির মীমাংসা প্রার্থী হইলে নন্দ উত্তর করিল, 'সুবন্ধুর স্থানই সকলের অগ্রে হইবে, অন্য কেহ উহার উপযুক্ত নহে।' (১০৬-১১৬)। তখন শকটাল সভয়ে বিনীতভাবে তাহার আদেশ চাণক্যের নিকট নিবেদন করিয়া বলিল, 'ইহাতে আমার দোষ লইবেন না'। চাণক্য ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া শিখা উন্মোচন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'সপ্তদিবসের মধ্যে এই নন্দকে নিপাত করিয়া আমার শিখা বন্ধন করিব'। এইকথা শুনিয়া নকল নন্দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে চাণক্য সকলের অলক্ষ্যে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং শকটাল তাহাকে স্বগৃহে আশ্রয় প্রদান করিল। তখন শকটালের নিকট হইতে চাণক্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া কোথাও গমন করিয়া যোগক্রিয়া সম্পাদন করিলে প্রবলজ্বরে আক্রান্ত হইয়া নকলনন্দ সপ্তম-দিবসে প্রাণত্যাগ করিল। শকটাল নকলনন্দের পুত্র হিরণ্য-

গুপ্তকে হত্যা করিয়া পূর্ববর্তী প্রকৃত নন্দের পুত্র চন্দ্রগুপ্তকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করিল। বৃহস্পতিসম ক্ষমতাশালী চাণক্যকে প্রধানমন্ত্রী হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া এবং তাহাকে সেইপদে প্রতিষ্ঠিত করতঃ নকল নন্দের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া তাহার সমস্ত কার্য সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া শকটাল পুত্রদের বিরহে মুহ্যমান হইয়া অরণ্যে প্রস্থান করিল। (১১৭-১২৫)।

হে কাণভূতে, বিপ্রের মুখ হইতে এই কাহিনী শ্রবণ করতঃ 'সংসারে সমস্তই অনিত্য' এই কথা চিন্তা করিয়া শোকাপ্লুতচিত্তে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির দর্শন করিয়া তাহার প্রসাদে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। হে বন্ধো, আমার পূর্বজন্মের কথা স্মরণপথে উদিত হইয়াছে।

দৈবাজ্ঞায় এই সুবৃহৎ কাহিনী তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। এখন আমি শাপমুক্ত হইতে চলিয়াছি এবং শীঘ্রই দেহ পরিত্যাগ করিব। তিনটি ভাষা বিস্মৃত অবস্থায় গুণাঢ্য নামক বিপ্র সশিষ্য এইস্থানে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি এখানে অবস্থান কর। মাল্যবান নামক সেই গণোত্তমও আমার পক্ষাবলম্বন করায় ক্রুদ্ধা দেবী কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া নরদেহ ধারণ করিয়াছে। আদিতে মহেশ্বর কর্তৃক কথিত এই কাহিনী তুমি তাহার নিকট বিবৃত করিলে তুমি ও সে, উভয়েই শাপমুক্ত হইবে। (১২৬-১৩১)।

কাণভূতিকে এইকথা বলিয়া বররুচি দেহত্যাগ করিবার নিমিত্ত পবিত্র বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিল। গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে শাকাহারী এক তপস্বীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল এবং তাহার চক্ষুর সম্মুখে ঐ তপস্বীর হস্ত কুশবিদ্ধ হইলে যে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল বররুচি যাদুবলে তাহা রসে পরিণত করিয়া সকৌতুকে ঐ তপস্বীর অহংভাব পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইহা দেখিয়া তপস্বী বলিল, "অহো, আমি সিদ্ধিলাভ করিয়াছি"। তখন বররুচি ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাকে বলিল, "আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তোমার রক্ত রসে পরিণত করিয়াছি, যেহেতু এখন পর্যন্তও হে তপস্বী, তুমি তোমার অহংভাব পরিত্যাগ করিতে পার নাই। জ্ঞানলাভের পথে অহংকার দুস্তর প্রতিবন্ধক। শত শত ব্রত সম্পাদন করিলেও জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ করা যায় না। স্বর্গের ক্ষণস্থায়ী সুখ মুক্তিকামীদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না, অতএব হে মুনিবর অহংকার পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান আহরণের প্রয়াস কর।' এইরূপে উপদিষ্ট হইলে সে বিনীত হইয়া বররুচির স্তুতি করিল এবং বররুচি বদরিকাশ্রমের সেই তপোবনের একটি নির্জন প্রান্তে প্রস্থান করিল। তথায় সে নরদেহ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত প্রগাঢ় ভক্তির সহিত কেবলমাত্র যে দেবী রক্ষা করিতে পারেন তাহার আশ্রয় ভিক্ষা করিল। তখন দেবী স্বীয়মূর্তিতে প্রকট হইয়া তাহাকে দেহত্যাগে সাহায্য করিবার নিমিত্ত অগ্নি হইতে যে তপশ্চর্যা উদ্ভূত হয় তাহার

রহস্য প্রকাশ করিলেন। বররুচি সেইরূপ তপস্যাদ্বারা নিজদেহ ভস্মসাৎ করিয়া স্বর্গবাসের নিমিত্ত প্রস্থান করিল এবং কাণভূতি গুণাঢ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাহার আগমনের প্রতীক্ষায় সেই বিন্ধ্যারণ্যে অপেক্ষা করিতে লাগিল।(১৩২-১৪১)

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেবভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথাপীঠ লম্বকের
পঞ্চম তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্লোক-সংখ্যা—১৪১

ক্রমিক শ্লোকসংখ্যা—৫০৬

ষষ্ঠ তরঙ্গ

অতঃপর মাল্যবান গুণাঢ্য নাম গ্রহণ করিয়া নরদেহে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে বিন্ধ্যবাসিনীদেবীর দর্শন মানসে শোকার্তচিত্তে তথায় আগমন করিল। সে সাতবাহন নৃপতির নিকট কর্মে নিযুক্ত থাকিবার সময় সংস্কৃত এবং অন্য দুইটি ভাষা ব্যবহার না করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। দেবীর আদেশে সে কাণভূতির সহিত সাক্ষাৎ করিল। তখন অকস্মাৎ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় নিজের পূর্বকথা স্মরণে উদিত হইলে সে যে তিনটি ভাষা ব্যবহার করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল তাহা হইতে ভিন্ন পৈশাচী ভাষায় নিজের নাম প্রকাশ করিয়া কাণভূতিকে বলিল, 'হে সখে, যাহাতে আমরা উভয়ে শাপমুক্ত হইতে পারি সেই নিমিত্ত তুমি পুষ্পদন্তের নিকট যে কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলে সত্বর তাহা আমার নিকট বিবৃত কর।' এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার সম্মুখে প্রণত হইয়া কাণভূতি নিবেদন করিল, 'মহাত্মন্, আমি আপনাকে তাহা বলিব। কিন্তু জন্ম হইতে অদ্যাবধি আপনি যাহা যাহা করিয়াছেন তাহা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা বলুন।' কাণভূতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গুণাঢ্য বলিতে লাগিল (১-৭)—

গুণাঢ্যের কাহিনী

প্রতিষ্ঠান রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত নামক একটি নগরী আছে। তথায় একদা সোমশর্মা নামক বিপ্রবর বাস করিতেন। সখে, তাহার বৎস ও গুল্ম নামক দুইটি পুত্র ছিল এবং শ্রুতার্থানামা তৃতীয় একটি কন্যা সন্তানও হইয়াছিল। কালক্রমে সেই বিপ্র এবং তাহার ভার্য্যা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে ভগিনীর প্রতিপালনের নিমিত্ত মাত্র ঐ দুইটি ভ্রাতা জীবিত রহিল। ভগিনী অচিরে গর্ভবতী হইলে বৎস এবং গুল্ম একে অপরকে সন্দেহ করিতে লাগিল কারণ তাহারা ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ ভগিনীর সংশ্রবে আসে নাই। তাহারা কি ভাবিতেছে ইহা অনুমান করিয়া শ্রুতার্থা ভ্রাতাদের বলিল, 'তোমরা অন্যায় সন্দেহ করিও না, তোমাদের সত্যকথা বলিব, শ্রবণ কর। নাগরাজ বাসুকির ভ্রাতার কীর্তিসেন নামক এক কুমার আছেন। আমি যখন স্নান করিতে গমন করিতেছিলাম তখন তিনি মদনবাণে জর্জরিত হইয়া নিজের নাম ও বংশের পরিচয় প্রদান করিয়া আমাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করিয়া ভার্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার দ্বারাই আমি গর্ভবতী হইয়াছি।' ভগিনীর কথা শ্রবণ করিয়া বৎস ও গুল্ম বলিল 'কি করিয়া আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি!'(৮-১৫)। তখন সে নাগকুমারকে মনে মনে স্মরণ করিতেই নাগকুমার উপস্থিত হইয়া বৎস ও

গুল্মকে বলিল, 'তোমাদের ভগিনীকে আমি বাস্তবিকই ভার্যাত্বে বরণ করিয়াছি। এই নারী স্বর্গের একটি উত্তমা অপ্সরী, অভিশপ্ত হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তোমরাও ইহার ন্যায় শাপান্বিত হইয়া মর্তে আসিয়াছ। কিন্তু তোমাদের ভগিনীর অবশ্যই একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে এবং তখন তোমরা এবং তোমাদের ভগিনী শাপমুক্ত হইবে।' এই কথা বলিয়া সে অন্তর্হিত হইলে কিয়দ্দিবসান্তে শ্রুতার্থার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। হে সখে, আমিই সেই পুত্র। সেই মুহূর্তে আকাশ হইতে এক দিব্যবাণী হইল, '—এই সন্তানটি একটি গণের অবতার, জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং গুণাঢ্য নামে পরিচিত হইবে।' শাপমুক্ত হওয়ায় আমার মাতা এবং মাতুলেরা পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন এবং আমি শোকে অধীর হইয়া পড়িলাম। (১৬-২১) অল্প বয়স্ক বালক হওয়া সত্ত্বেও আমি স্বাবলম্বী হইয়া বিদ্যালাভার্থে দক্ষিণাপথে গমন করিলাম। তথায় সর্ববিদ্যায় পারঙ্গম ও খ্যাতিমান হইয়া নিজের গুণ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত স্বীয় জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিলাম। দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর সুপ্রতিষ্ঠিত নগরে শিষ্য পরিবৃত হইয়া প্রবেশ করিয়া তথায় একটি অপূর্ব দৃশ্য দেখিলাম। কোথাও উদ্গাতারা সামবেদোক্ত স্তুতি যথাবিধি গান করিতেছেন, কোথাও বা ব্রাহ্মণগণ পবিত্র শাস্ত্র বিচার করিতেছেন, এবং কোন স্থানে জুয়াড়িরা 'দ্যুতকলায় অভিজ্ঞব্যক্তিগণ বহু ধনের অধিকারী হইতে পারে' এই কথা বলিয়া দ্যুত ক্রীড়ার প্রশংসা করিতেছে। আবার একদল বণিক যখন নিজেদের বণিকবৃত্তির কলাকৌশল আলোচনা করিতেছেন তখন তাহাদের মধ্য হইতে একটি বণিক বলিতে লাগিল (২২-২৭)—

মূষিক বণিকের কথা

সংযমী পুরুষ যে অর্থদ্বারা অর্থ উপার্জন করিতে পারে তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু বহুপূর্বেই আমি অর্থ ব্যতীত শ্রীলাভ করিয়াছিলাম। আমার জন্মের পূর্বেই আমার পিতৃবিয়োগ হয় এবং দুষ্ট আত্মীয়েরা আমার মাতার সমস্ত ধন আত্মসাৎ করে। তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া অজাত-পুত্রের নিরাপত্তার নিমিত্ত তিনি আমার পিতৃবন্ধু কুমারদত্তের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় সেই সতীসাধ্বী তাঁহার ভবিষ্যৎ পোষক আমাকে জন্মদান করিলেন এবং নানাপ্রকার শ্রমসাধ্য কার্যনির্বাহ করিয়া আমাকে ভরণ-পোষণ করিতে লাগিলেন। নিজের নিদারুণ দারিদ্র্যে পীড়িত হইয়া তিনি জনৈক উপাধ্যায়কে আমাকে লিপিকৌশল এবং গণিত-শাস্ত্রশিক্ষা দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, 'তুমি বণিকপুত্র, এখন তোমার বণিকবৃত্তি অবলম্বন করার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই বিশাখিল রাজ্যে একজন মহাধনী বণিক বাস করেন। তিনি সদ্বংশজাত দরিদ্র-দিগকে অর্থ ধার দিয়া থাকেন। তুমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া কিঞ্চিৎ ধন যাচ্ঞা

কর।' আমি তাঁহার গৃহে গমন করিয়া দেখিলাম যে তিনি সেই মুহূর্তে বিশাখিল রাজ্যের এক বণিকপুত্রকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন, 'ভূতলে পতিত এই মৃত মূষিককে অবলোকন কর, কুশলী ব্যক্তি উহাদ্বারাও ধন উপার্জন করিতে পারে। আর, রে, অপদার্থ, আমি তোকে যে এক রাশ দীনার দিয়াছিলাম তাহা বর্ধিত করা দূরে থাকুক তাহা রক্ষা করিতেও অপারগ হইয়াছিস্।' এই কথা শ্রবণমাত্র আমি সেই বিশাখিলবাসীকে বলিলাম, '—আমি আপনার নিকট হইতে এই মূষিকটি আগাম অর্থ হিসাবে গ্রহণ করিতেছি।' এই কথা বলিয়া আমি সেই মূষিকটিকে হস্তদ্বারা উত্তোলন করিয়া তাহাকে একটি লিখিত রসিদ দিলে তিনি সহাস্যে তাহা পেটিকাভ্যন্তরে রাখিলেন এবং আমিও প্রস্থান করিলাম। (২৮-৩৯)। দুই মুষ্টি ছোলা মূল্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়া আমি এক বণিকের নিকট তাহার মার্জারের আহার্য হিসাবে উহা বিক্রয় করিলাম। সেই চানা পিষ্ট করিয়া এবং এক কলসী জল লইয়া আমি নগরের বহির্দেশে একটি ছায়ানিবিড় চত্বরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অতিশয় ভদ্রতাসহকারে একদল কাঠুরিয়াকে সেই চানা ও জল প্রদান করিলে তাহারা প্রত্যেকে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ সন্তুষ্ট চিত্তে আমাকে দুইখণ্ড করিয়া কাষ্ঠ প্রদান করিল। আমি সেই কাষ্ঠখণ্ডগুলি বিপণীতে বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পাইতাম তাহার কিয়দংশদ্বারা ছোলা ক্রয় করিয়া দ্বিতীয় দিবসে আবার পূর্বের ন্যায় কাঠুরিয়াদিগের নিকট হইতে কাষ্ঠখণ্ড সংগ্রহ করিলাম। প্রত্যহ আমি এইরূপে মূলধন সংগ্রহ করিতে লাগিলাম এবং তিনদিন ঐ কাঠুরিয়াদিগের নিকট হইতে কাষ্ঠ ক্রয় করিলাম। অতঃপর সহসা অতিবৃষ্টিতে কাষ্ঠের অভাব উপস্থিত হইলে আমি ঐ কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া বহুশত পণ উপার্জন করিলাম। সেই ধনদ্বারা আমি একটি বিপণী স্থাপন করিয়া বাণিজ্য করিতে করিতে স্বীয় বুদ্ধিবলে এখন প্রভূত বিত্তশালী হইয়াছি। একটি স্বর্ণমূষিক নির্মাণ করিয়া আমি সেই বিশাখিলবাসীকে প্রদান করিলে তিনি আমাকে তাহার কন্যার সহিত পরিনয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। এই হেতু আমি জগতে 'মূষিক' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছি। এইরূপে কপর্দকবিহীন অবস্থা হইতে আমি বিত্তশালী হইয়াছি। এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া সেখানে উপস্থিত বণিকগণ অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল। প্রাচীর বিহীন স্থলে দোদুল্যমান আলেখ্য দেখিলে কাহার চিত্তপটে বিস্ময় না উদিত হয়? (৪০-৫০)।

সামবেদগায়ক এবং গণিকাগণের কাহিনী

অন্যত্র এক সামবেদ গায়ক দ্বিজ অষ্ট-স্বর্ণমুদ্রা উপহার-স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে এক ঠগ তাহাকে নিম্নোক্ত উপদেশ প্রদান করিল। —'ব্রাহ্মণ বলিয়া তুমি এমনিতেই অনেক ধন প্রাপ্ত হও। এখন ওই স্বর্ণমুদ্রাদ্বারা সংসারের হালচাল শিক্ষা করিয়া বিদগ্ধ

হও।' সেই মূর্খ বলিল, 'কে আমাকে শিক্ষা দিবে?' সেই ঠগ বলিল, 'চতুরিকা নাম্নী গণিকার গৃহে গমন কর।' বিপ্র বলিল, 'তথায় গমন করিয়া আমাকে কি করিতে হইবে?' ঠগ বলিল, 'স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া তাহার সন্তোষ উৎপাদন করতঃ কিছু সামও তাহাকে প্রদান করিও।' এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই সামগাথা গায়ক ত্বরিৎগতিতে চতুরিকার আলয়ে উপস্থিত হইলে তাহার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সেই রমণী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং সে একটি আসনে উপবিষ্ট হইল। বিপ্র তাহাকে স্বর্ণ প্রদান করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'আমাকে এই মুদ্রার বিনিময়ে সংসারের হালচাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিক্ষাদান কর।' সেই কথা শ্রবণ করিয়া তথায় উপস্থিত ব্যক্তিরা হাস্য করিয়া উঠিল। সে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা গোকর্ণের আকারে রবাব প্রস্তুত করিয়া বৃহৎ মূর্খের ন্যায় তারস্বরে সামগান আরম্ভ করিলে সেই গৃহে অবস্থিত সকলবিটেরা সেই হাস্যকর ব্যাপার দেখিতে একত্রিত হইল। তাহারা বলিল, 'কোথা হইতে শৃগালটি ভ্রমবশতঃ এইস্থানে প্রবেশ করিয়াছে? আইস, গলদেশে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়া উহাকে বিদায় করি।' অর্দ্ধচন্দ্রকে ঐ আকারের শর মনে করিয়া মস্তক ছিন্ন হইবার ভয়ে সে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া, 'সংসারের হালচাল আয়ত্ব করিয়াছি' --এইরূপ চিৎকার করিতে করিতে সেই গৃহ হইতে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইল। অতঃপর তাহাকে যে ঐ স্থানে প্রেরণ করিয়াছিল সেই ব্যক্তির সকাশে উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে সে বলিল, 'তুমি ঐ স্থানে গমন করিয়া খুনসুটি করিবে, সামগান বলিতে আমি তোমাকে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম। ঐ স্থানে বেদবিদ্যা প্রকাশ করিবার পরিবেশ কোথায়? আমার মনে হয় প্রকৃত কথা এই যে, মস্তিষ্কে বেদ ঢুকিলে মানুষ মূর্খত্ব প্রাপ্ত হয়।'' এই কথা বলিয়া হাস্য করিতে করিতে সেই ঠগ গণিকার আলয়ে উপনীত হইয়া তাহাকে বলিল, --'ঐ দ্বিপদ গরুটিকে তাহার সুবর্ণতৃণ প্রত্যর্পণ কর।' সেই রমণী সহাস্যে বিপ্রকে তাহার মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিলে 'যেন পুনর্জন্ম লাভ হইয়াছে' এইরূপ ধারণা করিয়া সে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। (৫১-৬৪)

গুণাঢ্যের কাহিনী

এইরূপে পদে-পদে কৌতূহলোদ্দীপক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতে করিতে আমি ইন্দ্রপুরীসম রাজার প্রাসাদে আগমন করিলাম। আমার আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত আমার শিষ্যরা অগ্রে গমন করিল এবং আমি রাজসভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম শর্ববর্মা এবং অন্যান্য মন্ত্রীগণ পরিবেষ্টিত নৃপতি সাতবাহন অমরগণ পরিবেষ্টিত বাসবের ন্যায় রত্নালঙ্কার-খচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছেন। নৃপতিকে আশীর্বাদ করিয়া এবং তৎকর্তৃক সম্মানিত হইয়া আমি আসনগ্রহণ করিলে

শর্ববর্মা ও অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ আমাকে প্রশংসা করিয়া বলিল, 'রাজন্, এই মহাত্মা জগতে সর্ববিদ্যাপারঙ্গম বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং ইঁহার গুণাঢ্য নাম বাস্তবিকই সার্থক্ হইয়াছে।' আমি এইরূপে মন্ত্রীবর্গদ্বারা প্রশংসিত হইলে সাতবাহন প্রীত হইয়া অবিলম্বে আমাকে মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত করিল। আমি দার পরিগ্রহ করিয়া রাজকার্য সম্পাদন করিতে লাগিলাম এবং শিষ্যদিগের অধ্যাপনা করিয়া তথায় সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলাম।

একদা কৌতূহলবশে গোদাবরী তটে ভ্রমণ করিতে করিতে ভূতলে নন্দনবন সদৃশ্য দেবীকৃতি নামক একটি অতি রমণীয় উদ্যান দেখিতে পাইয়া উদ্যানপালককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি করিয়া এই উদ্যানটি এখানে হইল?' সে বলিল, 'মহাত্মন্, প্রাচীন লোক মুখে শুনিয়াছি যে বহুপূর্বে একজন মৌনী ও নিরাহারী দ্বিজ মন্দিরসহ এই দিব্য উদ্যান নির্মাণ করিলে ব্রাহ্মণগণ কৌতূহলী হইয়া, এইস্থানে সমবেত হইয়া ঐ দ্বিজকে বারংবার সনির্বন্ধ প্রশ্ন করিলে তিনি ইহার বৃত্তান্ত এইরূপ বলিয়াছিলেন: (৬৫-৭৬)।

মায়া উদ্যানের কাহিনী

এই প্রদেশে নর্মদানদের তটে অবস্থিত ভরুকচ্ছ নামে একটি স্থান আছে। আমি তথায় দ্বিজরূপে জন্মগ্রহণ করি। কিন্তু আমি অলস ও দরিদ্র ছিলাম বলিয়া আমাকে পূর্বে কেহ ভিক্ষা দিত না। আমি বিরক্ত হইয়া এবং জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে বিন্ধ্যপর্বতবাসিনী দেবী দুর্গার মন্দিরে উপনীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করতঃ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, 'লোকেরা এই বরদাত্রীদেবীর সন্তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত পশুবলি প্রদান করে, আমি হতভাগ্য মূর্খ পশু, নিজেকেই বলি দিব।' এইরূপ সংকল্প করিয়া আমি নিজ মস্তক ছেদনের নিমিত্ত একটি খড়্গ হস্তে লইলাম। তৎক্ষণাৎ সেই দেবী করুণাপরবশ হইয়া স্বয়ং আমাকে বলিলেন, "বৎস তুমি সিদ্ধিলাভ করিয়াছ, আত্মঘাতী হইও না, আমার সমীপে অবস্থান কর।' দেবীর বরে আমার দিব্য ভাবের উদয় হইল। সেই দিবস হইতে আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা লুপ্ত হইল। ঐ স্থানে থাকিবার সময় একদা স্বয়ং দেবী আমাকে আদেশ করিলেন, 'বৎস, তুমি প্রতিষ্ঠানে গমন করিয়া একটি সুরম্য উদ্যান নির্মাণ কর।' এই কথা বলিয়া দেবী আমাকে স্বর্গীয় বীজ প্রদান করিলে দেবীর ইচ্ছামত আমি এই স্থানে আগমন করিয়া তাঁহারই শক্তি-প্রভাবে এই সুন্দর উদ্যানটি নির্মাণ করিয়াছি। তোমরা সযত্নে ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিও। --এই কথা বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। দেব, এই প্রকারে পুরাকালে দেবীকর্তৃক এই উদ্যানটি রচিত হইয়াছিল।

দেবীর অনুগ্রহের এই কাহিনী উদ্যানপালকের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গৃহে গমন করিলাম।

গুণাঢ্যের নিকট হইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কাণভূতি তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, 'নৃপতির কেন সাতবাহন নাম হইল?' গুণাঢ্য তখন উত্তর করিল, 'আমি বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর।' (৭৭-৮৭)।

সাতবাহনের ইতিকথা

দ্বীপিকর্ণি নামে এক ক্ষমতাশালী ভূপতি ছিলেন। তাঁহার শক্তিমতি নামক প্রাণাধিক প্রিয় ভার্যা ছিল। একদিন উদ্যানে সুপ্তাবস্থায় রাজ্ঞী সর্প কর্তৃক দংশিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রাজা যদিও অপুত্রক ছিলেন তথাপি রাজ্ঞীর কথা মনে করিয়া আমৃত্যু ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করিলেন। অতঃপর একদা চন্দ্রমৌলী শিব তাহাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, 'অরণ্যে ভ্রমণ করিবার কালে তুমি সিংহারূঢ় একটি বালককে দর্শন করিবে। তাহাকে গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিও। এই বালকই তোমার পুত্র হইবে।' রাজা উৎফুল্লচিত্তে জাগরিত হইলেন এবং স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া একদিন মৃগয়াব্যপদেশে দূরস্থিত অটবীতে প্রবেশ করিলেন। মধ্যাহ্নে রাজা একটি পদ্মদীঘির তীরে সিংহারূঢ় তপনকান্তি বালকের দর্শন লাভ করিলেন। সিংহটি বারিপানার্থ বালকটিকে নিম্নে অবতরণ করাইলে রাজা স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া একটি শরক্ষেপণ করিয়া সিংহটিকে হত্যা করিলে অকস্মাৎ পশুটি সিংহের আকার ত্যাগ করিয়া মনুষ্যরূপ ধারণ করিল। নৃপতি কর্তৃক 'কি ব্যাপার, আমাকে বল' এইরূপ পৃষ্ট হইয়া সে উত্তর করিল, "রাজন্, আমি ধনপতি কুবেরের অনুচর সাত নামক যক্ষ। বহু পূর্বে আমি গঙ্গায় স্নানরতা এক মুনিকন্যার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। সেও আমাকে দেখিয়া আমারই মত মন্মথবানে জর্জরিত হইয়াছিল। তাহাকে আমি গান্ধর্বমতে বিবাহ করিলে তাহার আত্মীয়স্বজন ক্রুদ্ধ হইয়া এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিল, 'রে পাপাত্মারা! তোরা নিজেরা যাহা ভাল বুঝিয়াছিস্ তাহা করিয়াছিস্। তোরা দুইজনে সিংহ হইবি (৮৮-৯৯)।' মুনিরা অবশ্য বিধান করিলেন যে সন্তানের জন্ম হইলেই ঐ কন্যার শাপমুক্তি হইবে কিন্তু আমার আরও কিছুকাল ভুগিতে হইবে যে পর্যন্ত না তোমার শরাঘাতে আমার মৃত্যু হয়। অতএব আমরা একজোড়া সিংহ হইলাম এবং কালক্রমে সে গর্ভবতী হইয়া একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আমি অন্যান্য সিংহীদের দুগ্ধে উহাকে প্রতিপালন করিয়াছি। অহো, আমার কি সৌভাগ্য। আজ তোমার শরাঘাতে আমি শাপমুক্ত হইলাম। এই মহান্ পুত্রটিকে গ্রহণ কর, তোমাকে দান করিতেছি। বহুপূর্বে মুনিরা এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।" এই কথা বলিয়া সাত নামক গুহ্যক অন্তর্হিত হইলে রাজা বালকটিকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সাতের পৃষ্ঠে আরোহণ করিত বলিয়া ঐ বালকের নাম 'সাতবাহন' হইল এবং রাজা তাহাকে নিজের রাজ্যে

রাখিলেন। অতঃপর রাজা দ্বীপিকর্ণ অরণ্যবাসে গমন করিলে সাতবাহন সমগ্র ভূমণ্ডলের সার্বভৌম নরপতি হইলেন।

কাণভূতির প্রশ্নোত্তরের মধ্যে এই কাহিনী বিবৃত করিয়া প্রাজ্ঞ গুণাঢ্য পুনরায় মূল কাহিনী আরম্ভ করিল। (১০০-১০৭)।

গুণাঢ্যের কাহিনী

অতঃপর একদা বসন্তোৎসবের সময়ে নৃপতি সাতবাহন, দেবীকর্তৃক বিরচিত যে উদ্যানের কথা আমি পূর্বে বলিয়াছি, তাহা দর্শন করিতে গমন করিলেন। নন্দন-কাননে ইন্দ্রের মত তিনিও ঐ উদ্যানে বহুক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া ভার্যাদের সহিত জলক্রীড়া করিবার মানসে সরোবরে অবগাহন করিলেন। হস্তী যেমন হস্তিনীদের দ্বারা জলাপ্লুত হয় তিনিও সেইরূপ তাঁহার প্রিয়াদের উপর ক্রীড়াচ্ছলে হস্তদ্বারা জলসিঞ্চন করিলে রাজ্ঞীরাও তাঁহার গাত্রে জলসিঞ্চন করিল। জলদ্বারা ধৌত হওয়াতে তাঁহার ভার্যাদের অঞ্জনলিপ্ত নেত্র ঈষৎ তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছিল এবং সংলগ্নবস্ত্রের ভিতর দিয়া তাহাদের গাত্রের বিভাজন প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তাহারা প্রবল বেগে রাজার উপর জলনিক্ষেপ করিতেছিল। বায়ুতাড়িত হইয়া লতা যেরূপ অরণ্যে পুষ্প-ভ্রষ্ট হয় তাহার পত্নীরাও তদ্রূপ কপালের তিলক এবং অঙ্গের অলংকার বিমুক্ত হইয়া নিকটস্থ গুল্মচ্ছাদনের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদের মধ্যে শিরীষ পুষ্পের ন্যায় সুকোমল দেহধারী স্তনভারে প্রপীড়িতা একজন মহিষী জলকেলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। নৃপতির জলসিঞ্চন অসহ্য হওয়াতে সে রাজাকে বলিল, 'দেব মোদকৈঃ পরিতাড়য়'। রাজা অবিলম্বে বহু মোদক (মিষ্টান্ন) আনয়ন করাইলেন। মহিষী উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, 'রাজন্, আমরা মোদকদ্বারা জলের ভিতর কি করিব? আমার দিকে উদক আর নিক্ষেপ করিবেন না—আমি এই কথাই বলিয়াছিলাম। আপনি কি মা এবং উদক শব্দের সন্ধি জ্ঞাত নহেন? ব্যাকরণের সেই প্রকরণ কি আপনার পাঠ করা হয় নাই? আপনি কি এতই মূর্খ?' শব্দশাস্ত্রে পারদর্শিনী রাজ্ঞী এই কথা বলিলে অনুচরেরা হাস্য করিয়া উঠিল এবং রাজা অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ জলক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্বক অপমানিত রাজা সকলের অলক্ষ্যে নতশিরে চিন্তাকুলিত চিত্তে প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন (১০৮-১১৯)। আহার ও বিলাস-ব্যসনে বীতরাগ হইয়া, প্রশ্ন করা হইলেও নিরুত্তর থাকিয়া তিনি চিত্রের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এবং 'পাণ্ডিত্য অর্জন করিব অথবা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব' এইরূপ চিন্তা করতঃ শোকাকুলিতচিত্তে শয়ন করিয়া রহিলেন। অকস্মাৎ রাজা কেন এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন?—পরিজনেরা এই কথা চিন্তা করিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। যখন দিবা অবসান হইয়া আসিতেছে তখন রাজার এই অবস্থার কথা

আমার ও শর্ববর্মার গোচরীভূত হইল। রাজা তখনও অশান্ত অবস্থায় রহিয়াছেন দেখিয়া রাজহংস নামক রাজভৃত্যকে আহ্বান করা হইল। —'রাজার স্বাস্থ্য কিরূপ আছে?' আমরা তাহাকে এই প্রশ্ন করিলে সে বলিল, 'নৃপতিকে পূর্বে কখনও এইরূপ মনমরা অবস্থায় দেখি নাই। অন্যান্য মহিষীরা সক্রোধে আমাকে বলিয়াছেন যে বিষ্ণুশক্তির কন্যার মিথ্যা পাণ্ডিত্যদ্বারা তিনি অপমানিত হইয়াছেন।' রাজভৃত্যের মুখ হইতে নির্গত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি ও শর্ববর্মা উভয়েই হতাশ হইয়া চিন্তা করিলাম, 'রাজার যদি দৈহিক পীড়া হইত তবে চিকিৎসক নিযুক্ত করা যাইত, কিন্তু তাঁহার মানসিক পীড়ার কারণ নির্ধারণ করা অসম্ভব। এই রাজ্যে কোনও শত্রু নাই যাহার কণ্টক উন্মূলিত হয় নাই। প্রজারাও তাঁহার অনুরক্ত। কোন কিছুরই অভাব নাই। তবুও রাজা অকস্মাৎ কেন এত বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছেন?' আমরা যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম তখন শর্ববর্মা বলিল, "আমি ইহার কারণ অবগত আছি। রাজা নিজেকে মূর্খ মনে করিয়া সর্বদা দুঃখিত থাকেন এবং কৃষ্টি অর্জন করিবার মানসে বলেন যে 'আমি মহামূর্খ।' আমি বহুপূর্বেই নৃপতির এই বাঞ্ছার কথা অবগত হইয়াছিলাম এবং এখন শোনা গেল যে তিনি রাজ্ঞী কর্তৃক অপমানিত হইয়াছেন।" সমস্ত রাত্র এইকথা আমরা পরস্পর আলোচনা করিলাম এবং প্রাতঃকালে ভূপতির স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলাম.(১২০-১৩৩)। যদিও সেখানে কাহাকেও প্রবেশ করিতে না দিবার কঠোর আদেশ ছিল তবুও আমি অতিকষ্টে সেখানে প্রবেশ করিলাম এবং শর্ববর্মাও সত্বর আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিল। আমি রাজার সন্নিকটে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিলাম, 'হে রাজন্, বিনা কারণে কেন আপনি বিষাদমগ্ন হইয়া আছেন?' এই প্রশ্ন শ্রবণ করা সত্ত্বেও নৃপতি সাতবাহন নীরব রহিলেন। তখন শর্ববর্মা এই অদ্ভুত বাক্য বলিতে লাগিল, "হে রাজন্, বহুপূর্বে আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আমাকে শিক্ষিত কর'। এই কথা মনে করিয়া আমি গত রাত্রে স্বপ্ন দেখিবার নিমিত্ত একটি উপায় নির্ধারণ করিয়াছিলাম। অতঃপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে জনৈক দিব্যপুরুষ স্বর্গ হইতে পতিত একটি পদ্মপুষ্পের দল উন্মোচন করিলে তাহা হইতে শুক্লাম্বর পরিহিতা এক দিব্য রমণী নির্গত হইয়া অবিলম্বে আপনার বদনে প্রবেশ করিল। এ পর্যন্ত দেখিয়াই আমি জাগ্রত হইলাম। আপনার মুখে যে সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রবেশ করিয়াছেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।" শর্ববর্মা স্বপ্নের বৃত্তান্ত এইরূপে প্রকাশ করিলে রাজা মৌনভঙ্গ করিয়া অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত আমাকে বলিলেন, 'আমাকে বলুন কত অল্প সময়ে যত্নপূর্বক শিক্ষাদান করিলে একজন পুরুষ বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হয়? জ্ঞানশূন্য হইয়া এই রাজৈশ্বর্যে আমার কোনও আকর্ষণ নাই। ক্ষমতা ও বৈভব দ্বারা মূর্খ কি করিবে? উহারা কাষ্ঠখণ্ডে আরোপিত অলঙ্কারের ন্যায়।' তখন আমি

বলিলাম, 'রাজন্, সর্ববিদ্যার প্রবেশদ্বার স্বরূপ ব্যাকরণ অধিগত করিতেই একজনের দ্বাদশবৎসর লাগিবে। কিন্তু, দেব, আমি আপনাকে ছয় বৎসরেই উহা শিখাইয়া দিব।' শর্ববর্মা এই কথা শ্রবণ করিয়া ঈর্ষাপরবশ হইয়া আচম্বিতে বলিয়া উঠিল, 'সুখে লালিত পালিত ব্যক্তি কি করিয়া ঐ মত দীর্ঘকাল কষ্ট স্বীকার করিতে পারিবে? অতএব রাজন্, আমি আপনাকে ছয় মাসের মধ্যেই ব্যাকরণ শিখাইয়া দিব।' (১৩৪-১৪৬)। এই অসম্ভব প্রতিশ্রুতি শ্রবণ করিয়া আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, 'যদি তুমি ছয় মাসের মধ্যে ভূপতিকে শিক্ষিত করিতে পার তবে আমি সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং কথ্যভাষা যাহা মনুষ্যসমাজে প্রচলিত, এই তিনটি ভাষার ব্যবহারই পরিত্যাগ করিব।' শর্ববর্মা প্রত্যুত্তরে বলিল 'যদি আমি ইহা করিতে না পারি, তবে আমি শর্ববর্মা, দ্বাদশবর্ষ তোমার পাদুকাদ্বয় আমার মস্তকে বহন করিব।' এই কথা বলিয়া সে নিষ্ক্রান্ত হইলে আমিও গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম। আমাদের দুইজনের মধ্যে একজনের দ্বারা তাঁহার কার্যসিদ্ধি হইবে এই কথা মনে করিয়া রাজাও আশ্বস্ত হইলেন। এখন শর্ববর্মা তাহার প্রতিজ্ঞাপূরণ করিতে হইবে ইহা বুঝিতে পারিয়া এবং কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া নিজের পত্নীকে সমস্ত কথা বলিলে সে দুঃখিত হইয়া তাহাকে বলিল, 'প্রভো, এই কঠিন ব্যাপারে দেব কার্তিকেয়ের অনুগ্রহ ব্যতীত, আপনার সফল হইবার আর কোনও উপায় নাই।' 'ঠিক কথাই বলিয়াছ,' ইহা বলিয়া শর্ববর্মা তাহা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। অতঃপর নিশার শেষ প্রহরে উপবাস করিয়া শর্ববর্মা মন্দিরের দিকে যাত্রা করিল। গুপ্তচরদিগের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমি প্রাতঃকালে নৃপতির নিকট ইহা নিবেদন করিলে তিনি 'কি হইবে' ইহা ভাবিতে লাগিলেন। তখন সিংহগুপ্ত নামক একজন বিশ্বস্ত রাজপুত তাহাকে বলিল, "হে রাজন্, আপনার বিমর্ষতার কথা জ্ঞাত হইয়া আমি হতাশ হইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্তপূর্বক যখন আপনার সুখ-সমৃদ্ধির আশায় দেবীচামুণ্ডার সমীপে আমার শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম তখন দৈববাণী হইল, 'ঐ কর্ম করিও না, রাজার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।' সুতরাং আমার মনে হইতেছে আপনি নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করিবেন।" এই কথা বলিয়া সিংহগুপ্ত রাজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শর্ববর্মার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুইটি চর প্রেরণ করিল (১৪৭-১৬৮)। শর্ববর্মা বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক অবশেষে দেব কার্তিকেয়ের মন্দিরে উপস্থিত হইল। সেখানে শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তপস্যাদ্বারা কার্তিকেয়ের তুষ্টিবিধান করিলে তিনি তাহার ইচ্ছাপূরণ করিলেন। গুপ্তচরদ্বয় প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজাকে মন্ত্রীর সাফল্যের সংবাদ নিবেদন করিলে রাজা উৎফুল্ল হইলেন এবং আমি হতাশ হইলাম—মেঘদর্শনে চাতক যেরূপ প্রফুল্ল হয় এবং হংস যেরূপ বিষাদগ্রস্থ হয়। কার্তিকেয়ের কৃপায় সফলতালাভ করিয়া

শর্ববর্মা প্রত্যাবর্তন করিল এবং স্মরণমাত্রই সমস্তবিদ্যা আবির্ভূত হইলে নৃপতি সাতবাহন সর্ববিদ্যা অধিগত করিলেন। পরমেশ্বরের কৃপায় কি না হয়? রাজা সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হওয়াতে রাজ্যে উৎসবের ধূম পড়িয়া গেল। বহুদিন ধরিয়া এই উৎসব চলিল। প্রতি গৃহে পতাকা উত্তোলিত হইল। তাহারা বায়ুভরে কম্পিত হইলে মনে হইল যেন নৃত্য করিতেছে। নৃপতি শর্ববর্মাকে রাজোচিত বহুধনরত্ন প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন এবং তাহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার পদে নত হইলেন। শর্ববর্মা নর্মদাতীরে অবস্থিত ভরুকচ্ছ রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। রাজদূত সিংহগুপ্ত তাহার গুপ্তচর প্রমুখাৎ ষড়ানন প্রদত্ত বরের কথা প্রথমে শ্রবণ করিয়াছিল, নৃপতি তাহার প্রতি অতিশয় তুষ্ট হইয়া তাহাকে নিজের মত ঐশ্বর্য ও শক্তিতে ভূষিত করিলেন। তাহার বিদ্যালাভের কারণ বিষ্ণুশক্তির কন্যা সেই মহিষীকেও প্রীতিবশতঃ রাজা অন্যান্য সমস্ত মহিষীদিগের উপরে স্থান প্রদান করিয়া নিজহস্তে অভিষিক্ত করিলেন। (১৫৯-১৬৭)।

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেবভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎ সাগরের কথাপীঠলম্বকের
ষষ্ঠ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—১৬৭
ক্রমিকসংখ্যা—৬৭৩

সপ্তম তরঙ্গ

গুণাঢ্যের কাহিনী

অতঃপর আমি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া রাজার সমীপে উপস্থিত হইলে একটি বিপ্র স্বরচিত শ্লোক আবৃত্তি করিল এবং নৃপতিও স্বয়ং শুদ্ধ সংস্কৃত-ভাষায় তাহার সহিত কথা বলিলেন। এতদ্দর্শনে রাজসভায় সমাগত ব্যক্তিরা আহলাদিত হইল। তখন রাজা শর্ববর্মাকে ভক্তিসহকারে বলিলেন, "আপনি কি প্রকারে দেবতার অনুগ্রহ লাভ করিলেন তাহা বর্ণনা করুন।' শর্ববর্মা তখন কার্তিকেয়ের কৃপা কি উপায়ে লাভ করিয়াছিল সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল :

নবব্যাকরণের উৎপত্তি

হে রাজন্‌, আমি এই স্থান হইতে মৌনী ও উপবাসী হইয়া যাত্রা করিলাম। যাত্রা শেষে তপঃক্লেশে আমার দেহ শীর্ণ হইয়াছিল এবং আমি ক্লান্ত হইয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলাম। আমার স্মরণ হইতেছে, তখন বর্শা হস্তে একটি পুরুষ আমাকে পরিষ্কার বলিলেন, 'বৎস, উত্থিত হও, সমস্তই তোমার অনুকূল হইবে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি সেইক্ষণে যেন অমৃতসিক্ত হইলাম। আমি জাগ্রত হইলাম, আমার ক্ষুৎপিপাসা লোপ পাইল এবং আমি সুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম। ভক্তিভরে আকুলচিত্তে আমি দেবায়তনের নিকটে উপস্থিত হইলাম এবং স্নান সমাপনান্তে উন্মনা হইয়া দেবতার গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলাম। তখন প্রভু স্কন্দ আমাকে দর্শনদান করিলেন এবং সরস্বতী স্বীয় মূর্তিতে প্রকটিত হইয়া আমার আননে প্রবেশ করিলেন। দেবতা আবির্ভূত হইয়া তাঁহার কমল-সদৃশ ষড়াননে, 'সিদ্ধোবর্ণ সমাম্নায়' এই সূত্রটি আবৃত্তি করিলেন (১-১০)। তাহা শ্রবণ করিয়া আমিও মনুষ্যসুলভ চপলতাবশতঃ পরের সূত্রটি অনুমান করিয়া তাহা স্বয়ং আবৃত্তি করিলাম। দেবতা তখন বলিলেন, "তুমি যদি ইহা না বলিতে তাহা হইলে এই ব্যাকরণ—পাণিনিকে অতিক্রম করিত। এখন এই ব্যাকরণ সংক্ষিপ্ততা হেতু 'কাতন্ত্র' এবং আমার বাহন ময়ূরের পুচ্ছের নামে 'কালাপক' বলিয়া অভিহিত হইবে।" এই কথা বলিয়া সেই দেব মূর্তিমান হইয়া আমার নিকট এই অভিনব লঘু ব্যাকরণ ব্যক্ত করিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, "তোমার এই রাজা পূর্বজন্মে 'কৃষ্ণ' নামধারী একজন মহাতপামুনি ছিলেন এবং ভরদ্বাজ-মুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। একটি ঋষিকন্যাকে ভালবাসিয়াছিলেন এবং সেও তাহার প্রতিদান দিলে অকস্মাৎ তিনি পুষ্পধন্বারশরে আহত হইয়াছিলেন। ঋষিদের অভিশাপে এইস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই মুনিকন্যাও

উঁহার রাজ্ঞীরূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন। একটি পুণ্যশ্লোক ঋষির অবতার বলিয়া নৃপতি সাতবাহন তোমার সাক্ষাৎলাভ করিলেই তোমার বাসনানুযায়ী সর্ববিদ্যাপারঙ্গম হইবে, কারণ মহাত্মারা পূর্বজন্মের সংস্কারবশতঃ প্রবল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ায় অক্লেশে দুরূহ বিষয়ে জ্ঞানলাভে সমর্থ হন।" এই কথা বলিয়া দেবতা অন্তর্ধান করিলে আমিও বহির্দেশে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। দেবতার কিঙ্করেরা আমাকে কিঞ্চিৎ তণ্ডুলপ্রদান করিল। আমি তখন প্রত্যাবর্তন করিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যদিও যাত্রাপথে প্রতিদিন আমি উহা ভক্ষণ করিতাম তথাপি ঐ তণ্ডুল কিঞ্চিৎমাত্রও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। (১১-২১)।

গুণাঢ্যের বৃত্তান্ত

শর্ববর্মা নিজের কাহিনী বলিয়া নীরব হইলে নৃপতি সাতবাহন হৃষ্টচিত্তে উত্থিত হইয়া স্নান করিতে গমন করিলেন। মৌনাবলম্বন করায় আমার কিছুই করিবার ছিল না। আমাকে ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি তাঁহাকে কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া দুইজন শিষ্য সমভিব্যাহারে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তপশ্চর্যার মানসে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দিরে আগমন করিলাম। দেবী কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া আমি তোমার সাক্ষাৎলাভের আশায় এই ভীষণ বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। জনৈক পুলিন্দের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া একটি সার্থবাহের সহিত কোনওক্রমে ভাগ্যদেবীর কৃপায় এই স্থানে আগমন করিয়া অসংখ্য পিশাচের সাক্ষাৎলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। দূর হইতে তাহাদের পরস্পরের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া আমি পৈশাচীভাষা শিক্ষা করিয়াছি এবং সেইজন্য আমার মৌনব্রতও ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তোমার সংবাদ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমি এই ভাষা ব্যবহার করিয়াছি এবং 'তুমি উজ্জয়িনী গমন করিয়াছ' এই বার্তা শ্রবণ করিয়া এই স্থানে তোমার প্রত্যাবর্তনের আশায় অপেক্ষা করিতেছি। তোমার দর্শনলাভ করিয়া তোমাকে এই চতুর্থভাষায় (পৈশাচী ভাষায়) স্বাগত জানাইতেছি এবং আমার পূর্বের কথা সমস্ত স্মরণ হইয়াছে। ইহাই আমার এই জন্মের কাহিনী। (২২-২৯)

গুণাঢ্য এইকথা বলিলে কাণভূতি তাহাকে বলিল, "গত যামিনীতে কি প্রকারে তোমার আগমনের সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ভূতিবর্মা নামক আমার একটি রাক্ষসমিত্র আছে। সে উজ্জয়িনীতে যে উদ্যানে বাস করে আমি তথায় গমন করিয়াছিলাম। 'কখন আমি অভিশাপমুক্ত হইব?' এই কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, 'দিবাভাগে আমাদের শক্তি থাকে না, অপেক্ষাকর, আমি রাত্রি হইলে তোমাকে বলিব।' আমি সম্মত হইলাম

এবং নিশাগমে তাহাকে ভূতগণের হর্ষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন ভূতবর্মা আমাকে বলিল, 'শ্রবণ কর, ব্রহ্মার সহিত কথোপকথনের সময়ে শিব যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করিতেছি। সূর্যালোকে অভিভূত হওয়াতে দিবাভাগে রাক্ষস, যক্ষ এবং পিশাচদের কোনও শক্তি থাকে না। রাত্রিকালেই তাহাদের হর্ষের উৎপত্তি হয়। যেখানে দেবতা ও ব্রাহ্মণদের যথোচিত পূজা হয় না এবং যেখানে বিধিলংঘন করিয়া মনুষ্যেরা আহার করে সেখানেও উহাদের প্রভাব আছে। যেখানে মানুষ মাংসাহারে বিরত থাকে এবং সাধ্বী স্ত্রীলোককে বিরক্ত করে না সেখানে তাহাদের গতিবিধি নাই। সাধুপুরুষ, বীরপুরুষ এবং জাগ্রত পুরুষকেও ইহারা কদাচ আক্রমণ করে না।" ভূতিবর্মা বলিতে লাগিল, "যাও, তোমার শাপমুক্তির কারণ গুণাঢ্য আসিয়াছে।" ইহা শ্রবণ করিয়া আমি আগমন করিয়াছি এবং প্রভো, আপনার দর্শনলাভ করিয়াছি। এখন পুষ্পদন্ত আমাকে যে কাহিনী বলিয়াছিল তাহা বিবৃত করিতেছি। কিন্তু এক বিষয়ে আমার ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। বলুন, তাহার নাম কেন পুষ্পদন্ত হইল এবং আপনার নাম কেন মাল্যবান্ হইল? কাণভূতির নিকট হইতে এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া গুণাঢ্য তাহাকে বলিতে লাগিল (৩০-৪০)--

পুষ্পদন্তের কাহিনী

গঙ্গাতীরে বহুসুবর্ণক নামে একটি অগ্রহার আছে। তথায় গঙ্গাদত্ত নামে একজন খ্যাতিমান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার অগ্নিদত্তা নাম্নী এক পতিব্রতা ভার্যা ছিল। কালক্রমে উহার গর্ভে ব্রাহ্মণের পাঁচটি পুত্র লাভ হইল। তাহারা মূর্খ কিন্তু সুরূপ ছিল এবং কালক্রমে অভদ্র হইয়া উঠিল। গোবিন্দদত্তের গৃহে দ্বিতীয় অগ্নিদেবতার ন্যায় বৈশ্বানর নামক একজন ব্রাহ্মণ অতিথি আগমন করিলেন। গোবিন্দদত্ত তখন গৃহে না থাকায় তিনি তাঁহার পুত্রদের অভিবাদন করিলে তাহারা প্রত্যভিবাদনে হাস্য করিল। সেই বিপ্র ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে সেই মুহূর্তে গোবিন্দদত্ত গৃহে আগমন করিয়া অনুনয় সহকারে কারণ জানিতে চাহিলে সেই দ্বিজোত্তম বলিলেন, 'তোমার পুত্রেরা মূর্খতা হেতু জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে এবং তুমিও তাহাদের সংসর্গে থাকায় উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার গৃহে অন্নগ্রহণ করিব না, কারণ তাহা করিলে কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও নিজেকে পবিত্র করিতে পারিব না।' তখন গোবিন্দদত্ত শপথ করিয়া বলিলেন, আমি আমার এ কুসন্তানদের স্পর্শও করিব না।' অতিথি বৎসলা পত্নী আসিয়াও অতিথিকে ঐ কথা বলিলেন এবং অতিকষ্টে বৈশ্বানরকে তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করান গেল। তখন দেবদত্ত নামক গোবিন্দদত্তের একটি তনয় পিতার ঘৃণাপূর্ণ ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া 'পিতামাতা কর্তৃক ঘৃণিত এই জীবনের কি মূল্য আছে?' এই কথা চিন্তা করিয়া দুঃখিত চিত্তে তপস্যার্থে বদরিকাশ্রমে

গমন করিল।(৪১-৫২)। তথায় প্রথমে পর্ণ মাত্র আহার করিয়া এবং পরে ধূমপায়ী হইয়া উমাপতির সন্তুষ্টিবিধানার্থ উগ্র তপস্যা করিতে লাগিল। তাহার তীব্র তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শম্ভু তাহাকে দর্শন দান করিলে সে 'আমি যেন চিরকাল আপনার অনুচর হইয়া থাকিতে পারি' তাহার নিকট এই বর প্রার্থনা করিল। শম্ভু তাহাকে আদেশ করিলেন, 'বিদ্যা উপার্জন করিয়া সমস্ত পার্থিব-সুখভোগান্তে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।' বিদ্যার্থী হইয়া পাটলিপুত্র নগরে গমন করিয়া সে যথাবিধি বেদকুম্ভ নামক আচার্যের সেবা করিতে লাগিল। তথায় তাহার গুরুপত্নী কামাতুরা হইয়া তাহাকে প্রেম নিবেদন করিল। হায়! স্ত্রীলোকদিগের চিত্তবৃত্তি কি চঞ্চল। অনঙ্গদেব কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া দেবদত্ত কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সেই দেশ পরিত্যাগপূর্বক প্রতিষ্ঠানে গমন করিল। তথায় বৃদ্ধাভার্যার স্বামী মন্ত্রস্বামী নামক এক বৃদ্ধ আচার্যের নিকট হইতে অখিলবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিল। এইরূপে কৃতবিদ্য হইলে সে বিষ্ণুর লক্ষ্মীরই ন্যায় নৃপতি সুশর্মার শ্রী নাম্নী তনয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সেও বাতায়নস্থিতা ঐ কন্যাকে দেখিতে পাইল। মনে হইল যেন চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবী মায়ারথে বিচরণ করিতেছেন। উভয়ে যেন কন্দর্পের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া স্থাণুবৎ পরস্পর অবিচ্ছিন্ন হইয়া রহিল। নৃপতিতনয়া একটি অঙ্গুলিদ্বারা তাহাকে নিকটে আসিতে সঙ্কেত করিলে মনে হইল যেন কামদেব সশরীরে স্বয়ং আদেশ করিতেছেন। অতঃপর সে তাহার নিকট আসিলে রাজকন্যা অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া দন্তে একটি পুষ্প লইয়া তাহার উপর নিক্ষেপ করিল। রাজকুমারীর এই গূঢ় সংকেতের অর্থ বোধগম্য না হওয়াতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সে গুরুর গৃহে গমন করিল। তথায় সে অন্তরবেদনার তাপে দগ্ধ হইয়া একটিও বাক্য উচ্চারণ করিতে অসমর্থ হইয়া মূকাবস্থায় ভূতলে অবলুণ্ঠিত হইল। তাহার অভিজ্ঞ গুরুদেব কাম বিকারের চিহ্ন দৃষ্টে সুকৌশলে প্রশ্ন করিয়া তাহার নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তখন বুদ্ধিমান গুরুদেব ব্যাপারটি অনুমান করিতে সমর্থ হইয়া তাহাকে বলিলেন, 'দন্ত হইতে পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া রাজকুমারী এই সংকেত করিয়াছেন যে তুমি পুষ্পসমৃদ্ধ পুষ্পদন্তদেবের মন্দিরে প্রতীক্ষা করিবে। অতএব তুমি অবিলম্বে তথায় গমন কর।(৫৩-৬৯)। এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং সংকেতের অর্থ জানিতে পারিয়া যুবক শোকপরিত্যাগপূর্বক সেই দেবায়তনে অবস্থান করিতে লাগিল। রাজকন্যাও 'অদ্য অষ্টমীতিথি' এই ছল করিয়া দেবতার সম্মুখে একাকিনী গমন করিবার নিমিত্ত গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলেন। দ্বারপটের পশ্চাতে অবস্থিত তাহার প্রেমিককে স্পর্শ করিলে সে সহসা উত্থিত হইয়া তাহার কণ্ঠদেশ আলিঙ্গনাবদ্ধ করিল। রাজকুমারী কহিলেন, 'কি অদ্ভুত কাণ্ড! আপনি কি করিয়া আমার সংকেতের অর্থ অনুধাবন করিলেন?' সে উত্তরে বলিল, 'আমি নই, তোমার উপাধ্যায় সমর্থ হইয়াছেন।'

এই কথা শ্রবণে রাজকুমারী ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন, "আমাকে ছাড়িয়া দাও, তুমি একটি মূর্খ।' গুপ্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে ইহা ভাবিয়া সে তৎক্ষণাৎ মন্দির হইতে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইল। যে প্রিয়াদর্শনমাত্রেই দৃষ্টির অন্তরাল হইয়াছে তাহার কথা চিন্তা করিতে করিতে দেবদত্তও প্রস্থান করিল। তাহার এমন অবস্থা হইল যেন বিরহানলে জীবনদীপ জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইবে। শম্ভু, যিনি তাহার তপস্যায় পূর্বে প্রসন্ন হইয়াছিলেন, তখন তাহার ঐ অবস্থা দর্শন করিয়া পঞ্চশিখ নামক তাহার গণকে দেবদত্ত যাহাতে তাহার অভীপ্সিত ফললাভ করিতে পারে সেইরূপ কার্য করিতে আদেশ করিলেন। সেই উত্তমগণ দেবদত্তের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্বক নারীর বেশে সজ্জিত করিয়া স্বয়ং একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিল। সেই সুদর্শনা কন্যার পিতা মহীপতি সুশর্মার সম্মুখে দেবদত্তকে লইয়া উপস্থিত হইয়া সেই গণশ্রেষ্ঠ তাহার নিকট নিবেদন করিল, 'আমার পুত্র প্রবাসে প্রস্থান করিয়াছে, আমি তাহাকে অন্বেষণ করিতে গমন করিতেছি। আমার পুত্রবধূকে আপনার নিকট রাখিয়া যাইতেছি। রাজন্, আপনি উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।' (৭০-৭৯) ব্রহ্মশাপের ভয়ে নৃপতি সুশর্মা তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং ঐ যুবককে রমণী মনে করিয়া গুপ্তঅন্তঃপুরে স্বীয় কন্যার নিকট প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর পঞ্চশিখের প্রস্থানের পর ঐ দ্বিজ স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া প্রিয়ার সহিত বিশ্বস্ত সখীর ন্যায় বাস করিতে লাগিল। একদা রাত্রিকালে রাজকুমারী ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলে সে তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহাকে গান্ধর্বমতে গোপনে বিবাহ করিল। রাজকুমারী গর্ভবতী হইলে সেই গণশ্রেষ্ঠ স্মরণ মাত্র সকলের অলক্ষ্যে একদিন রাত্রিতে আগমন করিয়া বিপ্রকে লইয়া প্রস্থান করিল। অতঃপর অবিলম্বে যুবকের স্ত্রীবেশ উন্মোচন করিয়া প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণের বেশধারণ করিয়া ঐ যুবককে সঙ্গে লইয়া রাজা সুশর্মার নিকট উপস্থিত হইয়া সে বলিল, 'আমি অদ্য আমার পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়াছি, অতএব হে রাজন্, আমার পুত্রবধূকে প্রত্যর্পণ করুন।' নিশাযোগে সে কোথাও পলায়ন করিয়াছে মনে করিয়া ব্রহ্মশাপের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া নৃপতি মন্ত্রীদের বলিল, 'ইনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ নহেন, কোন দেবতা হইবেন। আমাকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন। পৃথিবীতে কখন কখন এইরূপ ঘটিয়া থাকে। যথা'—(৭০-৮৭)।

ইন্দ্র এবং শিবিরাজার কাহিনী

পুরাকালে তপস্বী, করুণার্দ্রচিত্ত, দাতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সর্বজীবের অভয়দাতা, শিবি নামে এক রাজা ছিলেন। তাহাকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত ইন্দ্র স্বয়ং শ্যেনরূপ ধারণ করিয়া মায়াকপোতরূপী ধর্মের পশ্চাদ্ধাবন করেন। ভয়ার্ত কপোত শিবিরাজার অঙ্কে আশ্রয়-গ্রহণ করিলে শ্যেন মনুষ্যের ভাষায় বলিল, 'কপোত আমার ভক্ষ্য, আমি ক্ষুধার্ত,

উহাকে প্রদান কর। মনে রাখিবে উহাকে না দিলে অচিরাৎ আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইব। তোমার ধর্ম তখন কোথায় থাকিবে?' তখন শিবি বলিলেন, 'এই কপোতটি আমার শরণাগত। ইহার পরিবর্তে সমপরিমাণ অন্য মাংস তোমাকে প্রদান করিব।' শ্যেন বলিল, 'তবে তাহাই হউক। কিন্তু তোমার নিজের মাংসই প্রদান করিতে হইবে।' হৃষ্টচিত্তে রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন। নিজের মাংস কর্তন করিয়া যতই তুলাদণ্ডে স্থাপন করিতে লাগিলেন কপোতটির ভার ততই অধিক হইতে লাগিল। তখন রাজা নিজের সম্পূর্ণ স্বীয় দেহ তুলাদণ্ডে স্থাপন করিলে দৈববাণী শোনা গেল, 'সাধু, সাধু, এইবার কপোতটির সমপরিমাণ মাংস হইয়াছে।' তখন ইন্দ্র ও ধর্ম যথাক্রমে শ্যেন ও কপোতের ছদ্মবেশ পরিত্যাগপূর্বক রাজা শিবিকে পূর্বের ন্যায় অক্ষত দেহ করিয়া প্রসন্নচিত্তে প্রচুর আশীর্বাদকরতঃ উভয়েই অন্তর্হিত হইলেন।— সেইরূপ এই বিপ্রও কোন দেবতা হইবেন, আমাকে পরীক্ষা করিতে আগত হইয়াছেন।(৮৮-৯৭)।

পুষ্পদন্তের কাহিনী

মহীপতি সুশর্মা মন্ত্রীদিগকে এই কথা বলিয়া ভয়াকুলিতচিত্তে দ্বিজবেশী গণোত্তমের সম্মুখে প্রণত হইয়া স্বয়ং তাঁহাকে বলিলেন, 'আমাকে অভয়প্রদান করুন। দিবানিশি প্রহরা দেওয়া সত্ত্বেও আপনার পুত্রবধূ গতরাত্রে মায়াবলে অপহৃতা হইয়াছে।' সেই দ্বিজরূপী গণ যেন অতিশয় কষ্টসত্ত্বেও তাঁহাকে কৃপা করিতেছে—এইরূপ ছলনা করিয়া বলিল, 'রাজন্, তাহা হইলে আপনার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিন।(৯৮-১০০)' অভিশপ্ত হইবার ভয়ে রাজা স্বীয় দুহিতাকে দেবদত্তের হস্তে প্রদান করিলে পঞ্চশিখ প্রস্থান করিল। দেবদত্তও প্রকাশ্যভাবে এইরূপে তাহার প্রিয়াকে লাভ করিয়া পুত্রহীন নৃপতির মহিমায় মহীয়ান হইয়া বাস করিতে লাগিল। কালক্রমে সুশর্মা দেবদত্ত কর্তৃক তাঁহার কন্যাতে উপগত মহীধর নামক দৌহিত্রকে আপন উত্তরাধিকারীপদে অভিষিক্ত করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিল। দেবদত্ত পুত্রের ঐশ্বর্যদর্শন করিয়া নিজের সর্ব মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে এই জ্ঞানে রাজকন্যার সহিত বনে গমন করিল। তথায় সে পুনরায় শিবের আরাধনা করিতে লাগিল এবং তাঁহার প্রসাদে মর্ত্যদেহ ত্যাগ করিয়া গণত্ব প্রাপ্ত হইল। প্রিয়ার দন্ত হইতে পতিত পুষ্পের সংকেত বুঝিতে পারে নাই বলিয়া সে গণমণ্ডলীতে পুষ্পদন্ত নামে খ্যাত হইল। তাহার পত্নী, জয়া নামে দেবীর গৃহের দ্বারপালিকা হইল। এই প্রকারেই তাহার নাম পুষ্পদন্ত হইয়াছিল। এখন আমার নাম কেমন করিয়া হইল তাহা শ্রবণ করুন।(১০১-১০৭)

মাল্যবানের কাহিনী

দেবদত্তের পিতা সেই গোবিন্দদত্তই আমার জনক। আমার নাম সোমদত্ত। দেবদত্তের

ন্যায় একই কারণে আমিও ক্রোধপরবশে গৃহত্যাগ করিয়া হিমালয়ে তপস্যা করিয়াছিলাম। দিনের পর দিন বহুমাল্যদ্বারা শিবের অর্চনা করিলে চন্দ্রমৌলি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকেও সেই প্রকার দর্শন দান করিলেন। আমি ভোগলিপ্সার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া তাঁহার গণত্বে বৃত হইলাম। গিরিজাপতি আমাকে বলিলেন, 'দুর্গমবনে জাত পুষ্প সংগ্রহ করিয়া নিজহস্তে পুষ্পে গ্রথিত মাল্যদ্বারা আমার পূজা করিয়াছ বলিয়া তুমি মাল্যবান নামে অভিহিত হইয়া আমার একটি গণ হইবে।' অতঃপর আমি নরদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবতার পরিচারক হইলাম। এইরূপে ধূর্জটির প্রসাদে আমার মাল্যবান্ নাম হইল এবং হে কাণভূতে, এখন দেখিতে পাইতেছ আমিই সেই মাল্যবাণ নামক গণ, শৈল দুহিতার শাপে পুনরায় নরদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব এখন শিব কর্তৃক কথিত সেই কাহিনী বর্ণনা কর, যাহাতে উভয়েই শাপমুক্ত হইতে সমর্থ হই। (১০৮-১১৩)।

--ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথাপীঠ লম্বকের
সপ্তম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা--১১৩
ক্রমিক সংখ্যা--৭৮৬

অষ্টম তরঙ্গ

গুণাঢ্যের অনুরোধে কাণভূতি সপ্তগাথা সমন্বিত এই দিব্যকাহিনী নিজের ভাষায় বলিয়াছিলেন এবং গুণাঢ্যও সপ্তবর্ষে সেই পৈশাচী ভাষাতেই সপ্তলক্ষ শ্লোক রচনা করিয়া বিদ্যাধরেরা যাহাতে ইহা হরণ করিতে সমর্থ না হয় সেই উদ্দেশ্যে মসীর অভাবে সেই মহাকবি নিজের শোণিত দ্বারা ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কাণভূতি যখন এই কাহিনী বলিতেছিলেন তখন বিদ্যাধর সিদ্ধ এবং অন্যান্য গণেরা তাহা শ্রবণ করিতে আগমন করাতে মনে হইল যেন আকাশ ক্রমাগত বস্ত্রদ্বারা আহৃত হইতেছে। কাণভূতি, গুণাঢ্য কর্তৃক গ্রথিত এই 'বৃহৎ কথা' দর্শন করায় শাপমুক্ত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিল। তাহার সহিত আগত অন্যান্য পিশাচেরা এই দিব্যকাহিনী শ্রবণ করিয়া স্বর্গভূমিতে আগমন করিল। তখন সেই মহাকবি গুণাঢ্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই 'বৃহৎ কথা' আমাকে পৃথিবীতে প্রচার করিতে হইবে। কি প্রকারে আমি শাপমুক্ত হইব তাহা বলিবার সময় দেবী এই সর্তই আরোপ করিয়াছিলেন। কিন্তু কি প্রকারে ইহা পৃথিবীতে প্রচার হইবে? ইহা কাহাকে প্রদান করিব?" তখন গুণদেব ও নন্দীদেব নামক দুই শিষ্য যাহারা তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে বলিল, 'কেবলমাত্র শ্রুতকীর্তি সাতবাহনই এই কাব্য প্রচার করিতে পারিবেন, কারণ তিনি রসগ্রাহী, অনিল চালিত পুষ্পের সুগন্ধির ন্যায় তিনি উহা দিকে দিকে প্রেরণ করিতে পারিবেন।' (১-১০) 'তাহাই হউক', এই কথা বলিয়া গুণাঢ্য তাঁহার দুই গুণশালী শিষ্যের সহিত এই গ্রন্থ সেই নৃপতির নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি স্বয়ং সেই প্রতিষ্ঠান নগরীতে গমন করিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইবার আশায় নগরীর বহির্দেশে দেবীরচিত উদ্যানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা 'ইহা গুণাঢ্যের রচিত', এই কথা বলিয়া রাজা সাতবাহনকে এই কাব্যগ্রন্থ প্রদান করিলেন। পৈশাচীভাষায় লিখিত এবং তাহাদের আকৃতিও পিশাচের ন্যায় ইহা অবলোকন করিয়া বিদ্যামদগর্বে গর্বিত রাজা অসূয়া পরবশ হইয়া বলিলেন, 'সপ্ত-লক্ষ শ্লোক খুবই মূল্যবান্, কিন্তু ইহা নীরস পৈশাচীভাষায় শোণিতদ্বারা লিখিত, এই পৈশাচিক কাহিনীকে ধিক।' তখন শিষ্যদ্বয় গ্রন্থটি গ্রহণ করিয়া যে পথে আসিয়াছিল সেইপথে প্রত্যাবর্তন করতঃ গুণাঢ্যকে সমস্ত কথা সবিস্তারে নিবেদন করিল। গুণাঢ্যও এই কথা শ্রবণ করিয়া অচিরে শোকান্বিত হইলেন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে কাহার না কষ্ট হয়? শিষ্যদ্বয়সহ নাতিদূরে অবস্থিত জনবিহীন রম্য শৈলে গমন করিয়া তিনি প্রথমে একটি অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করিলেন। অতঃপর পশু ও পক্ষী-

দিগের নিকট পাঠান্তে এক একটি পত্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন এবং শিষ্যদ্বয় সাশ্রুনয়নে তাহা দেখিতে লাগিল। (১১-১৯)। কিন্তু শিষ্যেরা অতিশয় পছন্দ করিয়াছিল বলিয়া এক লক্ষ শ্লোকসমন্বিত নরবাহনদত্তের চরিত্র সম্বলিত গ্রন্থটি মাত্র অবশিষ্ট রাখিলেন। তিনি যখন ঐ দিব্যকাহিনী পাঠ করিতেন তখন মৃগ, শূকর, মহিষ ও অন্যান্য পশুরা নিজেদের তৃণাহার ত্যাগ করিয়া বৃত্তাকারে তাঁহার চতুর্দিকে অবস্থান করিয়া নিশ্চল হইয়া সাশ্রুনয়নে তাহা শ্রবণ করিত।

ইতোমধ্যে রাজা সাতবাহন অসুস্থ হইয়া পড়িলে বৈদ্যগণ বলিল যে অপুষ্টিজনক মাংসাহারের জন্য রাজার ঐ পীড়া জন্মিয়াছে। তিরস্কৃত হইলে সূপকারেরা বলিল, 'ব্যাধেরা আমাদের এইরূপ মাংসই প্রদান করে।' ব্যাধেরা তিরস্কৃত হইলে বলিল, 'অনতিদূরে অবস্থিত শৈলের উপর একটি বিপ্র এক একটি পত্র পাঠ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। সমস্ত জন্তুরা আহার পরিত্যাগ পূর্বক তাহা শ্রবণ করিতে গমন করে। অনাহারের দরুণ তাহাদের মাংসে পুষ্টির অভাব হয়।' ব্যাধদিগের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদের প্রদর্শিত পথে রাজা কৌতূহলবশতঃ অরণ্য বাসহেতু অস্তপ্রায় অভিশাপাগ্নির ধূম বর্ণাভ জটাধারী গুণাঢ্যকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। রোদনাপ্লুত পশুদিগের মধ্যে দণ্ডায়মান গুণাঢ্যকে চিনিতে পারিয়া রাজা তাঁহার নিকট প্রণত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলে তিনি পৈশাচীভাষায় পুষ্পদন্ত নামে নিজের আখ্যায়িকা, অভিশাপের কথা এবং 'বৃহৎকথার' কি করিয়া মর্তে প্রচার হইল ইত্যাদি সমস্ত কাহিনী নিবেদন করিলেন। তখন তাঁহাকে গণের অবতার বলিয়া জ্ঞাত হইয়া নৃপতি তাঁহার পদে নত হইলেন এবং হরমুখোদ্গত দিব্যকাহিনী অবগত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন (২০-৩১)। তখন গুণাঢ্য নরপতি সাতবাহনকে বলিলেন, 'হে রাজন্, ষড়লক্ষ শ্লোক সমন্বিত একটি কাহিনী অবশিষ্ট আছে, তুমি উহা গ্রহণ কর। আমার শিষ্যদ্বয় তোমার নিকট উহার ব্যাখ্যা করিবে।' এই কথা বলিয়া গুণাঢ্য নৃপতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া যোগবলে অভিশাপান্তে নরদেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরলোকে স্বীয় আবাসে গমন করিলেন। অতঃপর রাজা নরবাহন-দত্ত চরিত-সম্বলিত গুণাঢ্যপ্রদত্ত 'বৃহৎকথা' গ্রহণ করিয়া স্বপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তথায় তিনি, যে কবি ঐ কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার গুণদেব এবং নন্দিদেব নামক শিষ্যদ্বয়কে ভূমি, স্বর্ণ, বস্ত্র, ভারবাহী পশু গৃহ এবং ধনরত্ন প্রদান করিলেন। তাহাদের সাহায্যে কথার মর্ম উদ্ধার করিয়া কি প্রকারে প্রথমে পৈশাচী ভাষায় এই কাহিনী পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত 'কথাপীঠ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। সেই কাহিনী এতই সরস হইয়াছিল যে সকলে দেবতাদিগের কাহিনী বিস্মৃত হইয়া কুতূহলবশে এই কথাই শুনিত এবং এই কথা

বিনা বাধায় নগর হইতে ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবাধ খ্যাতিলাভ করিল। (৩২-৩৮)

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথাপীঠ লম্বকের
অষ্টম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—৩৮
ক্রমিকসংখ্যা—৮২৪
'কথাপীঠ' নামক প্রথম লম্বক সমাপ্ত।

কথাসরিৎসাগর

দ্বিতীয় লম্বক / কথামুখ

প্রথম তরঙ্গ

দেবী গৌরীর সদ্য আলিঙ্গনাবদ্ধ শিবের স্বেদবারি, যাহা ভীত মদন শিবের নেত্রজাত অগ্নি নির্বাপণের ভয়ে বারুণী অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা তোমাদের রক্ষা করুক।

নিম্নে বর্ণিত বিদ্যাধরদিগের এক অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ কর।

কৈলাসপর্বতে গণোত্তম পুষ্পদন্ত ধূর্জটির মুখ হইতে ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং সেই পুষ্পদন্তই ভূতলে বররুচিরূপী কাণভূতির নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন। অবশেষে গুণাঢ্য ইহা কাণভূতির নিকট শ্রবণ করিলে, পরে সাতবাহন গুণাঢ্যের নিকট ইহা শ্রবণ করেন।

বৎসরাজ উদয়নের কাহিনী

নাগের গর্ব খর্ব করিবার নিমিত্ত বিধাতা স্বর্গের প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ বৎস নামক জনপদ ভূতলে সৃষ্টি করেন। তাহার মধ্যভাগে পৃথিবীর কর্ণাভরণস্বরূপ লক্ষ্মীর প্রিয় আবাসস্থল কৌশাম্বী নামক বিশাল নগরী অবস্থিত। তথায় অভিমন্যুর প্রপৌত্র, নৃপতি পরীক্ষিতের পৌত্র, জন্মজয়ের পুত্র পাণ্ডববংশোদ্ভব শতানীক নামক নরপতি বাস করিতেন। তাঁহার বংশের আদিপুরুষ ছিলেন অর্জুন, যাঁহার দোর্দণ্ড প্রতাপ ত্রিপুরারী কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছিল। বসুন্ধরা তাঁহার পত্নী ছিলেন এবং বিষ্ণুমতী নামে তাঁহার অন্য এক মহিষীও ছিল। প্রথমা ধনরত্ন প্রসব করেন কিন্তু দ্বিতীয়া পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন নাই। একদা যখন তিনি মৃগয়াব্যপদেশে অরণ্যে ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তাঁহার সহিত শাণ্ডিল্যমুনির পরিচয় হইল। রাজাকে পুত্রার্থী দেখিয়া সেই মুনিবর কৌশাম্বীতে আগমনপূর্বক রাজ্ঞীকে মন্ত্রপূত চরু প্রদান করিলেন। (৯-১০) তখন তাঁহার সহস্রানীক নামে পুত্রলাভ হইল। গুণ যেমন বিনয়দ্বারা দীপ্তিমান হয় সেই রাজাও তদ্রূপ পুত্রদ্বারা অলংকৃত হইয়াছিলেন। কালক্রমে শতানীক তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাজকীয় সুখসম্ভোগ উপভোগ করা সত্ত্বেও ভূভারচিন্তা হইতে মুক্ত রহিলেন। অতঃপর দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নৃপতির সাহায্য প্রার্থনা করিয়া মাতলিকে ইন্দ্র দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। প্রধানমন্ত্রী যোগন্ধর ও সেনাপতি সুপ্রতীকের হস্তে পুত্র ও রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া সমরে দানবদলনার্থে শতানীক মাতলির সহিত ইন্দ্রের সকাশে গমন করিলেন। যমদংষ্ট্র নামক মুখ্য দানব ও অন্যান্য অসুরদের হত্যা করিয়া তিনি ইন্দ্রের চক্ষুর সমীপেই সেই যুদ্ধে হত হইলেন। মাতলি তাঁহার দেহ আনয়ন করিলে রাজ্ঞী সহমৃতা হইলেন।

রাজলক্ষ্মী তাঁহার পুত্র সহস্রানীককে আশ্রয় করিলেন। আশ্চর্যের কথা, পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিলে সেই ভারে স্বরাজ্যের চতুর্দিকস্থ অন্যান্য নৃপতিদের মস্তক নত হইল। শত্রুবিজয় উৎসবে উপস্থিত থাকিবার নিমিত্ত ইন্দ্র মাতলিকে প্রেরণ করিয়া বন্ধুপুত্র সহস্রানীককে স্বর্গে আনয়ন করিলেন। সেখানে নন্দনকাননে সুন্দরী রমণীগণ পরিবৃত দেবতাগণ ক্রীড়া করিতেছেন দেখিয়া উপযুক্ত ভার্যা লাভের নিমিত্ত নৃপতি শোকাতুর হইলেন। তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া বাসব বলিলেন, 'রাজন্ বিষাদ পরিত্যাগ কর। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। তোমার উপযুক্ত পত্নী পৃথিবীতে ইতিপূর্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে বৃত্তান্ত এখন বর্ণনা করিতেছি তাহা শ্রবণ কর। (১১-১২)

বহুপূর্বে ব্রহ্মার সভায় তাঁহার দর্শনমানসে বিধূম নামক বসুও আমার সহিত গমন করিয়াছিল। আমরা যখন সেখানে ছিলাম তখন বিরিঞ্চির দর্শনমানসে তথায় আগত অলম্বুষা নামক অপ্সরীর বসন বায়ুদ্বারা বিস্রস্ত হইয়াছিল। তদ্দৃষ্টে বসু কামপীড়িত হইলে অপ্সরীও বসুর দেহসৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইল। মনসিজ উহা দর্শন করিয়া আমার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে আমি তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ঐ দুইজনকে শাপ দিলাম, "রে, নির্লজ্জেরা, তোরা উভয়ে মর্ত্যলোকে স্বামীস্ত্রী রূপে জন্মগ্রহণ কর।" সেই বসুই শতানীকের পুত্র সহস্রানীকরূপে চন্দ্রবংশের ভূষণস্বরূপ তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং সেই অপ্সরা অযোধ্যার নরপতি কৃতবর্মার কন্যা, মৃগাবতী নাম গ্রহণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই তোমার পত্নী হইবে। (২৩-২৯)

ইন্দ্রের এই বাক্যে নৃপতির হৃদয়ে বায়ুতাড়িত অগ্নির ন্যায় মদনানল পূর্ণমাত্রায় প্রজ্বলিত হইল। ইন্দ্র তখন বহুপ্রকারে সম্মানিত করিয়া স্বীয় রথে তাঁহাকে স্বর্গ হইতে বিদায় দিলেন এবং মাতলি সমভিব্যাহারে সে রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিল। রাজা গমনোদ্যত হইলে অপ্সরা তিলোত্তমা প্রীতিসহকারে তাঁহাকে বলিল, 'রাজন্, আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে আপনি এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন।'

মৃগাবতীর চিন্তায় ডুবিয়াছিলেন বলিয়া সে কি বলিল তাহা না শ্রবণ করিয়াই রাজা প্রস্থান করিলেন। লজ্জিতা তিলোত্তমা ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিল, 'যাহার চিন্তা তোমার মনকে এতই অভিভূত করিয়াছে যে তুমি আমার কথা শ্রবণ করিলে না, তাহার সহিত চতুর্দশ বৎসর তোমার বিচ্ছেদ হইবে।' মাতলি এই অভিশাপ শ্রবণ করিয়াছিল কিন্তু প্রিয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকায় রাজার কর্ণে তাহা প্রবেশ করে নাই। রথারোহণে তিনি কৌশাম্বী প্রত্যাবর্তন করিলেন কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া রহিল অযোধ্যাতে। রাজা উৎসুকচিত্তে যোগন্ধর ও অন্যান্য সচিবদের নিকট মৃগাবতী সম্বন্ধে ইন্দ্রের নিকট হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন তৎসমুদয় বিবৃত করিয়া বিলম্ব অসহ্য হওয়াতে মৃগাবতীর পিতা কৃতবর্মার নিকট তাঁহার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিয়া

অযোধ্যায় দূত প্রেরণ করিলেন। কৃতবর্মা দূত প্রমুখাৎ তাঁহার বার্তা শ্রবণ করিয়া সানন্দে রাজ্ঞী কলাবতীকে তাহা বলিলে সে রাজাকে বলিল, 'মৃগাবতীকে আমরা নিশ্চয়ই সহস্রানীকের হস্তে সমর্পণ করিব, কারণ আমার স্মরণ হইতেছে স্বপ্নে যেন এক বিপ্রও আমাকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন।' প্রহৃষ্টচিত্তে নৃপতি দূতকে মৃগাবতীর নৃত্য, সংগীত ও অন্যান্য কলাবিদ্যায় পারদর্শিতার বিষয়ে এবং অপ্রতিম রূপের কথা অবগত করাইলেন। নৃপতি কৃতবর্মা সমগ্র চারুকলার অসামান্য আধার মূর্তিমান চন্দ্রের স্বরূপ দীপ্তিমতী কন্যা মৃগাবতীকে সহস্রানীকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিদ্যার সহিত জ্ঞানের মিলনের ন্যায় সহস্রানীক ও মৃগাবতীর গুণরাজি পরস্পরের পরিপূরক হইল। (৩০-৪২)

অনতিবিলম্বে রাজার মন্ত্রিবর্গের পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। যোগন্ধরের পুত্রের নাম হইল যৌগন্ধরায়ণ। সুপ্রতীকের রুমন্বৎ ও রাজার নর্ম সুহৃদের বসন্তক নামক পুত্র হইল। অতঃপর কিয়দ্দিবসান্তে মৃগাবতী পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করায় রাজা সহস্রানীকের পুত্র সম্ভাবনার কথা মনে হইল। অতৃপ্ত নয়নে রাজা তাহাকে দেখিতেন। মহিষী দোহদপূরণার্থ তাঁহার নিকট অবগাহন করিবার নিমিত্ত একটি রুধিরপূর্ণ তড়াগ প্রার্থনা করিলে ধার্মিক রাজা লাক্ষা ও অন্যান্য লোহিতদ্রব্যজাতরসে একটি বাপী পূর্ণ করিলে তাহা শোণিতপূর্ণ বলিয়াই প্রতিভাত হইল। যখন রক্তরাগে লিপ্ত হইয়া রাজ্ঞী সেই তড়াগে স্নান করিতেছিল তখন গরুড় জাতীয় একটি পক্ষী অপক্ক মাংসখণ্ড মনে করিয়া অকস্মাৎ ছোঁ মারিয়া তাহাকে হরণ করিয়া অজ্ঞাত স্থানে প্রস্থান করিল। তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে গমন করিবার নিমিত্ত বিহ্বলচেতা সহস্রানীকের ধৈর্য লুপ্ত হইল। প্রিয়ার প্রতি তিনি এতই অনুরক্ত ছিলেন যে মনে হইল যেন তাঁহার হৃদয় পক্ষীরাজ হরণ করিয়াছে। তাঁহার চেতনা লুপ্ত হইল এবং তিনি ভূমিতলে পতিত হইলেন। রাজার জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে মাতলি দৈবশক্তিবলে সমস্ত অবগত হইয়া আকাশপথে, নৃপতি যথায় অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে প্রবোধদানপূর্বক তিলোত্তমার অভিশাপের কথা যাহা জানিত তাহা নিবেদন করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। অতঃপর রাজা শোকাকুলিত চিত্তে বলিলেন, 'হায় প্রিয়ে, পাপীয়সী তিলোত্তমার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে।' কিন্তু অভিশাপের বিষয় জ্ঞাত হইয়া এবং মন্ত্রী-দিগের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া 'ভবিষ্যতে আবার মিলন হইবে'—এই আশায় কোন-প্রকারে জীবনধারণ করিয়া রহিলেন। (৪৩-৫৪)।

রাজ্ঞী মৃগাবতীকে জীবিত দেখিয়া পক্ষীরাজ তাঁহাকে দৈবক্রমে উদয়পর্বতে পরি-ত্যাগ করিল। এইরূপে পক্ষী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রাজ্ঞী দুর্গম গিরিসানদেশে অরক্ষিত অবস্থায় নিজেকে স্থিত দেখিয়া ভয়ে শোকাকুলা হইলেন। অরণ্যে একবস্ত্রে ক্রন্দনরতা থাকা কালে একটি বৃহৎ অজগরসর্প তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।

ভবিষ্যতে তিনি সুখসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন সেইজন্য আকাশ হইতে একজন দিব্য বীরপুরুষ আবির্ভূত হইয়া সেই অজগরকে হত্যা করতঃ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। অতঃপর তিনি মৃত্যুকামনায় বন্য হস্তীর সম্মুখে নিজেকে নিক্ষেপ করিলে সেও দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার কোন ক্ষতি করিল না। আশ্চর্যের বিষয়, বন্য পশুর সম্মুখে পতিত হইলেও তিনি হত হইলেন না। ইহাতে অবশ্য আশ্চর্যান্বিত হইবার কী বা আছে? ঈশ্বরের ইচ্ছায় কি না ঘটিতে পারে?

গর্ভভারে অলসগমনা রাজ্ঞী তখন স্বামীর কথা চিন্তা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে পর্বতশিখর হইতে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। ফলমূল আহরণার্থী একটি মুনিবালক ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়া তথায় আগমন করিয়া দেখিতে পাইল যে, সেখানে শোক যেন মূর্তিমতী হইয়া অবস্থান করিতেছে। তৎকর্তৃক পৃষ্ট হইয়া রাজ্ঞীর কাহিনী শ্রবণান্তে দয়ার্দ্র চিত্তে মুনিবালক তাঁহাকে জমদগ্নির আশ্রমে আনয়ন করিল। তথায় তিনি মূর্তিমান আশ্বাসের ন্যায় জমদগ্নির সাক্ষাৎ লাভ করিলেন--যাহার তেজচ্ছটায় উদয়াচল আলোকিত হওয়ায় মনে হইল যেন উদীয়মান তরুণ সূর্য সেখানে সতত অবস্থান করেন।(৫৫-৬৪) তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইলে সেই আশ্রিতবৎসল দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মুনিবর বিরহবিহ্বলা রাজ্ঞীকে বলিলেন, 'বৎসে, ক্রন্দন করিও না। এখানে পিতার বংশধর তোমার একটি পুত্রের জন্ম হইবে এবং তুমি পুনরায় তোমার স্বামীর সহিত মিলিত হইবে।' আবার প্রিয়সঙ্গম হইবে এই আশায় সেই সাধ্বী মৃগাবতী মুনির আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবসান্তে সেই শ্লাঘনীয়া অনিন্দিতা রাজ্ঞী একটি পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। সৎসঙ্গে সদাচারেরই জন্ম হয়। তৎক্ষণাৎ অন্তরীক্ষ হইতে দৈববাণী শ্রবণ করা গেল: 'উদয়ন নামক এক মহাযশা শ্রীমান অধিপতির জন্ম হইল। ইহার পুত্র বিদ্যাধরমণ্ডলীর অধীশ্বর হইবেন।' এই বাণী মৃগাবতীর হৃদয়ে বহুকাল বিস্মৃত প্রায় আনন্দের উৎপাদন করিল। বালক উদয়ন সেই তপোবনে স্বীয় গুণাবলীকে ক্রীড়াসঙ্গী করিয়া বর্ধিত হইতে লাগিল। জমদগ্নি সেই বীরবালকের ক্ষত্রোচিত সংস্কার সাধন করিয়া তাহাকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। মৃগাবতী স্বীয় প্রকোষ্ঠ হইতে সহস্রানীকের নামাঙ্কিত একটি বলয় উন্মোচন করিয়া সস্নেহে উদয়নের হস্তে পরাইয়া দিলেন। (৬৫-৭৩)।

অতঃপর একদা অরণ্যে মৃগানুসরণে রত উদয়ন শবর কর্তৃক সজোরে ধৃত একটি সর্প দেখিতে পাইল। এই সুন্দর সর্পটির উপর করুণা উদ্রেক হওয়াতে সে শবরকে বলিল, 'আমাকে আনন্দ প্রদান করিবার নিমিত্ত উহাকে ছাড়িয়া দাও।' শবর তাহাকে বলিল, 'ইহাই আমার জীবিকা। আমি দরিদ্র, সাপের খেলা দেখাইয়া আমি জীবিকা উপার্জন করি। পূর্বে আমার যে সর্পটি ছিল সেটি মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে এই মহারণ্যে অন্বেষণ করিয়া মন্ত্রৌষধিবলে এই সর্পটিকে বশ করিয়া ধৃত করিয়াছি।'

এই কথা শ্রবণ করিয়া মহামতি উদয়ন মাতৃপ্রদত্ত বলয়টি শবরকে প্রদান করিয়া সর্পটিকে মুক্ত করিল। (৭৪-৭৮) বলয়টি লইয়া শবর প্রস্থান করিলে সর্পটি উদয়নের প্রতি প্রীত হইয়া তাহার সম্মুখে নত হইয়া বলিল, 'আমি বাসুকীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং আমার নাম বসুনেমি। তুমি আমাকে রক্ষা করিয়াছ। শ্রুতিভাগে বিভক্ত এবং রম্য-ধ্বনির জনয়িত্রী এই বীণা গ্রহণ কর। অম্লান মালা তিলক প্রস্তুতের কৌশলসহ এই তাম্বুলও গ্রহণ কর।' নাগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ঐ সমস্ত দ্রব্যসহ মাতৃনয়নে অমৃতবর্ষণ করিতে করিতে উদয়ন জমদগ্নির আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিল।

ইতোমধ্যে সেই শবর অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবযোগে উদয়নের নিকট হইতে যে বলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, ভূপতির নামাঙ্কিত সেই বলয়টির বিক্রয়চেষ্টার সময় রাজপুরুষ কর্তৃক ধৃত হইয়া ভূপতির সম্মুখে নীত হইল। শোকাকুল নৃপতি সহস্রানীক স্বয়ং ঐ বলয়বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলে উদয়াচলে সর্প ধৃত করা হইতে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা শবর তাঁহার নিকট বিবৃত করিল। শবরের নিকট হইতে উহা শ্রবণ করিয়া এবং দয়িতার বলয় অবলোকন করিয়া রাজা সহস্রানীক সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান হইলেন।

বারিকণা যেরূপ নিদাঘে তাপদগ্ধ ময়ূরের আনন্দ উৎপাদন করে তদ্রূপ এক দৈববাণী বিরহকাতর নৃপতিকে আনন্দপ্রদান করিল। 'হে রাজন্, তুমি শাপমুক্ত হইলে। তোমার পত্নী মৃগাবতী তোমার পুত্রের সহিত জমদগ্নির আশ্রমে বাস করিতেছে।' উৎকণ্ঠায় দীর্ঘীকৃত সেই দিবসের কোনক্রমে অবসান হইলে পরের দিবসে প্রিয়তমাকে সত্বর উদ্ধার করিবার নিমিত্ত নৃপতি সহস্রানীক শবর প্রদর্শিত পথে সসৈন্যে উদয়চলাবস্থিত সেই আশ্রমের দিকে প্রস্থান করিল। (৭৯-৯০)

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত

কথাসরিৎসাগরের কথামুখ লম্বকের

প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্লোকসংখ্যা—৯০

ক্রমিক সংখ্যা—৯১৪

দ্বিতীয় তরঙ্গ

বহুদূর গমন করিবার পর রাজা সেদিন সরসী তীরে এক অরণ্যে স্কন্দাবার স্থাপন করিলেন। তথায় রাত্রে ক্লান্ত দেহে শয়ন করিবার সময় তিনি তাঁহার সেবায় নিয়ত সঙ্গতক নামক কথককে বলিলেন, 'মৃগাবতীর মুখপদ্ম দর্শনোৎসুক আমাকে একটি চিত্তবিনোদনী কাহিনী শ্রবণ করাও।' সঙ্গতক বলিল, 'আপনি কেন বিনা কারণে বিষাদগ্রস্ত হইয়াছেন? আপনার অভিশাপমুক্তির প্রতীকস্বরূপ রাজ্ঞীর সহিত পুনর্মিলন সমাগতপ্রায়। মিলন ও বিরহ ভোগ মানবের বহুবার হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ আমি একটি আখ্যায়িক নিবেদন করিতেছি, প্রভো, শ্রবণ করুন।' (১-৫)

শ্রীদত্ত ও মৃগাঙ্কবতীর কাহিনী

মালবদেশে পুরাকালে যজ্ঞসোম নামক বিপ্র বাস করিত। সেই সাধুব্যক্তির কালনেমি ও বিগতভয় নামক দুইটি জনপ্রিয় পুত্রসন্তান ছিল। পিতা স্বর্গত হইলে ভ্রাতৃদ্বয় শৈশব অতিক্রান্ত হওয়ায় বিদ্যাশিক্ষার্থে পাটলিপুত্র নগরে গমন করিল। শিক্ষান্তে তাহাদের উপাধ্যায় দেবশর্মা মূর্তিমতী বিদ্যার ন্যায় স্বীয় কন্যাযুগলকে উহাদের হস্তে প্রদান করিলেন।

কালনেমি তাহার চতুর্দিকে অবস্থিত প্রতিবেশীগণকে ঐশ্বর্যবান দৃষ্টে ঈর্ষান্বিত হইয়া হোমানলে লক্ষ্মীদেবীর উপাসনা করিল। দেবী তুষ্ট হইয়া সশরীরে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, 'তোমার একটি পৃথিবীশাসনকারী পুত্র এবং বহু বিত্ত লাভ হইবে। কিন্তু পাপমনে মাংসদ্বারা হোম করিয়াছ বলিয়া তুমি চৌরের ন্যায় হত হইবে।'

এই কথা বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলে কালক্রমে কালনেমি বহু ধনের অধিকারী হইল। পরন্তু কিয়দ্দিবসান্তে তাহার পুত্র সন্তান লাভও হইল। নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া পিতা পুত্রের নাম রাখিল শ্রীদত্ত। কারণ দেবী 'শ্রী'র বরেই সে তাহাকে লাভ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে অস্ত্রবিদ্যায় ও বাহুযুদ্ধে পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইল। (৬-১৫)

সর্পদংশনে ভার্যার মৃত্যু হওয়ায় কালনেমির ভ্রাতা বিগতভয় তীর্থদর্শন মানসে শোকে দেশান্তরী হইল। উপরন্তু সেই দেশের গুণগ্রাহী নৃপতি শ্রীদত্তকে তাঁহার পুত্র বিক্রমশক্তির সখাত্বে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং তাহাকেও একটি উদ্ধত রাজপুত্রের সহিত সহবাস করিতে হইয়াছিল। যেমন বাল্যে দুর্জয় ভীমকে দুর্যোধনের সহিত বাস করিতে হইত। অনন্তর অবন্তীবাসী বহুশালী ও বজ্রমুষ্টি নামক দুইজন

ক্ষত্রিয়ের সহিত ঐ বিপ্রের বন্ধুত্ব হইল। তাহার নিকট বাহুযুদ্ধে পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্যের কয়েকজন গুণগ্রাহী মন্ত্রীপুত্রও নিজেদের ইচ্ছায় উহার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইল, যেমন, মহাবল, উপেন্দ্রবল, ব্যাঘ্রভট, এবং নিষ্ঠুরক নামক এক ব্যক্তি। কয়েকবর্ষ অতিক্রান্ত হইলে একদিন রাজপুত্রের সখা শ্রীদত্ত মিত্রদিগের সহিত আনন্দ উপভোগ করিতে গঙ্গাতটে উপস্থিত হইল। তথায় রাজপুত্রের অনুচরেরা রাজপুত্রকে নৃপতি করিল এবং শ্রীদত্তের বন্ধুরাও শ্রীদত্তকে রাজা করিল। মদোন্মত্ত রাজপুত্র ইহাতে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ বিপ্রবীরকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। শ্রীদত্ত কর্তৃক দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত হইয়া অপদস্থ হওয়াতে সে মনে মনে স্থির করিল যে, এই ক্রমবর্ধমান বীরকে বধ করিতে হইবে। শ্রীদত্ত রাজপুত্রের মনের কথা বুঝিতে পারিয়া শঙ্কিতচিত্তে মিত্রদের সহিত তাহার সম্মুখ হইতে অপসৃত হইল। (১৬-২৬)

যাইতে যাইতে সে গঙ্গাবক্ষে সমুদ্রবক্ষস্থিত মূর্তিমতী লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় একটি রমণীর সাক্ষাৎ লাভ করিল। জলের তলায় কেহ যেন তাহাকে টানিয়া লইতেছিল। বাহুশালী অন্য পঞ্চজন সুহৃদকে নদীতটে রাখিয়া জলমধ্য হইতে ঐ রমণীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সে ঝম্প প্রদান করিল। রমণীটির কেশাকর্ষণ করা সত্ত্বেও সে জলমগ্ন হইয়া যাইতে লাগিল এবং সেই বীরও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জলে ডুব দিল। ডুবন্ত অবস্থায় অনেকদূর গমন করিলে সে একটি অপূর্ব শিবমন্দির দেখিতে পাইল। কিন্তু তথায় কোন জল কিংবা নারী ছিল না। এই অত্যন্ত আশ্চর্য দৃশ্য দর্শন করিয়া এবং বৃষধ্বজকে প্রণাম করিয়া সেই রাত্রি মন্দিরসংলগ্ন একটি অপরূপ উদ্যানে যাপন করিল। প্রাতঃকালে সে দেখিতে পাইল সর্বস্ত্রীগুণসমন্বিতা সাক্ষাৎ শ্রীর ন্যায় রূপসী সেই মহিলা শিবের আরাধনা করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিয়াছে। দেবপূজান্তে সেই চন্দ্রমুখী তাহার নিজের আলয়ে প্রস্থান করিলে শ্রীদত্তও তাহার পশ্চাদানুসরণ করিল। সেই সম্ভ্রান্তা মানিনী রমণী গর্বভরে তাহার সুরপুরী সদৃশ গৃহে প্রবেশ করিতেছেন দেখিতে পাইল। তাহার সহিত বাক্যালাপ না করিয়াই সেই সুন্দরী মহিলা অভ্যন্তরস্থ একটি কক্ষে সহস্রনারীদ্বারা সেবিতা হইয়া একটি পর্যঙ্কে উপবেশন করিল। শ্রীদত্তও তাহার সমীপবর্তী একটি আসনে উপবিষ্ট হইল। অতঃপর সেই সাধ্বী অকস্মাৎ রোদন করিতে আরম্ভ করিল। অঝোরে নেত্রবারি তাহার বক্ষে পতিত হইতেছে দেখিয়া শ্রীদত্তের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল। তখন সে তাহাকে বলিল, 'সুন্দরি, আপনি কে এবং আপনার কিসের দুঃখ আমাকে বলুন। আমি উহা নিবারণ করিতে সমর্থ হইব।' তখন সে অনিচ্ছার সহিত বলিল, 'আমরা দৈত্যরাজ বলির সহস্র প্রপৌত্রী এবং আমি সর্বজ্যেষ্ঠা। আমার নাম বিদ্যুৎপ্রভা। আমাদের প্রপিতামহ বিষ্ণুকর্তৃক ধৃত হইয়া বহুকাল বন্দী ছিলেন এবং সেই বীর দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমাদের পিতাকে নিহত করিয়াছিলেন। তাহাকে হত্যা করিবার পর আমাদের

নিজেদের নগর হইতে আমাদিগকে বহিষ্কার করিয়া যাহাতে আবার আমরা তথায় প্রবেশ করিতে না সমর্থ হই তদুদ্দেশ্যে তথায় একটি সিংহ স্থাপন করিল। সেই স্থানে সিংহ অবস্থিত এবং আমাদের হৃদয়ে বিষাদ প্রতিষ্ঠিত। সিংহটি কুবের কর্তৃক অভিশপ্ত যক্ষ এবং পুরাকালে এইরূপ ভবিষ্যৎবাণী হইয়াছিল যে, যদি সে কোন মানব কর্তৃক বিজিত হয় তবেই তাহার শাপমুক্তি হইবে। আমরা কি প্রকারে পুনরায় আমাদের নগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব সবিনয়ে এই কথা বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাদের এই কথা বলিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের শত্রু সিংহকে বশ করিবেন এই নিমিত্ত, হে বীর, আপনাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছি! তাহাকে পরাজিত করিয়া তাহার নিকট হইতে মৃগাঙ্ক নামক খড়্গ লাভ করিবেন এবং উহার প্রভাবে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হইবেন।' (২২-৪৫)

ইহা শ্রবণ করিয়া, সেই দিবস অতিক্রান্ত হইলে পরদিবসে শ্রীদত্ত দৈত্যকন্যাগণকে অগ্রে স্থাপন করিয়া সেই নগরে আগমনকরতঃ দ্বন্দ্বযুদ্ধে ঐ উদ্ধত সিংহকে পরাজিত করিল। শাপমুক্ত হইয়া সিংহ মনুষ্যাকার ধারণ করিল এবং যে পুরুষ তাহাকে অভিশাপমুক্ত করিয়াছে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাহাকে নিজের খড়্গ প্রদান করিয়া অসুর কন্যাদিগের দুঃখভার সঙ্গে লইয়া অন্তর্ধান করিল। অতঃপর শ্রীদত্ত সানুজা দৈত্যকন্যাকে সঙ্গে লইয়া পৃথিবী হইতে বহির্গত অনন্তনাগসদৃশ সেই উত্তমপুরীতে প্রবেশ করিলে সেই দৈত্যকন্যা তাহাকে বিষনাশকারক একটি অঙ্গুরীয় প্রদান করিল। তথায় অবস্থান করিতে করিতে সেই যুবক ঐ দৈত্যদুহিতার প্রেমে পড়িলে সে শঠতাপূর্বক বলিল, 'আপনি এই বাপীতে অবগাহন করুন। নিমজ্জিত হইবার সময় ভয়াপহারী এই খড়্গ আপনার সঙ্গে লইবেন। সে তাহা করিতে সম্মত হইল এবং তড়াগে মগ্ন হইয়া গঙ্গাতটে যে স্থানে নিমজ্জিত হইয়াছিল ঠিক সেইস্থানে উত্থিত হইল। জলের নিম্নদেশ হইতে উত্থিত হইয়া যে অঙ্গুরীয় এবং খড়্গ দর্শন করতঃ 'অসুরকন্যা কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি'--মনে করিয়া বিষণ্ণ হইল। অতঃপর সে স্বীয় মিত্রদিগের অন্বেষণে আপন গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। গমন করিতে করিতে পথে মিত্র নিষ্ঠুরকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে নিষ্ঠুরক তাহার নিকট আগমন করিয়া অভিবাদনান্তে সত্বর তাহাকে একটি নির্জন স্থানে লইয়া গেল। তথায় আত্মীয়স্বজনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে নিষ্ঠুরক তাহাকে উত্তর করিল, "তুমি সেই গঙ্গায় নিমজ্জিত হইলে বহু দিবস পর্যন্ত আমরা তোমাকে অন্বেষণ করিয়াছিলাম এবং শোকে বিহ্বল হইয়া নিজেদের শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলে একটি দৈববাণী আমাদের সেই কার্য হইতে বিরত করিয়া বলিল, 'হে বৎসগণ! এরূপ কার্য করিও না। তোমাদের মিত্র জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া আসিবে' (৪৬-৫৭) যখন তোমার পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম, পথে একটি পুরুষ ত্বড়িৎগতিতে আমাদের নিকট আগমন করিয়া

বলিল, 'তোমরা সম্প্রতি এই নগরীতে প্রবেশ করিও না। কারণ নৃপতি বল্লভশক্তির মৃত্যু হইয়াছে এবং মন্ত্রীরা সর্বসম্মতিক্রমে বিক্রমশক্তিকে রাজপদে বরণ করিয়াছে। রাজা হইবার পরদিন সে কালনেমির গৃহে আগমন করিয়া তাহাকে সকোপে 'আমার পুত্র শ্রীদত্ত কোথায়?' এই কথা জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর করিল, 'আমি কিছুই অবগত নহি।' পুত্রকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছে ইহা স্থির করিয়া ক্রোধবশতঃ নৃপতি তাহাকে চৌর্যাপরাধে শূলবিদ্ধ করিয়া নিহত করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া কালনেমির ভার্যার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। দুষ্কৃতকারীরা একটার পর একটা দুষ্কর্ম করিয়া যায়। বিক্রমশক্তি এখন হত্যা করিবার নিমিত্ত শ্রীদত্তকে অন্বেষণ করিতেছে এবং যেহেতু তোমরা শ্রীদত্তের মিত্র সেহেতু অবিলম্বে এই স্থান পরিত্যাগ কর।' সে এইরূপে সতর্ক করিয়া দিলে বাহুশালী প্রমুখ পঞ্চজন শোকার্তচিত্তে উজ্জয়িনীতে স্বগৃহে প্রস্থান করিল। সখে, তোমার নিমিত্ত তাহারা আমাকে এইস্থানে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া গিয়াছে। মিত্রদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত চল আমরা তথায় গমন করি।" নিষ্ঠুরকের নিকট হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া এবং পিতামাতার নিমিত্ত শোকার্ত হইয়া প্রতিশোধ-গ্রহণে সমর্থ হইবে এই আশায় খড়্গের দিকে সে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতেছিল। কিছুকাল প্রতীক্ষার পর সেই বীরবন্ধুদের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত সে নিষ্ঠুরকের সহিত উজ্জয়িনী নগরীতে গমন করিল। (৫৮-৬৮)

জলে নিমজ্জিত হইবার সময় হইতে তাহার কাহিনী সখার নিকট বর্ণনা করিবার সময় শ্রীদত্ত পথের উপর একটি রোরুদ্যমানা রমণীকে দেখিতে পাইল। রমণী বলিল, 'আমি অবলা নারী, মালবে যাইবার সময় পথভ্রষ্ট হইয়াছি।' করুণাপরবশ শ্রীদত্ত সেই রমণীকে তাহার সহিত গমন করিতে বলিল। সে নিষ্ঠুরক ও যে রমণীকে দয়াপরবশ রাখিয়াছিল--উহারা সেইদিন একটি শূন্যপুরীতে থাকিয়া গেল। রাত্রে অকস্মাৎ জাগ্রত হইয়া সে দেখিতে পাইল যে ঐ নারী নিষ্ঠুরককে হত্যা করিয়া আনন্দে তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছে। উত্থিত হইয়া সে তাহার মৃগাঙ্ক নামক খড়্গ উত্তোলন করিতেই সেই নারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসীর বেশ ধারণ করিলে সেই নিশাচরীকে সে কেশাকর্ষণপূর্বক বধ করিতে উদ্যত হইল। তৎক্ষণাৎ সেই রমণী দিব্যমূর্তি ধারণ করিয়া বলিল, "হে বীর পুঙ্গব, আমাকে বধ করিও না। আমাকে মুক্তি দাও। আমি রাক্ষসী নই। বিশ্বামিত্রের শাপে আমার এই দশা হইয়াছে। কুবেরের পদ-প্রাপ্তির আশায় তিনি যখন তপস্যা করিতেছিলেন তখন বিঘ্নসৃষ্টির জন্য ধনপতি তথায় আমাকে প্রেরণ করিলে আমার সুন্দররূপে তাহাকে প্রলোভিত করিতে অসমর্থ হইয়া লজ্জায় আমি ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিয়াছিলাম। (৬৯-৭৭) তদ্দৃষ্ট সেই মুনি আমাকে আমার অপরাধানুযায়ী অভিশাপ দিলেন, 'রে পাপীয়সি, তুই নরহত্যাকারী রাক্ষসী হ।' তিনি এই বিধানও দিলেন যে, তুমি আমার কেশাকর্ষণ করিলে আমি

শাপমুক্ত হইব। অতএব তুমি যখন আমার কেশাকর্ষণ করিলে তখন আমাকে জঘন্য রাক্ষসীরূপ ধারণ করিতে হইয়াছিল। আমি এই নগরীর সমস্ত অধিবাসী-দিগকে ভক্ষণ করিয়াছি। বহুকাল পরে পূর্ব বণিতরূপে তুমি আমাকে শাপমুক্ত করিয়াছ। এখন আমার নিকট হইতে একটি বর গ্রহণ কর।" তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীদত্ত সসম্ভ্রমে তাহাকে বলিল, 'মাতঃ আমার সখাকে পুনরুজ্জীবিত করুন। আমার কি আর কোন বরের প্রয়োজন আছে?' 'তাহাই হউক' এই বলিয়া বরপ্রদানান্তর তিনি অন্তহিতা হইলেন। অক্ষত দেহে নিষ্ঠুরক আবার জীবিত হইল। তখন আশ্চার্যান্বিত হইয়া প্রহৃষ্টচিত্তে পরদিন প্রাতঃকালে তাহার সহিত যাত্রা করিয়া সে অবশেষে উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইল। নীলকণ্ঠ ময়ূর মেঘদর্শনে যেরূপ পুনরায় জীবন ফিরিয়া পায় তদ্রূপ তাহাকে দর্শন করিয়াও তাহার মিলনাকাঙ্ক্ষী সমুৎসুক বন্ধুগণও হৃষ্টচিত্ত হইল। তাহার কৌতুকপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করিলে বাহুশালী তাহাকে স্বীয় আলয়ে আনয়নপূর্বক যথাবিধি অতিথি সৎকার করিল। তথায় শ্রীদত্ত বাহুশালীর পিতামাতা কর্তৃক সেবিত হইয়া বন্ধুদের সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। মনে হইল যেন নিজের গৃহেই বাস করিতেছে। (৭৮-৮৬)

একদা মধুমাসের মহোৎসব আগত হইলে বন্ধুগণের সহিত সে একটি উদ্যানে উৎসব দেখিতে আগমন করিলে তথায় মূর্তিমতী দেবী মধুশ্রীর ন্যায় উৎসবদর্শনে আগতা রাজা শ্রীবিম্বকের মৃগাঙ্কবতী নাম্নী দুহিতার সাক্ষাৎলাভ করিল। উম্মুক্ত অক্ষি-গোলকের অন্তরাল দিয়া সে যেন তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। প্রথম প্রেমের আবির্ভাব-সূচক তাহার মুগ্ধদৃষ্টিও শ্রীদত্তের উপর নিবদ্ধ হইয়া ফিরিয়া গেল। সে বৃক্ষরাজির অন্তরালে প্রবেশ করিলে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া শ্রীদত্তের হৃদয় শূন্য হইয়া গেল এবং সে আপন অস্তিত্ব বিস্মৃত হইল। ইঙ্গিতের অর্থগ্রাহী তদীয় মিত্র বাহুশালী বলিল, 'সখে তোমার হৃদয়ের কথা আমি জ্ঞাত আছি। প্রেমের অবমাননা করিও না, চল উদ্যানের যে প্রান্তে রাজদুহিতা আছেন আমরা তথায় গমন করি।' এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সে ইঙ্গিতজ্ঞ সুহৃদ বাহুশালীর সহিত রাজকুমারীর নিকট গমন করিল। (৮৭-৯৩) সেই মুহূর্তে শ্রীদত্তের হৃদয়বিদারণকারী একটি রব শ্রুত হইল, 'হায়! হায়! রাজকুমারীকে সর্পে দংশন করিয়াছে।' বাহুশালী তখন কঞ্চুকীর নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিল, 'আমার বন্ধুর বিষঘ্ন অঙ্গুরীয় ও বিষবিদ্যা জানা আছে।' কঞ্চুকী তৎক্ষণাৎ শ্রীদত্তের পদে নত হইয়া তাহাকে রাজকুমারীর নিকট লইয়া গেল। সে রাজকুমারীর অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় পরিধান করাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিল। সকলে হৃষ্ট হইয়া শ্রীদত্তের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নৃপতি বিম্বক স্বয়ং তথায় আগমন করিলেন। অতঃপর অঙ্গুরীয়টি গ্রহণ না করিয়াই সুহৃদগণের সহিত শ্রীদত্ত বাহুশালীর আলয়ে ফিরিয়া আসিল।

নৃপতি সন্তুষ্ট হইয়া যে ধনরত্ন তাহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন তৎসমুদায় সে বাহুশালীর পিতাকে প্রদান করিল। সেই সুন্দরী কন্যার কথা চিন্তা করিতে করিতে সে অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িলে তাহার বন্ধুরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল। (৯৪-১০১) অতঃপর অঙ্গুরীয় প্রত্যর্পণ ছলে রাজকুমারীর প্রিয়সখী ভাবনিকা আগমন করিয়া তাহাকে বলিল, 'হে সুভগ, আপনি আমার সখীর ভর্তা হইয়া তাহার প্রাণরক্ষা করুন নচেৎ সে মৃত্যুকে বিবাহ করিবে।' ভাবনিকা এই কথা বলিলে সে ভাবনিকা, বাহুশালী ও অন্যান্য মিত্রদের সহিত পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল, 'আমরা সুকৌশলে গোপনে রাজকুমারীকে হরণ করিয়া মথুরায় গমন করিয়া তথায় বাস করিব।' (৯৩-১০৫) এই প্রস্তাবটি সম্যকরূপে আলোচনা করিয়া ইহাকে সফল করিতে হইলে কাহার কি করিতে হইবে নির্দ্ধারিত করিয়া ভাবনিকা প্রস্থান করিল। পরদিবসে বাহুশালী তিনজন সুহৃদের সহিত বাণিজ্যব্যপদেশে মথুরায় গমন করিয়া রাজকুমারীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে বেগশালী ঘোটক গুপ্তভাবে স্থাপিত করিল। অতঃপর শ্রীদত্ত সকন্যা এক নারীকে আসব পান করাইয়া রাজকুমারীর গৃহে আনয়ন করিল এবং ভাবনিকা প্রাসাদে দীপালোক প্রদান করিবার ছলে অগ্নিসংযোগ করিয়া রাজপুত্রীকে বহির্দ্দেশে আনয়ন করিল। (১০৬-১১০) শ্রীদত্ত বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল এবং রাজকুমারীকে প্রাপ্ত হইয়া সেই মুহূর্তে দুই বন্ধুর উপর তাহার ও ভাবনিকার ভার অর্পণকরতঃ তাহাদিগকে বাহুশালীর নিকট প্রেরণ করিল। বাহুশালী ইতঃপূর্বেই প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়াছিল। সেই মত্ত নারী ও তাহার কন্যাকে দগ্ধাবস্থায় দর্শন করিয়া লোকেরা মনে করিল যে, রাজকুমারী তাহার সখীর সহিত অগ্নিসাৎ হইয়াছে। কিন্তু প্রাতঃকালে অন্যান্য দিবসের ন্যায় শ্রীদত্ত সেই নগরীতেই নগরবাসী কর্তৃক দৃষ্ট হইল। দ্বিতীয় দিবস রাত্রিকালে মৃগাঙ্ক খড়্গ হস্তে শ্রীদত্ত তাহার পূর্বেপ্রস্থিত প্রিয়ার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত যাত্রা করিল। প্রবল ইচ্ছাদ্বারা চালিত হইয়া সে নিশাযোগে বহু পথ অতিক্রম করিয়া প্রাতঃকালে এক প্রহর গত হইলে বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিল। প্রথমে সে বহু অশুভ লক্ষণ দর্শন করিল এবং পরে প্রহারজর্জরিত ভাবনিকা ও তাহার বন্ধুদের পথের উপর শায়িত অবস্থায় দেখিতে পাইল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহাদের সমীপবর্তী হইলে তাহারা বলিল, 'বহু অশ্বারোহী পুরুষ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া সর্বস্ব অপহরণ করিয়াছে। আমাদের এই দুরবস্থা করিয়া জনৈক অশ্বারোহী ভয়াকুলা রাজকুমারীকে তাহার অশ্বোপরি স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। তিনি বহুদূরে নীত হইবার পূর্বেই তুমি ঐদিকে গমন কর। আমাদের নিকট থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই কারণ তাহার মূল্য আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক।' মিত্রদিগের দ্বারা এইরূপে প্রেরিত হইয়া সে দ্রুতবেগে রাজকুমারীর অনুসরণ করিল কিন্তু বারংবার পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া থাকিতে পারিল না। বহুদূর অতিক্রম

করিবার পর সে অশ্বারোহীদের ধরিয়া ফেলিল এবং দেখিতে পাইল যে একটি ক্ষত্রিয় যুবক রাজকন্যাকে তাহার অশ্বের উপর ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সে ধীরে ধীরে ক্ষত্রিয় যুবকটির নিকটবর্তী হইল এবং মিষ্ট বাক্যদ্বারা রাজকুমারীর উদ্ধার সাধনে অসমর্থ হইয়া পদাঘাতে যুবকটিকে অশ্বচ্যুত করতঃ শিলার উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিল। (১১১-১২৩) অন্যান্য অশ্বারোহীগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল সে যুবকটিকে হত্যা করিয়া তাহারই ঘোটকে আরোহণ করতঃ উহাদের মধ্যে অনেককে হত্যা করিল। হতাবশিষ্ট অশ্বারোহীগণ তাহার অমানুষিক বীর্যবত্তা-দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিল। শ্রীদত্ত অতঃপর রাজকুমারী মৃগাঙ্কবতীকে অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপিত করিয়া মিত্রদের অন্বেষণ করিতে প্রস্থান করিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর সে ও তাহার প্রিয়তমা অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। যুদ্ধে নিদারুণভাবে আহত হওয়ায় অশ্বটি ভূতলে পতিত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। ভয়ে ও শ্রমে ক্লান্ত হওয়ায় তাহার প্রিয়া মৃগাঙ্কবতী অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হইল এবং তাহাকে সেখানে রাখিয়া শ্রীদত্ত যখন জলপ্রাপ্তির আশায় বহুদূর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল তখন সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। তখন সে আবিষ্কার করিল যে সে জলের সন্ধান পাইয়াছে বটে কিন্তু পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। চক্রবাকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে সে যামিনী অতিবাহিত করিল। উষাকালে মৃত অশ্বের দেহ দৃষ্টে অনায়াসেই সেই স্থানটি চিনিতে পারিল কিন্তু কোথাও তাহার প্রিয়তমাকে দেখিতে পাইল না। তখন সে মৃগাঙ্ক খড়্গ ভূতলে স্থাপিত করিয়া ব্যাকুলচিত্তে রাজকুমারীর দর্শনাশায় একটি বৃক্ষ-শীর্ষে আরোহণ করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন শবররাজ ঐ পথ অতিক্রম করিবার সময় তথায় আগমন করিয়া বৃক্ষমূল হইতে মৃগাঙ্ক খড়্গটিকে উত্তোলন করিলেন। শবরপতিকে দেখিতে পাইয়া শ্রীদত্ত বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করতঃ অতিশয় শোকার্ত চিত্তে তাহার প্রিয়ার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। শবররাজ তাহাকে বলিল, "আপনি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমার গ্রামে গমন করুন। আপনি যাহাকে অন্বেষণ করিতেছেন নিঃসন্দেহে তিনি তথায় গমন করিয়াছেন। আমি তথায় প্রত্যাবর্তন করিয়া আপনাকে খড়্গ প্রত্যর্পণ করিব।' শবররাজ কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া শ্রীদত্ত পরম ঔৎসুক্যে তাহার অনুচরদিগের সহিত সেই পল্লীতে গমন করিল। তথায় অনুচরেরা 'এইবার আপনি নিদ্রিত হইয়া আপনার শ্রান্তি অপনোদন করুন' -এই কথা বলিলে সে গ্রামাধিপের গৃহে আগমন করিয়া ক্লান্তিবশতঃ অচিরাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িল। বহুবার প্রয়াস সত্ত্বেও যখন ইষ্টলাভে অসমর্থ হইয়া প্রিয়া অলভ্যই রহিয়া গেল তখন জাগ্রত হইয়া সে দেখিতে পাইল যে তাহার দুইটি পদও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। দৈবযোগে যাহাকে প্রাপ্ত হইয়া একমুহূর্ত সুখ ভোগ করিয়া পরমুহূর্তেই তাহার সকল আশা বিচূর্ণিত

হইয়াছিল সেই প্রিয়ার নিমিত্ত রোরুদ্যমান অবস্থায় সে সেইখানেই অবস্থান করিতে লাগিল। (১২৪-১৩৯)

একদা মোচনিকা নাম্নী একটি পরিচারিকা তাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, 'হে মহাভাগ, অজ্ঞতাবশতঃ আপনি এই স্থানে মৃত্যুর নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন। কোনও কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত শবররাজ কোথাও গমন করিয়াছে। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সে আপনাকে চণ্ডিকাদেবীর নিকট উপহার প্রদান করিবে। সেই উদ্দেশ্যেই সে ছলে বলে আপনাকে বিন্ধ্যারণ্যের সানুদেশ হইতে এইস্থানে আনয়ন করতঃ অচিরাৎ নিগড়াবদ্ধ করিয়াছে। দেবীর নিকট আপনি বলি হইবেন বলিয়া আপনাকে ক্রমাগত বস্ত্র ও আহার্য প্রদান করা হইতেছে। যদি আপনি সম্মত হন, আমার মতে আপনার মুক্তির মাত্র একটি উপায়ই আছে। এই শবরাধিপের সুন্দরী নাম্নী একটি কন্যা আছে। আপনাকে দর্শন করিয়া সে কামমোহিত হইয়াছে। আমার সেই সখীকে আপনি বিবাহ-করুন, তবেই আপনি মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।' সে এই কথা বলিলে মুক্তির আশায় শ্রীদত্ত সম্মত হইয়া সেই সুন্দরীর সহিত গান্ধর্ব মতে গুপ্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইল। প্রতিদিন রাত্রে সুন্দরী তাহার শৃঙ্খল মোচন করিয়া দিত এবং এইরূপে সে শীঘ্রই গর্ভবতী হইল। মোচনিকার মুখ হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুন্দরীর মাতা জামাতা শ্রীদত্তের প্রতি স্নেহবশতঃ স্বেচ্ছায় তাহার নিকটে আগমন করিয়া বলিল, 'বৎস, সুন্দরীর পিতা শ্রীচণ্ডের অত্যন্ত কোপন স্বভাব। সে তোমার উপর কিঞ্চিৎ মাত্রও দয়া প্রদর্শন করিবে না। তুমি এইস্থান হইতে প্রস্থান কর কিন্তু সুন্দরীকে বিস্মৃত হইও না। এই কথা বলিয়া শ্বশ্রূমাতা তাহাকে মুক্ত করিলে, 'তোমার পিতার নিকট যে খড়্গটি আছে সেটি প্রকৃতপক্ষে আমার,' সুন্দরীকে এইকথা বলিয়া শ্রীদত্ত প্রস্থান করিল। (১৪০-১৫০)

চিন্তাকুলিতচিত্তে সে পুনরায় যে অরণ্যে পূর্বে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিল সেই অটবীতেই একটি শুভ চিহ্ন দর্শন করতঃ যথায় তাহার অশ্ব মৃত হইয়াছিল এবং যে স্থান হইতে তাহার প্রিয়তমা অপহৃতা হইয়াছিল সেইস্থানে উপস্থিত হইলে নিকটেই দেখিতে পাইল যে একটি ব্যাধ তাহার সমীপে আগমন করিতেছে। তাহাকে দেখিতে পাইয়া সে সেই মৃগ নয়নীর কোন সংবাদ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। তখন সেই লুব্ধক বলিল, 'আপনিই কি শ্রীদত্ত?' সে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'আমিই সেই মন্দভাগ্য পুরুষ।' এই কথা শুনিয়া সে বলিল, 'সখে, শ্রবণ কর, তোমার নিকট আমার কিছু বক্তব্য আছে। তোমার পত্নীকে তোমার নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে দেখিতে পাইয়া এবং তাহার কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমি তাহাকে

প্রবোধদান করতঃ কৃপাবিষ্ট হইয়া এই অরণ্য হইতে বহির্দেশে আনয়ন করিয়া স্বীয় পল্লীতে লইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু তথায় পুলিন্দ যুবকদের দর্শনে আমি ভীত হইয়া তাহাকে মথুরার নিকটবর্তী নাগস্থল গ্রামে আনয়ন করতঃ বিশ্বদত্ত নামক এক বৃদ্ধ বিপ্রের হস্তে সযত্নে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ন্যস্ত করিয়াছি; তাহার মুখ হইতে তোমার নাম শ্রবণ করিয়া আমি এইস্থানে আগমন করিয়াছি। অতএব তাহার অন্বেষনার্থ তুমি শীঘ্র নাগস্থলে গমন কর।' ব্যাধের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীদত্ত তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিল এবং দ্বিতীয় দিবসে দিনান্তে নাগস্থলে উপনীত হইল। অতঃপর সে শিবদত্তের গৃহে প্রবেশ করতঃ তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাহাকে বলিল, 'ব্যাধ আপনার নিকট আমার ভার্যাকে রাখিয়া গিয়াছে, আমাকে অর্পণ করুন।' এই বাক্য শ্রবণান্তর বিশ্বদত্ত উত্তরে বলিল, 'মথুরাতে সমস্ত গুণীজনের প্রিয় নৃপতি সুরসেনের গুরু ও অমাত্য একজন দ্বিজ বাস করেন। তোমার গৃহিণীকে আমি তাহার হস্তে প্রদান করিয়াছি; কারণ এই বিজন গ্রামে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ কষ্টসাধ্য হইত। অদ্য এইস্থানে বিশ্রাম কর, আগামী কল্য প্রাতঃকালে সেই নগরীতে গমন করিও।' বিশ্বদত্ত এই কথা বলিলে সে তথায় নিশাযাপন করতঃ পরদিবস প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া দ্বিতীয় দিবসে মথুরায় উপনীত হইল। দীর্ঘপথ ভ্রমণে পরিশ্রান্ত ও ধূলিধূসরিত হওয়ায় সে নগরের বহির্দেশে একটি নির্মল জলপূর্ণ দীর্ঘিকায় স্নান করিল। (১৫১-১৬৬) সরোবরমধ্যে চৌরগণ কর্তৃক রক্ষিত বস্ত্র দেখিতে পাইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে তাহা গ্রহণ করিল। কিন্তু সেই বস্ত্রের এক প্রান্তে একটি হার বদ্ধ অবস্থায় ছিল। ভার্যার সহিত মিলিত হইবার প্রবল আগ্রহবশতঃ ঐ হার তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না। সে মথুরায় প্রবেশ করিলে নগররক্ষী ঐ বস্ত্র চিনিতে পারিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হারটিও প্রাপ্ত হইল। চৌর্যাপরাধে শ্রীদত্তকে ধৃত করিয়া বস্ত্রসহ যে অবস্থায় তাহাকে পাইয়াছিল ঠিক সেই অবস্থায় তাহাকে নগরাধিপের সম্মুখে উপস্থিত করিল। সে তাহাকে রাজার হস্তে প্রদান করিলে রাজা তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

ঢোলকবাদ্যসহকারে যখন সে বধ্যভূমিতে নীত হইতেছিল তখন তাহার পত্নী মৃগাঙ্কবতী দূর হইতে দেখিতে পাইয়া অতিশয় ক্লেশাবিষ্ট হইয়া যে প্রধানমন্ত্রীর আলয়ে সে বাস করিতেছিল তাহাকে বলিল, 'ঐ যে আমার স্বামীকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে।' মন্ত্রী তথায় গমন করিয়া জহলাদদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন এবং নৃপতির নিকট হইতে মার্জনা আদায় করিয়া শ্রীদত্তকে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন। গৃহে আনীত হইলে সে মন্ত্রীকে চিনিতে পারিয়া তাহার পদতলে পতিত হইয়া বলিল, 'কি আশ্চর্য। আপনিই কি আমার সেই পিতৃব্য বিগতভয় যিনি বহুকাল পূর্বে বিদেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন এবং আমার সৌভাগ্যবশতঃ যাহাকে এই রাজ্যের মন্ত্রীপদে

অধিষ্ঠিত দেখিতেছি?' (১৬৭-১৭৪) সেও শ্রীদত্তকে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া চিনিতে পারিয়া তাহাকে আলিঙ্গনকরতঃ তাহার পূর্ব বৃত্তান্তসমুদয় শ্রবণ করিতে চাহিলে শ্রীদত্ত পিতার মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা পিতৃব্যের নিকট বিবৃত করিল। সে ক্রন্দন করিতে করিতে নিভৃতে শ্রীদত্তকে বলিল, 'বৎস, হতাশ হইও না। কোনও সময়ে যাদুমন্ত্রবলে এক যক্ষিনীকে বশ করিলে, সে, যদিও আমি অপুত্রক তথাপি আমাকে পঞ্চসহস্র ঘোটক এবং সপ্তকোটি সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়াছিল। সে সমস্তই এখন তোমার হইল।' এইকথা বলিয়া তাহার প্রিয়াকে আনয়ন করিলে বিত্তবান শ্রীদত্ত তাহাকে সেইস্থানেই বিবাহ করিল। কুমুদ যেরূপ রাত্রির সহিত সানন্দে মিলিত হয় শ্রীদত্তও তদ্রূপ প্রিয়া মৃগাঙ্কবতীর সহিত মিলিত হইয়া সানন্দে বাস করিতে লাগিল। কিন্তু পূর্ণমাত্রায় সুখভোগ সত্ত্বেও পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্করেখার ন্যায় তাহার হৃদয় বাহুশালী এবং অন্যান্য বয়স্যের নিমিত্ত চিন্তান্বিত হইয়াছিল। (১৭৫-১৮২) অতঃপর একদিন শ্রীদত্তকে তাহার পিতৃব্য গোপনে বলিল, 'হে পুত্র, নৃপতি সুরসেনের একটি তনয়া আছে। রাজার আদেশে বিবাহ প্রদানার্থে তাহাকে অবন্তীতে লইয়া যাইতে হইবে। আমি সেই অজুহাতে তাহাকে তথায় লইয়া গিয়া তোমার সহিত উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ করিব। তখন রাজকুমারীর অনুচরবর্গ ও তোমাকে যে সৈন্য প্রদান করিয়াছি তাহাদের সাহায্যে তুমি লক্ষ্মীদেবীর প্রতিশ্রুতিমত রাজ্য অধিকার করিবে।' এইরূপ সংকল্প করিয়া শ্রীদত্ত ও তাহার পিতৃব্য সসৈন্যে ও সপরিষদে রাজকুমারীকে লইয়া চলিল। তথা হইতে বিন্ধ্যাটবীতে প্রবেশ করামাত্রই এক বিরাট দস্যুদল শরবর্ষণ করিতে করিতে তাহাদের আক্রমণ করিয়া শ্রীদত্তের সৈন্যদলকে পরাজিতকরতঃ তাহার ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিল এবং প্রহারমূর্ছিত স্বয়ং শ্রীদত্তকে বন্ধন করিয়া তাহাদের পল্লীতে আনয়ন করিল। তাহাকে বলিপ্রদানার্থ চণ্ডিকাদেবীর ভয়ঙ্কর মন্দিরে লইয়া গেলে--মনে হইল যেন ঘণ্টানিনাদে মৃত্যুকে আহ্বান করা হইয়াছে। তথায় পল্লীপতির কন্যা তাহারই একটি ভার্যা, সুন্দরী, বালকপুত্র সমভিব্যাহারে মন্দিরদর্শনে আগত হইয়াছিল। তখন আনন্দাপ্লুতচিত্তে তাহার ও তাহার পতির মধ্যে অবস্থিত দস্যুদিগকে সে অপসৃত হইতে বলিল এবং শ্রীদত্ত পত্নীর সহিত পত্নীর প্রাসাদে প্রবেশ করিল। অচিরাৎ শ্রীদত্ত সেই পল্লীর আধিপত্যলাভ করিল, কারণ অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুকালে সুন্দরীর পিতা কন্যাকে তাহার রাজত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। এইপ্রকারে শ্রীদত্ত তাহার পত্নী, মৃগাঙ্ক নামক খড়্গ এবং দস্যুকবলিত তাহার পিতৃব্য ও সৈন্যগণকে পুনরায় প্রাপ্ত হইল। তথায় অবস্থিতিকালে সুরসেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া মহান্ রাজা হইয়া সে অধিষ্ঠান করিতে লাগিল। তথা হইতে দুই শ্বশুর বিম্বক ও নৃপতি সুরসেনের নিকট দূত প্রেরণ করিল। দুহিতারা তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় থাকাবিধায় শ্রীদত্তকে তাঁহারা আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং সৈন্য-

পরিবৃত হইয়া তাহার নিকট আগমন করিলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বাহুশালী এবং তাহার অন্যান্য মিত্রগণ যাহাদের সহিত তাহার বিচ্ছেদ হইয়াছিল, তাহারা আঘাত-মুক্ত হইয়া সুস্থদেহে তাহার নিকট আগমন করিল। তখন সেই বীর পুঙ্গব শ্বশুরদের সহিত মিলিত হইয়া তাহার পিতৃহন্তা বিক্রমশক্তিকে স্বীয় ক্রোধানলে আহুতিপ্রদান-পূর্বক বিরহদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইল এবং মৃগাঙ্কবতীর সাহচর্য ভোগ করিতে লাগিল। হে রাজন্, এই প্রকারেই ধীরচেতারা বিরহসমুদ্র পার হইয়া পুনরায় কল্যাণ লাভ করিল। (১৮৩-২০০)

সঙ্গতকের নিকট হইতে এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া নৃপতি শতানীক প্রিয়ার কথা চিন্তা করিতে করিতে পথিমধ্যে সেই নিশি যাপন করিলেন। বাঞ্ছাপূরিত হৃদয়ে নিজের চিন্তারাজিকে অগ্রে প্রেরণ করিয়া সহস্রানীক প্রাতঃকালে প্রিয়াসন্দর্শনে যাত্রা করিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিবসান্তে তিনি জমদগ্নির শান্তিপূর্ণ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন —সেথায় মৃগেরাও তাহাদের চাপল্য পরিত্যাগ করিয়াছে। তথায় দৃষ্টিমাত্র পূতকারী মূর্তিমান তপস্যার ন্যায় সে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে জমদগ্নিমুনির দর্শন লাভ করিল। মুনি তাহার হস্তে সপুত্র রাজ্ঞীকে প্রদান করিলেন। দীর্ঘবিরহান্তে আনন্দের ন্যায় রাজা রাণী মৃগাঙ্কবতীকে প্রাপ্ত হইয়া এখন অভিশাপান্তে অশ্রুপূর্ণ নয়নে, পরস্পরের দৃষ্টি যেন অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। এই সর্বপ্রথম পুত্র উদয়নকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে আলিঙ্গনকরতঃ রাজার কলেবর পুলকে রোমাঞ্চিত হইল এবং ভূপতি সহস্রানীক মহিষী মৃগাঙ্কবতী ও উদয়নকে লইয়া জমদগ্নির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণান্তর শান্তিপ্রদ আশ্রম হইতে স্বপুরে প্রস্থান করিবার সময় এমনকি মৃগেরাও আশ্রমের প্রান্তদেশ অবধি সাশ্রুনয়নে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল। পথে বিরহলীন কাহিনী ভার্যার নিকট হইতে শ্রবণ করিতে করিতে এবং স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে করিতে তোরণ ও পতাকাদ্বারা সুশোভিত কৌশাম্বী নগরীতে তিনি উপনীত হইলেন। ভার্যা ও পুত্রের সহিত নগরে প্রবেশ করিবার সময় মনে হইল যেন উন্মীলিত নয়নপক্ষ্মদ্বারা পৌর-বাসীগণ তাহাদের পান করিতেছে। অচিরাৎ সুগুণসম্পন্ন পুত্র উদয়নকে সৌররাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বীয় মন্ত্রীপুত্রবর্গ বসন্তক, রুমণ্বৎ এবং যৌগন্ধরায়ণকে তাহার উপদেষ্টা নিযুক্ত করিলেন। তখন পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং আকাশ হইতে এই দৈববাণী শ্রুত হইল, 'এই উত্তম মন্ত্রীগণের সাহচর্যে কুমার সমগ্র মেদিনীর আধিপত্য লাভ করিবেন।' অতঃপর নৃপতি রাজ্যের ভার পুত্রের উপর অর্পণ করিয়া মৃগাবতীর সহিত বহু আকাঙ্খিত পার্থিব সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজার কর্ণমূলে প্রশান্তির দূতীস্বরূপ জরার লক্ষণ প্রকট হওয়ায় তাঁহার বিষয়স্পৃহা দূরে গমন করিল। তখন প্রজানুরক্ত উত্তমপুত্র উদয়নকে জগতের কল্যাণার্থ সিংহাসনে স্থাপিত

করিয়া সহস্রানীক প্রিয়তমা ভার্যা ও সচিবদের সহিত মহাপ্রস্থানার্থ হিমালয়ে গমন করিলেন। (২০১-২১৭)

--ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথামুখ লম্বকের
দ্বিতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা--২১৭
ক্রমিক সংখ্যা--১১৩১

তৃতীয় তরঙ্গ

অতঃপর উদয়ন পিতৃপ্রদত্ত বৎসরাজ্য গ্রহণ করিয়া কৌশাম্বীতে অবস্থানকরতঃ প্রজাদের উত্তমরূপে শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যৌগন্ধরায়ণ ও অন্যান্য মন্ত্রী-দিগের হস্তে রাজ্যভার অর্পণকরতঃ স্বয়ং ভোগবিলাসে মত্ত হইলেন। সতত তিনি মৃগয়ায় রত থাকিতেন এবং বহু পূর্বে বাসুকীপ্রদত্ত সুমধুর বীণা বাদন করিতেন। বীণার ঝংকারদ্বারা মত্ত বন্যগজদিগকে মোহিত ও বশ করিয়া স্বীয় আলয়ে তিনি আনয়ন করিতেন।

বৎসরাজ বারনারীদিগের মুখচন্দ্রিমাবিম্বিত সুরা পান করিতেন এবং তৎসহ মন্ত্রীদিগের আননের লালিত্যও যেন গলাধঃকরণ করিতেন। তাঁহার কেবলমাত্র একটি দুশ্চিন্তা ছিল। --'আমার কুল ও রূপানুযায়ী কোন ভার্যা কোথাও নাই। কেবলমাত্র বাসবদত্তা নামক এক কন্যার কথা শ্রুত হইয়াছি। কিন্তু কি প্রকারে তাহাকে লাভ করা যায়?' --রাজা এই কথাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে উজ্জয়িনীতে চণ্ড মহাসেনও চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'উদয়ন ব্যতীত আমার কন্যার উপযুক্ত জামাতা পৃথিবীতে আর কোথায় পাওয়া যাইবে? কিন্তু সে ত চিরকাল আমার শত্রু। কি করিয়া তাহাকে আমার অনুরক্ত মিত্র ও জামাতা করিতে সক্ষম হইব? শুধু একটিমাত্র উপায়দ্বারাই ইহা সাধন করা যাইতে পারে। সেই নৃপতির মৃগয়াতে অত্যন্ত আসক্তি এবং সে হস্তী ধরিবার নিমিত্ত বনে একাকী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে! তাহার এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাকে এই স্থানে আনয়ন করিব। (১-১০) সে গান্ধর্ববিদ্যায় পারদর্শীবিধায় যখন আমার কন্যাকে তাহার শিষ্যা করিব তখন কন্যার উপর তাহার দৃষ্টি পতিত হইলে নিশ্চয়ই সে মুগ্ধ হইবে এবং আমার জামাতাও আমার বশংবদ মিত্র হইবে। আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া তাহাকে আমার বশে আনয়ন করিবার ইহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া সাফল্যলাভের প্রত্যাশায় তিনি চণ্ডিকাদেবীর মন্দিরে গমন-পূর্বক তাঁহার অর্চনা করিলে একটি অশরীরী বাণী শ্রুত হইল: 'হে রাজন্, তোমার এই অভিলাষ শীঘ্রই পূর্ণ হইবে।' সন্তুষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্তন করিয়া চণ্ডমহাসেন মন্ত্রী বুদ্ধদত্তের সহিত এইরূপ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, 'এই নৃপতি গর্বদৃপ্ত, বীতলোভ, প্রজারা ইঁহার প্রতি অনুরক্ত এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। সুতরাং সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ইত্যাদি দ্বারা উঁহাকে বশীভূত করা অসাধ্য। তথাপি সামদ্বারাই প্রথমে আরম্ভ করা যাউক।' এইরূপ চিন্তাপূর্বক রাজা একটি দূতকে আদেশ করিলেন, "তুমি বৎস-রাজের নিকট গমন করিয়া আমার এই বার্তা তাঁহাকে প্রদান কর যে, 'আমার কন্যা

গান্ধর্ববিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনার শিষ্যা হইতে ইচ্ছা করে। সুতরাং আমাদের প্রতি আপনার অনুরাগ থাকিলে আপনি অত্র আগমনপূর্বক তাহাকে শিক্ষা দান করুন।"

এই বার্তাসহ প্রেরিত দূত কৌশাম্বীতে আগমনকরতঃ বৎসরাজের সমীপে যথাযথ বক্তব্য নিবেদন করিলে এই অভাব্য বার্তা শ্রবণ করিয়া উদয়ন সচিব যৌগন্ধরায়ণের সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিয়া বলিলেন, 'ঐ নৃপতি কেন এরূপ একটি গর্বোদ্ধত বার্তা প্রেরণ করিয়াছে? দুরাত্মার কি অভিপ্রায়?' (১১-২১)

এইরূপে পৃষ্ট হইয়া নৃপতির সতত মঙ্গলকামী যৌগন্ধরায়ণ উত্তর করিলেন, 'রাজন্, আপনার ব্যসনের অখ্যাতি বল্লরীর ন্যায় পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং ইহা তাহার কটুকষায় ফল। নৃপতি চণ্ডমহাসেন আপনাকে ব্যসনের দাস মনে করিয়া স্বীয় সুন্দরী কন্যাদ্বারা আপনাকে প্রলোভিতকরতঃ কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া আপনাকে বশীভূত করিবার বাসনা করিয়াছে। সুতরাং আপনি রাজকীয় ব্যসনাদি ত্যাগ করুন, যেহেতু ব্যসনাসক্ত নৃপতিরা খাদে পতিত বন্যগজের ন্যায় সহজেই শত্রুর করায়ত্ত হয়।' মন্ত্রী এইরূপ বলিলে দৃঢ়চেতা বৎসরাজ নিম্নরূপ উত্তরসহ চণ্ডমহাসেনের নিকট একটি দূত প্রেরণ করিলেন: 'আপনার কন্যা আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে এইস্থানে প্রেরণ করুন।' এই উত্তর প্রেরণ করিয়া বৎসরাজ তাঁহার মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, 'চণ্ডমহাসেনকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় এই স্থানে আনয়ন করিবার নিমিত্ত আমি গমন করিতেছি।' এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রধান অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ বলিল, 'রাজন্, ইহা করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। পরন্তু আপনার সে সামর্থ্যও নাই। চণ্ডমহাসেন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি ইহা আপনি স্বীকার করিবেন এবং আপনি তাহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইবেন না। প্রমাণস্বরূপ তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন।' (২২-৪০)

নৃপতি চণ্ডমহাসেনের বৃত্তান্ত

এই প্রদেশে পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ উজ্জয়িনী নামক নগরী আছে। ইহার সুধাধৌত শ্বেতমর্মরে নির্মিত প্রাসাদসমূহ দেবতাদের অমরাবতীকেও উপহাস করে। কৈলাস পর্বতের রাজোচিত ব্যসন পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং বিশ্বেশ্বর শিব তথায় মহাকালরূপে বাস করেন। সেই নগরীতে নৃপশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রবর্মা বাস করিতেন এবং তাঁহার স্বানুরূপ জয়সেন নামক পুত্র ছিল। সেই জয়সেনের অমিতবলশালী নৃপতিকুঞ্জর মহাসেন নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। রাজ্যপালন করিতে করিতে একদিন তিনি চিন্তা করিলেন, 'আমার উপযুক্ত খড়্গও নাই, এবং সদ্বংশজাতা ভার্যাও নাই।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি চণ্ডিকাদেবীর আয়তনে গমন করিয়া অনাহারে বহুকাল দেবীর

আরাধনা করিলেন। নিজের গাত্র হইতে মাংস কর্তন করিয়া হোমানলে আহুতি প্রদান করিলে দেবী দুর্গা প্রসন্না হইয়া স্বমূর্তিতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন, 'আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার নিকট হইতে এই উত্তম খড়্গ গ্রহণ কর। ইহার যাদুবলে তুমি তোমার সমস্ত শত্রুদের নিকট অজেয় থাকিবে। পরন্তু তুমি শীঘ্রই অঙ্গারক অসুরের কন্যা ত্রিভুবনে অসামান্যা রূপবতী অঙ্গারবতীকে ভার্যারূপে লাভ করিবে এবং যেহেতু এইস্থানে তুমি প্রচণ্ড তপস্যা করিয়াছ সেইহেতু তোমার নাম হইবে চণ্ডমহাসেন।' (৩১-৪০)

এই কথা বলিয়া দেবী রাজাকে খড়্গ প্রদান করিয়া অদৃশ্য হইলেন। অভিলাষ পূর্ণ হওয়াতে রাজা সাতিশয় আহলাদিত হইলেন। ইন্দ্রের বজ্র ও ঐরাবতের মত এখন তিনি খড়্গ ও নড়াগিরি নামক প্রবল শক্তিসম্পন্ন মত্তহস্তী—এই দুইটি রত্নের অধিকারী হইলেন। এই দুই অস্ত্রের বলে বলীয়ান রাজা একদা মৃগয়ার নিমিত্ত এক মহা অটবীতে প্রবেশ করিলেন। তথায় দিবাভাগে সহসা নিশার পুঞ্জীভূত অন্ধকার পিণ্ডের ন্যায় একটি বিরাট ভীষণাকৃতি বরাহের দর্শন লাভ করিলেন। রাজার শরের তীক্ষ্ণতা সত্ত্বেও সেই বরাহ অনাহত অবস্থায় রথ চূর্ণ করিয়া পলায়নকরতঃ একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। ক্রুদ্ধ নৃপতি রথ পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে অনুসরণকরতঃ ধনুক ভিন্ন অপর কোন অস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেই সেই গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বহুদূর গমনের পর তিনি একটি বিশাল সুদৃশ্যপুরী অবলোকন করিয়া আশ্চার্যান্বিত হইলেন এবং পুরীমধ্যস্থ একটি সরোবরের তটে উপবেশন করিলেন। তথায় অবস্থিতিকালে তিনি শত শত রমণীপরিবৃতা মদনের শায়কের ন্যায় ধর্মভেদকারী ভ্রাম্যমাণ একটি কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। সেই রমণীও তাঁহাকে প্রেমরসধারাবর্ষী চক্ষে মহুর্মুহু অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার সমীপবর্তী হইয়া বলিল, 'হে সুভগ, আপনি কে এবং কি নিমিত্ত এই সময়ে আমাদের পুরীতে উপস্থিত হইয়াছেন?' রাজা যথাযথ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া কন্যার নেত্রযুগল হইতে অবিরত অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল এবং তাহার হৃদয় হইতে স্থৈর্যও লোপ পাইল। 'তুমি কে এবং কেন রোদন করিতেছ'—রাজা এই প্রশ্ন করিলে কামদেবের নিকট স্বেচ্ছাবন্দিনী সেই কন্যা উত্তরে বলিল, 'যে বরাহ এখানে প্রবেশ করিয়াছে তাহার নাম দৈত্য অঙ্গারক। আমি তাহারই তনয়া। আমার নাম অঙ্গারবতী। তাহার দেহ বজ্রসারসম; বিভিন্ন নৃপতির প্রাসাদ হইতে সে এই শত রাজকুমারীকে হরণ করিয়া আমার পরিচারিকা হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছে। শাপবশতঃ এই অসুর এখন রাক্ষস হইয়াছে এবং বর্তমানে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হওয়াতে আপনাকে নিষ্কৃতি দিয়াছে। সম্প্রতি সে বরাহরূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপে বিশ্রাম করিতেছে। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ হইলে নিশ্চয়ই আপনার অনিষ্ট সাধন করিবে। আপনার কোন অকল্যাণ হইবে এইরূপ

আশঙ্কা করিয়া আমার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের এই অশ্রু নেত্র হইতে পতিত হইতেছে।' (৪১-৫৭)

অঙ্গারবতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি তাহাকে বলিলেন, "যদি তুমি আমাকে ভালবাসিয়া থাক তবে আমি যাহা বলিব তাহাই করিবে। তোমার পিতা জাগ্রত হইলে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তুমি ক্রন্দন করিবে। সে নিশ্চয়ই তোমার উদ্বেগের কারণ জানিতে চাহিবে। তখন তুমি তাহাকে অবশ্যই বলিবে, 'যদি তোমাকে কেহ হত্যা করে তখন আমার দশা কি হইবে? ইহাই আমার উদ্বেগের কারণ।' যদি তুমি ইহা কর তবে তোমার এবং আমার দুইজনেরই কল্যাণ হইবে।"

রাজা তাহাকে এই কথা বলিলে সে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। বিপদ আশঙ্কা করিয়া সেই অসুরকন্যা তখন রাজাকে লুক্কায়িত রাখিয়া নিদ্রিত পিতার সমীপে গমন করিল। অতঃপর দৈত্য জাগ্রত হইলে সে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। দৈত্য তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'পুত্রি, তুমি কেন ক্রন্দন করিতেছ?' সে বিষাদের ভান করিয়া কহিল, 'যদি কেহ তোমাকে বধ করে তবে আমার কি গতি হইবে?' সে সহাস্যে বলিল, 'পুত্রি, কে আমাকে হত্যা করিতে সমর্থ হইবে? কারণ আমার সমস্ত দেহ বজ্রময়, কেবলমাত্র আমার বামহস্তে একটি অরক্ষিত স্থান আছে, কিন্তু তাহাও ধনুর্দ্বারা রক্ষিত।'

এইরূপ বাক্যে দৈত্যকন্যাকে আশ্বাস প্রদান করিলে রাজা লুক্কায়িত থাকিয়া সমস্ত শ্রবণ করিলেন। অনতিবিলম্বে দানব গাত্রোত্থান করিয়া স্নানান্তে নীরবে মহাদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে সেই মুহূর্তে রাজা প্রকট হইয়া ধনুক আকর্ষণপূর্বক দৈত্যের নিকট গমন করিয়া তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সে নীরবতা ভঙ্গ না করিয়া রাজার দিকে তাহার বামহস্ত উত্তোলনপূর্বক কিয়ৎক্ষণ তাঁহাকে অপেক্ষা করিবার জন্য সংকেত করিল। নৃপতি কালক্ষেপ না করিয়া ত্বড়িৎবেগে দৈত্যের বামহস্তের মর্মস্থলে শরাঘাত করিলে সেই মহাদানব অঙ্গারক মর্মস্থানে বিদ্ধ হওয়াতে বিকট চিৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হইল এবং যখন তাহার প্রাণবায়ু নির্গত হইতেছিল তখন সে বলিল, 'তৃষ্ণার্ত অবস্থায় যে ব্যক্তি আমাকে হত্যা করিল সে যদি প্রতি বৎসর আমার পূর্বপুরুষদের তর্পণ না করে তবে তাহার পঞ্চমন্ত্রী বিনষ্ট হইবে।' এই কথা বলিয়া দৈত্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। নৃপতি তাহার কন্যা অঙ্গারবতীকে লইয়া উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। (৫৮-৭৩)

তথায় চণ্ডমহাসেন দৈত্যকন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহার গোপালক ও পালক নামে দুইটি পুত্র লাভ হইল। তাহাদের জন্মের সময় রাজা ইন্দ্রের সম্মানার্থে এক মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রসন্ন হইয়া ইন্দ্র স্বপ্নে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'আমার প্রসাদে তোমার একটি অনন্যা কন্যারত্ন লাভ হইবে।"

কালক্রমে বিধাতা কর্তৃক সৃষ্ট দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় এবং চন্দ্র হইতেও অপূর্ব একটি কন্যা তিনি লাভ করিলেন। সেই সময়ে একটি দৈববাণী শ্রুত হইয়াছিল, "এই কন্যার কামদেবের অবতারস্বরূপ এক পুত্র লাভ হইবে। সে বিদ্যাধরদিগের অধিপতি হইবে। তুষ্ট বাসবকর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া রাজা তাহার নাম রাখিলেন বাসবদত্তা।

সমুদ্র মন্থন করিবার পূর্বে অর্ণব-গর্ভে অবস্থিত লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় সেই কুমারী এখনও অবিবাহিতা আছে। হে রাজন্, তুমি কদাপি সেই নৃপতি চণ্ডমহাসেনকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না কারণ সে অতিশয় বলশালী এবং তাহার রাজ্য অত্যন্ত দুর্গম-প্রদেশে অবস্থিত। উপরন্তু, সে সর্বদা তোমার সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু সেই মানী রাজা নিজের ও স্বপক্ষীয়দের বিজয় কামনা করে। আমার মনে হয় এই বাসবদত্তাকে তোমায় বিবাহ করিতে হইবে।" --এই কথা শ্রবণমাত্র রাজা বাসবদত্তাকে তাঁহার হৃদয় অর্পণ করিলেন। (৭৪-৮৩)

--ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথামুখ লম্বকের
তৃতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—৮৩
ক্রমিক সংখ্যা--১২১৪

চতুর্থ তরঙ্গ

অতঃপর বৎসরাজ চণ্ডমহাসেনের দূতের প্রত্যুত্তরে যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন সে নৃপতিকে তাহার বার্তা প্রদান করিলে চণ্ডমহাসেন তাহা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "সেই মানী বৎসরাজ এখানে আসিবেন না এবং আমার কন্যাকে সেখানে প্রেরণ করাও হীনকার্য হইবে সুতরাং তাহাকে কোন কৌশলে বন্দী করিয়া এইস্থানে আনয়ন করিতে হইবে।" মন্ত্রীদের সহিত এইরূপ আলোচনা করিয়া স্বীয় হস্তীর ন্যায় একটি সুবৃহৎ যন্ত্রহস্তী নির্মাণকরতঃ তাহার মধ্যে বীর যোদ্ধাদের লুক্কায়িত রাখিয়া বিন্ধ্যাটবীতে স্থাপন করিলেন। তথায় গজবন্দীক্রীড়ায় আসক্ত বৎসরাজের অনুচরেরা দূর হইতে উহাকে দেখিতে পাইয়া ত্বড়িৎবেগে বৎসরাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিল, "দেব, গগন পরিব্যাপ্ত করিয়া চলমান বিন্ধ্যগিরির শিখরের ন্যায় ভূলোকে অতুলনীয় এবং অন্যত্র অদৃষ্ট একটি গজ আমরা বিন্ধ্যারণ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি।"

অনুচরদিগের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা হর্ষান্বিত হইয়া উহাদিগকে একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিলেন। "নড়াগিরির উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ এই গজরাজকে যদি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হই তবে চণ্ডমহাসেন নিশ্চয়ই আমার বশ্যতা স্বীকার করিবে এবং তাহার কন্যা বাসবদত্তাকে স্বয়ং আমাকে সম্প্রদান করিবে।" সুতরাং মন্ত্রীদের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া গজ ধৃত করিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া রাজা প্রাতঃকালে বিন্ধ্যারণ্যে যাত্রা করিলেন। সেই লগ্নে গমন করিলে নৃপতির কারাবাসসহ কন্যালাভ হইবে গণকদের এই বাক্যেও তিনি কর্ণপাত করিলেন না। (১-১২)

বিন্ধ্যাটবীতে আগমন করতঃ হস্তীটি ভীত হইবে আশঙ্কা করিয়া সৈন্যবর্গকে দূরে স্থাপনকরতঃ তিনি কেবলমাত্র অনুচরদের সঙ্গে লইয়া স্বীয় রাজকীয় বসনের ন্যায় সীমাহীন সেই সুবিস্তৃত বিন্ধ্যারণ্যে সুমধুর ধ্বনিস্রাবী বীণা হস্তে প্রবেশ করিলেন। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ সানুদেশে প্রকৃত হস্তীর ন্যায় প্রতীয়মান সেই গজকে দূর হইতে অনুচরেরা তাহাকে দেখাইল। রাজা একাকী বীণা সহযোগে সুমধুর সঙ্গীত করিতে করিতে কি করিয়া উহাকে বন্ধন করা যাইবে ইহা চিন্তা করিতে করিতে ধীরপদে উহার সমীপবর্তী হইতে লাগিলেন। সঙ্গীতে চিত্ত মগ্ন থাকায় এবং তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, বলিয়া রাজা বন্যগজকে মায়াগজ বলিয়া চিনিতে অসমর্থ হইলেন। সেই গজও যেন সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া কর্ণ আলোড়ন করিতেছে এই প্রকারে কখনও মায়াগজ হইতে একদল সুসজ্জিত সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী বহির্গত হইয়া বৎসরাজাকে

চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। ক্রুদ্ধ বৎসরাজ ছুরিকা বাহির করিয়া অগ্রস্থিত সৈন্যদের সহিত যুদ্ধে রত হইলে পশ্চাদ্দেশ হইতে অন্য সৈন্যগণ তাহাকে আক্রমণ করিল। পূর্বনির্দ্ধারিত সংকেতমাত্র অন্যান্য সৈনিকেরা তাহাদের সহিত মিলিত হইলে তাহাদের সাহায্যে বৎসরাজকে ধৃত করিয়া তাহাকে উহারা চণ্ডমহাসেনের সম্মুখে আনয়ন করিল। চণ্ডমহাসেন নির্গত হইয়া প্রভূত সম্মান প্রদর্শনকরতঃ বৎসরাজসহ উজ্জয়িনী নগরীতে প্রবেশ করিলেন। (১৩-২৩)

যদিও অবমাননায় কলঙ্কিত তথাপি চন্দ্রমার ন্যায় নয়নানন্দকারক নবাগত বৎসরাজ পৌরজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। উহাকে বধ করা হইবে ইহা সন্দেহ করিয়া তাহার গুণমোহিত নগরবাসীগণ সকলে মিলিত হইয়া ধর্ণা দিল। —"বৎসরাজকে হত্যা করা হইবে না কিন্তু তাহার মিত্রত্ব কামনা করা হইবে"—এই কথা পৌরজন-দিগকে বলিয়া চণ্ডমহাসেন তাহাদের ক্ষোভ নিবারণ করিলেন। তখন তথায় বাসবদত্তাকে গান্ধর্ববিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত বৎসরাজের হস্তে অর্পণ করিয়া চণ্ডমহাসেন তাহাকে বলিলেন, "রাজন্, দুঃখ করিবেন না। ইহাকে গান্ধর্ববিদ্যায় শিক্ষিতা করিলে আপনার কল্যাণ হইবে।" সেই কন্যাকে দর্শন করিয়া বৎসরাজের হৃদয় স্নেহাপ্লুত হইল এবং ক্রোধ দূরে প্রস্থান করিল। বাসবদত্তার হৃদয় ও মন তাহার দিকে ধাবিত হইল এবং যদিও লজ্জাবশতঃ চক্ষু অন্যদিকে ফিরিল তথাপি মন সেই দিকেই রহিল। অতঃপর বৎসরাজ চণ্ডমহাসেনের গান্ধর্বশালায় বাস করিতে লাগিলেন এবং সতত বাসবদত্তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাহাকে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাহার অঙ্কে বীণা, কণ্ঠে গীতশ্রুতি এবং সম্মুখে চিত্তবিনোদনকারিণী বাসবদত্তা অবস্থান করিতে লাগিল। লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় রাজকুমারী একাগ্রচিত্তে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহাকে সতত পরিচর্যা করিত, যদিও তিনি ছিলেন বন্দীমাত্র। (২৪-৩৩)

ইতোমধ্যে রাজার অনুচরবর্গ কৌশাম্বীতে প্রত্যাবর্তন করিলে 'রাজা বন্দী হইয়াছেন'—এই বার্তা শ্রবণ করিয়া সমস্ত রাজ্যে ক্ষোভের উৎপত্তি হইল। বৎসরাজের অনুরক্ত প্রজাবৃন্দ উজ্জয়িনী আক্রমণ করিতে চাহিলে রুমণ্বৎ তাহাদিগের রোষ প্রতিনিবৃত্ত করিল। সে তাহাদের বলিল, "চণ্ডমহাসেন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি, বলদ্বারা তাহাকে পরাজিত করা যাইবে না। তাহাকে আক্রমণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না, বরং ইহাতে বৎসরাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবে। বুদ্ধিপ্রয়োগে এই কার্য সিদ্ধ করিতে হইবে।" রাষ্ট্র রাজার অনুরক্ত এবং তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না বুঝিতে পারিয়া প্রাজ্ঞ যৌগন্ধরায়ণ রুমণ্বৎ ও অন্যান্য ব্যক্তিদের বলিল, তোমরা সকলে সতত সাবধানে এই স্থানে অবস্থানকরতঃ রাষ্ট্র রক্ষা করিবে। উপযুক্ত সময়ে তোমাদের বলবত্তা প্রকাশ করিবে। সম্প্রতি আমি কেবলমাত্র বসন্তক সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়া

বদ্ধিবলে বৎসরাজকে মুক্ত করিয়া অবশ্যই তাহাকে গৃহে আনয়ন করিব। প্রবল ধারাবর্ষণের সময় যেমন বিদ্যুতের প্রভা বিশেষভাবে স্ফুরিত হয় তদ্রূপ বিপদের সম্মুখীন হইলে এই ধীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নরপতির প্রজ্ঞাও উদ্দীপ্ত হয়। প্রয়োজনমত প্রাকার ভগ্ন করিয়া যাতায়াত করিবার, শৃঙ্খল ভঙ্গ করিবার ও অদৃশ্য হইবার কৌশল আমার জানা আছে।" (৩৪-৪২)

এই কথা বলিয়া রুমণ্বতের হস্তে প্রজাদের ভার অর্পণকরতঃ যৌগন্ধরায়ণ বসন্তকের সহিত কৌশাম্বী যাত্রা করিল। নিজের প্রজ্ঞা, পৌরুষ ও নীতি সম্বল করিয়া তাহার সহিত সে দুর্গম বিন্ধ্যাচলের মহারণ্যে প্রবেশ করিল। অতঃপর সে বিন্ধ্য-পর্বতে একটি চূড়ানিবাসী পুলিন্দকদের অধিপতি ও বৎসরাজের মিত্র পুলিন্দকের প্রাসাদ অবলোকন করিল। সেই পথ দিয়া বৎসরাজের প্রত্যাবর্তনের সময় তাহার আরক্ষার নিমিত্ত পুলিন্দকের নিকট বহু সৈন্য স্থাপনকরতঃ সে বসন্তকের সহিত চলিতে চলিতে অবশেষে উজ্জয়িনী-নগরীর মহাকালের শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইল। তথায় শ্মশানের শ্যামধূম্ররাজির প্রতিদ্বন্দ্বী রাত্রির ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পূতিগন্ধময় অসংখ্য বেতাল ইতঃস্ততঃ চলাচল করিত। তথায় যোগেশ্বর নামক ব্রহ্মরাক্ষস তাহাকে দেখিতে পাইয়া অচিরাৎ তাহার নিকট আগমনকরতঃ মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলে তাহার নিকট হইতে মন্ত্রশিক্ষা করিয়া যৌগন্ধরায়ণ সেই মন্ত্রবলে স্বীয় আকৃতি পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইল। সেই মন্ত্র তাহাকে কদাকৃতি কুব্জপৃষ্ঠ ও বৃদ্ধ করিল। উপরন্তু তাহার উন্মাদের বেশ দেখিয়া তথায় উপস্থিত সকলেই উপহাস করিয়া উঠিল। যৌগন্ধরায়ণ একই মন্ত্রের দ্বারা বসন্তকের দেহ শিরাময়, বৃহৎ উদরযুক্ত এবং দন্তুর কদাকার আননবিশিষ্ট করিল। অতঃপর সে বসন্তককে অগ্রে প্রাসাদদ্বারে প্রেরণ করিয়া মৎকথিত আকৃতি গ্রহণ করিয়া উজ্জয়িনীতে প্রবেশ করিল। নৃত্য ও গীত করিতে করিতে দ্বিজবালকগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া এবং সকলের সৌৎসুক দৃষ্টি উৎপাদন করিয়া সে রাজপ্রাসাদের দিকে গমন করিল। তথায় রাজমহিষীগণ কৌতুকান্বিত হইলে অবশেষে ইহা বাসবদত্তার কর্ণগোচর হইল। সে সত্বর একটি চেটিকা প্রেরণ করিয়া তাহাকে গান্ধর্বশালায় আনয়ন করিল, কারণ নবীন বয়স ও কৌতুক যেন যমজ ভ্রাতা। উন্মাদের বেশ ধারণ করা সত্ত্বেও যৌগন্ধরায়ণ তথায় আগমনকরতঃ শৃঙ্খলিত বৎসরাজকে দর্শন করিয়া ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারিল না। বৎসরাজকে সংকেত করিলে তাহার ছদ্মবেশ সত্ত্বেও বৎসরাজ তাহাকে অবিলম্বে চিনিতে পারিলেন। তখন যৌগন্ধরায়ণ মায়াবলে নিজেকে বাসবদত্তা ও তাহার চেটিকাদের নিকট অদৃশ্য করিলেন। সুতরাং কেবল নৃপতি কর্তৃকই সে দৃষ্ট হইল। —"সেই উন্মাদটি আচম্বিতে যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে"—তাহাদিগকে এইপ্রকার বলিতে শ্রবণ করিয়া এবং যৌগন্ধরায়ণকে তাহার সম্মুখে দৃশ্যমান দেখিয়া তিনি

অনুধাবন করিলেন যে মায়াবলেই এইরূপ সংঘটিত হইয়াছে। সে তখন কৌশলে বাসবদত্তাকে বলিল, "সুকন্যে, তুমি দেবী সরস্বতীর অর্চনার সামগ্রী লইয়া আইস। এইবাক্য শ্রবণকরতঃ "আমি তাহাই করিব" —এই কথা বলিয়া সে সহচরীদের সহিত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।" (৪৩-৬২)

অতঃপর যৌগন্ধরায়ণ নৃপতির সম্মুখে আগমনকরতঃ তাহাকে যথারীতি নিগড়-ভঙ্গ করিবার মন্ত্রশিক্ষা দিল। এবং তৎসহিত বাসবদত্তার হৃদয় জয় করিবার নিমিত্ত বীণাতন্ত্রীর সহিত সংযুক্ত মন্ত্রাদিও তাহাকে প্রদান করিল। পরন্তু সে ইহাও বলিল যে, ভিন্নাকৃতি গ্রহণ করিয়া বসন্তক দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে এবং সেই দ্বিজকে যেন তৎসমীপে আহ্বান করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সে এই কথাও বলিল যে, 'বাসবদত্তা আপনার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিলে আমি আপনাকে যাহা বলিব তাহাই করিবেন। সম্প্রতি নিশ্চুপ থাকুন।' এই কথা বলিয়া যৌগন্ধরায়ণ সত্বর প্রস্থান করিলে সেই মুহূর্তে বাসবদত্তা সরস্বতীপূজার উপকরণাদি লইয়া প্রবেশ করিল। নৃপতি তাহাকে বলিলেন, 'দ্বারে একটি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা করিতেছে। সরস্বতীর অর্চনা করিয়া সে কিছু দক্ষিণা প্রাপ্ত হউক।' বাসবদত্তা সম্মত হইয়া কদাকৃতি বসন্তককে দ্বার হইতে গান্ধর্বশালায় আনয়ন করিল। তথায় নীত হইলে সে বৎসরাজকে দেখিয়া দুঃখে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। যাহাতে গোপন কথা প্রকাশ না হইয়া পড়ে সেই নিমিত্ত নরপতি তাহাকে বলিলেন, 'হে দ্বিজ, রোগজনিত তোমার ক্লেশ আমি দূর করিয়া দিব। তুমি ক্রন্দন করিও না, আমার নিকট অবস্থান কর।' বসন্তক বলিল, 'হে রাজন্, আপনার অসীম দয়া।' তাহার কদাকৃতি দর্শন করিয়া রাজা গাম্ভীর্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, স্মিত হাস্য করিলেন। তদ্দৃষ্টে রাজার মনে কি আছে অনুমান করিতে পারিয়া বসন্তকও হাস্য করিতে লাগিল। ইহাতে উত্তরোত্তর তাহার মুখের বিকৃতি আরও বর্ধিত হইল এবং বাসবদত্তা তাহাকে ক্রীড়নকের ন্যায় হাস্য করিতে দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইয়া স্বয়ং উচ্চরবে হাস্য করিতে লাগিল। অতঃপর সেই বালা বসন্তককে সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, 'হে বিপ্র, কোন্ বিদ্যা আপনার আয়ত্তে আছে আমাদের জ্ঞাপন করুন।' সে বলিল, 'রাজকুমারী আমি ভাল গল্প বলিতে পারি।' রাজপুত্রী বলিল, 'তবে আমাকে একটি গল্প বলুন।' তখন রাজকুমারীর মনোরঞ্জনার্থ বসন্তক হাস্য ও বিচিত্র রসপূর্ণ নিম্নবর্ণিত কাহিনী বলিতে লাগিল। (৬৩-৭৭)

রূপনিকার কাহিনী

এই রাজ্যে কংসারির জন্মভূমি মথুরা নামক এক নগরী আছে। তথায় রূপনিকা নামক এক বারবিলাসিনী বাস করিত। মকরদংষ্ট্রা নামক এক বৃদ্ধা কুট্টনী ছিল তাহার মাতা, সে তাহার কন্যার রূপে আকৃষ্ট যুবকদিগের নিকট বিষপিণ্ডবৎ প্রতীয়-

মান হইত। একদিন রূপনিকা দেবার্চনার সময় মন্দিরে তাহার কর্তব্যকার্য করিতে যাইয়া দূর হইতে একটি যুবকের দর্শন লাভ করিল। সেই সুদর্শন যুবক তাহার হৃদয়ের উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করিল যে সে মাতার সমস্ত উপদেশ বিস্মৃত হইয়া তাহার পরিচারিকাকে বলিল, 'ঐ পুরুষটির নিকট গমন করিয়া বল যে অদ্য তাহাকে আমার গৃহে আগমন করিতে হইবে।' 'আমি তাহাই করিব'—এই কথা বলিয়া পরিচারিকা অচিরাৎ তাহাকে সেই বার্তা নিবেদন করিল। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সেই ব্যক্তি বলিল, 'আমি লোহজঙ্ঘ নামক বিত্তহীন এক ব্রাহ্মণ। ধনাঢ্যগণের প্রবেশিতব্য রূপনিকার গৃহে আমার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?' 'আমার স্বামিনী আপনার নিকট হইতে ধনবাঞ্ছা করেন না'—চেটিকার নিকট হইতে এই কথা শুনিয়া লোহজঙ্ঘ তাহার ঈপ্সিত কর্ম করিতে সম্মত হইল। পরিচারিকার নিকট হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া সমুৎসুকচিত্তে গৃহে গমন করিয়া যে পথ দিয়া সে আসিবে সেই পথের দিকে রূপনিকা দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া রাখিল। লোহজঙ্ঘ তাহার গৃহে আগমন করিলে তাহাকে দেখিয়া কুট্টনী মকরদংষ্ট্রা সবিস্ময়ে চিন্তা করিতে লাগিল, 'এই পুরুষ কোথা হইতে আগমন করিয়াছে!' অপরদিকে রূপনিকা তাহার দর্শনমাত্র গাত্রোত্থানকরতঃ অতিশয় উৎফুল্লচিত্তে তাহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া সাদরে তাহাকে স্বীয় কক্ষে লইয়া গেল। সে লোহজঙ্ঘের গুণে বশীভূতা হইয়া মনে করিল যে, উহাকে ভালবাসিবার নিমিত্তই তাহার জন্ম হইয়াছে। সে অন্য পুরুষের সঙ্গ পরিত্যাগ করিল এবং সেই যুবক মহাসুখে তাহার গৃহে বাস করিতে লাগিল। (৭৮-৯০)

রূপনিকার মাতা মকরদংষ্ট্রা বহু বারবনিতাকে শিক্ষা দিয়াছিল। এক্ষণে তাহার এইরূপ আচরণ দেখিয়া সে বিরক্ত হইয়া কন্যাকে একান্তে বলিল, 'বৎসে, তুমি কেন এই দরিদ্রের পরিচর্যা করিতেছ? সুশিক্ষিতা গণিকারা নির্ধনকে পরিত্যাগ করিয়া বরং শবদেহ আলিঙ্গন করে। বারবনিতা প্রেমদ্বারা কি করিবে? তুমি এই মহতী নীতি কি প্রকারে বিস্মৃত হইলে? সূর্যাস্তের রক্তরাগ ক্ষণস্থায়ী, প্রেমাবিষ্ট বারবনিতার দীপ্তিও সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী হয়। নটীর ন্যায় গণিকাও ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত কৃত্রিম প্রেমের অভিনয় করিবে। এই দরিদ্রকে পরিত্যাগ কর, নিজের বিনাশসাধন করিও না।' মাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রূপনিকা সক্রোধে বলিল, 'এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিও না; কারণ আমি উহাকে আপন প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসি। ধনের কথা বলিতেছ—আমার অনেক ধন আছে, আর বেশী দিয়া কি হইবে? সুতরাং তুমি আমাকে এইরূপ কথা আর বলিও না।' এইকথা শ্রবণ করিয়া মকরদংষ্ট্রা অতিশয় কুপিত হইয়া কি প্রকারে লোহজঙ্ঘকে নির্বাসিত করা যায় তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। অতঃপর সে শস্ত্রপাণী অনুচর পরিবৃত মুক্তবিত্ত এক রাজপুত্রকে পথ দিয়া আসিতে দেখিতে পাইল। ত্বড়িৎগতিতে সে তাহার নিকট উপস্থিত

হইয়া একান্তে তাহাকে বলিল, 'আমার গৃহে একটি নির্ধন প্রেমিক বাস করিতেছে। সুতরাং অদ্য তথায় তুমি আগমনকরতঃ তাহার সহিত এমত আচরণ কর যাহাতে সে আমার গৃহ পরিত্যাগ করে। তখন তুমি আমার কন্যাকে উপভোগ করিবে।' 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া রাজপুত সেই গৃহে প্রবেশ করিল। (৯১-১০০)

ঠিক সেই মুহূর্তে রূপনিকা দেবায়তনে ছিল এবং লোহজঙ্ঘও বাহিরে কোথাও গিয়াছিল। কিয়ৎপরে কিছুই সন্দেহ না করিয়া তথায় প্রত্যাবর্তন করিলে রাজপুতের অনুচরেরা লোহজঙ্ঘকে পাদপ্রহার করিয়া ও আঘাতে জর্জরিত করিয়া মলপূর্ণ একটি গর্তে নিক্ষেপ করিল। লোহজঙ্ঘ অতিকষ্টে তথা হইতে বহির্নির্গত হইল। যাহা ঘটিয়াছে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া রূপনিকা তাহা শ্রবণ করিয়া শোকবিহ্বলা হইল এবং রাজপুত তদ্দৃষ্টে যথা হইতে আগমন করিয়াছিল তথায় প্রস্থান করিল। কুট্টনীর অভব্য ক্রিয়াকলাপে প্রিয়া হইতে বিযুক্ত হইয়া লোহজঙ্ঘ প্রাণত্যাগের নিমিত্ত তীর্থের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল। কুট্টনীর প্রতি ক্রোধে হৃদয় প্রজ্বলিত ও নিদাঘতাপে গাত্রচর্ম তাপিত হওয়ায় সে অরণ্যপ্রদেশ অতিক্রম করিতে করিতে ছায়া অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন বৃক্ষ দেখিতে পাইল না। সে এক মৃতহস্তীর দেহ দেখিতে পাইল। উহার পশ্চাৎদেশ দিয়া প্রবেশ করিয়া শৃগালেরা সমস্ত মাংস আহার করাতে উহার চর্মমাত্র অবশিষ্ট ছিল। মুক্তবায়ু অনায়াসে প্রবেশ করাতে উহা শীতল হইয়াছিল বলিয়া সে নিদ্রার্থে তথায় প্রবেশ করিল। (১০১-১০৯) অকস্মাৎ দিঙ্মণ্ডল পরিবৃত করিয়া মেঘের উৎপত্তি হইল এবং মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। বৃষ্টিতে হস্তী চর্ম সংকোচিত হওয়াতে কোন ছিদ্রই রহিল না এবং তৎক্ষণাৎ প্রবল বন্যার উৎপত্তি হওয়ায় হস্তীচর্ম বন্যার প্রকোপে তাড়িত হইয়া গঙ্গার স্রোতে অবশেষে সমুদ্রে নীত হইল। গরুড়বংশোদ্ভব একটি পক্ষী সেই গজচর্মকে মাংস মনে করিয়া সমুদ্রের অপর তীরে লইয়া গেল। নখদ্বারা সেই চর্ম বিদারণ করিয়া ভিতরে একটি মনুষ্য দেখিতে পাইয়া সে পলায়ন করিল। নিজেকে সমুদ্রতীরে দেখিতে পাইয়া লোহজঙ্ঘ আশ্চর্যান্বিত হইল। সমস্ত ব্যাপারটি তাহার নিকট দিবাস্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইল। তখন সে ভয়াকুলিতচিত্তে দুইটি রাক্ষস দেখিতে পাইল এবং দূর হইতে তাহাকে চলিতে দেখিতে পাইয়া রাক্ষসেরাও সন্ত্রস্ত হইল। রামকর্তৃক পরাভবের কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে এবং লোহজঙ্ঘও একটি মনুষ্য যে সাগরপার হইয়া আসিয়াছে ইহা চিন্তা করিয়া পুনরায় ভয়ে তাহারা ব্যাকুল হইল। দুইজনে যুক্তি করিয়া তাহাদের মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ প্রভু বিভীষণের নিকট গমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে নৃপতি বিভীষণও, যে রামের প্রতাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, মনুষ্যের আগমনে ভীত হইয়া সেই রাক্ষসকে বলিল, 'তুমি সেই ব্যক্তির নিকট গমন করিয়া অত্যন্ত বন্ধুভাবে তাহাকে আমার আলয়ে আসিতে অনুরোধ কর।' 'আমি তাহাই করিব'—

এই কথা বলিয়া সেই ভীত রাক্ষস লোহজংঘের সমীপবর্তী হইয়া তাহার নিকট স্বীয় নৃপতির অনুরোধ জ্ঞাপন করিল। লোহজংঘ সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণপূর্বক প্রশান্তচিত্তে সেই রাক্ষসের সহিত লঙ্কায় আগমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া সুবর্ণনির্মিত বহু হর্ম্যরাজি দেখিয়া সে বিস্মিত হইল এবং রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া নৃপতি বিভীষণের দর্শন লাভ করিল। (১১০-১২৪)

বহু সমাদরে রাজা তাহাকে অভ্যর্থনা করিলে সেই বিপ্রও তাহাকে আশীর্বাদ করিল। তখন বিভীষণ বলিল, 'দ্বিজবর, কি প্রকারে আপনি এই রাজ্যে আগমন করিলেন?' তখন লোহজংঘ বলিল, "আমি মথুরাবাসী লোহজংঘ নামক ব্রাহ্মণ। দারিদ্র্যের তাড়নায় আমি দেবমন্দিরে গমনপূর্বক বহুকাল অনাহারে নারায়ণের তপশ্চর্যা করিলে ভগবান হরি স্বপ্নে আমাকে আদেশ দিলেন, 'আমার ভক্ত বিভীষণের নিকট গমন কর, সে তোমাকে ধন দান করিবে।' 'বিভীষণ যথায় আছে তথায় আমি গমন করিতে অশক্ত'—আমি তাঁহাকে এই কথা বলিলে প্রভু কহিলেন, 'অদ্যই তুমি তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিবে।' দেবতা এই কথা বলিলে আমি জাগরিত হইয়া আপনাকে এই সমুদ্রপারে দেখিতে পাইলাম। আমি আর কিছুই অবগত নহি।" লোহজংঘের নিকট হইতে এই কথা শুনিয়া বিভীষণ চিন্তা করিল, 'লঙ্কায় আগমন করা অতিশয় কষ্টসাধ্য। এই ব্রাহ্মণ সত্য সত্যই দৈবশক্তির অধিকারী।' বিপ্রকে সে বলিল, 'এই স্থানেই আপনি অবস্থান করুন। আমি আপনাকে বিত্ত প্রদান করিব।' তখন কয়েকটি নরঘাতী রাক্ষসের হস্তে সুরক্ষার নিমিত্ত তাহাকে অর্পণ করিয়া সে কতিপয় প্রজাকে তাহার রাজ্যে অবস্থিত স্বর্ণমলা নামক পর্বতে প্রেরণ করিল। তাহারা তথা হইতে একটি গরুড়বংশোদ্ভব তরুণ পক্ষী আনয়ন করিলে বিভীষণ লোহজংঘকে পক্ষীটি দান করিল, যাহাতে বহু দূরবর্তী মথুরায় গমনাকাঙ্ক্ষী লোহজংঘ ইতোমধ্যে তাহাকে বশ মানাইতে পারে। লোহজংঘও উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণকরতঃ বিভীষণের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তথায় কিছুকাল যাপন করিল। (১২৫-১৩৫)

একদা লঙ্কার সমস্ত ভূমি কাষ্ঠাবৃত দেখিয়া ঔৎসুক্যবশতঃ রাক্ষসরাজের নিকট কারণ জানিতে চাহিলে বিভীষণ বলিল, "আপনি যদি এই বিষয়ে আগ্রহী হন, তবে আমি সেই বৃত্তান্ত আপনার নিকট বর্ণনা করিতে পারি। কশ্যপতনয় গরুড়ের মাতাকে প্রতিজ্ঞাপালনার্থ সর্পদের দাসীত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই দাসীত্ব হইতে তাহার মুক্তির মূল্য ছিল দেবতাদিগের নিকট হইতে অমৃত আহরণ করা। কশ্যপাত্মজ গরুড় বলশালী হইবার নিমিত্ত কিছু ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিয়া পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলে তৎকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাহার পিতা তাহাকে বলিয়াছিল, 'সমুদ্রে বিরাট গজ ও কচ্ছপ আছে। কোনও অভিশাপে তাহারা উক্ত আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তুমি তথায়

গমন করিয়া তাহাদের ভক্ষণ কর।' গরুড় তথায় গমনকরতঃ তাহাদের আনয়ন করিয়া স্বর্গে বৃহৎ কল্পবৃক্ষের একটি শাখায় উপবেশন করিল। তাহাদের ভারে শাখাটি অকস্মাৎ ভগ্ন হইলে বৃক্ষাধোস্থিত তপস্যারত বালখিল্যদের নিরাপত্তার নিমিত্ত সে শাখাটি চঞ্চুদ্বারা ধারণ করিয়াছিল। শাখাটি যত্রতত্র পতিত হইলে নরকুলধ্বংস হইয়া যাইবে এই ভয়ে ভীত হইয়া সে পিত্রাদেশে এই জনশূন্য স্থানে উহা নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই শাখার উপরিদেশে নির্মিত বলিয়া লঙ্কা এমন কাষ্ঠময় হইয়াছে।" এই কথা শ্রবণে লোহজংঘ সম্যক পরিতোষ লাভ করিল।

লোহজংঘ মথুরায় গমনেচ্ছু হইলে বিভীষণ তাহাকে বহু ধনরত্ন প্রদান করিল এবং মথুরাস্থিত বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিবশতঃ তাঁহাকে প্রদান করিবার নিমিত্ত সুবর্ণনির্মিত পদ্ম, গদা, শংখ এবং চক্র লোহজংঘের হস্তে সমর্পণ করিল। এই সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া বিভীষণকর্তৃক প্রদত্ত লক্ষযোজন গমন করিতে সমর্থ পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আকাশপথে অক্লেশে বারিধি অতিক্রম করিয়া সে মথুরায় উপস্থিত হইল। আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া সে নগরের বহির্দেশে একটি শূন্যবিহারে তাহার প্রভূত ধনরত্নাদি স্থাপনপূর্বক পক্ষীটিকে তথায় বন্ধন করিয়া রাখিল। (১৩৬-১৪৯) অতঃপর সে বিপনীতে গমনপূর্বক একটি রত্ন বিক্রয় করিয়া বস্ত্র, অঙ্গরাগাদি এবং ভোজ্যদ্রব্য ক্রয় করিল। যে বিহারে সে অবস্থান করিতেছিল তথায় আগমনকরতঃ কিঞ্চিৎ খাদ্য ভক্ষণ করিল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণ আহার্য পক্ষীটিকেও প্রদান করিল। নিজে বস্ত্রাদি, অঙ্গরাগ ও পুষ্পাদিতে ভূষিত হইয়া শংখ, চক্র ও গদাহস্তে লইয়া সেই পক্ষীতে আরোহণ করিয়া রূপনিকার গৃহের সমীপবর্তী হইল। সেই স্থানটি তাহার খুবই পরিচিত ছিল এবং উড্ডীয়মান অবস্থায় গৃহের উপরিভাগে আগমন করিয়া একাকিনী নিভৃতেস্থিত প্রিয়তমার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত গম্ভীর শব্দ করিল। সেই শব্দ শ্রবণমাত্র রূপনিকা বহির্গত হইয়া নারায়ণের ন্যায় রত্নালংকার ভূষিত একজনকে রাত্রিতে আকাশে উড্ডীয়মান অবস্থায় দেখিতে পাইল। 'আমি নারায়ণ, তোমার নিমিত্ত হেথা আগমন করিয়াছি'—লোহজংঘ এই কথা বলিলে তাহা শ্রবণ করিয়া ভূমিতে আনন নত করিয়া সে বলিল, 'নারায়ণ, আমাকে কৃপা করুন।' তখন লোহজংঘ অবতরণ করিয়া পক্ষীটিকে বন্ধনকরতঃ কান্তার কক্ষে প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ তথায় সম্ভোগান্তর পূর্বের ন্যায় পক্ষীপৃষ্ঠে ব্যোমপথে প্রস্থান করিল। (১৫০-১৫৭)

'আমি দেবতা বিষ্ণুর ভার্যা, কোন মর্তবাসীর সহিত বাক্যালাপ করিব না'—এই কথা চিন্তা করিয়া রূপনিকা প্রাতঃকালে মৌনাবলম্বী হইল। তখন তাহার মাতা মকরদংষ্ট্রা বলিল, 'বৎসে, তুমি কি নিমিত্ত এইরূপ আচরণ করিতেছ?' বারংবার মাতা কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া সে মাতা ও তাহার মধ্যে একটি পর্দা স্থাপন করিয়া তাহার মৌনতার কারণ রাত্রির সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। কুট্টনীর সন্দেহ হইল। কিন্তু

শীঘ্রই নিশীথে পক্ষীর উপর উপবিষ্ট লোহজঙ্ঘকে দর্শন করিয়া প্রাতঃকালে একান্তে পর্দার অন্তরালে অবস্থিত রূপনিকার নিকট আগমনপূর্বক সবিনয়ে তাহাকে অনুরোধ করিল, 'হে পুত্রি, দেবতার কৃপায় তুমি পৃথিবীতেই দেবীত্ব অর্জন করিয়াছ। আমি তোমার পার্থিব মাতা এবং তোমাকে জন্মদান করিয়াছি বলিয়া আমি যেন এই দেহেই স্বর্গে প্রবেশ করিতে সমর্থ হই। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, দেবতার প্রসাদে আমাকে এই অনুগ্রহ কর।' রূপনিকা সম্মত হইয়া সেই রাত্রে বিষ্ণুবেশী লোহজঙ্ঘ পুনরায় আগমন করিলে তাহার নিকট ঐ বর প্রার্থনা করিল। দেববেশধারী লোহজঙ্ঘ তখন তাহাকে বলিল, 'তোমার মাতা পাপীয়সী, তাহাকে প্রকাশ্যে স্বর্গে লওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না। (১৫৮-১৬৬) একাদশীর দিন স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং অন্য কেহ প্রবেশ করিবার পূর্বে তথায় শিবের অনুচরগণেরা প্রবেশ করে। যদি তাহাদের বেশ ধারণ করিতে সমর্থ হয় তবে তোমার মাতাকেও তাহাদের মধ্যে লইয়া যাইব। সুতরাং তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া কেবলমাত্র পঞ্চশিখা রাখিবে। তাহার গলদেশে নরমুণ্ড-মালা পরাইয়া দিবে। তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিবস্ত্র করিয়া তাহার দেহের এক অংশ কাজলে লিপ্ত করিবে এবং অপরাংশ সিন্দুরে আবৃত করিবে। এইরূপে গণের আকৃতি ধারণ করিলে তাহাকে অনায়াসে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারিব।' এই কথা বলিয়া লোহজঙ্ঘ তথায় ক্ষণমাত্র অবস্থান করিয়া প্রস্থান করিল। প্রাতঃকালে রূপনিকা মাতাকে লোহজঙ্ঘ কথিতরূপে সজ্জিত করিলে মকরদ্রংষ্ট্রা কেবলমাত্র স্বর্গের কথাই চিন্তা করিতে লাগিল। রাত্রিতে লোহজঙ্ঘ পুনরায় আগমন করিলে রূপনিকা তাহার হস্তে মাতাকে সমর্পণ করিল। তখন সে নগ্না, বিকৃতবেশা কুট্টনীর সহিত বিহগপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অতিবেগে নভোদেশে উত্থিত হইল। ব্যোমপথ হইতে সে মন্দিরের সম্মুখস্থিত চক্রলাঞ্ছিত শিলাস্তম্ভ দেখিতে পাইয়া সেই কুট্টনীকে স্তম্ভোপরি স্থাপন করিল। চক্রমাত্র অবলম্বন করিয়া সে তথায় পতাকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। —'তুমি এইস্থানে অধিষ্ঠান কর, আমি পৃথিবীকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া আসি।' এই কথা বলিয়া লোহজঙ্ঘ তাহার দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলিয়া গেল। তখন রাত্রি-কালে যাত্রা উৎসব দর্শনে মন্দিরের সম্মুখে আগত জনতাকে আকাশ হইতে উচ্চৈঃস্বরে সে বলিল, 'হে জনগণ, অবধান কর, অদ্য এই স্থানে সর্বসংহারিণী মারীদেবী তোমা-দের উপর পতিত হইবেন। সুতরাং তোমরা রক্ষা পাইবার নিমিত্ত বিষ্ণুর শরণ লও।' আকাশ হইতে আগত এই বাণী শ্রবণ করিয়া উপস্থিত মথুরাবাসী যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা সকলে অত্যন্ত ভীত হইয়া দেবতার আশ্রয়প্রার্থী হইয়া ভক্তিভরে স্তব করিতে লাগিল। এদিকে লোহজঙ্ঘ আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদের প্রার্থনা করিতে উৎসাহিত করিল এবং সকলের অলক্ষ্যে বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া জনতার মধ্যে আগমন করিল। (১৬৭-১৮০)

স্তম্ভের উপর উপবিষ্টা কুট্টনী ভাবিতে লাগিল, 'দেবতা এখনও আগমন করেন নাই, এবং আমারও স্বর্গে গমন করা হয় নাই।' অবশেষে তথায় আর অবস্থান করা অসম্ভব বোধ করিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে আরম্ভ করিলে, 'আমি পতিত হইতেছি, আমি পতিত হইতেছি।' মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত ব্যক্তিরা তাহা শ্রবণ করিয়া পূর্বকথিত দেববাণীমত মারীদেবী তাহাদের উপর পতিত হইবেন আশঙ্কা করিয়া তারস্বরে চিৎকার করিয়া বলিল, 'দেবী আপনি পতিত হইবেন না, পতিত হইবেন না।' মারীদেবী তাহাদের উপর পতিত হইবেন সতত এই আশঙ্কায় অস্থির মথুরার জনগণ বালক ও বৃদ্ধ সকলেই তথায় রাত্রিযাপন করিল। ক্রমে নিশার অবসান হইল। তখন কুট্টনীকে পূর্ববর্ণিত অবস্থায় স্তম্ভোপরি অধিষ্ঠিত দেখিয়া রাজা ও পৌরজনেরা তাহাকে অবিলম্বে চিনিতে পারিল এবং ভয়ের কথা বিস্মৃত হইয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। রূপনিকাও সেই ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। সে মাতাকে দেখিয়া লজ্জিতা হইল এবং তথায় আগত জনগণের সাহায্যে তাহাকে স্তম্ভের উপর হইতে নিম্নে অবতরণ করাইল। তথায় সমাগত জনগণ উৎসুক হইয়া কুট্টনীকে সমস্ত কাহিনী বলিতে বলিতে, সে আদ্যোপান্ত তাহা বিবৃত করিল। তখন নৃপতি সমবেত বিপ্র ও শ্রেষ্ঠীগণ এই হাস্যকর ব্যাপারটি কোন সিদ্ধাদির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে মনে করিয়া ঘোষণা করিলেন, 'অসংখ্য প্রেমিকের বঞ্চনাকারী এই কুট্টনীকে যে বোকা বানাইয়াছে সে আত্মপ্রকাশ করিলে এই স্থানে তাহাকে পট্টবন্ধ প্রদান করা হইবে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া লোহজঙ্ঘ প্রকট হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করিল। অতঃপর বিভীষণ কর্তৃক প্রেরিত সুবর্ণনির্মিত পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্র দেবতাকে অর্পণ করিলে সকলে আশ্চর্যান্বিত হইল। মথুরাবাসীরা সকলে মিলিয়া তখনই তাহাকে পট্টবন্ধে ভূষিত করিল এবং নৃপতির আদেশে রূপনিকাকে স্বাধীনতা প্রদান করা হইল। অতঃপর সেই কুট্টনীর উপর প্রতিশোধগ্রহণান্তে লোহজঙ্ঘ লঙ্কা হইতে আনীত প্রভূত ধনরত্নের সাহায্যে প্রিয়ার সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে মথুরায় বাস করিতে লাগিল।

রূপান্তরিত বসন্তকের মুখ হইতে এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া বৎসরাজের পার্শ্বে উপবিষ্টা বাসবদত্তা পরম সন্তোষ লাভ করিল। (১৮১-১৯৫)

--ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথামুখ লম্বকের
চতুর্থ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা--১৯৫
ক্রমিক সংখ্যা--১৪০৯

পঞ্চম তরঙ্গ

কালক্রমে বাসবদত্তার বৎসরাজের প্রতি অনুরাগ বর্ধিত হইতে থাকিলে সে পিতার বিরুদ্ধে বৎসরাজের পক্ষ লইতে আরম্ভ করিল। তথায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য থাকিয়া যৌগান্ধরায়ণ বৎসরাজের সহিত দেখা করিতে আসিয়া কেবলমাত্র বসন্তকের উপস্থিতিতে তাহাকে বলিল, 'আপনি চণ্ডমহাসেন কর্তৃক কৌশলে বন্দী হইয়াছেন। তিনি আপনাকে মুক্তি প্রদানপূর্বক সসম্মানে আপনার হস্তে তনয়াকে প্রদান করিতে ইচ্ছুক। আসুন তাহার কন্যাকে লইয়া আমরা পলায়ন করি। এই প্রকারে ঐ অহঙ্কারী রাজার উপর প্রতিশোধ লওয়া হইবে এবং জগতের কেহই আমাদিগকে দুর্বল বলিয়া তুচ্ছ করিবে না। রাজা তাঁহার দুহিতা বাসবদত্তাকে ভদ্রাবতী নাম্নী হস্তিনী প্রদান করিয়াছেন, নড়াগিরি ব্যতীত অন্য কোন হস্তীই তাহার অনুগমন করিতে পারিবে না এবং ভদ্রাবতীকে দেখিতে পাইলেও সে তাহার সহিত যুদ্ধ করিবে না। সেই হস্তিনীর মাহুত আষাঢ়ককে বহু অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া আমাদের পক্ষে আনিয়াছি। সুতরাং সেই হস্তিনীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আপনি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নিশাযোগে গোপনে এই স্থান হইতে যাত্রা করিবেন। হস্তীরক্ষক মহামাত্য হস্তীদিগের সমস্ত সংকেত অনুধাবন করিতে সমর্থ। তাহাকে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করাইবেন যাহাতে সে কিছুই বুঝিতে না পারে। আমি আপনার মিত্র পুলিন্দকের নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার নির্গমনের পথ রক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকিতে বলিব।' এই কথা বলিয়া যৌগন্ধরায়ণ প্রস্থান করিল। (১-১৯)

বৎসরাজ তাহার বাক্যগুলি হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া রাখিল। শীঘ্রই বাসবদত্তা তাহার নিকট আগমন করিলে তাহার সহিত নানাপ্রকার বিশ্রম্ভালাপ করিয়া অবশেষে যৌগন্ধরায়ণ যাহা যাহা বলিয়াছিল তৎসমস্তই তাহার নিকট বলিল। সে এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিল। দেবার্চনায় মন্দিরে যাইবার ছলে মাহুত আষাঢ়ককে আনয়নকরতঃ হস্তিনীকে সজ্জিত করা হইল এবং আসব দ্বারা হস্তিরক্ষক মহামাত্য এবং অন্যান্য মাহুতদের মত্ত করা হইল। অতঃপর প্রদোষকালে মেঘ গর্জন করিতে থাকিলে আষাঢ়ক হস্তিনীকে সজ্জিত করিয়া আনয়ন করিলে সজ্জিত হইবার সময়ে সেই করিণী শব্দ করিল। সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া হস্তিশব্দে অভিজ্ঞ মহামাত্য মদস্খলিত বচনে আধ আধ ভাষায় বলিল, 'হস্তিনী বলিতেছে যে আজ ত্রিষষ্ঠি যোজন গমন করিতে হইবে।' কিন্তু মত্তাবস্থায় সে চিন্তা করিতে অশক্ত ছিল এবং অন্যান্য মদমত্ত হস্তি পাকরা সে যাহা বলিল তাহা শুনিতেও পাইল না। তখন বৎসরাজ যৌগন্ধরায়ণপ্রদত্ত মন্ত্রবলে শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া তাহার বীণা গ্রহণ করিল

এবং বাসবদত্তাও স্বেচ্ছায় নৃপতির অস্ত্রশস্ত্র আনয়নকরতঃ তাহাকে প্রদান করিলে বসন্তকের সহিত হস্তিনীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। বাসবদত্তা তাহার সখী ও নর্ম-সঙ্গিনী কাঞ্চনমালার সহিত সেই করিণীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে বৎসরাজ তাহাকেও মাহুতসহ সর্বসাকুল্যে পঞ্চজনসহ মত্ত হস্তিনী নগরীপ্রাকার ভেদকরতঃ যে পথ করিয়াছিল সেই পথে উজ্জয়িনী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। (১২-২৩)

নৃপতি, বীরবাহু ও তালভট নামক দুই প্রাকাররক্ষক বীর যোদ্ধাদের আক্রমণ করিয়া হত্যা করিল। দয়িতাসহ হৃষ্ট রাজা মাহুত আষাঢ়কের হস্তে অঙ্কুশ ন্যস্ত করিয়া ঐ হস্তিনীপৃষ্ঠে আরাহণকরতঃ দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। ইতোমধ্যে উজ্জয়িনী নগরীতে নগররক্ষক প্রাকার রক্ষকদের নিহত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে রাজার নিকট সেই রাত্রেই সমস্ত নিবেদন করিলে চণ্ডমহাসেন ব্যাপারটি অনুধাবন করিয়া আবিষ্কার করিলেন যে বৎসরাজ বাসবদত্তাকে হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। নগরীতে কোলাহল উত্থিত হইলে নৃপতির পালক নামক এক পুত্র নড়াগিরি গজের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বৎসরাজকে অনুসরণ করিল। সে অগ্রসর হইলে বৎসরাজ শর নিক্ষেপদ্বারা তাহার সহিত যুদ্ধ করিল এবং নড়াগিরি সেই হস্তিনীকে আক্রমণ করিল না। তখন পিতার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা গোপালকের যুক্তিযুক্ত বাক্য গ্রহণ করিয়া পালক নৃপতির অনুসরণ হইতে বিরত হইল।

বৎসরাজ সাহসভরে গমন করিতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে শর্বরীর অবসান হইল। দ্বিপ্রহরে রাজা বিন্ধ্যাটবীতে প্রবেশ করিল এবং ত্রিষষ্ঠি যোজন পথ অতিক্রম করার পর হস্তিনী তৃষ্ণার্ত হইল। রাজা ও তাহার দয়িতা অবরোহণ করিলে দূষিত জল পান করিয়া সেই স্থানেই হস্তিনী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন বৎসরাজ ও বাসবদত্তা আকাশবাণী শ্রবণ করিল, 'রাজন্, আমি মায়াবতী নাম্নী বিদ্যাধরী, শাপগ্রস্ত হইয়া এতকাল হস্তিনী হইয়াছিলাম। হে বৎসরাজ, আমি তোমার একটি উপকার করিয়াছি এবং তোমার যে পুত্র হইবে তাহারও একটি উপকার করিব। তোমার এই পত্নী বাসবদত্তাও সামান্যা মানুষী নহেন, তিনি দেবী, কোনও কারণবশতঃ পৃথিবীতে মনুষ্য-রূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন।' রাজা হৃষ্টচিত্তে বিন্ধ্যাচলের অধিত্যকায় বসন্তককে তাহার আগমনবার্তা জ্ঞাপনার্থ মিত্র পুলিন্দকের নিকট প্রেরণ করিল। স্বয়ং প্রিয়-তমার সহিত পদব্রজে গমন করিবার সময় গুপ্তস্থানে লুক্কায়িত দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে, নরপতি বাসবদত্তার চক্ষুর সম্মুখে কেবলমাত্র ধনুকের সাহায্যে তাহাদের একশত পঞ্চজনকে বধ করিল। অচিরাৎ তাহাদের পথপ্রদর্শন করিবার নিমিত্ত যৌগন্ধরায়ণ ও বসন্তকের সহিত বন্ধু পুলিন্দক তথায় আগমন করিল। ভীলরাজ অবশিষ্ট দস্যুদের বিরত হইতে আদেশ করিয়া বৎসরাজের সম্মুখে আনত হইয়া কান্তার সহিত তাহাকে নিজের পল্লীতে আনয়ন করিল। (২৪-৪২)

বাসবদত্তার পদযুগল কুশাঙ্কুরে বিক্ষত হওয়াতে সেই রাত্রে তাহারা তথায় যাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে যৌগন্ধরায়ণ প্রেরিত দূত কর্তৃক আহূত হইয়া সেনাপতি রুমণ্বৎ তাহার সহিত মিলিত হইল। রুমণ্বতের সহিত সৈন্যবাহিনী আগমনকরতঃ দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিলে মনে হইল যেন বিন্ধ্যাটবী আক্রান্ত হইয়া চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। বৎসরাজ স্কন্দাবারে প্রবেশ করিয়া সেই অরণ্যদেশে উজ্জয়িনী হইতে বার্তার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে যখন তথায় অবস্থান করিতেছিল তখন উজ্জয়িনী হইতে যৌগন্ধরায়ণের এক বণিকমিত্র তথায় আগমনকরতঃ এই সংবাদ প্রদান করিল, 'নৃপতি চণ্ডমহাসেন আপনাকে প্রসন্নচিত্তে জামাতৃপদে বরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া আপনার নিকট তাহার প্রতিহার প্রেরণ করিয়াছেন। সে পথেই আছে, আমি প্রচ্ছন্নভাবে তাহার অগ্রবর্তী হইয়া এই বার্তা প্রদান করিবার নিমিত্ত যত শীঘ্র সম্ভব উপস্থিত হইয়াছি।'

এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বাসবদত্তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে সেও অত্যন্ত প্রীত হইল। আত্মীয়-স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এবং সত্বর বিবাহ সম্পাদনের নিমিত্ত অস্থিরা, লজ্জাশীলা ও সমুৎসুকা বাসবদত্তা চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত সমীপস্থ বসন্তককে বলিল—'আমাকে একটি গল্প বলুন।' তখন ধীমান বসন্তক বল্লভের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত সেই মুগ্ধলোচনার নিকট নিম্ন বর্ণিত কাহিনী নিবেদন করিল। (৪৩-৫৩)

দেবস্মিতার কাহিনী

এই পৃথিবীতে তাম্রলিপ্তি নামক প্রসিদ্ধ নগর আছে। তথায় ধনদত্ত নামক একজন মহাধনী বণিক বাস করিত। নিঃসন্তানবিধায় সে একদা বহু বিপ্রকে একত্রিত করিয়া সসম্মানে তাহাদের বলিল, 'আমার যাহাতে পুত্রলাভ হয়, আপনারা তদ্রূপ ব্যবস্থা করুন।' তখন সেই দ্বিজেরা বলিল, "ইহা মোটেই কষ্টসাধ্য নহে। ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রানুমোদিত কর্মদ্বারা এই জগতে সমস্তই সম্পাদন করিতে সমর্থ। (৫২-৫৬) উদাহরণস্বরূপ বলিতেছি। পুরাকালে এক নৃপতির অন্তঃপুরে একশতপঞ্চটি ভার্যা থাকা সত্ত্বেও কোন পুত্রসন্তান ছিল না। পুত্র কামনায় যজ্ঞ করার ফলে তাহার মহিষীদিগের চক্ষে নবেন্দুর ন্যায় জন্তু নামক তাহার এক পুত্রের জন্ম হইল। একদা যখন সে হামাগুড়ি দিতেছিল তখন উরুদেশ পিপীলিকা কর্তৃক দংশিত হওয়ায় সে কাতরকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। অন্তঃপুরে মহিষীরা দুঃখে উদভ্রান্ত হইল এবং রাজা স্বয়ং সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় 'হা পুত্র! হা পুত্র!' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই পিপীলিকাটি অপসৃত হইলে বালক শান্ত হইল এবং 'আমার একটি মাত্র পুত্র থাকা হেতুই এই দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে'—রাজা এই কথা ভাবিয়া নিজের ভাগ্যকে

ধিক্কার দিতে লাগিলেন। দুঃখিত চিত্তে ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এমন কোন উপায় আছে কি যাহাতে আমার বহু পুত্র লাভ হইবে?' তাহারা উত্তর করিল, 'রাজন্, কেবল একটি মাত্র উপায়ই আপনার সম্মুখে আছে। এই পুত্রকে বধ করিয়া তাহার মাংস অগ্নিতে আহুতি প্রদান করুন। যজ্ঞাগ্নির সেই গন্ধ আপনার মহিষীরা আঘ্রাণ করিলেই তাহাদের পুত্র সন্তান লাভ হইবে।' রাজা তাহাদের আদেশে সেই যজ্ঞ করিলে তাহার যতগুলি মহিষী ছিল তাহাদের প্রত্যেকের এক একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। —আমরাও তদ্রূপ হোম সম্পাদন করিয়া তোমাকে পুত্রবান করিতে সমর্থ হইব।" ব্রাহ্মণেরা এই কথা বলিলে এবং ধনদত্ত দক্ষিণাদানে প্রতিশ্রুত হইলে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ সম্পাদন করিল। অতঃপর বণিকের গুহসেন নামক পুত্রের জন্ম হইল। ক্রমে ক্রমে পুত্রের বয়োবৃদ্ধি হইলে ধনদত্ত তাহার নিমিত্ত পুত্রবধূ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। (৫৭-৬৭)

অতঃপর পিতা পুত্রকে লইয়া বাণিজ্যব্যপদেশে দেশান্তরে গমন করিল। কিন্তু তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পুত্রবধূ সংগ্রহ করা। তথায় সে ধর্মগুপ্ত নামক একজন উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠীকে তাহার কন্যা দেবস্মিতার সহিত স্বীয় পুত্র গুহসেনের বিবাহ দিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু তাম্রলিপ্তি বহুদূরে অবস্থিত এই কথা চিন্তা করিয়া দুহিতা-বৎসল ধর্মগুপ্ত এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল না। পরন্তু, গুহসেনের দর্শনে তাহার রূপে ও গুণে আকৃষ্ট হইয়া আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগকরতঃ দেবস্মিতা সখিমুখে সংকেত প্রেরণ করিয়া রাত্রিকালে তাহার প্রিয়তম ও প্রিয়তমের পিতাসহ সেই কন্যা দেশান্তরে প্রস্থান করিল। তাম্রলিপ্তিতে আগমন করিলে তাহাদের বিবাহ হইল এবং তাহারা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে দৃঢ় প্রেমপাশে আবদ্ধ হইল। পিতার মৃত্যু হইলে আত্মীয়স্বজনেরা গুহসেনকে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত কটাহদেশে প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হইল। কিন্তু স্বামী তথায় অন্য কোন রমণী কর্তৃক আকৃষ্ট হইবে আশঙ্কা করিয়া দেবস্মিতা এই প্রস্তাবে সম্মত হইল না। পত্নীর সম্মতি নাই, কিন্তু আত্মীয়স্বজনেরা বারংবার প্ররোচিত করিতেছে এই অবস্থায় কর্তব্যপরায়ণ গুহসেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল। অতঃপর সে দেবায়তনে গমনকরতঃ দেবতার নির্দেশলাভার্থ অনাহারে ব্রত করিতে লাগিল। তাহার সহিত দেবস্মিতা যোগ দিয়াছিল। তুষ্ট মহাদেব তখন স্বপ্নে তাহাদের দর্শন প্রদান করিয়া তাহাদের দুইটি রক্তকমল প্রদান করিয়া বলিলেন, 'তোমরা উভয়ে এক একটি রক্তপদ্ম হস্তে গ্রহণ কর। তোমাদের মধ্যে বিচ্ছেদের পর একজন অবিশ্বাসজনক কার্য করিলেই অন্যের হস্তস্থিত পদ্মটি ম্লান হইয়া যাইবে, অন্যথা-নহে।' (৬৮-৮০)

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা জাগরিত হইয়া একে অন্যের হস্তে রক্তপদ্ম দেখিতে পাইল, মনে হইল যেন একে অন্যের হৃদয় ধারণ করিয়া আছে। অতঃপর

গুহসেন কমলটি হস্তে করিয়া যাত্রা করিল কিন্তু দেবস্মিতা তাহার পদ্মের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গৃহেই রহিয়া গেল। গুহসেন অবিলম্বে কটাহ দ্বীপে উপস্থিত হইয়া মণিরত্ন ক্রয় বিক্রয় করিতে লাগিল। সেই দেশের চারিটি তরুণ বণিক সতত গুহ-সেনের হস্তে অম্লান পদ্মটি দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইল। কৌশলে তাহাকে তাহাদের গৃহে লইয়া প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করাইলে সে মদমত্ত অবস্থায় পদ্মসংবলিত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। রত্নাদি ক্রয় বিক্রয় সমাধা করিতে বহু সময় গত হইবে এইরূপ বুঝিতে পারিয়া ঐ চারিটি পাপাত্মা বণিকপুত্র ঔৎসুক্যবশতঃ গুহসেনের ভার্যার চরিত্র নষ্ট করিবার নিমিত্ত সকলের অলক্ষ্যে তাম্রলিপ্তি যাত্রা করিল। তথায় উপায় চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে তাহারা বৌদ্ধবিহারস্থিতা যোগকরণ্ডিকা নামিকা এক প্রব্রাজিকার সন্ধান প্রাপ্ত হইল। তাহাকে সবিনয়ে বলিল, 'ভগবতি, আপনার সাহায্যে আমাদের কার্যসিদ্ধি হইলে আপনাকে বহুবিত্ত প্রদান করিব।' সে উত্তর করিল, 'নিশ্চয়ই তোমরা এই নগরীর কোন নারীর সন্ধানে আসিয়াছ। আমাকে সমস্ত বিস্তারিত বল, তোমাদের বাঞ্ছিতাকে আনিয়া দিব। কিন্তু আমি কোন ধন লিপ্সা করি না। আমার সিদ্ধিকরী নাম্নী একটি বুদ্ধিশালিনী শিষ্যা আছে। আমি তাহার প্রসাদে বহু ধনের অধিকারী হইয়াছি।' 'কি প্রকারে শিষ্যার অনুকম্পায় আপনি বহু বিত্ত-শালিনী হইয়াছেন?' বণিকপুত্রগণ কর্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া প্রব্রাজিকা উত্তর করিল, 'বৎসগণ, তোমাদের সেই বৃত্তান্ত জানিতে আগ্রহ থাকিলে আমি তোমাদিগের নিকট সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করিব, শ্রবণ কর।' (৮১-৯৩)

ধূর্তা সিদ্ধিকরীর কাহিনী

বহুপূর্বে উত্তরাপথ হইতে একটি বণিক আগমন করিয়াছিল। সে যখন হেথায় অবস্থান করিতেছিল তখন আমার শিষ্যা দুষ্কর্ম করিবার মানসে প্রথমতঃ স্বীয় আকৃতি পরিবর্তন করিয়া সেই গৃহে পরিচারিকার বৃত্তি গ্রহণ করিল এবং অতঃপর বণিকের বিশ্বাস অর্জন করিয়া তাহার গৃহ হইতে সমস্ত সুবর্ণ অপহরণ করিয়া প্রত্যূষের অন্ধকারে যখন সে গোপনে নগরীর বাহিরে সভয়ে ত্রস্ত পদে গমন করিতেছিল তখন মৃদঙ্গহস্তে একটি ডোম তাহার সমীপবর্তী হইয়াছে দেখিতে পাইয়া সেই চতুরা সিদ্ধিকরী রোদন করিতে করিতে তাহাকে বলিল, 'স্বামীর সহিত কলহ করিয়া আমি প্রাণ ত্যাগ করিবার নিমিত্ত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি, অতএব ভদ্র, আপনি আমার মৃত্যুর নিমিত্ত একটি পাশ প্রস্তুত করুন।' তখন ডোম চিন্তা করিল, 'এই নারী নিজেই উদ্বন্ধনে আত্মঘাতী হউক, আমি কেন একটি স্ত্রীলোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী হইব?' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে বৃক্ষোপরি একটি পাশ প্রস্তুত করিল। তখন সিদ্ধিকরী অজ্ঞতার ভান করিয়া ডোমকে বলিল, 'কি প্রকারে পাশের রজ্জু আমার

গলদেশে বন্ধন করিব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা দেখাইয়া দিন।' তখন ডোম মৃদঙ্গটি তাহার পদতলে ন্যস্ত করিয়া রজ্জুপাশটি নিজের কণ্ঠ সংলগ্ন করিয়া বলিল, 'এইরূপ করিতে হইবে।' সিদ্ধিকরী তৎক্ষণাৎ পদাঘাতে মৃদঙ্গটি চূর্ণ বিচূর্ণ করিলে ঐ ডোম উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল। সেই মুহূর্তে তাহার প্রভূত বিত্ত অপহরণকারিণী সিদ্ধিকরীর অন্বেষণে আসিয়া সেই বণিক তাহাকে বৃক্ষমূলে দেখিতে পাইল। সিদ্ধিকরীও তাহাকে আগমন করিতে দেখিতে পাইয়া অলক্ষ্যে বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া একটি শাখার উপর ঘন পত্রাবলীর অন্তরালে দেহকে লুক্কায়িত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। (৯৪-১০৪)

বণিক ভৃত্যদের সহিত তথায় আগমন করিয়া রজ্জুপাশে দোদুল্যমান ডোমকেই দেখিতে পাইল কিন্তু সিদ্ধিকরী কোথাও দৃষ্ট হইল না। তৎক্ষণাৎ তাহার একটি ভৃত্য বলিল, 'দেখা যাউক সে এই বৃক্ষের উপর আছে কিনা।' এই কথা বলিয়া স্বয়ং বৃক্ষোপরি আরোহনোদ্যত হইলে সিদ্ধিকরী বলিল, 'আমি চিরকাল তোমাকে ভালবাসিয়াছি, এখন যখন তুমি বৃক্ষারোহণ করিয়া আমার সমীপে আগমন করিয়াছ তখন, হে সৌম্য, এই সমস্ত ধনরত্ন তোমারি। অগ্রসর হইয়া আমাকে আলিঙ্গন কর।' অতএব সে বণিকের ভৃত্যটিকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বনের সময় সমূলে তাহার জিহ্বা দন্ত দ্বারা কর্তন করিল। রক্তবমন করিতে করিতে ভৃত্যটি 'লালাল্লা' এইরূপ অস্ফুট শব্দ করিতে করিতে বৃক্ষ হইতে অধঃপতিত হইল। এতদ্দৃষ্টে কোনও ভূত ভর করিয়াছে মনে করিয়া সন্ত্রস্ত বণিক সেইস্থান হইতে দ্রুত পলায়নকরতঃ ভৃত্যদের সহিত স্বগৃহে গমন করিল। তখন তাপসী সিদ্ধিকরীও অত্যন্ত ভীত হইয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্বক ঐ সমস্ত ধনরত্নসহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। এইরূপে হে পুত্রগণ, বহু বুদ্ধিশালিনী আমার শিষ্যার প্রসাদে আমি ধন লাভ করিয়াছি। (১০৫-১১২)

দেবস্মিতার কাহিনী

সেই মুহূর্তে তাহার শিষ্যা তথায় আগমন করিলে প্রব্রাজিকা তরুণ বণিকদের তাহাকে দর্শন করাইয়া বলিল, 'এখন বৎসগণ আসল কথা বল, কোন্ নারীকে তোমরা পাইতে ইচ্ছা কর? আমি অবিলম্বে তোমাদের নিমিত্ত তাহাকে সংগ্রহ করিব।' সেই কথা শুনিয়া তাহারা বলিল, 'বণিক গুহসেনের ভার্যা দেবস্মিতার সহিত আমাদের মিলন ঘটাইয়া দিন।' এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রব্রাজিকা তাহাদের কার্য সম্পাদন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ঐ তরুণ বণিকদিগকে স্বগৃহে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করিল। তৎপর সে গুহসেনের গৃহভৃত্যদিগকে মিষ্টান্নাদি প্রদানকরতঃ পরিতৃপ্ত করিয়া শিষ্যার সহিত সেই গৃহে প্রবেশ করিল। দেবস্মিতার কক্ষের সমীপবর্তী হইলে শৃঙ্খলাবদ্ধা একটি কুক্কুরী কোন প্রকারেই তাহাকে অগ্রসর হইতে দিল না এবং অত্যন্ত

দৃঢ়তার সহিত তাহার প্রবেশপথ রোধ করিল। তখন তাহাকে দেখিতে পাইয়া, 'ইনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন?'—এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবস্মিতা স্বীয় চেটিকাকে প্রেরণকরতঃ স্বেচ্ছায় প্রব্রাজিকাকে আনয়ন করিল। কক্ষে প্রবেশ করিয়া পাপীয়সী প্রব্রাজিকা দেবস্মিতাকে আশীর্বাদ করিল এবং সেই সাধ্বীকে মিথ্যা সম্মান প্রদর্শন করতঃ বলিল, 'বহুদিন যাবৎ আমি তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু তোমাকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া সাগ্রহে এবং সৌৎসুক্যে তোমার দর্শনলাভার্থ এই স্থানে আগমন করিয়াছি। স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছ দেখিয়া আমি অতিশয় ক্লেশ বোধ করিতেছি, কারণ প্রিয়তমের সঙ্গ বিচ্যুত হইলে রূপ ও যৌবন সমস্তই বৃথা।' এবম্প্রকার স্তোকবাক্যাদি দ্বারা সেই সাধ্বীর বিশ্বাস অর্জনের প্রয়াস করিয়া কিয়ৎপরেই সে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। (১১৩-১২৩)

দ্বিতীয় দিবসে সে গোলমরিচচূর্ণলিপ্ত একটি মাংসখণ্ডসহ পুনরায় দেবস্মিতার গৃহে আগমনকরতঃ ঐ মাংসখণ্ড কুক্কুরীকে প্রদান করিলে সে সাগ্রহে গোলমরিচাদিসহ উহা গলাধঃকরণ করিল। তখন গোলমরিচচূর্ণের কল্যাণে তাহার চক্ষু হইতে প্রচুর অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল এবং নাসিকা হইতে বারিধারা ঝরিতে লাগিল। শঠ প্রব্রাজিকা অবিলম্বে দেবস্মিতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া সমাদরে অভ্যর্থিত হইলে ক্রন্দন করিতে লাগিল। দেবস্মিতা তাহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে অত্যন্ত অনিচ্ছার ভান করিয়া বলিল, 'পুত্রি, ঐ রোরুদ্যমানা কুক্কুরীটির দিকে দৃষ্টিপাত কর। পূর্বজন্মে উহার সঙ্গিনী ছিলাম বলিয়া আমাকে চিনিতে পারিয়া ক্রন্দন করিতেছে, তন্নিমিত্ত অনুকম্পাবশতঃ আমারও অশ্রু নির্গত হইতেছে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং বহির্দেশে কুক্কুরীকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে অবস্থিত দেখিয়া মনে মনে সে চিন্তা করিল, 'এই অদ্ভুত দৃশ্যের কি অর্থ হইতে পারে?' তখন প্রব্রাজিকা বলিল, 'পূর্বজন্মে আমি ও এই কুক্কুরী এক বিপ্রের দুই পত্নী ছিলাম। আমাদের পতি প্রায়ই নৃপতির আদেশে দৌত্যকার্যে দেশান্তরে গমন করিতেন। তাঁহার প্রবাসকালে আমি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ না করিয়া অন্য পুরুষসঙ্গমে তাহাদের প্রাপ্য আনন্দ প্রদান করিতাম। কারণ ইন্দ্রিয়াদির সংযত সম্ভোগ শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেই নিমিত্ত এই জন্মে আমি জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু ঐ কুক্কুরী পূর্বজন্মে তাহার চরিত্ররক্ষায় মনঃসন্নিবেশ করায় এই জন্মে কুক্কুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যদিও তাহার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ আছে।' (১২৪-১৩৫)

দেবস্মিতা মনে মনে চিন্তা করিল, 'ইহা দেখিতেছি ধর্মের অভিনব ব্যাখ্যা। এই ধূর্তা আমার জন্য নিশ্চয়ই কোন ফাঁদ পাতিয়াছে।' সে তাহাকে বলিল, 'ভগবতি, এতকাল পর্যন্ত আমি এই কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম না। আপনি আমাকে কোন সৌম্যকান্তি পুরুষের সহিত সংযোগ সাধন করিয়া দিন।' এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রব্রাজিকা

বলিল, 'এই স্থানে দেশান্তর হইতে কয়েকটি তরুণ বণিক আগমন করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে তোমার নিকট আনয়ন করিব।' এই কথা বলিয়া প্রব্রাজিকা হৃষ্টচিত্তে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল এবং দেবস্মিতা তাহার পরিচারিকাদিগকে নিজেই বলিল, 'নিশ্চয়ই ঐ পাপাত্মারা আমার স্বামীর হস্তে অম্লান পদ্ম দেখিতে পাইয়াছে এবং তিনি যখন কোন সময়ে আসবপানে রত ছিলেন তখন ঔৎসুক্যবশতঃ পদ্মের বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলে তিনি ইহাদের কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া সমস্ত বলিয়াছেন এবং উহারা সেই দ্বীপ হইতে আমাকে প্রলোভিত করিয়া নষ্ট করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছে। আর ঐ পাপীয়সী প্রব্রাজিকাকে উহারা এই কার্যে নিযুক্ত করিয়াছে। সুতরাং ধুতুরামিশ্রিত করিয়া মদ্য আনয়ন কর এবং যত শীঘ্র পার সঙ্গে সঙ্গে একটি লৌহনির্মিত কুক্কুরের পদও প্রস্তুত রাখিও। (১৩৬-১৪২)

দেবস্মিতা কর্তৃক আদিষ্টা হইয়া চেটিকারা অবিকল তাহাই করিল এবং তাহাদের একজন স্বামিনীর ন্যায় পরিচ্ছদে ভূষিত হইল। সেই চারিজন বণিক প্রত্যেকেই 'আমি সর্বাগ্রে যাইব' এই কথা বলিলে প্রব্রাজিকা তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে তাহার সঙ্গে লইল এবং তাহাকে শিষ্যার বেশে সজ্জিত করিয়া সন্ধ্যাকালে দেবস্মিতার গৃহে রাখিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইল। তখন দেবস্মিতার বেশে সজ্জিতা চেটিকাটি তরুণ বণিকটিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া অতিশয় ভদ্রভাবে তাহাকে ধুতুরামিশ্রিত মদ্য পান করাইল। নিজেরই অভব্যতার ন্যায় সেই আসব তাহার চেতনা লুপ্ত করিলে, চেটি-কারা তাহার সমস্ত বস্ত্রাদিমোচন করিয়া ললাটে কুক্কুরের পদ দাগিয়া দিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় রাত্রিকালে একটি পূতিগন্ধময় অশুচি গর্তে নিক্ষেপ করিল। নিশার শেষ যামে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে সে নিজেকে স্বীয় পাপের শাস্তিস্বরূপ অবীচি নরক সদৃশ একটি গহ্বরে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাইল। তথা হইতে উত্থিত হইয়া দেহ ধৌত করিয়া সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় অঙ্গুলিদ্বারা ললাটের চিহ্ন অনুভব করিতে করিতে প্রব্রাজিকার গৃহে আগমন করিল। 'নিজেই মাত্র উপহাসাস্পদ হইব এবং আর কেহ কেন হইবে না' এই কথা মনে করিয়া সে তাহার বন্ধুদের বলিল যে পথে যাইতে যাইতে সে সর্বস্বান্ত হইয়াছে। পরদিন প্রাতঃকালে নিশাজাগরণ ও মদ্যপানের নিমিত্ত মস্তকে বেদনা বোধ করিতেছে, এই অজুহাতে সে চিহ্নিত ললাট একটি বস্ত্র-দ্বারা বেষ্টন করিল। সেইরূপ সায়াহ্নে পুনরায় দ্বিতীয় তরুণ, দেবস্মিতার গৃহে ঐরূপে প্রহৃত হইয়া নগ্নাবস্থায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল, 'আমি অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়াছিলাম এবং যখন বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলাম তখন দস্যুরা আমার সমস্ত অলঙ্কারাদি অপহরণ করিয়াছে।' প্রাতঃকালে সেও মস্তকে শূলবেদনা অনুভূত হইতেছে এই ছল করিয়া তাহার চিহ্নিত ললাট বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিল। (১৪৩-১৫৭)

এই প্রকারে ঐ চারিজন বণিকপুত্রই একে একে ললাটে চিহ্নিত ও অন্যান্য অব-

মাননাকর আচরণ প্রাপ্ত হইল এবং তাহাদের অর্থনাশও হইল। প্রব্রাজিকাও যেন অনুরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হয় এই আশা করিয়া তাহার নিকট কিছুই প্রকাশ না করিয়া তাহারা সেইস্থান ত্যাগ করিল।

পরদিবস প্রব্রাজিকা প্রতিশ্রুত কর্মসাধন করায় হৃষ্টচিত্তে শিষ্যাসহ দেবস্মিতার গৃহে আগমন করিলে দেবস্মিতা তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ তাহাকে ধুতুরামিশ্রিত মদ্যপান করাইল। প্রব্রাজিকা ও তাহার শিষ্যা মদমত্ত হইলে তাহাদের কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিয়া সেই সতী তাহাদিগকে অশুচি পঙ্কে নিক্ষেপ করিল। হয়ত ঐ তরুণ বণিকেরা তাহার স্বামীকে হত্যা করিবে এই কথা চিন্তা করিয়া সে তাহার শ্বশ্রূমাতার নিকট সমস্ত নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন, 'পুত্রি, তুমি মহৎ কার্য করিয়াছ, কিন্তু হয়তো তোমার কৃতকর্মের নিমিত্ত আমার পুত্রের কোন অমঙ্গল ঘটিতে পারে।' তখন দেবস্মিতা বলিল, 'পুরাকালে শক্তিমতী স্বীয় বুদ্ধিবলে যেরূপ ভর্তাকে রক্ষা করিয়াছিল আমিও সেইরূপ করিব।' কিরূপে শক্তিমতী তাহার স্বামীকে রক্ষা করিয়াছিল, শ্বশ্রূমাতা কর্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া দেবস্মিতা নিম্নবর্ণিত আখ্যায়িকা বিবৃত করিল।(১৫৮-১৬৪)

শক্তিমতী ও তাহার স্বামীর কাহিনী

আমাদেরই দেশে নগরের অভ্যন্তরে আমাদের পূর্বপুরুষ কর্তৃক মণিভদ্র নামক একজন পরাক্রান্ত যক্ষের মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। তথায় সকলে মনস্কামনা সিদ্ধার্থে বহুপ্রকার দ্রব্য উপহার স্বরূপ প্রদান করিত। পরস্ত্রীর সহিত কোন ব্যক্তি ধরা পড়িলে তাহাদের যক্ষের মন্দিরের গর্ভগৃহে বন্ধ করিয়া রাখা হইত। প্রাতঃকালে ঐ নারীর সহিত ঐ পুরুষকে রাজসভায় লইয়া গিয়া তাহাদের কীর্তিকলাপ প্রকাশিতকরতঃ তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করা হইত। তথায় এইরূপ প্রথাই চলিয়া আসিতেছে। একদা সমুদ্রদত্ত নামক ঐ নগরের একটি বণিক পরস্ত্রীর সহিত ধৃত হইয়া ঐ মন্দিরের গর্ভগৃহে নীত হইল এবং গর্ভগৃহের দ্বারের অর্গল দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করা হইল। অচিরাৎ এই বার্তা ঐ বণিকের শক্তিমতী নাম্নী স্বামীতে অনুরক্তা সতীসাধ্বী বুদ্ধিমতী ভার্যার কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নারী ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সখীদের সহিত পূজার অর্ঘ্য হস্তে লইয়া রাত্রিতে মন্দিরে প্রবেশ করিল। দক্ষিণার লোভে নৈবেদ্য-ভোজক পূজারী দ্বার উন্মোচনকরতঃ তাহাকে প্রবেশ করিতে দিয়া পুরাধিপকে তাহার কৃতকর্মের কথা বিজ্ঞাপিত করিল। শক্তিমতী অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া একটি স্ত্রীলোকের সহিত ম্লানবদনেস্থিত তাহার পতির সাক্ষাৎ লাভ করিল। সে নারীটিকে নিজের বস্ত্র পরিধান করাইয়া তাহাকে বহির্গত হইতে বলিলে সে নিশাকালে প্রস্থান করিল। কিন্তু শক্তিমতী স্বামীসহ সেই মন্দিরেই রহিয়া গেল। প্রাতঃকালে যখন

রাজপুরুষেরা বণিককে পরীক্ষা করিতে আসিল তখন সকলে দেখিতে পাইল যে বণিক তাহার স্বীয় ভার্যার সহিত রহিয়াছে। রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া যক্ষায়তন হইতে ঐ বণিককে মুক্তি দিলেন এবং নগরাধিপকে শাস্তি প্রদান করিলেন। বণিক যেন মৃত্যুর মুখ হইতে নিষ্কৃতি পাইল। এই প্রকারে শক্তিমতী পুরাকালে বুদ্ধিবলে তাহার স্বামীকে মুক্ত করিয়াছিল এবং আমিও তদ্রূপ প্রজ্ঞাবলে আমার স্বামীকে রক্ষা করিব। (১৬৫-১৭৮)

দেবস্মিতার কাহিনী

শ্বশ্রূমাতাকে গোপনে এই কাহিনী বলিয়া বুদ্ধিমতী দেবস্মিতা বণিকের বেশ ধারণ করিয়া তাহার চেটিকাদের সহিত একটি অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া বাণিজ্যব্যপদেশে তাহার স্বামী যেথায় অবস্থান করিতেছিলেন সেই কটাহদ্বীপে আগমন করিল। তথায় আগমনকরতঃ সে বহির্দেশে মূতিমান আশ্বাসের মূতিধারী স্বীয় পতি গুহসেনের সাক্ষাৎলাভ করিল। সে দূর হইতে দেবস্মিতাকে পুরুষবেশে দেখিয়া নয়নদ্বারা যেন তাহাকে পান করিতে লাগিল এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমার প্রিয়তমা-পত্নীর মত দেখিতে এই বণিকটি কে হইতে পারে?' তথা হইতে বহির্গত হইয়া দেবস্মিতা নৃপতির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিল যে তাহার একটি আবেদন আছে এবং নৃপতির সমস্ত প্রজাদিগকে যেন একত্রিত করা হয়। তখন পৌরবাসীরা একত্রিত হইলে রাজা উৎসুক হইয়া বণিকের ছদ্মবেশধারী ঐ রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কি আবেদন আছে?' তখন দেবস্মিতা বলিল, 'আপনাদের মধ্যে আমার চারিজন দাস আছে। তাহারা পলায়ন করিয়া এই স্থানে আসিয়াছে। রাজা তাহাদিগকে আমার হস্তে প্রত্যর্পণ করিবেন।' তখন রাজা তাহাকে বলিলেন, 'আমার সমস্ত পৌরজনেরা এখানে উপস্থিত আছে, তুমি প্রতিটি ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ করিয়া তোমার কিঙ্করদের চিনিয়া বাহির কর।' তখন সে স্বগৃহে অপমানিত মস্তকে পট্ট-বন্ধনীসমেত চারিজন তরুণ বণিককে ধৃত করিলে তথায় উপস্থিত বণিকেরা ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে বলিল, 'ইহারা সম্মানিত বণিকদিগের পুত্র, ইহারা তোমার দাস হইবে কেন?' তখন সে উত্তর করিল, 'যদি আমার বাক্যে প্রত্যয় না হয় তবে উঁহাদের ললাট পরীক্ষা করিয়া দেখুন। আমি উঁহাদের ললাটে কুক্কুরপদের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছি।' তাহারা সম্মত হইয়া ঐ চারিজনের পট্টবন্ধন উন্মোচন করিয়া তাহাদের কপালে কুক্কুরের পদ চিহ্নিত দেখিয়া সমস্ত বণিকেরা লজ্জিত হইল এবং নৃপতি স্বয়ং আশ্চর্যান্বিত হইয়া দেবস্মিতার নিকট ইহার অর্থ কি জানিতে চাহিলেন। তখন দেবস্মিতা সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করিলে তথায় সমবেত ব্যক্তিরা উচ্চরবে হাস্য করিয়া উঠিল এবং রাজা ঐ মহিলাকে বলিলেন, 'উঁহারা সর্বতোভাবে তোমার দাস।'

তখন অন্যান্য বণিকেরা উহাদের মুক্তিপণস্বরূপ ঐ মহিলাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিল এবং রাজকোষে তাহাদের দণ্ডমুদ্রাও অর্পণ করিল। দেবস্মিতা সমস্ত সুজন কর্তৃক সম্মানিত হইয়া ঐ অর্থগ্রহণকরতঃ স্বীয় পতিকে সঙ্গে লইয়া স্বনগরী তাম্রলিপ্তিতে প্রত্যাবর্তন করিল এবং পরবর্তীকালে আর কখনও তাহার স্বামীর সহিত বিচ্ছেদ হয় নাই।

অতএব হে রাজ্ঞি! সদ্বংশজাতা রমণীরা শুদ্ধ চিত্তে তাহাদের পতির পূজা করে এবং অন্য কোন পুরুষের কথা চিন্তা করে না, কারণ সাধ্বী পত্নীর নিকট পতি পরম দেবতা। —বসন্তকের মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া বাসবদত্তার মনে সদ্য পিতৃগৃহত্যাগজনিত লজ্জা আর রহিল না এবং তাহার হৃদয়, যাহা পূর্বেই গভীর প্রেমের বন্ধনে স্বামীর সহিত যুক্ত ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে পতির সেবায় রত রহিল। (১৭৯-১৯৬)

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথামুখ লম্বকের
পঞ্চম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—১৯৬
ক্রমিক সংখ্যা—১৬০৫

ষষ্ঠ তরঙ্গ

বৎসরাজ যখন বিন্ধ্যারণ্যে বাস করিতেছিলেন তখন নৃপতি চণ্ডমহাসেনের প্রতিহার তাহার নিকট আগমন করিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "নৃপতি চণ্ডমহাসেন আপনাকে এই বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন, 'তুমি স্বয়ং বাসবদত্তাকে হরণ করিয়া উপযুক্ত কার্যই করিয়াছ, কারণ ঐ নিমিত্তই আমি তোমাকে আমার নিকট আনয়ন করিয়াছিলাম। বন্দী অবস্থায় আমি স্বয়ং তোমার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করি নাই, কারণ আমার ভয় হইয়াছিল তুমি হয়ত আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছে। এখন রাজন্, তোমাকে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে বলিতেছি, কারণ বিধিমতভাবে যেন আমার কন্যার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আমার পুত্র গোপালক সত্বর তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবিধি তাহার ভগিনীর বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিবে।" প্রতিহার বৎসরাজের নিকট এই বার্তাই আনয়ন করিয়াছিল এবং সে বাসবদত্তার সহিত নানা বিষয়ের আলোচনাও করিল।

হৃষ্ট বৎসরাজ উৎফুল্ল বাসবদত্তার সহিত কৌশাম্বী গমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি মিত্র পুলিন্দক ও শ্বশুর প্রেরিত প্রতিহারকে তাহারা যেস্থানে ছিল তথায় গোপালকের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষাকরতঃ অতঃপর তাহাকে লইয়া কৌশাম্বীতে আগমন করিতে বলিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে রাজ্ঞী বাসবদত্তার সহিত তিনি স্বীয় নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। বিন্ধ্যপর্বতের চলমান বিরাটশৃঙ্গের ন্যায় মদস্রাবী হস্তিগণ প্রীতিবশতঃ তাহার অনুগমন করিল। তুরঙ্গদিগের ক্ষুরাঘাতে উত্থিত এবং সৈন্যদিগের পদাঘাতজনিত শব্দদ্বারা পৃথিবী যেন রাজকীয় বন্দীদিগের স্তুতিকেও অতিক্রম করিল। সেনানী গমনজনিত ঊর্ধ্বে নভোদেশে উত্থিত ধূলি পক্ষবিশিষ্ট পর্বতদিগের ক্রীড়াসম্ভূত মনে করিয়া ইন্দ্র শঙ্কিত হইলেন। (১-১৩)

অতঃপর দুই তিনদিনের মধ্যেই একরাত্র রুমণ্বতের প্রাসাদে বিশ্রাম করিয়া পরের দিন দীর্ঘ অনপস্থিতির পর প্রিয়তমার সহিত কৌশাম্বীতে প্রবেশ করিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন। উন্মুক্ত পৌরবাসীগণ উৎসুকচিত্তে তাঁহার পথের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধকরতঃ তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর পতির আগমনে প্রিয়া যেরূপ শুচি স্নানান্তে বেশভূষা পরিধান করিতে আরম্ভ করে পুরনারীগণের আচরণে নগরীর অবস্থাও তদ্রূপ হইল। শিখিগণ যেরূপ সবিদ্যুৎমেঘ দর্শনে উৎফুল্ল হয়, বিগতশোক পুরবাসিগণেও সস্ত্রার্যা বৎসরাজকে দর্শন করিয়া আনন্দাপ্লুত হইল। পুরস্ত্রীগণ হর্ম্যোপরিদণ্ডায়মান হইলে তাহাদের আননরাজি ব্যোমগঙ্গায় প্রস্ফুটিত স্বর্ণকমলের ন্যায় প্রতিভাত হইল। অতঃপর বৎসরাজ দ্বিতীয়া

রাজলক্ষ্মীস্বরূপিণী বাসবদত্তার সহিত রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলে মনে হইল রাজসেবার্থ নৃপতিগণ ও বন্দিগণের মঙ্গলগীতিতে মুখরিত হইয়া উহার যেন সদ্য নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। অনতিকাল পরেই বাসবদত্তার ভ্রাতা গোপালক পুলিন্দক ও প্রতিহারের সহিত সমুপস্থিত হইল। রাজা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন এবং বাসবদত্তা আনন্দের প্রতিমূর্তিস্বরূপ ভ্রাতাকে হর্ষোৎফুল্ললোচনে অভ্যর্থনা করিল। ভ্রাতার দিকে দৃষ্টিপাত করায় লজ্জায় তাহার নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়াছিল কিন্তু ভ্রাতাপ্রমুখাৎ পিতার বার্তা শ্রবণে উৎসাহিত হইয়া তাহার মনে হইল যেন স্বজনের সহিত পুনর্মিলনে সে তাহার জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছে। (১৪-২৫)

পরদিবসে ব্যগ্র গোপালক বৎসরাজের সহিত বাসবদত্তার বিবাহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন করিল। অতঃপর বৎসরাজ রতিবল্লরীতে সদ্য পল্লবাঙ্কুরের ন্যায় বাসবদত্তার হস্ত গ্রহণ করিলে সেও প্রিয়তমের করস্পর্শজনিত সুখে নয়ন নিমীলিত করিল। তাহার সর্বাঙ্গ কম্পিত, স্বেদাক্ত ও রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, মনে হইল যেন পুষ্পধন্বা বায়ু ও বরুণের শায়কদ্বারা তাহাকে নিরন্তর বিদ্ধ করিতেছেন। অগ্নিকে দক্ষিণে রাখিয়া সে যখন ধূমান্বিত অশ্রুলোচনে প্রদক্ষিণ করিতেছিল তখন বোধ হইল যেন এই প্রথম মধু ও আসবের মাধুর্য আস্বাদন করিতেছে। তখন গোপালক আনীত রত্ন ও অন্যান্য-ভূপতিদিগের প্রদত্ত উপহারদ্বারা ভূষিত হইলে বৎসরাজ প্রকৃতই রাজরাজেন্দ্র রূপ ধারণ করিলেন।

বিবাহান্তে বধূ ও বর প্রথমতঃ সমাগত জনগণকে দর্শন প্রদান করিয়া অতঃপর তাহাদের স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই শুভ দিবসে বৎসরাজ গোপালক ও পুলিন্দককে সম্মানপূর্বক পট্টবন্ধনাদি উপহার প্রদান করিলেন এবং যৌগন্ধরায়ণ ও রুমণ্বতকে তদ্দর্শনে সমাগত নৃপতিবর্গ ও পৌরজনদের যথাযোগ্য সম্মানিত করিতে আদেশ করিলেন। তখন যৌগন্ধরায়ণ রুমণ্বতকে বলিল, —'রাজা, আমাদিগকে একটি কঠিন কার্যে নিযুক্ত করিলেন। কারণ, মানবমনের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করা দুরূহ ব্যাপার। তুষ্ট না হইলে রুষ্ট বালকও উৎপাত করিতে পারে। বন্ধো, এই প্রসঙ্গে বালক বিনষ্টকের কাহিনী শ্রবণ কর—(২৬-৩৬)

চতুর বিকৃতাঙ্গ বালকের কাহিনী

পুরাকালে রুদ্রশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। গৃহস্থাশ্রমে তাহার দুই পত্নী ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে বিপ্র পুত্রটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার বিমাতার উপর অর্পণ করিল। সে বড় হইলে বিমাতা তাহাকে জঘন্য খাদ্য ভোজন করাইত এবং তাহার ফলে বালকটি মলিন ও স্ফীতোদর হইল। তখন ব্রাহ্মণ তাহার দ্বিতীয়া পত্নীকে বলিল, 'আমার এই মাতৃহীন বালকটিকে

তুমি কেন অযত্ন করিয়াছ?' তখন সে পতিকে বলিল, 'আমার প্রভূত সস্নেহ যত্ন সত্ত্বেও তুমি যেমনটি দেখিতেছ সেইরূপ হইয়াছে, উহাকে লইয়া আমি কি করিতে পারি?' তৎশ্রবণে ব্রাহ্মণ চিন্তা করিল, 'ইহার গঠনই নিশ্চয়ই ঐ প্রকার।' স্ত্রীলোকদিগের মিথ্যা সরল বাক্য কে অবিশ্বাস করিতে পারে?' বিকৃতাঙ্গ হওয়াতে পিতৃগৃহে বালকের 'বালবিনষ্টক' নাম প্রদত্ত হইল।

তখন বালবিনষ্টক চিন্তা করিল, 'আমার এই বিমাতা সর্বদা আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করে সুতরাং কোনপ্রকারে উহার উপর প্রতিশোধ লইতে হইবে।' পঞ্চবর্ষ বয়স্ক হইলেও বালকটি বেশ বুদ্ধিমান ছিল। একদিন পিতা রাজসভা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে সে অর্ধস্ফুট বাক্যে বলিল, 'তাত, আমার দুইটি পিতা আছে।'

বালকটি এইরূপ বলাতে তাহার স্ত্রীর নিশ্চয়ই কোন উপপতি আছে সন্দেহ করিয়া সে ভার্যাকে স্পর্শও করিত না। অন্যদিকে পত্নী মনে করিত, 'আমি ত কোন পাপ-কার্য করি নাই তথাপি পতি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন কেন? বালবিনষ্টক কোন দুষ্কার্য করে নাই ত?' সুতরাং বালবিনষ্টককে সযত্নে স্নান করাইয়া তাহাকে উত্তম খাদ্য প্রদান করিয়া স্বীয় অঙ্কে স্থাপনকরতঃ জিজ্ঞাসা করিল, 'বৎস আমার বিরুদ্ধে তোমার পিতা রুদ্রশর্মাকে কেন কুপিত করিয়াছ?' তখন সে বিমাতাকে বলিল, 'যদি অবিলম্বে আমার প্রতি দুর্ব্যবহার পরিত্যাগ না কর তবে আমি তোমার আরও অপকার করিব। নিজের সন্তানদের ত খুবই যত্ন কর, কিন্তু আমাকে সতত ক্লেশ প্রদান কর কেন?'

এই কথা শ্রবণ করিয়া সে বালকের নিকট নতিস্বীকারকরতঃ শপথ করিয়া বলিল, 'আমি আর ঐপ্রকার দুর্ব্যবহার করিব না, পতির সহিত আমার মিলন ঘটাইয়া দাও।' তখন বালক বলিল, 'পিতা গৃহে আগমন করিলে তোমার কোনও পরিচারিকা-কে তাহাকে একটি দর্পণ দেখাইতে বলিবে। বাকিটা আমার উপর ছাড়িয়া দাও।' বিমাতা, 'তাহাই করিব', এই কথা বলিয়া পতি গৃহে আগমন করা মাত্র একটি পরি-চারিকা পত্নীর আদেশ মত রুদ্রশর্মাকে একখানি দর্পণ দেখাইল। (৩৭-৫৪)

তখন দর্পণে পিতার প্রতিবিম্ব দেখাইয়া বালক বলিল, 'ঐ যে আমার দ্বিতীয় পিতা'। রুদ্রশর্মা এই কথা শ্রবণ করিয়া সন্দেহ পরিত্যাগপূর্বক যে পত্নীর প্রতি বিনাদোষে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, পুনরায় তাহার প্রতি প্রসন্ন হইল।

এই প্রকারে বিরক্ত হইলে বালকও দুষ্কর্ম করিতে পারে। সুতরাং সাবধানতা সহকারে এইসকল পরিকরদের মনোরঞ্জন করিতে হইবে।" —এইকথা বলিয়া যৌগন্ধরায়ণ রুমন্বতের সহায়তায় বৎসরাজের মহোৎসবের দিন সকলকে সম্মানিত করিয়াছিল। তাহারা সমাগত নৃপতিদের এইরূপ সফলতার সহিত তুষ্টিবিধান করিয়াছিল যে প্রত্যেকেই মনে করিল যে 'এই দুইজন আমাতেই অনুরক্ত।' বৎসরাজ

তাহার দুই সচিব ও বসন্তককে নিজ হস্তে বস্ত্রাদি, অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারাদি প্রদান করিলেন এবং তাহাদের গ্রামদানও করিলেন। তখন বৎসরাজ বিবাহোৎসবান্তে মনে করিলেন যে বাসবদত্তার সহিত মিলনে তাহার সমস্ত বাঞ্ছাপূরণ হইয়াছে।(৫৫-৬১) অনেক আশার পর তাহাদের পরস্পরের গভীর প্রেম মুকুলিত হওয়ায় নিশান্তে ক্লিষ্ট চকোর চকোরীর মিলনের ন্যায় মনে হইত এবং সেই যুগল যতই পরস্পরের নিকট আসিতে লাগিল তাহাদের প্রেম ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অতঃপর পিত্রাদেশে শীঘ্রই বিবাহ করিতে হইবে বলিয়া গোপালক উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবর্তন করিল। বৎসরাজ তাহাকে অনুরোধ করিলেন সে যেন সত্বরই পুনরায় কৌশাম্বীতে আগমন করে।

কালক্রমে বৎসরাজ অবিশ্বাসের কার্য করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্বপরিচিত অন্তঃপুরে বিরচিতা নাম্নী দাসীর সহিত গোপনে প্রেম করিতে লাগিলেন। একদিন ভ্রমবশতঃ মহিষীকে বিরচিতা বলিয়া আহ্বান করিলে তাঁহাকে মহিষীর পদপ্রান্তে পতিত হইতে হইয়াছিল এবং রাজ্ঞী স্বীয় অশ্রুধারে তাহার অভিষেক সম্পন্ন করিয়াছিলেন। উপরন্তু গোপালক কর্তৃক ভুজবলে ধৃত এবং রাজ্ঞীর নিকট উপহারস্বরূপ প্রেরিত রূপ-সমুদ্র হইতে উত্থিত দ্বিতীয় লক্ষ্মীরন্যায় বন্ধুমতী নাম্নী এক রাজকন্যাকে তিনি বিবাহ করিলেন। রাজ্ঞী তাহাকে মঞ্জুলিকা নাম প্রদান করিয়া গোপনে লুক্কায়িত রাখিয়া-ছিলেন। একদিন নৃপতি যখন বসন্তকের সহিত বিহার করিতেছিলেন সেই রাজ-কুমারী তাহার নয়নপথে পতিত হইয়াছিল এবং রাজা তাহাকে উদ্যানলতাগৃহে গান্ধর্ব-মতে বিবাহ করিয়াছিলেন। বাসবদত্তা লুক্কায়িত থাকিয়া গোপনে তাহা দর্শন করিয়া বসন্তককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিলেন। নৃপতি রাজ্ঞীর পিতৃগৃহ হইতে আগতা তাহার বান্ধবী সংকৃত্যাননী নামিকা এক প্রব্রাজিকার শরণাপন্ন হইলেন। তিনি রাজ্ঞীর কোপ সংবরণ করাইতে সমর্থ হইলেন এবং সাধ্বী নারীর হৃদয় কোমল বিধায় রাজ্ঞী তাহার আদেশ পালন করিয়া বন্ধুমতীকে নৃপতির হস্তে সমর্পণ করিল এবং বসন্তকও কারামুক্ত হইল। সে রাজ্ঞীর নিকট আগমন করিয়া তাহাকে সহাস্যে বলিল, 'বন্ধুমতী আপনার অপকার করিয়াছিল কিন্তু আমি আপনার নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলাম? আপনি বিষধর সর্পের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া জলের ঢোঁড়া সাপ বধ করিতেছেন।' রাজ্ঞী এই তুলনার তাৎপর্য জানিতে চাহিলে বসন্তক বলিল,—(৬২-৭৫)

রুরুর কাহিনী

পুরাকালে রুরু নামক এক ঋষিপুত্র যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে এক বিদ্যাধর কর্তৃক মেনকায় উপজাতা এবং স্থূলকেশ মুনির স্বকীয় আশ্রমে প্রতিপালিতা অতীব প্রিয়দর্শনা প্রমদ্বরা নাম্নী একটি অপ্সরা কন্যা দেখিতে পাইল। সে মুনিপুত্রের হৃদয় এরূপভাবে হরণ করিয়াছিল যে সে স্থূলকেশের নিকট গমন করিয়া সেই অপ্সরা কন্যাকে

বিবাহার্থ যাঞ্চা করিল। স্থূলকেশ তদনুরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল। এবং বিবাহের দিন নিকটবর্তী হইলে আচম্বিতে একটি বিষধর সর্প প্রমদ্বরাকে দংশন করিল। রুরুর হৃদয় হতাশায় ব্যাকুল হইলে সে একটি আকাশবাণী শ্রবণ করিল, 'হে বিপ্র, ইহার আয়ুষ্কাল নিঃশেষিত হইয়াছে সুতরাং তোমার আয়ুর অর্দ্ধাংশ দ্বারা ইহাকে জীবিত কর।' রুরু তদনুরূপ করিলে সে জীবিতা হইল এবং রুরু তাহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইল। তখন হইতে সর্প দেখিবামাত্রই, 'হয়ত এই ভুজঙ্গটি আমার প্রিয়াকে দংশন করিয়াছিল,—ইহা মনে করিয়া প্রত্যেকটি সর্পকে সে বধ করিত। একদিন একটি জলজ ঢোঁড়া সাপকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে সেই সর্পটি মনুষ্যের ভাষায় বলিল, 'হে বিপ্র, তুমি বিষাক্ত সর্পের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছ, জলজ ঢোঁড়া সাপ হত্যা করিবে কেন? যে বিষাক্ত সর্প তোমার ভার্যাকে দংশন করিয়াছিল তাহার জাত ভিন্ন। ঢোঁড়াসাপ নির্বিষ।' ইহা শ্রবণ করিয়া ঢোঁড়াসাপটিকে প্রত্যুত্তরে সে বলিল, 'বন্ধো, তুমি কে?' ঢোঁড়া সাপটি বলিল, 'বিপ্র আমি একজন ঋষি, অভিশপ্ত হইয়া আমার এই অধঃপতন হইয়াছে এবং এইরূপ বিধান ছিল যে তোমার সহিত কথা না বলা পর্যন্ত আমার শাপমুক্তি হইবে না।' এই কথা বলিয়া সে অন্তর্হিত হইল এবং রুরুও তদবধি আর ঢোঁড়াসাপ হত্যা করিত না।

হে রাজ্ঞি, এই নিমিত্তই আমি উপমাচ্ছলে আপনাকে বলিয়াছিলাম, 'আপনি বিষধর সর্পের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ঢোঁড়াসাপ হত্যা করিতেছেন।' সহাস্যে এইকথা বলিয়া বসন্তক বিরত হইলে পতিপার্শ্বে উপবিষ্টা বাসবদত্তা তাহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। বসন্তক সুকৌশলে এইরূপ অতিমধুর কাহিনী বলিত এবং বৎসরাজ উদয়ন তাহার সুযোগ লইয়া বাসবদত্তার পদতলে বসিয়া ক্রুদ্ধা ভার্যার ক্রোধ শান্ত করিত। সেই সুখী নৃপতির রসনা সতত মদিরা আস্বাদনে নিযুক্ত থাকিত। তাহার কর্ণে সর্বদা মধুর বীণাধ্বনি নিনাদিত হইত এবং তাহার নয়ন অনবরত প্রিয়তমার আননে আবদ্ধ থাকিত। (৭৬-৯০)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথামুখ লম্বকের
ষষ্ঠ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—৯০
ক্রমিক সংখ্যা—১৬৯৫

ইতি কথামুখ নামক দ্বিতীয় লম্বক সমাপ্ত।

তৃতীয় লম্বক—লাবাণক

মন্দার পর্বত কর্তৃক মন্থনে সমুদ্র হইতে যেরূপ অমৃতের উৎপত্তি হইয়াছিল, এই সুধারস নিষিক্ত কাহিনীও তদ্রূপ হিমালয় দুহিতার প্রেমে আলোড়িত হইয়া পুরাকালে হরমুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। যাহারা এই অমৃতকাহিনী পান করে, মহাদেবের প্রসাদে তাহাদের সমস্ত বিঘ্ন নাশ হইয়া ঐশ্বর্যলাভ হয় এবং ভূতলে জীবিতাবস্থায় তাহারা উচ্চ অমর পদ লাভ করে।

প্রথম তরঙ্গ

নির্বিঘ্নে বিশ্বনির্মাণ কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত যাহার প্রসাদ স্বয়ং বিধাতা বাঞ্ছা করেন বলিয়া আমার মনে হয় সেই বিঘ্নজিৎকে প্রণাম করি।

প্রিয়া কর্তৃক আলিঙ্গনাবদ্ধ শঙ্কর যাহার আজ্ঞায় সতত কম্পিত, সেই পঞ্চশর ভুবনজয় করুন।

সেই বৎসেশ বাসবদত্তাকে পাইয়া ক্রমে ক্রমে একান্তে তাহার সঙ্গসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। তাহার প্রধানমন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ এবং সেনাপতি রুমণ্বৎ দিবানিশি রাজ্য-ভার বহন করিতে লাগিল। একদা মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ রাত্রিবেলায় রুমণ্বৎকে স্বীয় গৃহে আনিয়া তাহাকে বলিল, 'বৎসাধিপতি পাণ্ডুবংশসম্ভূত এবং উত্তরাধিকারীসূত্রে সমস্ত মেদিনীর এবং হস্তীর নামে পরিচিত নগরীর অধিপতি হইয়াছেন। দিগ্বিজয়ের বাঞ্ছাশূন্য হইয়া তিনি এই সমস্তও ত্যাগ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি তাহার রাজত্ব এই ক্ষুদ্রমণ্ডলেই আবদ্ধ। রাজ্যচিন্তার ভার আমাদের উপর ছাড়িয়া দিয়া তিনি নারী, মদিরা এবং মৃগয়াতে মত্ত হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং বুদ্ধিদ্বারা আমরা এইরূপ ব্যবস্থা করিব যাহাতে উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্তব্য সমস্ত পৃথিবী ক্রমে ক্রমে তাহার অধিকারে আসে। এইরূপ করিতে পারিলে আমাদের মন্ত্রীজনোচিত-কার্য করা হইবে, কারণ বুদ্ধিদ্বারাই যে সব করা যায় তাহার প্রমাণস্বরূপ এই কাহিনীটি শ্রবণ কর। (১-১০)

বুদ্ধিমান বৈদ্যের কাহিনী

পুরাকালে মহাসেন নামক এক ভূপতি ছিল। সে তাহা হইতেও বলশালী এক প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। রাজার মন্ত্রীরা যুক্তি করিয়া রাজ্যের ধ্বংস যাহাতে না হয় সেইজন্য মহাসেনকে শত্রুকে কর প্রদান করিতে সম্মত করাইল। কর প্রদান করিয়া সেই গর্বিত নৃপতি চিন্তা করিতে লাগিল, "কেন আমি শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করিলাম"। চিন্তায় চিন্তায় তাহার নাড়ীতে একটি বিস্ফোটকের উৎপত্তি হইল।

অত্যন্ত দুঃখে ও বিস্ফোটকের যন্ত্রণায় সে মরণোন্মুখ হইল। তখন একজন প্রাজ্ঞ বৈদ্য ঔষধপ্রয়োগে বিস্ফোটক আরাম করা যাইবে না দেখিয়া মিথ্যামিথ্যি রাজাকে বলিল, "রাজন্, আপনার ভার্যার মৃত্যু হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া রাজা সহসা ভূতলে পতিত হইল এবং তাহার প্রবল শোকাবেগের নিমিত্ত বিস্ফোটকটি স্বয়ং বিদারিত হইল। রোগমুক্ত হইয়া রাজা বহুকাল পর্যন্ত রাজ্ঞীর সঙ্গসুখ উপভোগ করিল এবং শত্রুদিগকেও পরাজিত করিল।

সেই চিকিৎসক বুদ্ধিবলে যেরূপ রাজার উপকার করিয়াছিল, আইস, আমরাও তদ্রূপ সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব অর্জন করিয়া রাজার জন্য একটি সৎকাজ করি। এই কার্যে মগধরাজ প্রদ্যোৎতই আমাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে কারণ সেই শত্রু পশ্চাতে থাকিয়া শুধু পশ্চাদ্দেশই আক্রমণ করিবে। অতএব সেই নৃপতির নিকট আমরা আমাদের রাজার জন্য তাহার কন্যারত্ন রাজকুমারী পদ্মাবতীকে প্রার্থনা করি। বুদ্ধিবলে কোথাও বাসবদত্তাকে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার গৃহে অগ্নিসংযোগকরতঃ সর্বত্র প্রচার করিয়া দিব যে রাজ্ঞী অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। অন্যথা মগধরাজ তাহার কন্যাকে আমাদের রাজাকে প্রদান করিবে না, কারণ পূর্বে আমি তাহাকে এইরূপ অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "বৎসরাজ স্বীয় পত্নী বাসবদত্তাকে অতিমাত্রায় ভালবাসেন, সেইজন্য আমি তাহার হস্তে আমার প্রাণাধিক কন্যাকে সমর্পণ করিব না।" উপরন্তু রাজ্ঞী যতকাল জীবিত থাকিবেন বৎসরাজ আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না, কিন্তু রাজ্ঞী অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত হইয়াছেন, এই গুজব যদি রটিয়া যায় তবে আমাদের কার্যসিদ্ধি হইবে। পদ্মাবতীকে লাভ করিলে আমরা মগধরাজের বৈবাহিকসূত্রে আত্মীয় হইব এবং তিনি আমাদিগকে পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণ করিবেন না বরং আমাদের মিত্র হইবেন। তখন আমরা পূর্বদেশ জয় করিতে বহির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে অন্যান্য রাজ্যও জয় করিয়া বৎসরাজের আয়ত্তে সমস্ত পৃথিবীই আনয়ন করিতে সমর্থ হইব। আমাদের একটু চেষ্টা করিতে হইবে। বহুপূর্বে এই প্রকার একটি দৈববাণী হইয়াছিল।" মন্ত্রীবর যৌগান্ধরায়ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রুমণ্বতের আশঙ্কা হইল যে এই কৌশল সফল হইবে না এবং সে তাহাকে বলিল, "পদ্মাবতী লাভের নিমিত্ত এই কৌশল আমাদের উভয়ের ধ্বংসের কারণ হইতে পারে, ইহার প্রমাণস্বরূপ একটি কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ কর। (১১-২৯)

ভণ্ড সন্ন্যাসীর কথা

জাহ্নবীতীরে মাকন্দিকা নাম্নী নগরী আছে। তথায় পুরাকালে একজন মৌনব্রতধারী ভিক্ষোপজীবী সন্ন্যাসী স্বীয় অনুরূপ ভিক্ষুদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া একটি মঠাভ্যন্তরে বিহারে অবস্থিতি করিত। একদা ভিক্ষার্থে কো[illegible] বণিক গৃহে প্রবেশ করিলে ভিক্ষা

প্রদানার্থ একটি কুমারী কন্যা বহির্গত হইলে সে তাহার অপূর্বরূপে কামপীড়িত হইয়া 'হায়! কি কষ্ট!' বলিয়া চিৎকার করিলে তাহা বণিকের কর্ণগোচর হইল। ভিক্ষাগ্রহণান্তর স্বালয়ে প্রত্যাবর্তন করিলে বিস্ময়ান্বিত বণিক তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি অদ্য আপনার মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া এইরূপ কথা বলিলেন কেন?" তাহা শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসী বলিল, "তোমার ঐ কন্যার অনেক অশুভ লক্ষণ আছে। এই কন্যা বিবাহ করিলে, তুমি, তোমার পত্নী, তোমার পুত্রগণ, তোমরা সকলেই নিঃসংশয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তুমি, আমার ভক্ত বলিয়া উহাকে দর্শনমাত্রই তোমার জন্যই আমার মৌনভঙ্গ করিয়া ঐ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলাম। সুতরাং রাত্রিকালে তোমার ঐ দুহিতাকে একটি মঞ্জুষার অভ্যন্তরে ন্যস্ত করতঃ তাহার উপরিভাগে একটি প্রদীপ রাখিয়া সেই মঞ্জুষাটি গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিও।" 'আমি তাহাই করিব,' এই কথা বলিয়া বণিক প্রস্থান করিল এবং রাত্রিবেলায় শংকিতচিত্তে কথামত তদ্রূপ কার্য করিল। ভীরুরা চিন্তাশক্তিহীন। এদিকে সন্ন্যাসী তাহার শিষ্যদের বলিল, "গঙ্গাতীরে গমন কর। যখন একটি দীপসম্বলিত মঞ্জুষা ভাসিয়া আসিতেছে দেখিতে পাইবে তখন তাহা গোপনে এই স্থানে আনয়ন করিবে। মঞ্জুষার অভ্যন্তরে কোন শব্দ শুনিতে পাইলেও উহা উন্মুক্ত করিও না।" 'আমরা তাহাই করিব' এই কথা বলিয়া শিষ্যেরা অন্তর্ধান করিল। আশ্চর্যের বিষয়, তাহারা গঙ্গাতটে উপস্থিত হইবার পূর্বেই একজন রাজপুত্র স্নানার্থ তথায় আগমন করিয়াছিল। বণিক কর্তৃক নিক্ষিপ্ত মঞ্জুষাটি তদুপরিস্থিত দীপালোকে দেখিতে পাইয়া সে পরিচারকদের উহা আনয়ন করিতে প্রেরণ করিল এবং ঔৎসুক্যবশতঃ উহা উদ্ঘাটিত করিয়া একটি হৃদয়োন্মাদকারিণী কন্যাকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করিল (৩০-৪৪)। মঞ্জুষার অভ্যন্তরে একটি দুর্দান্ত বানর স্থাপন করিয়া উপরিভাগে প্রদীপ স্থাপিত করিয়া পূর্বের ন্যায় আবার উহাকে গঙ্গায় ভাসাইয়া দিল। সেই কন্যারত্নকে লইয়া রাজকুমার প্রস্থান করিলে পর সন্ন্যাসীর শিষ্যেরা অন্বেষণ করিতে করিতে ঐ মঞ্জুষাটি দর্শনমাত্রই উহা সন্ন্যাসীর নিকট আনয়ন করিল। হৃষ্টচিত্তে সন্ন্যাসী তাহাদিগকে বলিল, "আমি ইহা উপরে লইয়া একাকী মন্ত্রাদিদ্বারা পূত করিব, তোমরা তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া নীরবে এই নিম্নতলেই শয়নকরতঃ নিশিযাপন কর।" এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী মঠের উপরিতলে মঞ্জুষাটি আনয়নকরতঃ বণিকদুহিতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উহা উন্মাটিত করিলে তাহার দুর্নীতির দেহধারী-প্রতিমূর্তিস্বরূপ একটি ঘোরাকৃতি বানর বহির্গত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। ক্রুদ্ধ বানর দক্ষ ঘাতকের ন্যায় দন্তদ্বারা দুষ্ট সন্ন্যাসীর নাসিকাকর্তন এবং নখদ্বারা তাহার কর্ণচ্ছেদন করিলে সে দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া নিম্নে আগমন করিল এবং তাহার অবস্থা দেখিয়া শিষ্যেরা

অতিকষ্টে হাস্য সংবরণ করিল। পরদিবস প্রাতঃকালে ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সকলে হাস্য করিল। বণিক অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং তাহার কন্যাও উত্তম পতিলাভ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইল। আমাদের কৌশলসিদ্ধ না হইলে আমরাও হয়ত সন্ন্যাসীর ন্যায় উপহাসাস্পদ হইব। বাসবদত্তার সহিত রাজার বিচ্ছেদ হইলে নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হইবে।" রুমণ্বতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যৌগান্ধরায়ণ উত্তর করিল, "কার্যসিদ্ধির আর কোন উপায়ই দেখি না। যদি এই কার্য সম্পাদন না করা যায় তবে ব্যসনাসক্ত নৃপতির প্রসাদে যে স্বল্পরাজ্য আছে তাহাও আমরা হারাইব এবং ধুরন্ধর মন্ত্রী বলিয়া আমরা যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছি তাহাও কলঙ্কিত হইবে। কেহ আমাদিগকে নৃপতির অনুরক্ত বলিয়া মনে করিবে না। যখন নৃপতি স্বয়ং নিজের উপর নির্ভর করিয়া সফলতা অর্জন করেন তখন মন্ত্রীরা রাজার প্রজ্ঞার যন্ত্রমাত্র বলিয়া বিবেচিত হন এবং রাজার সাফল্য অথবা অসাফল্যের জন্য তাহাদের কিছুই করণীয় থাকে না। কিন্তু যখন সাফল্যের জন্য রাজাকে মন্ত্রীদের উপর নির্ভর করিতে হয় তখন তাহাদের প্রজ্ঞাই সেই কার্য সম্পাদন করে সুতরাং তাহারা নিরুৎসাহ হইলে নৃপতির শ্রীবৃদ্ধির আশা জলাঞ্জলি দিতে হয়। কিন্তু যদি তুমি রাজ্ঞীর পিতা চণ্ডমহাসেনের নিমিত্ত শঙ্কিত হও তবে আমি তোমাকে বলিতেছি সেই নৃপতি, তাহার পুত্র এবং মহিষী, আমি তাহাদিগকে যাহা করিতে বলিব তাহারা তাহাই করিবেন।" প্রাজ্ঞদিগের মধ্যে প্রাজ্ঞতম যৌগান্ধরায়ণ এই কথা বলিলে কোনও প্রকার প্রমাদ হইতে পারে ইহা আশঙ্কা করিয়া রুমণ্বৎ পুনরায় তাহাকে বলিল, "বৎসরাজের কথা আর কি বলিব, বিবেকবান নরপতিও প্রিয়ার বিরহে অতিশয় ক্লিষ্ট হন। প্রমাণস্বরূপ আমি একটি বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর: (৪৫-৬৫)

উন্মাদিনীর কাহিনী

পুরাকালে প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ দেবসেন নামক এক নৃপতি ছিল। শ্রাবস্তীপুরী তাহার রাজধানী ছিল। সেই নগরীতে একটি বিত্তবান বণিক বাস করিত। তাহার একটি অলোকসামান্যা রূপসীকন্যার জন্ম হইল। তাহার রূপ যে দেখিত সেই উন্মাদ হইত বলিয়া তাহার নাম রাখা হইয়াছিল 'উন্মাদিনী'। তাহার বণিকপিতা চিন্তা করিল, 'নৃপতিকে না বলিয়া আমার কন্যাকে কাহাকেও সম্প্রদান করিব না কারণ ঐরূপ করিলে রাজা ক্রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে।" অতঃপর সে নৃপতি দেবসেনের নিকট গমন করিয়া তাহার নিকট নিবেদন করিল, "রাজন্, আমার একটি কন্যারত্ন আছে, আপনার উপযুক্ত মনে করিলে তাহাকে আপনি গ্রহণ করুন।" তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা বিশ্বস্ত দ্বিজদিগকে প্রেরণকরতঃ বলিলেন, "কন্যাটি সুলক্ষণা কিনা গমন করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া আইস।" "আমরা তাহাই করিব" এই বলিয়া তাহারা তথায় প্রস্থান করিল। কিন্তু

বণিকদুহিতা উন্মাদিনীকে দৃষ্টমাত্রই তাহাদের অন্তরে প্রেমের উদ্দীপনা হইল এবং তাহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। চেতনা ফিরিয়া আসিলে বিপ্রেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "এই কন্যাকে বিবাহ করিলে রাজা কেবল ইহার কথাই চিন্তা করিবেন। তিনি রাজকার্য অবহেলা করিবেন এবং সমস্ত বিনষ্ট হইবে। সুতরাং এই কন্যাদ্বারা কি হইবে?" অতএব তাহারা রাজার নিকট উপনীত হইয়া তাহাকে মিথ্যামিথ্যি বলিল, "ঐ কন্যা কুলক্ষণাক্রান্তা।" নৃপতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়াতে উন্মাদিনীর অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল এবং বণিক তাহাকে রাজার সেনাপতির হস্তে অর্পণ করিল। স্বামীগৃহে অবস্থানকালে একদা সে হর্ম্যোপরি উত্থিত হইয়া, রাজা সেই পথ দিয়া গমন করিবেন জানিতে পারিয়া তাহাকে স্বীয় রূপ প্রদর্শন করাইল। (৬৩-৭৩) কন্দর্প প্রয়োজিত ভুবনমোহনকারী ঔষধের প্রতিমূর্তিস্বরূপ সেই কন্যাকে দর্শনমাত্রই রাজা উন্মাদবৎ হইলেন। প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজা আবিষ্কার করিলেন যে এই কন্যাই পূর্বে তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। উন্মনা নৃপতি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। কন্যার স্বামী সেনাপতি নৃপতির নিকট আগমন করিয়া সেই কন্যাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রাজাকে প্রচুর অনুনয়বিনয় করিল। সে বলিল, "এই কন্যা দাসী, কাহারও ধর্মপত্নী নহে। যদি প্রয়োজন হয় আমি দেবমন্দিরে গমন করিয়া উহাকে পরিত্যাগ করিলে, প্রভো, আপনি উহাকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন।" কিন্তু রাজা তাহাকে বলিলেন, "আমি কোনমতেই পরদার গ্রহণ করিব না। আর তুমি যদি উহাকে পরিত্যাগ কর তোমার ধর্মলোপ হইবে এবং আমার হস্তে শাস্তি প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইবে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া অন্যান্য মন্ত্রীরা নীরব রহিল এবং রাজা কামজ্বরে পীড়িত হইয়া ক্রমে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে উন্মাদিনীর বিরহে দৃঢ়চেতা নৃপতি প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু বাসবদত্তার বিরহে বৎসরাজের কি দশা হইবে?" রুমন্বতের নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া যৌগন্ধরায়ণ প্রত্যুত্তরে বলিল, "রাজকার্যে যে নৃপতিদের দৃষ্টি দৃঢ়রূপে আবদ্ধ তাহারা ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ হন। রাবণবধের নিমিত্ত কৌশলে দেবতাগণ কর্তৃক নিযুক্ত রামচন্দ্র কি সীতার বিরহজনিত ক্লেশ সহ্য করে নাই?" এই কথা শ্রবণ করিয়া রুমন্বৎ প্রত্যুত্তর করিল, "রামের ন্যায় পুরুষেরা দেবতা, তাহাদের হৃদয় সব ক্লেশই সহ্য করিতে সমর্থ। কিন্তু মানুষের নিকট ইহা অসহ্য। প্রমাণস্বরূপ একটি কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ কর। (৭৪-৮৪)

বিরহবেদনায় মৃত প্রেমিকযুগলের কাহিনী

এই পৃথিবীতে বহুরত্নভূষিত মথুরানাম্নী এক মহানগরী আছে। তথায় যষ্টিক নামে এক বণিকপুত্র বাস করিত এবং তাহার একটিমাত্র প্রিয়ভার্যা ছিল। যখন সে তাহার

সহিত বাস করিতেছিল তখন বিষয়ব্যপদেশে বণিকপুত্রের দেশান্তর গমন করিবার প্রয়োজন হইল। তাহার ভার্যাও তাহার সহিত গমন করিতে ইচ্ছুক হইল, কারণ স্ত্রীলোকেরা কাহারও প্রতি অতিশয় আসক্ত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। বণিকপুত্র সাফল্যের নিমিত্ত যথাবিধি অর্চনান্তে, যদিও তাহার পত্নী যাত্রার নিমিত্ত সজ্জিত হইয়াছিল, তথাপি তাহাকে সঙ্গে না লইয়াই যাত্রা করিল। বণিকপুত্র যাত্রা করিলে সাশ্রুনয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সে প্রাঙ্গনদ্বার কবাট অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। বণিকপুত্র দৃষ্টিবহির্ভূত হইলে সে আর কষ্ট-সংবরণ করিতে পারিল না। কিন্তু ভয়ে তাহার পশ্চাদানুসরণও করিল না। এই অবস্থায় তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। এই বার্তা শ্রবণ করিবামাত্র বণিকপুত্র প্রত্যাবর্তন করিয়া বিগতজীবন ভার্যার মৃতদেহ দর্শন করিল। তাহার সুন্দর দেহ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল এবং কেশ আলুলায়িত ছিল, মনে হইল যেন সৌন্দর্যের-দেবী শ্রী সুপ্তাবস্থায় চন্দ্রমা হইতে দিবাভাগে ভূতলে পতিত হইয়াছেন। সে তাহাকে অঙ্কে লইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং শোকাগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত তাহার দেহে প্রাণ সন্ত্রস্ত হইয়া আর অবস্থান করিতে পারিল না। এইরূপে বিরহবিধুর দম্পতি প্রাণত্যাগ করিয়াছিল এবং আমাদের সাবধানে দেখিতে হইবে যে নৃপতি যেন তাহার মহিষী হইতে বিযুক্ত না হন।" এই কথা বলিয়া আশঙ্কাব্যাকুলিত চিত্তে রুমন্বৎ নীরব হইলে সেই ধৈর্যজলধিস্বরূপ ধীমান যৌগন্ধরায়ণ উত্তরে তাহাকে বলিল, "আমি সমস্ত ব্যাপারটির সুব্যবস্থা করিয়াছি, কারণ কখন কখন নৃপতিদিগের বিষয়ে এইরূপ করিতে হয়, প্রমাণস্বরূপ একটি কাহিনী বলিতেছি। (৮৫-৯৬)

পুণ্যসেনের কাহিনী

বহুপ্রাচীনকালে উজ্জয়িনীতে পুণ্যসেন নামক নরপতি বাস করিতেন এবং এক পরাক্রান্ত নৃপতি আগমনকরতঃ তাহাকে আক্রমণ করিল। তখন আক্রমণকারী রাজাকে পরাজিত করা কঠিন হইবে দেখিয়া পুণ্যসেনের প্রাজ্ঞ মন্ত্রীবর্গ একটি মিথ্যা সংবাদ সর্বত্র প্রচার করিয়া দিল যে তাহাদের রাজা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। পুণ্যসেনকে গোপনে লুক্কায়িত রাখিয়া অন্য এক ব্যক্তির মৃতদেহ রাজোচিত সমারোহে সৎকারকরতঃ একজন দূত প্রমুখাৎ শত্রু নরপতির নিকট বার্তা প্রেরণ করিল তাহারা নৃপতিহীন হওয়াতে তিনি যেন আগমনকরতঃ তাহাদের রাজা হন। শত্রু নৃপতি হৃষ্টচিত্তে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে মন্ত্রীরা সসৈন্যে তাহার স্কন্ধাবার আক্রমণ করিল। শত্রু সৈন্যেরা নিহত হইলে পুণ্যসেনের মন্ত্রীরা রাজাকে গুপ্তস্থান হইতে প্রকাশ্যে আনয়ন করিলে পুনর্বার শক্তিলাভ করিয়া তাহারা শত্রু রাজাকে নিহত করিল।

রাজকার্যে কখন কখন এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে হয় সুতরাং আইস, "মহিষী

অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত হইয়াছেন এই সংবাদ প্রচার করিয়া রাজার কার্য সম্পাদন করি।" কৃতসংকল্প যৌগন্ধরায়ণের নিকট হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া রুমন্বৎ বলিল, "এইরূপ যদি করিতে হয় তবে রাজ্ঞীর সম্মানিত ভ্রাতা গোপালককে হেথায় আনয়নকরতঃ তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।" যৌগন্ধরায়ণ 'তাহাই হইবে', এই কথা বলিলে রুমন্বৎ কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় ব্যাপারে তাহার উপর সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন করিল। পরদিবস আত্মীয়েরা তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উদগ্রীব হইয়াছেন এই বার্তাসহ সুনিপুণ মন্ত্রীরা তাহাদের একজন দূত গোপালকের নিকট প্রেরণ করিল। কোনও বিশেষ প্রয়োজনে মাত্র কিছুদিন পূর্বেই সে গমন করিয়াছিল। এখন দূতের অনুরোধে সে মূর্তিমান উৎসবের ন্যায় পুনরায় আগমন করিল। যে দিবস সে আগমন করিয়াছিল সেই দিবসেই রজনীতে যৌগন্ধরায়ণ রুমন্বৎসহ তাহাকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়া রুমন্বতের সহিত যে কৌশল অবলম্বন করিবে বলিয়া পূর্বে আলোচনা করিয়াছিল তৎসমুদয় গোপালকের নিকট বিবৃত করিল। কর্তব্য-বৎসল গোপালক বৎসরাজের হিতের জন্য তাহার ভগিনীর নিকট পীড়াদায়ক হইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থায় সম্মতি প্রদান করিল। তখন রুমন্বৎ পুনরায় বলিল, "এই সমস্তই সুচিন্তিত, কিন্তু ভার্যা অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মৃত হইয়াছে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলে বৎসরাজ স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইবেন। (৯৭-১১২) কি প্রকারে উঁহাকে ঐ কার্য হইতে বিরত করা হইবে? এই বিষয়টি আমাদের চিন্তা করিতে হইবে। রাজনীতিতে সদুপায় অবলম্বন করা উচিত ইহা খুবই সত্য কিন্তু প্রতিরোধ করাই হইতেছে সফল রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য।" অতঃপর যৌগন্ধরায়ণ, যিনি কখন কি করিতে হইবে ভাবিয়া চিন্তিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "এই বিষয়ে চিন্তিত হইবার কিছু নাই। মহিষী নৃপতিকন্যা, রাজকুমারী এবং গোপালকের প্রাণাধিক প্রিয়া কনিষ্ঠা ভগিনী। বৎসরাজ যখন দেখিবেন যে গোপালক বিশেষ ক্লেশ বোধ করিতেছেন না তখন তিনি মহিষী হয়ত জীবিত আছেন এই কথা চিন্তা করিয়া ধৈর্যধারণ করিতে সমর্থ হইবেন। পরন্তু রাজা বীরচেতা এবং পদ্মাবতীর সহিত পরিণয়কার্য দ্রুত সম্পাদিত হইলে বাসবদত্তাকে গুপ্তস্থান হইতে বহির্দেশে আনয়ন করা যাইবে। এইরূপ সংকল্প করিয়া যৌগন্ধরায়ণ, গোপালক এবং রুমন্বৎ মন্ত্রণা করিতে লাগিল। "নৃপতি ও তাহার মহিষীকে কৌশলে মগধরাজ্যের সমীপবর্তী লাবাণকে লইয়া যাওয়া হউক। তথায় উত্তম মৃগয়াভূমি থাকায় রাজা প্রাসাদের বাহিরে বাহিরে থাকিতে লুব্ধ হইবেন এবং আমরাও অন্তঃপুরে অগ্নিসংযোগ করিয়া আমাদের সংকল্পসিদ্ধ করিব। সুকৌশলে মহিষীকে পদ্মাবতীর প্রাসাদে আনয়ন করা হইবে যাহাতে পদ্মাবতী মহিষী গুপ্ত থাকার সময় সতীসাধ্বী ছিলেন এ বিষয়ের সাক্ষিনী হইতে পারিবে।" রাত্র এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া পরদিবস যৌগন্ধরায়ণকে

অগ্রে স্থাপিত করিয়া তাহারা সকলে রাজপুরীতে প্রবেশ করিল। তখন রুমন্বৎ নিবেদন করিল, "রাজন্ বহুদিন আমাদের লাবাণকে গমন করা হয় নাই। সেই স্থান অতীব রমণীয়, উপরন্তু তথায় উত্তম মৃগয়াভূমি আছে এবং অশ্বদিগের নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণ ঘাসও সহজে পাওয়া যায়। নৈকট্যহেতু মগধরাজ সেই প্রদেশে যথেষ্ট উৎপাত করেন। উহার রক্ষণার্থ এবং আমাদের চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত তথায় গমন করা হউক। (১১৩-১২৫) রাজার মন সতত সম্ভোগ লালসা করিত এবং তিনি বাসবদত্তার সহিত তথায় গমন করিবার নিমিত্ত মনঃস্থির করিলেন। পরদিবস জ্যোতিষীগণকর্তৃক শুভলগ্ন সুস্থির করিয়া সংকল্পিত যাত্রা আরম্ভ করিবার সময় সহসা নারদমুনি নৃপতিসন্দর্শনে উপস্থিত হইলেন। নভোমধ্য হইতে অবতরণের সময় সমস্ত প্রদেশ স্বীয় জ্যোতিতে আলোকিত করিয়া এবং দর্শকদিগের নয়নে আনন্দ উৎপাদিত করিয়া মনে হইল যেন চন্দ্রবংশীয়দিগের প্রীত্যর্থে চন্দ্র হইতে তিনি অবতীর্ণ হইলেন। যথাবিধি অতিথিসৎকার সমাধা হইলে তিনি তৎসম্মুখে প্রণত নৃপতিকে একটি পারিজাত পুষ্পের মালাপ্রদান করিলেন। মহিষীর আপ্যায়নে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিয়া তিনি বলিলেন যে কন্দর্প দেবাংশ স্বরূপ বিদ্যাধর নিচয়ের অধিপতি তাহার এক পুত্র লাভ হইবে। যৌগন্ধরায়ণ দণ্ডায়মান অবস্থায় নিকটে থাকার কালে তিনি বৎসরাজকে বলিলেন, "রাজন্, তোমার ভার্যা বাসবদত্তাকে অবলোকন করিয়া আশ্চর্যভাবে একটি কথা আমার স্মৃতিতে উদিত হইয়াছে। তোমার প্রপিতামহ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার দ্রৌপদী নাম্নী কেবল একটিমাত্র পত্নী ছিল। সে বাসবদত্তার মতই অপরূপ রূপসী ছিল। তাহার রূপ হইতে বিপদের উৎপত্তি হইবে আশঙ্কা করিয়া আমি তাহাদিগকে ঈর্ষা পরিহার করিতে বলিয়াছিলাম। কারণ ঈর্ষা সমস্ত আপদের বীজ। ইহার প্রমাণস্বরূপ আমি তোমাদিগকে একটি কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ কর। (১২৬-১৩৪)

সুন্দ ও উপসুন্দের কাহিনী

অসুরবংশে সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দুই ভ্রাতার জন্ম হইয়াছিল। তাহাদের দুর্দমনীয় সাহস ছিল এবং ত্রিভুবনে তাহাদের সমকক্ষ কেহ ছিল না। ব্রহ্মা তাহাদের বিনাশের নিমিত্ত বিশ্বকর্মাকে আদেশ করিলে সে তিলোত্তমা নাম্নী এক দিব্যরমণী সৃষ্টি করিল। তাহার রূপ দর্শন করিবার নিমিত্ত এমন কি, স্বয়ং শিবও চতুর্মুখ হইলেন যাহাতে তিলোত্তমা যখন ভক্তিভরে তাহাকে প্রদক্ষিণ করে তখন যুগপৎ তিনি তাহাকে চতুর্দিকে দর্শন করিতে সমর্থ হন। পদ্মযোনির আদেশে সুন্দ ও উপসুন্দকে প্রলোভিত করিবার উদ্দেশ্যে সে কৈলাস পর্বতের উদ্যানে গমন করিল যেথায় তখন তাহারা অবস্থিতি করিতেছিল। তাহাদের নিকটবর্তী হইলে তাহাকে দর্শনমাত্রই সেই মুহূর্তে কামমোহিত

হইয়া তাহারা উভয়েই যুগপৎ সেই সুন্দরীর দুই বাহু আকর্ষণ করিতে করিতে পরস্পর যুধ্যমান অবস্থায় নিহত হইল। নারী নামকবস্তুটি কাহার না দুর্ভাগ্য আনয়ন করে? তোমরা সংখ্যায় বহু কিন্তু তোমাদের মাত্র একটি প্রিয়া দ্রৌপদী আছে। সুতরাং তোমরা কদাপি উহার নিমিত্ত কলহে প্রবৃত্ত হইও না এবং আমার উপদেশানুসারে উহার সম্বন্ধে একটি নিয়ম প্রতিপালন করিবে। যখন সে সর্বজ্যেষ্ঠের সহিত অবস্থান করিবে তখন কনিষ্ঠেরা তাহাকে মাতার ন্যায় দেখিবে এবং যখন সে সর্বকনিষ্ঠের সহিত অবস্থান করিবে তখন জ্যেষ্ঠেরা তাহাকে পুত্রবধূ মনে করিবে। হে রাজন্, সদুপদেশ গ্রহণে প্রস্তুত তোমার পূর্বপুরুষেরা সর্বসম্মতিক্রমে আমার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রীত্যর্থে হে বৎসরাজ, আমি তোমাকে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছি। তোমাকে আমি এই উপদেশ প্রদান করিতেছি, তোমার পূর্বপুরুষেরা যেরূপ আমার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তুমিও তদ্রূপ তোমার মন্ত্রীদের উপদেশ গ্রহণ করিলে স্বল্প সফলতালাভ কালের মধ্যেই মহতী সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কিয়ৎকাল তোমাকে দুঃখভোগ করিতে হইবে, কিন্তু তাহাতে ক্লিষ্ট হইও না, কারণ অন্তিমে তোমার সুখলাভ হইবে।" ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির কথা তির্যকভাবে বলিতে পটু নারদমুনি বৎসরাজকে এইকথা বিধিমত বলিয়া অচিরে অন্তর্ধান করিলেন।

যৌগন্ধরায়ণ ও অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ মুনিপুঙ্গবের বাক্য হইতে তাহাদের সংকল্পসিদ্ধির আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণোদ্যমে তাহা সাধন করিতে যত্নবান হইল। (১৩৫-১৪৯)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের লাবাণক লম্বকের
প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা——১৪৯
ক্রমিকসংখ্যা——১৮৪৪

দ্বিতীয় তরঙ্গ

অতঃপর যৌগন্ধরায়ণ ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ পূর্বোক্ত যুক্তিমত বৎসরাজ ও তাহার প্রিয়-তমাকে লাবাণকে লইয়া গেল। সৈন্যদিগের নির্ঘোষে রাজা তথায় উপস্থিত হইলে মনে হইল যেন মন্ত্রীদিগের সংকল্প সিদ্ধ হইবে। বৎসরাজ প্রচুর সৈন্যসহ আগমন করিয়াছেন জানিতে পারিয়া আক্রমণ আশঙ্কায় মগধরাজ কম্পিত হইতে লাগিলেন। প্রাজ্ঞ বলিয়া তিনি যৌগন্ধরায়ণের নিকট একটি দূত প্রেরণ করিলে সেই কর্তব্যপরায়ণ কর্মজ্ঞ মন্ত্রী তাহাকে সানন্দে অভিনন্দন করিল। এদিকে বৎসরাজ তথায় অবস্থান কালে মৃগয়ার্থ বিশাল অরণ্যে প্রত্যহ গমন করিত। একদিন রাজা মৃগয়ায় প্রস্থান করিলে রুমণ্বৎ ও বসন্তকের সহ গোপালককে সঙ্গে করিয়া কর্তব্যকার্য সুস্থিরকরতঃ বুদ্ধিমান যৌগন্ধরায়ণ গোপনে রাজ্ঞী বাসবদত্তার নিকট উপস্থিত হইলে সে তাহাদের সমাগত দেখিয়া প্রণাম করিল। পূর্বেই তাহার ভ্রাতা তাহাকে সমস্ত বিষয়টি বলিয়াছিল। যৌগন্ধরায়ণ রাজকার্যের সাফল্যের নিমিত্ত বাসবদত্তার সাহায্য প্রার্থনা করিলে বিরহবেদনা ভোগ করিতে হইবে জানিয়াও সে তাহার সম্মতি প্রদান করিল। সদ্বংশজাত স্বামীভক্ত কুলাঙ্গনারা কি না সহ্য করিয়া থাকেন? কৃতী যৌগন্ধরায়ণ আকৃতি পরিবর্তনের মন্ত্র শিক্ষা দিলে সে ব্রাহ্মণীর রূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইল। (১-১০) বসন্তককে একচক্ষু ব্রাহ্মণ বালকের বেশে রূপান্তরিত করিয়া স্বয়ং সেই প্রকারে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিল। সেই মহামতি অতঃপর রূপান্তরিত রাজ্ঞীর সহিত বসন্তককে সঙ্গে লইয়া ধীরপদে মগধের দিকে যাত্রা করিল। এইরূপে বাসব-দত্তা গৃহ হইতে নির্গত হইল। তাহার দেহ পথ অতিক্রম করিতেছিল কিন্তু তাহার চিত্ত পতির নিকট গমন করিতেছিল। তখন বসন্তক রাজ্ঞীর আলয়ে অগ্নিসংযোগ-করতঃ "হায়! হায়! বসন্তক ও মহিষী অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছেন" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। তখন সেই স্থান হইতে অগ্নিশিখা ও ক্রন্দনধ্বনি যুগপৎ নভোদেশ উত্থিত হইল। অগ্নি ক্রমশঃ নির্বাপিত হইল, কিন্তু ক্রন্দনধ্বনি থামিল না। তখন যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তা ও বসন্তকের সহিত মগধেশ্বরের নগরীতে প্রবেশকরতঃ উদ্যানে রাজকুমারী পদ্মাবতীকে দেখিতে পাইয়া উদ্যানের রক্ষীদিগের বারণ সত্ত্বেও ঐ দুইজনকে লইয়া তাহার সমীপে উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণী বেশে সজ্জিতা বাসবদত্তাকে দর্শনমাত্রই পদ্মাবতী তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিল। রক্ষীদিগকে প্রত্যাবোধ করিতে নিষেধ করিয়া সে ব্রাহ্মণবেশী মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে তাহার সমীপে আনয়ন করিল। সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হে মহান্ বিপ্র, আপনার সহিত আগতা এই বালিকাটি কে এবং কি নিমিত্ত আপনি হেথায় আগমন করিয়াছেন?" সে উত্তর করিল,

"রাজকুমারি, এই বালিকাটি আমার কন্যা। ইহার স্বামী অতিশয় ব্যসনাসক্ত এবং ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে। হে যশস্বিনি, আপনার হস্তে ইহার ভার ন্যস্ত করিয়া আমি ইহার স্বামীকে অন্বেষণ করিয়া অচিরে পুনরায় তাহাকে লইয়া এইস্থানে আগমন করিব। একাকিনী থাকিবে বলিয়া যাহাতে উহার মন বিষাদক্লিষ্ট না হয় সেই নিমিত্ত উহার এই একচক্ষু ভ্রাতাকেও উহার নিকট রাখিয়া গেলাম।" রাজকুমারীকে এইকথা বলিলে, সে তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইল এবং রাজ্ঞীর নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়া ঐ উত্তম মন্ত্রীবর শীঘ্র লাবাণকে প্রত্যাবর্তন করিল। (১১-২৪) তখন তৎকালে আবন্তিকা নামে খ্যাত বাসবদত্তা ও একচক্ষু বসন্তকসহ পদ্মাবতী স্বীয় সুসজ্জিত প্রাসাদে প্রবেশ করিল এবং বহু সমাদরের সহিত তাহাদের সঙ্গে হৃদ্যতা-পূর্ণ ব্যবহার করিতে লাগিল। তথায় প্রাসাদ-প্রাচীরে রামায়ণের সীতার চিত্র অঙ্কিত দর্শন করিয়া বাসবদত্তা নিজের মনের ব্যথা কথঞ্চিৎ সহ্য করিতে সমর্থ হইল। তাহার সুকুমার আকৃতি, সুষ্ঠু উপবেশন ও আহারভঙ্গী এবং নীলোৎপলের সৌরভযুক্ত দেহ দর্শন করিয়া পদ্মাবতী অনুমান করিল যে ইনি কোন উচ্চবংশীয়া মহিলা হইবেন এবং স্বয়ং যেরূপ আরাম ও সুখাদি-সম্ভোগ করিত তাহাকেও ইচ্ছামত সেইরূপ স্বচ্ছন্দে রাখিল। সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "ইনি নিশ্চয়ই কোন মহীয়সী নারী হইবেন! এবং গোপনে এইস্থানে বাস করিতে আসিয়াছেন। দ্রৌপদীও কি বিরাটরাজের প্রাসাদে গুপ্তভাবে অবস্থান করেন নাই?" বাসবদত্তাও বৎসরাজ হইতে পূর্বশিক্ষামত রাজকুমারীর নিমিত্ত অম্লান-মালা তিলক রচনা করিয়া দিল। পদ্মাবতীর মাতা কন্যাকে এইরূপে সজ্জিত দেখিয়া একান্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ঐ মালাতিলক প্রস্তুত করিয়াছে?" তখন পদ্মাবতী বলিল, "আমার গৃহে আবন্তিকা নাম্নী এক মহিলা বাস করে, সে আমার নিমিত্ত ইহা রচনা করিয়া দিয়াছে।" ইহা শ্রবণ করিয়া তাহার কন্যাকে তিনি বলিলেন, "পুত্রি, ইনি সামান্যা রমণী নহেন, নিশ্চয়ই এই বিদ্যায় অভিজ্ঞা কোনও দেবী হইবেন। দেবতা ও মুনিরা ছল করিয়া কখন কখন সদ্ব্যক্তিদিগের গৃহে অবস্থান করেন। প্রমাণস্বরূপ একটি কাহিনী বলিতেছি শ্রবণ কর: (২৫-৩৫)

কুন্তীর কাহিনী

পুরাকালে কুন্তিভোজ নামে এক নরপতি ছিল। দুর্বাসা নামক এক বঞ্চনাপ্রবণ মুনি আগমনকরতঃ তাহার প্রাসাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা স্বীয় দুহিতা কুন্তীর উপর তাহার পরিচর্যার ভার অর্পণ করিল। কুন্তীকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একদা মুনি তাহাকে বলিলেন, "শীঘ্র পরমান্ন প্রস্তুত কর। আমি স্নানান্তে উহা ভক্ষণ করিব।" ওই কথা বলিয়া মুনি তাড়াতাড়ি স্নান সমাপন করিয়া আগমন করিল।

কুন্তী পরমান্ন দ্বারা একটি পাত্র পূর্ণ করিয়া তাহার নিকট আনয়ন করিলে তপ্ত পরমান্নে পাত্রটি অতিশয় উত্তপ্ত হইয়াছে এবং কুন্তী উহা হস্তে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না অনুধাবন করিয়া ঋষি কুন্তীর পৃষ্ঠদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মুনির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কুন্তী তাহার পৃষ্ঠোপরি পাত্রটি স্থাপন করিল। কুন্তীর পৃষ্ঠ দগ্ধ হইতে লাগিল এবং মুনি প্রাণ ভরিয়া সেই পরমান্ন ভক্ষণ করিলেন। অতিমাত্রায় দগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কুন্তীর কিছুমাত্র বিকার হয় নাই দেখিয়া ঋষি তাহার আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া ভোজনান্তে কুন্তীকে একটি বর প্রদান করিলেন। সুতরাং একজন ঋষি যেমন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন তোমার প্রাসাদে নিবাসিনী আবন্তিকাও সেই প্রকার কোন মাননীয় মহিলা হইবেন। তাহার সহিত সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিও।" মাতার মুখ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সে তাহার প্রাসাদে ছদ্মবেশে অবস্থিতা বাসবদত্তার প্রতি সম্মানসূচক আচরণ করিতে লাগিল। এদিকে বাসবদত্তা পতি হইতে বিযুক্তা হইয়া বিরহদুঃখে রাত্রিকালের কমলের ন্যায় বিধুর অবস্থায় বাস করিতে লাগিল। বসন্তকের বালকোচিত আচরণে কখনও কখনও সে স্মিত হাস্য করিত। (৩৬-৪৬)

ইতোমধ্যে বৎসরাজ মৃগয়াব্যপদেশে বহুদূরে গমন করিয়া সায়ংকালে লাবাণকে প্রত্যাবর্তনকরতঃ অন্তঃপুর অগ্নিতে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে দেখিতে পাইল এবং মন্ত্রীদিগের নিকটে শ্রবণ করিল যে বসন্তকসহ রাজ্ঞী অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছেন। এই কথা শ্রবণমাত্র তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইল এবং সে ভূপতিত হইল। মনে হইল যেন যাহাতে ক্লেশ ভোগ না করিতে হয় সেই হেতুই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। মুহূর্তকাল মধ্যে সে সংজ্ঞা লাভ করিলে মনে হইল যেন তাহার হৃদয়ে অগ্নি প্রবেশকরতঃ তথায় অঙ্কিত দেবীর মূর্তি শোকানলে দগ্ধ করিয়াছে। শোকাভিভূত হইয়া দুঃখার্তচিত্তে সে আত্মহত্যার কথাও ভাবিতে লাগিল। কিন্তু চিন্তা করিতে করিতে তাহার অচিরাৎ দৈববাণীর কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল—"এই রাজ্ঞী হইতে তুমি এক পুত্র লাভ করিবে, যে সমস্ত বিদ্যাধরদিগের অধিপতি হইবে।" "নারদমুনিও আমাকে এই কথাই বলিয়াছিলেন এবং ইহা মিথ্যা হইতে পারে না। উপরন্তু সেই মুনিই আমাকে সাবধান করিয়াছিলেন যে কিয়ৎকাল আমাকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। মনে হইতেছে গোপালক অতি অল্পই শোকার্ত হইয়াছে। যৌগন্ধরায়ণ এবং অন্যান্য মন্ত্রীদিগেরও অতিশয় দুঃখিত মনে হইতেছে না। আমার সন্দেহ হইতেছে মহিষী হয়ত জীবিত আছেন। মন্ত্রীরা হয়ত কোন রাজনীতির খেলা খেলিতেছেন এবং আমি হয়ত কোন সময় রাজ্ঞীর সহিত পুনর্মিলিত হইতে সমর্থ হইব। অতএব শোক পরিত্যাগ করি।" এইরূপ চিন্তা করিয়া এবং মন্ত্রীদের কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া তিনি ধৈর্যাবলম্বন করিলেন। ভগিনীকে শান্ত করিবার নিমিত্ত ঘটনার পূর্ণ বিবৃতিসহ গোপালক সকলের অজ্ঞাতে তাহার নিকট একটি চর প্রেরণ করিল। লাবাণকে যখন

এই ঘটনা ঘটিতেছিল তখন তথায় অবস্থিত মগধরাজের গুপ্তচরেরা তাহার নিকট গমন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিল। মগধেশ্বর উপযুক্ত সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন এবং এই সংবাদ শ্রবণমাত্র বৎসরাজের হস্তে তাহার কন্যা পদ্মাবতীকে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত পুনরায় সাতিশয় ব্যগ্র হইলেন। তাহার মন্ত্রীরা ইতঃপূর্বে এই বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়াছিল। (৪৭-৫৯) বৎসরাজও যৌগন্ধরায়ণের নিকট দূত প্রমুখাৎ তাহার মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করিলেন। যৌগন্ধরায়ণ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া নৃপতি এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিল। সে মনে করিল হয়ত এই কারণেই রাজ্ঞীকে লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে। তখন যৌগন্ধরায়ণ শীঘ্র শুভলগ্ন স্থির করিয়া মগধেশ্বরের নিকট তাহার প্রস্তাবের এইরূপ উত্তর দূত প্রমুখাৎ প্রেরণ করিল, "আপনার ইচ্ছায় আমাদের সম্মতি আছে, সুতরাং অদ্য হইতে সপ্তমদিবসের মধ্যে বৎসরাজ যাহাতে অতি সত্বর বাসবদত্তাকে বিস্মৃত হইতে সমর্থ হন তন্নিমিত্ত পদ্মাবতীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে আপনার নিকট গমন করিবেন।" মহামতি মন্ত্রী মগধরাজের নিকট এই বার্তাই প্রেরণ করিয়াছিল। দূত এই বার্তা মগধরাজের নিকট প্রদান করিলে তিনি সানন্দে তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন। তখন মগধেশ্বর কন্যার প্রতি স্নেহ ও স্বীয় বাঞ্ছা এবং বিত্তানুরূপ বিবাহোৎসবের সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন। এবং পদ্মাবতীও ইচ্ছানুরূপ পতি লাভ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। বাসবদত্তা কিন্তু এই সংবাদ শ্রবণে মর্মাহত হইল। তাহার আননের বৈবর্ণ্য তাহার প্রচ্ছন্ন বাসের সহায়ক হইল। বসন্তক কিন্তু তাহাকে বলিল, "এই উপায়ে শত্রু মিত্র হইবে এবং তোমার পতি তোমা হইতে বিযুক্ত হইবে না।" বসন্তকের এই উক্তি সখী-বাক্যের ন্যায় তাহাকে ধৈর্যধারণে সাহায্য করিল। পদ্মাবতীর বিবাহ আসন্ন দেখিয়া সেই মনস্বিনী বাসবদত্তা তাহার নিমিত্ত স্বর্গের দেবীদের উপযুক্ত অম্লানমালাতিলক রচনা করিল এবং সপ্তমদিবসে বৎসরাজ সসৈন্যে মন্ত্রিবর্গ সমভিব্যাহারে পদ্মাবতীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিল। "রাজ্ঞীকে পুনরায় প্রাপ্ত হইব," হৃদয়ে এই আশা না থাকিলে সে কি প্রকারে বিরহাবস্থায় এই প্রকার কার্য করিবার কথা চিন্তা করিতে সমর্থ হইত? মগধরাজ অতিশয় পুলকিতচিত্তে সমুদ্র যেরূপ উদীয়মান চন্দ্রকে দর্শনার্থ আগত হয় তদ্রূপ বৎসরাজের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। তাহার পৌরজনের নেত্রে বৎসরাজ মহোৎসবের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন। বৎসরাজ মগধেশ্বরের পুরীতে প্রবেশ করিলে নিখিল পৌরজন আনন্দমুখর হইয়া উঠিল এবং মুগ্ধ নয়নে পুররমণীগণ তাহার বিরহক্লিষ্ট মূর্তি দর্শন করিয়া মনে করিল যেন কন্দর্প রতিবিহীন হইয়া আগমন করিয়াছেন। অতঃপর বৎসরাজ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া সধবানারীপূর্ণ বিবাহকার্যের নিমিত্ত সুসজ্জিত কক্ষের দিকে গমন করিল। তথায় সে বিবাহার্থ সুসজ্জিত পদ্মাবতীকে নিরীক্ষণ

করিল। তাহার বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের মণ্ডলকেও সৌন্দর্যে অতিক্রম করিয়াছিল। তাহার দেহে যে মালাতিলক সে ব্যতীত আর কেহ প্রস্তুত করিতে অসমর্থ তাহা দেখিয়া বৎসরাজ সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল, "কোথা হইতে পদ্মাবতী ইহা সংগ্রহ করিয়াছে?" যখন বেদীতে আরোহণ করিয়া সে তাহার কর ধারণ করিল তখন মনে হইল সে যেন পৃথিবীর হস্ত হইতে কর গ্রহণ করিতেছে। (৬০-৭৯) যজ্ঞের ধূম তাহার নয়ন বাষ্পাম্বিত করিল, মনে হইল বাসবদত্তা তাহার অতিশয় প্রিয় বলিয়া তাহার নয়ন এই বিবাহানুষ্ঠান দর্শন করিতে অপারগ। পতির হৃদয়ে কি ভাবের উদয় হইয়াছে ইহা অনুমান করিয়া অগ্নি প্রদক্ষিণের সময় পদ্মাবতীর আনন রক্তবর্ণ ধারণ করিল। বিবাহানুষ্ঠানান্তে রাজা বধূর হস্ত মুক্ত করিল। কিন্তু হৃদয় হইতে বাসবদত্তার মূর্তি এক মুহূর্তের নিমিত্তও মোচন করিতে সমর্থ হইল না। মগধেশ্বর তাহাকে এত পরিমাণ মণি-মুক্তাদি প্রদান করিলেন মনে হইল যেন ধরণীর সমস্ত রত্নাদি নিঃশেষিত হইয়াছে। যৌগন্ধরায়ণ অগ্নিসাক্ষী করিয়া মগধেশ্বরের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিল তিনি যেন কখনও তাহার প্রভুর অমঙ্গল সাধন না করেন। বস্ত্র অলঙ্কারাদি সম্প্রদানে, উৎকৃষ্ট চারণগণের সুমধুর সঙ্গীতে, পটিয়সী নর্তকীদিগের নৃত্যতে বিবাহোৎসব চলিতে লাগিল। এতাবৎকাল বাসবদত্তা অলক্ষ্যে স্বামীর মহিমা দর্শনের নিমিত্ত দিবাভাগে চন্দ্রের ন্যায় সুপ্ত ছিল বলিয়া মনে হইল। অতঃপর বৎসরাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে কৌশলী যৌগন্ধরায়ণ নৃপতি বাসবদত্তার দর্শনলাভ করিলে গোপন ব্যাপার প্রকাশিত হইয়া পড়িবে আশঙ্কা করিয়া মগধেশ্বরকে বলিল, "রাজন্ অদ্যই বৎসরাজ আপনার গৃহ হইতে যাত্রা করিবেন।" মগধেশ্বর সম্মত হইলে যৌগন্ধরায়ণ বৎসরাজকে এই কথা বলিলে সেও সম্মত হইল।

অতঃপর বৎসরাজ অনুচরদিগের পানাহার সমাপ্ত হইলে মন্ত্রিবর্গসহ বধূকে লইয়া সেই স্থান হইতে যাত্রা করিল। বাসবদত্তাও পদ্মাবতী কর্তৃক প্রেরিত বৃহদাকার অশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া ছদ্মবেশী বসন্তককে তাহার সম্মুখে রাখিয়া সৈন্যদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোপনে চলিতে লাগিল। অবশেষে বৎসরাজ বধূসহ লাবাণক আগমন করিয়া গোপালকের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিল। গৃহের চতুর্দিকে অনুচরগণ অপেক্ষা করিতে লাগিল। তথায় ভ্রাতা গোপালকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে সাদরে তাহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিল। সেই মুহূর্তে পূর্বপ্রতিশ্রুতি-মত যৌগন্ধরায়ণ রুমন্বতের সহিত তথায় আগমন করিলে রাজ্ঞী তাহাদিগকে সাদরে আপ্যায়ন করিল। যখন সে বাসবদত্তার পতি-বিরহজনিত ক্লেশ অপনোদনের চেষ্টা করিতেছিল তখন অনুচরেরা পদ্মাবতীর নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিল, "রাজ্ঞী, আবন্তিকা আগমন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি আমাদিগকে অদ্ভুতভাবে পরিত্যাগ করিয়া কুমার গোপালকের গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন।" (৮০-৯৮) অনুচরদিগের নিকট হইতে

এই কথা শ্রবণ করিয়া শঙ্কিতচিত্তে বৎসরাজের সম্মুখেই পদ্মাবতী তাহাদিগকে বলিল, "আবন্তিকার নিকট গমন করিয়া তাহাকে বল, "রাজ্ঞী বলিতেছেন, তুমি আমার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিলে, ঐ স্থানে তোমার কোন্ প্রয়োজন আছে? আমি যেথায় আছি তুমি তথায় আগমন কর।" ইহা শুনিয়া তাহারা প্রস্থান করিলে নৃপতি পদ্মাবতীকে একান্তে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে অম্লানমালাতিলক কে রচনা করিয়া দিয়াছে?" সে প্রত্যুত্তর করিল, "কোন এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক আমার নিকট গচ্ছিত আবন্তিকা নাম্নী একটি নারীর এই সুষ্ঠু শিল্পকার্য।" এই কথা শ্রবণমাত্র বাসবদত্তা নিশ্চয়ই গোপালকের গৃহে আছে, এই কথা চিন্তা করিয়া রাজা তথায় প্রবেশ করিল। দ্বারদেশে অনুচরেরা দণ্ডায়মান ছিল এবং গৃহাভ্যন্তরে বাসবদত্তা, গোপালক, মন্ত্রীদ্বয় এবং বসন্তক অবস্থান করিতেছিল। তথায় সে গ্রহণমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় নির্বাসন হইতে প্রত্যাবৃত্ত বাসবদত্তার সাক্ষাৎলাভ করিল। রাজা শোকবিষে জর্জরিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং বাসবদত্তার হৃদয়ও কম্পিত হইতে লাগিল। বাসবদত্তাও বিরহজনিত ক্লেশে পাণ্ডুর ম্লানদেহে স্বীয় আচরণকে দোষী করিয়া শোক করিতে লাগিল। শোকক্লিষ্ট দম্পতিকে দেখিয়া যৌগন্ধরায়ণের আননও অশ্রুপ্লাবিত হইল। তৎকালের অনুপযোগী ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া পদ্মাবতী, যে স্থান হইতে উহা উত্থিত হইতেছিল আকুলিত হইয়া তথায় আগমন করিল। ক্রমে ক্রমে বাসবদত্তা ও নৃপতির সম্বন্ধে সত্য বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পদ্মাবতীরও সেই প্রকার অবস্থা হইল কারণ সৎ নারীরা স্নেহশীলা ও করুণহৃদয়া। বাসবদত্তা বারংবার অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতে লাগিল, "ভর্তার দুঃখদায়িনী হইয়া প্রাণধারণ করার কি প্রয়োজন?" তখন জ্ঞানী এবং ধীর যৌগন্ধরায়ণ নৃপতিকে বলিল, "মগধেশ্বরকন্যার সহিত পরিণীত করিয়া আপনাকে সম্রাট করিবার নিমিত্ত আমিই এইরূপ করিয়াছি। মহিষীর বিন্দুমাত্রও দোষ নাই, উপরন্তু প্রবাসে উঁহার সপত্নীই উঁহার সৎচরিত্রের সাক্ষিণী।" তখন রাজা বলিলেন, "আমিই সম্পূর্ণ দোষী, কারণ আমার নিমিত্তই মহিষীকে দুঃখভোগ করিতে হইয়াছে (৯৯-১১৫)।" বাসবদত্তা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিল, "রাজার সন্দেহ ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত আমি অতি অবশ্যই অগ্নিতে প্রবেশ করিব।" তখন, কৃতীশ্রেষ্ঠ ধীমান যৌগন্ধরায়ণ আচমনপূর্বক পূর্বদিকে মুখস্থাপন করিয়া এই শুদ্ধ বাক্য বলিল, "হে লোকপালগণ, আপনারা বলুন, আমি রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী কিনা এবং মহিষীও সতী সাধ্বী কিনা। ইহা যদি সত্য না হয় তবে আমার প্রাণ দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে।" এই কথা বলিয়া সে নীরব হইলে একটি দৈববাণী শ্রুত হইল, "হে নরপতি, যৌগন্ধরায়ণের মত মন্ত্রী এবং বাসবদত্তার মত পত্নী পাইয়া আপনি ধন্য হইয়াছেন। বাসবদত্তা পূর্বজন্মে দেবী ছিলেন এবং তিনি বিন্দুমাত্রও দোষ করেন নাই।" এই বাণী নীরব হইলে তথায় যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা চতুর্দিকে নিনাদিত ঐ বাণী শ্রবণকরতঃ

বহুকাল সন্তপ্ত হইবার পর প্রাবৃট্‌ কালের প্রথম মেঘধ্বনি শ্রবণে নীলকণ্ঠকেকা যেরূপ আনন্দিত হয় তাহারাও তদ্রূপ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া হস্ত উত্তোলন করিল। বৎসরাজ ও গোপালক যৌগন্ধরায়ণের কার্যের প্রশংসা করিল এবং বৎসেশ মনে করিল সমগ্র পৃথিবী তাহার করতলগত হইয়াছে। দুই পত্নীর অনুরাগ নৃপতির সহবাসে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং মূর্তিমতী আনন্দ ও শান্তি তাহাকে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছে এই জ্ঞানে নৃপতি পরমসুখে বাস করিতে লাগিল। (১১৬-১২৩)

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের লাবাণক নামক লম্বকের
দ্বিতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—১২৩
ক্রমিকসংখ্যা—১৯৬৭

তৃতীয় তরঙ্গ

পরদিবস বৎসরাজ বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর সহিত প্রমোদ করিতে করিতে যৌগন্ধরায়ণ, গোপালক, রুমন্বৎ ও বসন্তককে আনয়নকরতঃ তাহাদের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিলেন অতঃপর মহিপতি সকলের সম্মুখে স্বীয় বিরহ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত কাহিনী বর্ণনা করিলেন:

উর্বশীর কাহিনী

পুরাকালে পুরূরবা নামে এক পরম বৈষ্ণব নরপতি বাস করিতেন। তিনি নির্বিবাদে পৃথিবীতে ও স্বর্গে বিচরণ করিতে করিতে দেবতাদিগের নন্দনকাননে কামদেবের অন্যতম মোহন অস্ত্রস্বরূপ উর্বশীর দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। রাজাকে দর্শনমাত্রই তাহার চেতনা এরূপ বিলুপ্ত হইলে যে রম্ভা ও তাহার অন্যান্য সখীরা শঙ্কিত হইল। নৃপতিও সেই লাবণ্যরসনির্ঝরিণীস্বরূপাকে না পাইয়া তৃষ্ণায় হতচেতন হইলেন। তখন ক্ষীরদসাগরে অবস্থিত সর্বজ্ঞ হরি তাহাকে দর্শনার্থ আগত মুনিবর নারদকে আদেশ করিলেন, "হে দেবর্ষি নারদ, নৃপতি পুরূরবা সম্প্রতি নন্দন কাননে অবস্থিতি করিতেছে। উর্বশী তাহার হৃদয় হরণ করিয়াছে এবং রাজা প্রিয়তমার বিরহজ্বালা সহ্য করিতে অসমর্থ। সুতরাং, হে মুনিবর, তুমি ইন্দ্রের সমীপে গমনকরতঃ তাহাকে বলিবে উর্বশীকে সত্বর রাজার হস্তে সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত আমি তাহাকে আদেশ করিতেছি।" হরি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সেই আদেশ পালনার্থ উক্তরূপ অবস্থায় স্থিত পুরূরবার নিকট উপস্থিত হইয়া নারদ পুরূরবাকে প্রবোধদানপূর্বক বলিলেন, "রাজন্, বিষ্ণু তাহার একান্ত ভক্তদের বেদনা উপেক্ষা করেন না বলিয়া আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।" নারদমুনি পুরূরবাকে এই প্রকার আশ্বাস প্রদান করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া দেবরাজের নিকট গমন করিলেন। (১-১৩)

বিষ্ণুর আদেশ ইন্দ্রকে বিজ্ঞাপিত করিলে ইন্দ্র তাহা প্রণত হইয়া গ্রহণ করিলেন এবং উর্বশীকে পরূরবার হস্তে প্রদান করা হইল। উর্বশীবিহনে স্বর্গবাসিগণ যেন প্রাণহীন হইল, কিন্তু উর্বশীর নিকট উহা মৃতসঞ্জীবনী ঔষধের কার্য করিল। পুরূরবা তাহার সহিত ভূলোকে প্রত্যাবর্তন করিলে মর্ত্যগণ অনুপম স্ববধূর দর্শন লাভ করিল। তখন হইতে উহারা দুইজন, উর্বশী এবং সেই নরপতি পরস্পরের দৃষ্টিপাশে বদ্ধ হইয়া একত্রে বাস করিতে লাগিল। দানবদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় সাহায্যের নিমিত্ত ইন্দ্র কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া পুরূরবা একদা স্বর্গে গমন করিল। সেই যুদ্ধে অসুরাধিপতি মায়াধর নিহত হইলে ইন্দ্র একটি মহোৎসবের ব্যবস্থা করিলেন। তথায় স্বর্গের অপ্সরাগণ তাহাদের নৃত্যবিদ্যার পটুতা প্রদর্শন করিল। সেই উৎসবে গুরু

তুম্বুরুর উপস্থিতিতে অপ্সরা রম্ভা যখন 'চলিতা' নৃত্য করিতেছিল তখন পুরূরবা হাস্য করিয়া উঠিলে রম্ভা অসূয়াপরবশ তাহাকে বলিল, "হে মর্তবাসি, আশাকরি তোমার হয়ত স্বর্গের নৃত্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে।" প্রত্যুত্তরে পরূরবা বলিল; "উর্বশীর সাহচর্য্যে বাস করিয়া তোমার গুরু তুম্বুরুও যে সব নৃত্যের কথা অবগত নহেন আমি তাহা জ্ঞাত আছি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ তুম্বুরু তাহাকে অভিশাপ দিল, "কৃষ্ণের উপাসনা না করা পর্যন্ত তোর যেন উর্বশীর সহিত বিচ্ছেদ হয়।" উর্বশীর নিকট উপস্থিত হইয়া বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত দুঃখে এই নিদারুণ অভিশাপের কথা তাহাকে বলিল। অকস্মাৎ নৃপতির অলক্ষ্যে গন্ধর্বেরা আগমনকরতঃ উর্বশীকে হরণ করিয়া কোনও অজ্ঞাত স্থানে লইয়া গেল। অভিশাপের ফলেই এই বিপদ ঘটিয়াছে বুঝিতে পারিয়া পুরূরবা বদরিকাশ্রমে গমন পূর্বক বিষ্ণুর আরাধনা করিল। (১৪-২৬) গন্ধর্ব রাজ্যে আগমন করিয়া বিরহাতুর উর্বশী মৃত, সুষুপ্ত অথবা পটে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় হতচেতন হইয়া বাস করিতে লাগিল। শাপান্ত হইবে এই আশায় দীর্ঘ নিশীথে চক্রবাকের সঙ্গ বিচ্যুত হইয়া চক্রবাকী যেরূপ জীবিত থাকে আশ্চর্যের বিষয় উর্বশীও সেইরূপ প্রাণ ধারণ করিয়া রহিল। পুরূরবার তপস্যায় বিষ্ণু তুষ্ট হইলে গন্ধর্বেরা উর্বশীকে নৃপতির নিকট প্রত্যর্পণ করিল। শাপান্তে উর্বশীর সহিত পুনর্মিলিত হইয়া পুরূরবা পৃথিবীতেই স্বর্গ সুখে বাস করিতে লাগিল।

রাজা এই কথা বলিয়া নীরব হইলে স্বামীর প্রতি উর্বশীর অনুরাগের কথা শ্রবণ করিয়া বাসবদত্তা বিরহব্যথা সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়া লজ্জা অনুভব করিল।

নৃপতি কর্তৃক প্রকারান্তরে ভর্ৎসিত হইয়াছেন বলিয়া রাজ্ঞী লজ্জিতা হইয়াছেন দেখিয়া রাজাকেও সেইরূপ অনুভূতি প্রদান করিবার নিমিত্ত যৌগন্ধরায়ণ বলিল, "রাজা, যদি পূর্বে শ্রবণ না করিয়া থাকেন তবে এই কাহিনীটি শ্রবণ করুন:

বিহিতসেনের কাহিনী

এই পৃথিবীতে লক্ষ্মীদেবীর আলয় তিমিরা নাম্নী একটি নগরী আছে। তথায় বিহিত-সেন নামক একজন খ্যাতিমান নৃপতি ভূতল অপ্সরাসমা তেজোবতী নাম্নী পত্নীর সহিত বাস করিতেন। (২৭-৩৪) রাজা তাহার আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকিতেন। নিজের দেহে কিয়ৎকালের নিমিত্ত লৌহবর্মের চিহ্ন পড়িবে ইহাও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। একদা তিনি দীর্ঘস্থায়ী জ্বরে আক্রান্ত হইলে বৈদ্যরা তাহাকে রাজ্ঞীর স্পর্শ হইতে দূরে অবস্থান করিবার ব্যবস্থা প্রদান করিলে তাহার হৃদয় এমন একটি ব্যাধিতে আক্রান্ত হইল যাহা ঔষধ কিম্বা অন্য কোনরূপ চিকিৎসার

অতীত ছিল। বৈদ্যরা গোপনে মন্ত্রীদিগকে বলিল যে ভয়াহত অথবা শোকাহত হইলে তিনি হয়তো রোগমুক্ত হইবেন। মন্ত্রীরা চিন্তা করিতে লাগিল, "এই সাহসী নৃপতির হৃদয়ে কি প্রকারে ভয়ের উৎপত্তি করান যাইতে পারে? একদা তাহার পৃষ্ঠদেশে একটি বিরাট সর্প পতিত হইলে তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও কম্পিত হন নাই। শত্রুসৈন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেও তাহার চিত্তবৈকল্য হয় নাই। ভীতি উৎপাদনের কোনো কৌশলের কথা চিন্তা করা বৃথা। আমরা মন্ত্রীরা রাজাকে লইয়া কি করিব?" মন্ত্রীরা এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজ্ঞীর সহিত পরামর্শকরতঃ তাহাকে লুক্কায়িত রাখিয়া রাজাকে বলিল, "মহিষী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।" অতি দুঃখে প্রবল ভাবে শোকার্ত হইলে তাহার হৃদয়ের এই পীড়ার উপশম হইল। নৃপতি ব্যাধিমুক্ত হইলে দ্বিতীয় সুখসম্পদস্বরূপা সেই মহতী রাজ্ঞীকে মন্ত্রীবর্গ পুনরায় রাজার সহিত মিলিত করাইয়া দিল। তাহার প্রাণরক্ষাকর্তী সেই রাজ্ঞীকে তিনি বহু মান্য করিতেন এবং কোন কালে তাহার নিকট হইতে দূরে ছিল বলিয়া রাজ্ঞীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে বিরত থাকিতেন।

রাজার হিতৈষিণীবিধায় তাহার পত্নী 'দেবী' আখ্যা লাভ করেন। কেবলমাত্র রাজার মর্জিমত চলিলেই 'দেবী' আখ্যা লাভ করা যায় না। সেইরূপ মন্ত্রী রাজার কার্যভার অখণ্ড মনোযোগের সহিত বহন করিবে। রাজার সাময়িক খুশীমত যে চলে তাহাকে মন্ত্রী বলা চলে না, সে উপজীবক মাত্র। সেইজন্য আপনি যাহাতে সমগ্র পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হন তন্নিমিত্ত আমরা আপনার শত্রু মগধরাজের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিবার জন্য এই প্রয়াস করিয়াছিলাম। আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ রাজ্ঞী অসহ্য বিরহব্যথা সহ্য করিয়া আপনার কোনও অনিষ্ট সাধন করেন নাই। পক্ষান্তরে আপনার মহদুপকার করিয়াছেন।" প্রধান মন্ত্রীর এই যথার্থ বচন শ্রবণ করিয়া নিজের দোষ হইয়াছিল মনে করিয়া রাজা তুষ্ট হইল। (৩৫-৪৯)

রাজা বলিল, "আমি উত্তমরূপে অবগত আছি যে তোমাদের কর্তৃক উদ্বোধিত হইয়া মূর্তিমতী রাজনীতির ন্যায় রাজ্ঞী আমাকে সমস্ত মেদিনীর নৃপতি করিয়াছে। অত্যধিক অনুরাগবশতঃই আমি অনুচিত বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলাম। অনুরাগে অন্ধ হইলে কেহ কি স্থির চিত্তে বিচার করিতে সমর্থ হয়?" এই প্রকার বাক্যালাপ দ্বারা রাজমহিষীর লজ্জা ও দিবসের অবসান ঘটাইয়াছিল। পরদিবস প্রকৃত ব্যাপার অনুধাবনান্তে মগধেশ্বর বৎসরাজের নিকট একজন দূত প্রেরণ করিয়াছিল। সেই দূত তাহার প্রভুর নিকট হইতে বক্ষ্যমান বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছিল, "আমরা তোমাদের মন্ত্রীদের দ্বারা বঞ্চিত হইয়াছি। এই পৃথিবী যাহাতে ভবিষ্যতে আমাদের নিকট শোকের আধার না হয় অধুনা তাহার ব্যবস্থা করিবে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি সসম্মানে সেই দূতকে উত্তর প্রাপ্তির নিমিত্ত পদ্মাবতীর নিকট প্রেরণ করিল।

বাসবদত্তার প্রতি অনুরক্ত পদ্মাবতী তাহার সম্মুখে দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিল, কারণ বিনয় সতীনারীর ভূষণ। দূত তাহাকে পিতার বার্তা বিজ্ঞাপিত করিল, "পুত্রি, কৌশলপূর্বক তোমার বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে। তোমার পতি অন্য নারীর প্রতি আসক্ত। এই প্রকারে আমি শোকার্ত হৃদয়ে কন্যার পিতা হইবার ফল অর্জন করিয়াছি।" কিন্তু পদ্মাবতী তাহাকে বলিল আমার নিকট হইতে পিতাকে এই কথা বলিও, "দুঃখ করিবার কি আছে? আর্যপুত্র আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় এবং বাসবদত্তা আমার স্নেহশীলা ভগিনী। সুতরাং পিতা যদি নিজের সত্য এবং আমার হৃদয় যুগপৎ ভঙ্গ করিতে না অভিলাষী হন তবে আর্যপুত্রের উপর যেন বিরক্ত না হন।" পদ্মাবতী কর্তৃক এই প্রকার উপযুক্ত উত্তর প্রদত্ত হইলে রাজ্ঞী বাসবদত্তা যথাবিধি অতিথিসৎকার করিয়া দূতকে ফিরাইয়া দিল। দূত প্রস্থান করিলে পিতৃগৃহের কথা স্মরণ করিয়া পদ্মাবতী কিঞ্চিৎ বিমনা হইল। অতঃপর তাহার চিত্তবিনোদনার্থ বসন্তক তৎসমীপে আনীত হইলে, এই কাহিনী বর্ণনা করিল। (৫০-৬৩)

সোমপ্রভার বৃত্তান্ত

পৃথিবীর অলংকারস্বরূপা পাটলিপুত্র নগরীতে ধর্মগুপ্ত নামক এক মহাবণিক বাস করিত। তাহার চন্দ্রপ্রভা নাম্নী পত্নী সন্তানসম্ভাবিতা হইয়া একটি সর্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যা প্রসব করিয়াছিল। জন্মমাত্রই সৌন্দর্যে কক্ষ আলোকিত করিয়া সে স্পষ্ট কথা বলিতে এবং উঠিতে ও বসিতে লাগিল। আতুরঘরে নারীরা আশ্চর্যান্বিত ও ভীত হইয়াছে দেখিয়া ধর্মগুপ্ত স্বয়ং তথায় শঙ্কিত চিত্তে প্রবেশ করিল। বিনীত-ভাবে তাহার সম্মুখে প্রণত হইয়া সে তাহাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিল, "ভগবতি, কে আপনি আমার গৃহে অবতীর্ণা হইয়াছেন?" সে প্রত্যুত্তর করিল, "যতকাল আপনার গৃহে থাকিব আমাকে বিবাহ দিবেন না। পিতঃ আমি আপনার নিকট আশীর্বাদ-স্বরূপ আগমন করিয়াছি। আর কোনও প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন আছে কি?" সে তাহাকে এই কথা বলিলে ধর্মগুপ্ত তাহাকে গৃহে লুক্কায়িত রাখিয়া বাহিরে প্রচার করিল যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সোমপ্রভা নাম্নী সেই বালিকা মর্ত্যদেহে স্বর্গের সৌন্দর্য লইয়া দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। একদা বসন্তোৎসব দেখিবার নিমিত্ত হর্ম্যোপরি দণ্ডায়মান অবস্থায় গুহচন্দ্র নামক এক বণিকপুত্র তাহাকে দেখিতে পাইল। (৫০-৭২) বল্লরীর ন্যায় সোমপ্রভা তাহার হৃদয়ে জড়াইয়া রহিল এবং হতচেতন অবস্থায় তথায় বাসকালে পিতা ও মাতা তাহার কষ্টের কারণ জানিতে চাহিলে সে তাহার এক বয়স্যপ্রমুখাৎ তাহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। পুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ তাহার পিতা গুহসেন ধর্মগুপ্তের আলয়ে গমনকরতঃ পুত্র গুহচন্দ্রের সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিতে অনুরোধ করিল। তখন পুত্রবধূলাভাকাঙ্ক্ষী গুহসেনকে ধর্মগুপ্ত,

"আমার কন্যা মানসিক বিকারগ্রস্তা" এই কথা বলিয়া নিরস্ত করিল। কন্যাকে প্রদান করিবার ইচ্ছা নাই এই কথা ভাবিতে ভাবিতে গুহসেন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুত্রকে কামজ্বরে শায়িত দেখিয়া চিন্তা করিল, "কোন কালে আমি নৃপতির উপকার করিয়াছিলাম, আমি এই ব্যাপারে তাহার সাহায্য ভিক্ষা করিয়া আমার মরণোন্মুখ পুত্রের নিমিত্ত ঐ কন্যাটিকে আদায় করিব।" এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া বণিক নৃপতিকে একটি বহুমূল্য রত্ন প্রদান করিয়া নিজের মনোবাঞ্ছা তাহার নিকট ব্যক্ত করিল। নৃপতিও তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া নগরপালের সহায়তায় তাহার সহিত ধর্মগুপ্তের আলয়ে আগমনকরতঃ সৈন্য দ্বারা গৃহ চতুর্দিকে অবরোধ করিলেন। চূড়ান্ত সর্বনাশ আশঙ্কা করিয়া ধর্মগুপ্তের কণ্ঠ অশ্রুতে রুদ্ধ হইল। তখন সোমপ্রভা ধর্মগুপ্তকে বলিল, "তাত! আমার বিবাহ দিন। আমার নিমিত্ত আপনার যেন কোনও বিপদ না ঘটে। আমার যিনি শ্বশুর হইবেন তাহার সহিত এই সর্ত করিবেন যে আমার পতি যেন আমার সহিত ভার্যার ন্যায় ব্যবহার না করে।" কন্যা এই কথা বলিলে তাহার সহিত পত্নীর ন্যায় ব্যবহার করা হইবে না এই সর্তে ধর্মগুপ্ত তাহার বিবাহ দিতে সম্মত হইল। এই সর্তে সম্মত হইয়া গুহসেন মনে মনে হাস্য করিল, "একবার আমার পুত্রের সহিত উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হউক না!" অতঃপর গুহসেনের পুত্র গুহচন্দ্র পত্নী সোমপ্রভাসহ স্বগৃহে আগমন করিল। সায়ংকালে পিতা তাহাকে বলিল, "পুত্র, উহার সহিত পত্নীবৎ আচরণ করিবে, কারণ কোন্ পতি স্বীয় ভার্যার সঙ্গ না আকাঙ্ক্ষা করে?" বধূ সোমপ্রভা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সক্রোধে শ্বশুরের দিকে তর্জনী ঘূর্ণন করিলে মনে হইল যম যেন তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। পুত্রবধূর অঙ্গুলি দর্শনমাত্র গুহসেনের প্রাণবায়ু নির্গত হইল এবং তথায় উপস্থিত সকলে শঙ্কাগ্রস্ত হইল। পিতাকে মৃত দেখিয়া গুহচন্দ্র মনে মনে চিন্তা করিল, মৃত্যুর দেবতা আমার গৃহে আমার পত্নীরূপে প্রবেশ করিয়াছেন। (৭৩-৯০) স্ত্রী গৃহে থাকিলেও সে তখন হইতে তাহার সাহচর্য ত্যাগ করিল––মনে হইল সে যেন তীক্ষ্ণধার অসির উপর দণ্ডায়মান থাকিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। অন্তরে শোকে দগ্ধ হইতে হইতে সে ভোগ বিলাসের লিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যহ ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্রত গ্রহণ করিল। কান্তিমতী তাহার পত্নী মৌন থাকিয়া সর্বদা ব্রাহ্মণদের ভোজনান্তে দক্ষিণা প্রদান করিত। একদা তথায় আগত ভোজনেচ্ছু এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই রূপদ্বারা জগৎমুগ্ধকারিণীকে দেখিতে পাইয়া কৌতূহলবশতঃ গুহচন্দ্রকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এই তরুণী ভার্যাটি কে আমাকে বল?" বিপ্র কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শোকান্বিত হৃদয়ে গুহচন্দ্র তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। তৎশ্রবণে সেই উত্তম দ্বিজ অনুকম্পাবশতঃ যাহাতে তাহার অভিলাষ পূর্ণ হয় সেই নিমিত্ত অগ্নিদেবকে তুষ্ট করিবার মন্ত্র তাহাকে প্রদান করিল। অতঃপর গুহচন্দ্র গোপনে মন্ত্র উচ্চারণ করিলে অগ্নি হইতে এক ব্রাহ্মণ

নির্গত হইলেন। সেই বিপ্রবেশী অগ্নির চরণে পতিত হইলে তিনি গুহচন্দ্রকে বলিলেন, "অদ্য তোমার গৃহে ভোজন করিয়া রাত্রি যাপন করিব। তোমার পত্নী সম্বন্ধে সত্য বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।" গুহচন্দ্রকে এই কথা বলিয়া তিনি তাহার গৃহে প্রবেশকরতঃ অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় আহার করিয়া রাত্রির এক যাম মাত্র গুহচন্দ্রের নিকট নিদ্রাহীন অবস্থায় শয়ন করিয়া রহিলেন। রাত্রির সেই ক্ষণে যখন গুহচন্দ্রের গৃহে সকলে নিদ্রিত ছিল তখন গুহচন্দ্রের পত্নী সোমপ্রভা স্বামীর গৃহ হইতে বহির্গত হইল। তন্মুহূর্তে ব্রাহ্মণ গুহচন্দ্রকে জাগরিত করিয়া বলিল, "আইস তোমার পত্নীর কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ কর।" (৯১-১০৩)

যোগবলে গুহচন্দ্র এবং স্বয়ং ভ্রমরের রূপ ধারণ করিয়া বহির্দেশে আগমন করিলে ব্রাহ্মণ গুহচন্দ্রকে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত ভার্যাকে দেখাইল। সেই সুন্দরী নগরের বাহিরে বহুদূরে গমন করিলে ব্রাহ্মণ ও গুহচন্দ্র তাহাকে অনুসরণ করিল। গুহচন্দ্র তাহার সম্মুখে ছায়া সমন্বিত একটি বিরাট ন্যগ্রোধ বৃক্ষ দেখিতে পাইল। তাহার অধোদেশে বীণা বেণুরব সমন্বিত দিব্যসঙ্গীত শ্রবণ করিল। বৃক্ষের পাদদেশে তাহার পত্নীর সদৃশাকৃতি একটি দিব্য ললনাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিল, যাহার রূপে জ্যোৎস্নাও পরাজিত হইয়াছিল। তাহাকে শ্বেত চামরদ্বারা বাতাস করা হইতেছিল এবং মনে হইতেছিল তিনি যেন চন্দ্রের সমস্ত লাবণ্যরত্নের অধিশ্বরী। অতঃপর গুহচন্দ্র দেখিল যে তাহার ভার্যা সেই বৃক্ষে আরোহণপূর্বক সেই সুন্দরীর পার্শ্বে অর্ধেক সিংহাসন অধিকার করিয়া উপবেশন করিল। সমকান্তিমতী দুইটি দিব্য রমণীকে একত্রে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহার মনে হইল সেই যামিনী যেন তিনটি চন্দ্রদ্বারা আলোকিত হইয়াছে।

কৌতূকাবিষ্ট হইয়া মুহূর্তকাল সে চিন্তা করিল, "ইহা কি স্বপ্ন, অথবা ভ্রান্তি অথবা দুই ই? ইহা সৎসঙ্গে অবস্থানজনিত সদ্বৃক্ষের মঞ্জরী যাহা প্রস্ফুটিত হইলে তদুপযুক্ত ফল জন্মিবে।" সে যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিল তখন ঐ দুই দিব্য কন্যা তাহাদের উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণ করিয়া স্বর্গীয় আসব পান করিল এবং গুহচন্দ্রের পত্নী দ্বিতীয় দিব্যরমণীকে বলিল, "অদ্য এক মহাতেজা বিপ্র আমাদের গৃহে আগমন করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত হে ভগিনি, আমার চিত্ত শঙ্কিত হইতেছে এবং আমাকে এখনই অবশ্য অবশ্য প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।" এই কথা বলিয়া ঐ দিব্যকন্যার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল। তৎদৃষ্টে গুহচন্দ্র এবং সেই ব্রাহ্মণ ভৃঙ্গরূপে তাহার অগ্রে অগ্রে রাত্রিকালে তাহার আগমনের পূর্বেই গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। (১০৪-১১৭) গুহচন্দ্রের পত্নীও সকলের অলক্ষ্যে গৃহে প্রবেশ করিল। তখন বিপ্র স্বেচ্ছায় গুহচন্দ্রকে বলিল, "তোমার পত্নী যে দেবী, মানুষী নহেন, তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ অদ্য পাইয়াছ এবং তাহার দিব্য ভগিনীকেও দর্শন করিয়াছ।

তুমি কি করিয়া প্রত্যাশা কর যে একজন দিব্য রমণী মনুষ্যের সংগম ইচ্ছা করিবে? উহার কক্ষদ্বারের উপরে লিখিয়া রাখিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে একটি মন্ত্র প্রদান করিতেছি এবং ঐ মন্ত্রের শক্তি যাহাতে গৃহের বহির্দেশে বর্ধিত হয় তোমাকে তাহার কৌশল শিক্ষা দিব। বাতাস না পাইলেও অগ্নি জ্বলিতে থাকে কিন্তু বায়ুসংযোগে তাহা যেরূপ বর্ধিত হয় তদ্রূপ কোন সহায়তা বিনাই ঐ মন্ত্র অভীষ্ট ফল প্রদান করিবে। কিন্তু উহার সহিত কৌশল যুক্ত হইলে উহা অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে।" এই কথা বলিয়া বিপ্র গুহচন্দ্রকে একটি মন্ত্র প্রদান করিয়া প্রাতঃকালে অন্তর্ধান করিলেন। এদিকে গুহচন্দ্র ঐ মন্ত্র তাহার পত্নীর কক্ষের দ্বারোপরি লিপিবদ্ধ করিয়া সায়ংকালে পত্নীর অনুরাগ উৎপত্তির নিমিত্ত বক্ষ্যমান কৌশল অবলম্বন করিল। সে উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়া ভার্যার চক্ষের সম্মুখেই এক বারবনিতার সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিল। উহা দর্শন করিয়া মন্ত্রদ্বারা তাহার বাক্য মুক্তি পাওয়ায় ঈর্ষান্বিতা হইয়া, "ঐ নারীটি কে?" স্বামীর নিকট তাহা জানিতে চাহিলে সে মিথ্যামিথ্যি বলিল, "ঐ বরাঙ্গনা আমার অতিশয় অনুরাগিনী, আমার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছে এবং অদ্য আমি উহার নিকট গমন করিব"। তখন সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বামহস্ত দ্বারা অবগুণ্ঠন উত্তোলনকরতঃ তাহাকে বলিল, "সেই নিমিত্তই তুমি বুঝি উত্তম সাজ পোশাক করিয়াছ? তুমি কেন উহার নিকট গমন করিবে? তুমি আমার কাছে আসিবে, আমি তোমার গৃহিণী।" মন্ত্রবলে দুষ্ট অপদেবতার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া যখন সে পুলকিত হইয়া আবেগপূর্ণ অন্তরে তাহাকে এইরূপ অনুরোধ করিল তখন সে অতিশয় প্রফুল্লচিত্তে পত্নীর সহিত তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া মানুষ হইয়াও কল্পনাতীত স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করিল। মন্ত্রবলে তাহাকে প্রেমিকা পত্নীরূপে লাভ করিলে সে তাহার স্বর্গবাসিনীর দাবি ত্যাগ করিল এবং গুহচন্দ্র তাহার সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। (১১৮-১৩২)

এই প্রকার শাপগ্রস্তা দিব্যাঙ্গনাগণ যজ্ঞ ও দানাদি দ্বারা সুকৃতি অর্জনের পুরস্কার—স্বরূপ সৎ মানবদিগের পত্নীত্ব স্বীকার করে। দেবদ্বিজে ভক্তি সদ্বাক্তিদিগের কাম-ধেনুস্বরূপ। উহা দ্বারা কি না প্রাপ্ত হওয়া যায়? সামদানাদি নীতিসমূহ উহার পরিপোষক মাত্র। ঝটিকা যেরূপ পুষ্পের পতনের কারণ সেইরূপ দুষ্কর্ম করিলে দেবতাদিগের ন্যায় উচ্চকোটিতে যাহাদের জন্ম তাহারাও অধঃপতিত হয়। রাজকন্যাকে এই কথা বলিয়া বসন্তক পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, "অহল্যার কি হইয়াছিল শ্রবণ করুন:

অহল্যার কাহিনী

পুরাকালে ত্রিকালজ্ঞ মহামুনি গৌতম ছিলেন। স্বর্গীয় অপ্সরাদিগের হইতেও অধিকতর

সুন্দরী তাহার অহল্যা নাম্নী পত্নী ছিল। একদা ইন্দ্র তাহার রূপে মোহিত হইয়া গোপনে তাহাকে প্রলুব্ধ করিল, কারণ ক্ষমতায় অন্ধ হইয়া নৃপতিগণ দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

মূঢ়া অহল্যা কামাসক্তা হইয়া শচীপতিকে প্রলুব্ধ করিল। গৌতমমুনি তাহার অলৌকিক শক্তিবলে সমস্ত অবগত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলে ইন্দ্র ভীত হইয়া মার্জাররূপ ধারণ করিল। 'এখানে কে আছে?' গৌতম অহল্যাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে অহল্যা প্রাকৃতে দ্ব্যর্থবাচক ভাষায় বলিল, 'এখানে মজ্জার আছে'। (মজ্জার—মৎ + জার—আমার প্রেমিক, অথবা মার্জার—বিড়াল)। গৌতম সহাস্যে বলিলেন, "এখানে সত্যসত্যই তোর প্রেমিক আছে, তোকে শাপ দিতেছি, কিন্তু সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ করিস নাই বলিয়া একসময় তোর শাপমুক্তি হইবে।" তিনি এই অভিশাপ দিলেন, "রে পাপিয়সি, বহুকাল এইস্থানে প্রস্তরীভূত অবস্থায় অবস্থিতি কর, যে পর্যন্ত না রামচন্দ্র অরণ্য পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে হেথায় উপস্থিত হন"। সঙ্গে সঙ্গে গৌতম ইন্দ্রদেবকেও এই শাপ দিলেন, "তুই যে স্ত্রী অঙ্গ অভিলাষ করিয়াছিলি তোর সমস্ত দেহ তাহার আকৃতিতে পূর্ণ হইবে। বিশ্বকর্মা সৃষ্ট তিলোত্তমার দর্শনে সেই সমস্ত নয়নে পরিবর্তিত হইবে।" এই শাপ উচ্চারণ করিয়া গৌতমঋষি ঈপ্সিত তপশ্চর্যা করিতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু অহল্যা সেই স্থানেই নিদারুণ শিলীভূত অবস্থায় রহিয়া গেল। ইন্দ্রের দেহ তৎক্ষণাৎ হীন চিহ্নে আবৃত হইল, কারণ দুশ্চরিত্রের অবমাননাকর অবস্থা কেন না হইবে? (১৩৩-১৪৭)

ইহা অতীব সত্য যে মনুষ্যেরা তাহাদের কুকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিবে। যে যেরূপ বীজ বপন করে সে সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। মহদাশয় ব্যক্তিগণ প্রতিবেশীদিগের গ্লানিকর কর্ম করিতে ইচ্ছা করেন না। সদ্ব্যক্তিদিগের নিকট ইহাই বিধির বিধান। পূর্বজন্মে তোমরা দুই দেবী পরস্পরের ভগিনী ছিলে। শাপ-গ্রস্ত হইয়া তোমাদের এই দশা হইয়াছে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের ভাব নাই, তোমরা সর্বদা একে অন্যের হিতসাধনে উদ্‌গ্রীব।" বসন্তকের নিকট হইতে এই কথা শুনিবার পর বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর অন্তরে লেশমাত্রও ঈর্ষার বীজ রহিল না। রাজ্ঞী বাসবদত্তা নিজের স্বামীকে উভয়ের সাধারণ সম্পত্তি করিল এবং আত্মবৎ পদ্মা-বতীর মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল।

পদ্মাবতী প্রেরিত দূত প্রমুখাৎ বাসবদত্তার এই মহত্ত্বের কথা অবগত হইয়া মগধেশ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। পরদিবস মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বৎসরাজের নিকট

আগমন করিয়া রাজ্ঞী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে তাহাকে বলিল, "প্রভো, আমাদের সংকল্পিত কার্য আরম্ভ করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি কৌশাম্বীতে গমন করি না কেন, কারণ যদিও মগধেশ্বর প্রবঞ্চিত হইয়াছেন তথাপি তাহার নিকট হইতে ভয়ের কোন কারণ উপস্থিত হইবে না। কন্যাসম্প্রদানরূপ নীতি দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ রূপে বিজিত হইয়াছেন। এখন প্রাণাপেক্ষা প্রিয় কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন কেন? তিনি তাহার বাক্য নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। উপরন্তু আপনি তো তাহাকে প্রবঞ্চনা করেন নাই। উহা আমারই কীর্তি। কিন্তু তিনি তাহাতে অসন্তুষ্ট হন নাই। বস্তুতঃ আমি আমার গুপ্তচর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি তিনি আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ করিবেন না। এই নিমিত্তই আমরা এতদিন এই স্থানে অবস্থান করিয়াছি। (১৪৮-১৫৮) অভিলষিত কর্ম সম্পাদনের পর যৌগন্ধরায়ণ যখন এই কথা বলিতেছিল তখন মগধেশের নিকট হইতে এক দূত তথায় আগমন করিলে প্রতিহার প্রমুখাৎ সেই বার্তা শ্রবণ করা মাত্র তাহাকে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল। সে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইয়া বৎসরাজকে বলিল, "রাজ্ঞী পদ্মাবতী কর্তৃক প্রেরিত সংবাদে মগধেশ হৃষ্ট হইয়া দেবকে এই বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন: 'আর বেশী কথায় কাজ কি? সমস্ত শ্রবণ করিয়া আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমি তোমার পক্ষেই আছি। যে কার্য সাধন করিবার নিমিত্ত ইহার সূচনা এক্ষণে তাহা সম্পাদন কর"। যৌগন্ধরায়ণ কর্তৃক রোপিত নীতিবৃক্ষের পুষ্পস্বরূপ দূতের এই সুস্পষ্ট বার্তা বৎসরাজ সানন্দে গ্রহণ করিল। বাসবদত্তার সহিত পদ্মা-বতীকে আনয়নকরতঃ পুরস্কার দ্বারা দূতকে সম্মানিত করিয়া বিদায় করা হইল। তখন চণ্ডমহাসেনের নিকট হইতেও জনৈক দূত আগমনকরতঃ তথায় প্রবেশ করিয়া বিধিমত নৃপতিকে প্রণাম করিয়া বলিল, "রাজন্, রাজনীতিজ্ঞ নরপতি চণ্ডমহাসেন আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হৃষ্টচিত্তে এই বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, "তোমার সাফল্যের একমাত্র কারণ যৌগন্ধরায়ণ, তোমার মন্ত্রী। আর বেশী কথার কি প্রয়োজন আছে? বাসবদত্তাও ধন্য, তোমার প্রতি প্রেমবশতঃ সে এমন কার্য করিয়াছে যাহাতে সদ্ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমাদের শির চিরকাল উন্নত থাকিবে। পদ্মাবতীকে আমি বাসবদত্তা হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিতেছি না, কারণ দুইজন অভিন্ন হৃদয়। সুতরাং অচিরাৎ সংকল্প সাধনে ব্রতী হও।"

তাহার শ্বশুরের প্রেরিত দূতের মুখ হইতে এই বাণী শ্রবণ করিয়া সহসা তাহার হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইল এবং রাজ্ঞীর প্রতি অনুরাগ ও তাহার উত্তম মন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা আরও বর্ধিত হইল। রাজ্ঞীদের সাহচর্যে দূতকে যথারীতি অতিথি সৎকার দ্বারা প্রীত করিয়া সে হৃষ্টচিত্তে দূতকে বিদায় দিল এবং মন্ত্রীদের সহিত

পরামর্শকরতঃ সংকল্প সাধনোদ্দেশ্যে কৌশাম্বীতে প্রত্যাবর্তন করিতে মনস্থ করিল। (১৫৯-১৭১)

--ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের লাবাণক লম্বকের
তৃতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা--১৭১
ক্রমিক সংখ্যা--২১৩৮

চতুর্থ তরঙ্গ

পরদিবস বৎসরাজ সচিব ও পত্নীদিগের সহিত লাবাণক হইতে কৌশাম্বী যাত্রা করিলেন। তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন অসময়ে উদ্বেলিত জলরাশির ন্যায় উপত্যকা-ভূমিতে অবস্থিত তাহার সৈন্যদিগের কলরব শ্রুত হইতে লাগিল। পূর্বাচলের সহিত গগনে রবি যদি গমন করিত তবে গজেন্দ্রের উপর অধিষ্ঠিত নৃপতির গমনের সহিত তাহার তুলনা করা যাইত। শ্বেতছত্রচ্ছায়ার অন্তরালে রাজা যেন ইন্দ্র কর্তৃক সেবিত হইয়া অর্কতেজকে পরাভূত করিয়া প্রহৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছিল। ধ্রুব নক্ষত্রের চতুর্দিকে কক্ষস্থিত গ্রহদিগের ন্যায় সমস্ত গণপরিবৃত নৃপতি সকলের উপরে সতেজে নিজ কক্ষে যেন অবস্থিতি করিতেছিলেন। নৃপতির হস্তীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটি হস্তিনীর উপর আরোহণ করিয়া রাজ্ঞীরা গমন করিতে থাকিলে তাহারা অনুরাগভরে গমনশীল মূর্তিমতী ধরণীদেবী ও লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। তাহার সম্মুখ ভূমিতে অবস্থিত পথ বেগশালী তুরঙ্গদিগের ক্ষুরাঘাতের চিহ্ন ধারণ করাতে মনে হইল যেন রাজা নখরাঘাতে উহাকে সম্ভোগ করিয়াছেন। এইরূপে বন্দিগণ কর্তৃক নিরত স্তুত হইয়া রাজা কতিপয় দিবসেই উৎসবমুখরিত কৌশাম্বী নগরে আগত হইলেন। স্বামী প্রবাস ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করায় সেদিন নগরীকে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। রক্তাংশুক পতাকা হইয়াছিল তাহার পরিধেয় বস্ত্র, গবাক্ষ হইয়াছিল তাহার আয়ত চক্ষু, দ্বারদেশের সম্মুখে অবস্থিত পূর্ণকুম্ভ হইয়াছিল তাহার পীনোন্নত কুচযুগ, জনতার আনন্দ কোলাহল হইয়াছিল তাহার আনন্দের ভাষা এবং শ্বেতসৌধ হইয়াছিল তাহার হাস্য। এই প্রকারে ভার্যাদ্বয় সহ রাজপুরীতে প্রবেশ করিলে তাহার দর্শনে পুরনারীগণ অতিশয় আহ্লাদিত হইল। (১-১০) সুদৃশ্য হর্ম্যোপরি দণ্ডায়মান শত শত সুন্দরীর আনন দ্বারা নভোদেশ পূর্ণ হইয়াছিল। রাজ্ঞী-দিগের বদন শোভার নিকট পরাজিত হইয়া চন্দ্রের সৈন্যরা যেন তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আগমন করিয়াছে। গবাক্ষে অবস্থিত অনিমেষলোচনা অন্যান্য পুরস্ত্রীগণকে দেখিয়া মনে হইল যেন স্বর্গের অপ্সরাগণ রথে আরোহণ করিয়া কৌতূহলবশতঃ আকাশপথে তথায় আগমন করিয়াছে। অন্য রমণীগণ গবাক্ষজালে আয়ত-নয়ন পক্ষ্মলগ্ন করাতে মনে হইল যেন মনসিজকে বন্দী করিবার নিমিত্ত শায়কের পিঞ্জর নির্মাণ করা হইয়াছে। কোনও রমণীর সোৎসুক নয়ন নৃপসন্দর্শনের নিমিত্ত বিস্তৃত হইতে হইতে নৃপতিকে দেখিতে না পাইয়া যেন কর্ণকে বলিতে তাহার পার্শ্ব-দেশ পর্যন্ত আগমন করিয়াছে। দ্রুতগতিতে আগত কাহারও প্রকম্পিত স্তনদ্বয় যেন তাহার দর্শনের আগ্রহাতিশয্যে কাঁচুলী হইতে নির্গত হইতে চাহিতেছিল। উৎসাহের

উদ্দীপনায় কাহারও গলদেশের ছিন্ন হার হইতে হৃদয়ের আনন্দাশ্রুরূপে মুক্তারাজি বিন্দু বিন্দু পতিত হইতেছিল। কেহ কেহ বাসবদত্তার অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইবার বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সোৎকন্ঠে বলিতেছিল, "লাবাণকে অগ্নি যদি তাহার কোন ক্ষতি করিয়া থাকে তবে সূর্যদেব যেন স্বীয় প্রকৃতি বিস্মৃত হইয়া জগতে তমোরাশি বিকিরণ করিতে থাকুন," অন্য কোনও রমণী পদ্মাবতীকে দেখিয়া স্বীয় বয়স্যাকে বলিল, "আমার দেখিয়া আনন্দ হইতেছে যে সখীবৎ সপত্নীর নিকট বাসবদত্তার লজ্জিত হইবার কিছু নাই।" (১১-২০) প্রমোদপ্রফুল্ল নীলপদ্মসদৃশ নয়নমালা রাজ্ঞীদ্বয়ের দিকে নিক্ষিপ্ত করিয়া কোন কোন রমণী বলিতেছিল, "এই দুই জনের সৌন্দর্য নিশ্চয়ই হর ও মুরারির দৃষ্টিপথে পতিত হয় না, অন্যথা কি প্রকারে তাহারা উমা ও লক্ষ্মীকে এত সম্মান প্রদর্শন করেন?" এই প্রকারে পৌরজনের নয়নে আনন্দ-বিধানকরতঃ মঙ্গলকার্যাদি সম্পাদন করিয়া বৎসরাজ রাণীদিগের সহিত তাহার প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। প্রভাতে পদ্ম সরোবরের অথবা চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের যে শোভা হয় তৎকালে রাজপ্রাসাদও তদ্রূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল। সৌভাগ্য লাভার্থে সামন্তগণের আনীত উপহারে প্রাসাদ মুহূর্তে পূর্ণ হইয়া অন্যান্য অসংখ্য নৃপতিদিগের নিকট হইতে উপহার আগমনের সূচনা করিল। সামন্তগণকে সম্মানিত করিয়া এবং তথায় উপস্থিত সকলের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া বৎসরাজ মহোৎসবে স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রতি ও প্রীতি দেবীর মধ্যে অবস্থিত কামদেবের ন্যায় নৃপতিও রাজ্ঞীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থানকরতঃ দিবসের অবশিষ্টাংশ পানভোজনাদিতে যাপন করিলেন।

পরদিবস রাজা যখন মন্ত্রিবর্গের সহিত রাজসভায় আসীন ছিলেন তখন একজন বিপ্র দ্বারদেশে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, "রাজন্, ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা কর। কতিপয় দুষ্ট গোপালক অরণ্য প্রদেশে আমার পুত্রের চরণচ্ছেদন করিয়াছে। (২১-২৯) এই কথা শ্রবণমাত্র রাজা দুই তিনজন গোপালককে তাহার সম্মুখে আনয়নকরতঃ তাহাদের প্রশ্ন করিলে তাহারা প্রত্যুত্তরে বলিল, "আমরা গোপালক, অরণ্যে বিচরণ করি। আমাদের মধ্যে দেবসেন নামক একব্যক্তি অরণ্যে একটি শিলাসনে উপবিষ্ট হইয়া 'আমি তোদের রাজা' এই কথা বলিয়া আমাদিগকে নানাপ্রকার আদেশ প্রদান করিলে আমাদের মধ্যে কেহই তাহা অমান্য করিতে সমর্থ হই না। হে রাজন, এই প্রকারে সে অরণ্যে আধিপত্য করে। অদ্য এই বিপ্রের পুত্র তথায় উপস্থিত হইয়া গোপালক নৃপতিকে সম্মান প্রদর্শন না করাতে রাজার আদেশে আমরা যখন তাহাকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন না করিয়া এইস্থান পরিত্যাগ করিও না,-- এই কথা বলিয়াছিলাম তখন আমাদের সাবধানবাণী সত্ত্বেও ঐ যুবক হাস্যকরতঃ আমাদিগকে ধাক্কা দিয়া প্রস্থান করিল। তখন গোপালক নৃপতি ঐ দুর্বিনীত যুবকের পাদচ্ছেদন করিতে

আমাদিগকে আদেশ করিলে উহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আমরা উহার চরণ কর্তন করিয়াছি। আমাদের মত ব্যক্তিগণ কি প্রকারে রাজার আদেশ অমান্য করিতে পারে?" রাজার নিকট এইরূপ নিবেদন করিলে, প্রাজ্ঞ যৌগন্ধরায়ণ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাহাকে একান্তে বলিল, "নিশ্চয়ই ঐ স্থানে রত্নাদি আছে যাহার প্রভাবে একটি গোপালকও শক্তিমান হয়, সুতরাং চলুন, আমরা তথায় গমন করি।" মন্ত্রী এই কথা বলিলে রাজা গোপালকদিগকে পন্থা প্রদর্শন করিতে বলিয়া মন্ত্রী, সৈন্যদল ও অনুচর সমভিব্যাহারে অরণ্যে সেইস্থলে গমন করিলেন। (৩০-৪০)

যখন সেইস্থান পরীক্ষা করিয়া কর্মীরা ভূমি খনন করিতেছিল তখন নিম্নদেশ হইতে পর্বতাকার এক যক্ষ বহির্গত হইয়া নৃপতিকে বলিল, "রাজন্, এতাবৎকাল আমি যে ধন এই স্থানে রক্ষা করিতেছিলাম তাহা তোমার পূর্বপুরুষেরা এইস্থানে প্রোথিত করিয়াছিলেন, এখন তুমি উহা অধিকার কর।" যক্ষ এই কথা বলিয়া রাজা কর্তৃক সম্পূজিত হইয়া অন্তর্ধান করিলে খনন দ্বারা ঐ স্থান হইতে রাশি রাশি ধন বাহির করা হইল। তাহাদের মধ্যে একটি মহামূল্য রত্নসিংহাসন ছিল। সমৃদ্ধির উদয়ে পরপর বহু প্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়া থাকে। বৎসরাজ সোৎফুল্ল চিত্তে তথা হইতে সমস্ত ধনরত্ন গ্রহণ করিয়া গোপালকদিগের শাস্তিবিধানকরতঃ স্বপুরে প্রত্যা-বর্তন করিলেন। নগরবাসিগণ নৃপতি কর্তৃক আনীত সেই স্বর্ণসিংহাসন দর্শন করিল। উহার রক্তরাগখচিত মণি হইতে অরুণাভ দ্যুতি বিচ্যুত হইয়া ভবিষ্যতে রাজার সমস্ত প্রদেশ বলদ্বারা অধিকৃত হইবার আভাস সূচনা করিতেছিল। উহার মুক্তাখচিত রৌপ্যদণ্ডসমূহ যেন দন্তবিকাশপূর্বক রাজমন্ত্রিগণের বিস্ময়কর প্রতিভা-দর্শনে পুনঃপুনঃ হাস্য করিতেছিল। দুন্দুভিনিনাদের মধুর শব্দদ্বারা নগরবাসিগণ তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল। এবং রাজার জয় সুনিশ্চিত জানিয়া মন্ত্রিবর্গ সাতিশয় উল্লসিত হইয়াছিল। কার্যারম্ভে এই প্রকার শুভ ঘটনা ভবিষ্যৎ সাফল্য সূচিত করে। বিদ্যুৎপ্রভার মত পতাকারাজি নভোদেশ আবৃত করিল, এবং রাজা জলদের ন্যায় অনুগতদের উপর স্বর্ণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। (৪১-৫০) ঐ দিবস উৎসবে অতিবাহিত করিয়া পরদিবস বৎসরাজের মনোগত অভিপ্রায় জানিবার উদ্দেশ্যে যৌগন্ধরায়ণ তাহাকে বলিল, 'হে রাজন্, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আপনার পূর্বপুরুষদের এই সিংহাসনে আরোহণ করিয়া উহাকে অলংকৃত করুন।" রাজা বলিলেন, "নিখিল রাজ্য জয় করিয়াই আমি ঐ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কীর্তি অর্জন করিতে সমর্থ হইব। আমার প্রথিতযশাঃ পূর্বপুরুষগণ সমগ্র মেদিনী জয় করিয়াই ঐ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সসাগরা রত্নগর্ভা পৃথিবী জয় না করিয়া আমি পূর্বপুরুষ-দিগের ঐ মহারত্নসিংহাসন অলংকৃত করিতে পারিব না।" এই কথা বলিয়া রাজা তখন ঐ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন না। অভিজাতবংশে যাহাদের জন্ম তাহারা

অকৃত্রিম মহৎগুণের অধিকারী হন। এই কথা শ্রবণ করিয়া যৌগন্ধরায়ণ পুলকিত হইয়া বলিল, "সাধু, মহারাজ, সাধু! প্রথমে পূর্বদেশ জয় করিবার উদ্যম করা যাউক।" এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, "অন্যান্য দিক থাকিতে নৃপতিরা প্রথমে কেন পূর্বদিকে যাত্রা করেন?" ইহা শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ পুনরায় বলিল, "বিত্তশালী হইলেও উত্তরদিক ম্লেচ্ছ দ্বারা অধ্যুষিত। সূর্য ও অন্যান্য গ্রহাদির অস্তগমন হয় বলিয়া পশ্চিম দিকের গৌরব নাই। দক্ষিণ দিকে রাক্ষসেরা এবং যমরাজা বাস করেন। কিন্তু পূর্বদিকে রবি উদিত হন, দেবরাজ ইন্দ্র অধিষ্ঠান করেন এবং ঐ দিকেই জাহ্নবী প্রবাহিতা হন। সেইজন্য পূর্বদিকেরই গৌরব বেশী। অধিকন্তু হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী প্রদেশসমূহ গঙ্গাবারিতে পূত হওয়াতে ঐ দেশই প্রশস্ততম বলিয়া বিবেচিত হয়। সেইজন্য বিজয়েচ্ছু নৃপতিগণ সুরনদী অলঙ্কৃত ঐ রাজ্যেই বাস করিতে ইচ্ছা করেন। আপনার পূর্বপুরুষেরাও প্রাচীদেশ জয় করিতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরে হস্তিনাপুরে তাহাদের আবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্য পৌরুষাধীন, কোথায় তাহা অবস্থিত তাহার উপর নির্ভর করে না। সেইজন্য রম্য পরিবেশে অধিষ্ঠিত হওয়ায় শতানীক কৌশাম্বী নগরী আশ্রয় করিয়াছিলেন।' এই কথা বলিয়া যৌগন্ধরায়ণ নীরব হইলে, পুরুষকারে বিশ্বাসী রাজা বলিলেন, "ইহা অতীব সত্য যে কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করিলেই পৃথিবীতে সাম্রাজ্য গঠন করা যায় না। স্বকীয় পৌরুষই সহায়তা লাভের একমাত্র উপায়। সাহসী পুরুষ কাহারও সহায়তা ব্যতীত নিজের পৌরুষে সফলতা অর্জন করে। এই প্রসঙ্গে সত্ত্ববান্ পুরুষের কাহিনী কি তুমি শ্রবণ কর নাই?" এই কথা বলিলে মন্ত্রিদের কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রাজ্ঞীদিগের সম্মুখে বৎসরাজ বক্ষ্যমান কাহিনী বিবৃত করিলেন। (৫১-৬৮)

বিদূষকের কাহিনী

ভূতলে বিখ্যাত উজ্জয়িনী নগরীতে পুরাকালে আদিত্যসেন নামক মহীপতি বাস করিতেন। তিনি ছিলেন সাহসের নিলয় এবং তাহার প্রতাপে তাহার রথ সূর্যের রথের ন্যায় সর্বত্র অপ্রতিহত গতি ছিল। যখন তাহার তুষার ধবল উচ্চ ছত্র আকাশ আলোকিত করিত তখন অন্যান্য নৃপতিবর্গ গ্রীষ্মের তাপ নিবারিত হওয়ায় তাহাদের ছত্র বন্ধ করিত। অম্বুনিধি যেরূপ জলের আধার তিনি সেইরূপ সমগ্র ভুবনে জাত রত্নাদির আধার ছিলেন। একদা কোন কারণে জাহ্নবীতীরে আগমন করিয়া তিনি সসৈন্যে তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তথায় তৎদেশজ গুণবর্মা নামক এক বিত্তবান বণিক একটি কন্যারত্নকে উপহারস্বরূপ আনয়নকরতঃ নৃপতি সকাশে আগমন করিয়া প্রতিহার প্রমুখ নৃপতিকে এই বার্তা প্রেরণ করিল, "ত্রিভুবনের রত্ন এই কন্যা আমার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আমি অন্য কাহাকেও ইহাকে সম্প্রদান করিতে পারি না,

কারণ দেব! একমাত্র আপনিই এই কন্যার স্বামী হইবার যোগ্য।" অতঃপর গুণবর্মা প্রবেশ করিয়া স্বয়ং নৃপতিকে তাহার কন্যা প্রদর্শন করাইল। রাজা তেজস্বতী নাম্নী সেই কন্যাকে দর্শন করিলেন। স্মরদেবের মন্দিরস্থিত রত্নসমূহের আভা শিখার ন্যায় সেই কন্যা তাহার দীপ্তিতে গগনমণ্ডলের সমস্ত দিক আলোকিত করিয়া স্বীয় সৌন্দর্যে চতুর্দিক আবৃত করিল। (৬৯-৭৭) নৃপতি তাহার প্রেমে পতিত হইয়া কামানলে দগ্ধ হইতে থাকিলেন এবং ঘর্মবিন্দুতে গলিত হইবার মত হইলেন। তিনি প্রধানা মহিষী হইবার উপযুক্ত সেই কন্যাকে গ্রহণ করিয়া গুণবর্মাকে আত্মবৎ সম্মানিত করিলেন। তেজস্বতীকে বিবাহ করিয়া জীবনের সকল উদ্দেশ্য সম্পাদিত হইয়াছে মনে করিয়া তাহার সহিত উজ্জয়িনীতে গমন করিলেন। তথায় রাজা সর্বদা তাহার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন এবং অতীব প্রয়োজনীয় রাজকার্যের দিকেও দৃষ্টিপাত করিতেন না। তেজস্বতীর সঙ্গীতালাপে তাহার কর্ণ রুদ্ধ থাকায় দুঃস্থ প্রজাবর্গের ক্রন্দন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতে পারিত না। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তথায় বহু-ক্ষণ অবস্থান করিতেন এবং তথা হইতে বহির্গত হইতেন না, কিন্তু তাহার শত্রুদের হৃদয় হইতে ভীতিজ্বর নিষ্ক্রান্ত হইল। কিছুকাল পরে তেজস্বতীর গর্ভে অখিলজন কর্তৃক সমাদৃত তাহার এক কন্যারত্নের জন্ম হইল এবং তাহার হৃদয়েও প্রজাবর্গ কর্তৃক সমভাবে অভিনন্দিত বিজয়েচ্ছা জাগ্রত হইল। সেই অতিশয় সুরূপা কন্যা সৌন্দর্যে ত্রিভুবনকে তৃণসম করিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিল এবং তাহার প্রতাপ তাহার হৃদয়ে বিজয়েচ্ছা জাগরিত করিয়াছিল। সেই নৃপতি আদিত্য সেন একদা এক উদ্ধত সামন্তকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত উজ্জয়িনী হইতে যাত্রা করিলে মহিষী তেজস্বতী একটি হস্তীর উপর আরূঢ়া হইয়া সৈন্যদিগের রক্ষাকর্ত্রীরূপে তাহার সহিত গমন করিলেন। তিনিও স্রোতস্বিনীর ন্যায় বেগবান ও সচল পর্বতের ন্যায় বিরাট এক উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ করিলেন। অশ্বটির বক্ষে ও মেখলায় কুঞ্চিত কেশর ছিল। সেই অশ্ব মুখ পর্যন্ত তাহার পদোত্তলন পূর্বক মনে হইত যেন স্বর্গে দৃষ্ট গরুড়ের গতির সহিত স্বীয় গতিবেগের প্রতিযোগিতা করিত এবং মস্তক ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্তকরতঃ ভয়হীন দৃষ্টিতে পৃথিবী পরিমাপ করিয়া যেন বলিতে চাহিত, "আমার গতির সীমা কতদূর হইবে?" কিয়দ্দূর গমন করিয়া রাজা একটি সমতল ভূমি প্রাপ্ত হইয়া তেজস্বতীকে দেখাইবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে অশ্বকে ধাবিত করিলেন। রাজা গোড়ালি দ্বারা আঘাত করিলে যন্ত্র হইতে নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় সেই অশ্ব তীব্র বেগে লোকচক্ষুর অন্তরালে এক অজ্ঞাত দিকে প্রস্থান করিল। সৈন্যেরা বিহ্বলচিত্তে ইহা দেখিতে থাকিলে অশ্বারূঢ় সৈন্যগণ রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সহস্র দিকে ধাবিত হইয়াও অশ্বকর্তৃক অপহৃত নৃপতিকে ধরিতে সমর্থ হইল না। মন্ত্রী ও সৈন্যবর্গ বিপদ আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত আকুল হইয়া ক্রন্দনরতা রাজ্ঞীসহ উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবর্তন

করিল। তাহারা পৌরবাসীদিগকে উৎসাহপ্রদানকরতঃ দ্বার রুদ্ধ করিল এবং প্রাচীররক্ষার ব্যবস্থা করিয়া নৃপতির সংবাদ প্রাপ্তির আশায় তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। (৭৮-৯৫)

এদিকে সেই ঘোটক অচিরাৎ ভূপতিকে দুর্দান্ত সিংহ অধ্যুষিত দুর্গম বিন্ধ্যারণ্যে আনয়ন করিল। তথায় অশ্ব বেগ সংবরণ করিয়া স্থির হইল। সেই মহারণ্যে কোথায় আগমন করিয়াছেন তাহা বুঝিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হইয়া তিনি বিহ্বল চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিপদ হইতে মুক্ত হইবার কোনও পথ দেখিতে না পাইয়া, রাজা, যিনি অশ্বটির পূর্বজন্মবৃত্তান্ত অবগত ছিলেন, বাজিসত্তমের পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া তাহার চরণতলে পতিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি একটি দেবতা। তোমার ন্যায় জন্তু তাহার প্রভুর বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে না। সুতরাং তোমাকে আমার রক্ষাকর্তা বলিয়া মনে করিয়া তোমার শরণ লইলাম। এখন আমাকে কোন মঙ্গলপ্রদ পথে চালিত কর।" ঘোটকটি এই কথা শ্রবণ করিয়া অনুতপ্ত হইল এবং পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে নৃপতির অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইল, কারণ উত্তম অশ্বেরা দেবতার মত। তখন রাজা পুনরায় অশ্বে আরোহণ করিলে সেই তুরঙ্গম স্বচ্ছ শীতল তড়াগপূর্ণ একটি পথ দিয়া চলিতে থাকিলে রাজার পথশ্রম ক্লান্তি দূর হইল। সায়ংকালে সে শত যোজন অতিক্রম করিয়া নৃপতিকে উজ্জয়িনীর নিকট আনয়ন করিল। একটি অশ্ব গতিবেগে তাহার সপ্ত অশ্বকেও পরাজিত করিয়াছে দেখিয়া মনে হইল ভাস্কর যেন লজ্জায় পশ্চিমে পর্বতের অন্তরালে অস্তগমন করিল। চারিদিক অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে, উজ্জয়িনীর দ্বার রুদ্ধ এবং তৎকালে নগর প্রাচীরের বহির্দেশে অবস্থিত শ্মশান ভীষণরূপ ধারণ করিয়াছে দেখিয়া সেই বুদ্ধিমান অশ্ব নৃপতিকে প্রাচীরের বাহিরে একটি নির্জন স্থানে অবস্থিত ব্রাহ্মণদিগের গুপ্তবিহারে আশ্রয় লাভের নিমিত্ত আনয়ন করিল। সেই বিহার নিশিযাপনের উপযুক্ত স্থান হইবে মনে করিয়া এবং অশ্বটিও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে দেখিয়া আদিত্য সেন উহাতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শ্মশানের রক্ষক অথবা চোর মনে করিয়া তথায় বসতকারী ব্রাহ্মণেরা তাহাকে প্রবেশ করিতে বাধা দিল। (৯৬-১০৭) তাহারা কলহপরায়ণ হইয়া নিষ্ঠুর অঙ্গভঙ্গী করিয়া বহির্দেশে আগমন করিল। সাম বেদাধ্যয়নরত ব্রাহ্মণেরা ভয়, কর্কশতা এবং ক্রোধের নিলয়। তাহারা যখন কোলাহল করিতেছিল তখন অসমসাহসিক ও গুণবান্ বিদূষক নামক একজন বিপ্র বিহার হইতে নির্গত হইল। সেই যুবকের বাহুতে শক্তি ছিল এবং অগ্নিদেবের তপস্যা করিয়া সেই দেবতার নিকট হইতে সে একটি উত্তম খড়্গ লাভ করিয়াছিল, যাহা স্মরণ করিবামাত্রই তাহার নিকট উপস্থিত হইত। নিশীথে আগত নৃপতির ভব্যবেশ দেখিয়া সে মনে মনে চিন্তা করিল ইনি নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী

দেবতা হইবেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে দূরে অপসৃত করিয়া সে তাহার সম্মুখে নত হইয়া তাহাকে সসম্মানে মঠের অভ্যন্তরে আনয়ন করিল। বিশ্রামান্তে দাসীরা ধূলি-ধৌত করিলে বিদূষক রাজার নিমিত্ত তাহার উপযুক্ত আহার্য প্রস্তুত করিল এবং ঘোটকটিকে ঘাস, যব ইত্যাদি প্রদান করিয়া তাহার ক্লান্তি অপনোদন করিল। অতঃপর নৃপতির নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহাকে বলিল, "প্রভো, আমি আপনার শরীর রক্ষা করিব আপনি সুখে নিদ্রা যান।" শ্রান্ত রাজা যখন সুপ্ত ছিলেন তখন ব্রাহ্মণ অগ্নিদেব প্রদত্ত খড়্গ হস্তে দ্বার রক্ষা করিতেছিল। স্মরণ করিবা মাত্রই খড়্গটি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। (১০৮-১১৬)

পরদিবস প্রাতঃকালে কোন আদেশ না প্রাপ্ত হইয়াই নৃপতি জাগ্রত হইবামাত্রই বিদূষক স্বেচ্ছায় তাহার নিমিত্ত অশ্ব সজ্জিত করিলে, তিনি স্বীয় ঘোটকে আরোহণ—পূর্বক উজ্জয়িনী নগরীতে প্রবেশ করিলেন এবং পৌরজন দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া আনন্দবিহ্বল হইল। তিনি নগরীতে প্রবেশ করিবামাত্রই তাহার প্রত্যাবর্তনে আনন্দিত হইয়া পুরবাসিগণ কলকোলাহল করিতে করিতে তাহার সমীপবর্তী হইল। মন্ত্রীদের সহিত রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলে মহিষী তেজস্বতীর বক্ষ হইতে নিদারুণ কষ্ট অন্তর্হিত হইল। আনন্দের সহিত বায়ুতাড়িত চীনাংশুকের পতাকাশ্রেণী দৃষ্টে মনে হইল নগরী হইতে শোক অন্তর্ধান করিয়াছে। সমস্তদিবস রাজ্ঞী উৎসবানন্দে মত্ত রহিলেন এবং পৌরজন ও দিবাকর সিন্দুররাগরঞ্জিত না হওয়া পর্যন্ত ঐরূপ চলিতে লাগিল। পর দিবস ভূপতি আদিত্যসেন সমস্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত বিদূষককে বিহার হইতে আনয়ন করিয়া রাত্রের ঘটনা বিবৃত করিয়া তাহার উপকারী বিদূষককে এক সহস্র গ্রাম দান করিলেন। কৃতজ্ঞ নরপতি সেই বিপ্রকে ছত্র এবং হস্তী প্রদান-পূর্বক তাহাকে রাজপুরোহিত পদে নিযুক্ত করিলে জনগণ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাহার দিকে নয়নপাত করিতে লাগিল। বিদূষক সম্মানে একজন সামন্তরাজের তুল্য হইল। মহৎ ব্যক্তির উপকার সাধন করিলে তাহা ফলপ্রসূ না হইয়া কি পারে! মহামতি বিদূষক নৃপতি প্রদত্ত গ্রামসমূহ মঠবাসী অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের সহিত দখল করিলেন এবং রাজসভায় রাজার নিকট অবস্থানকরতঃ অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের সহিত গ্রামগুলির উপসত্ব ভোগ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ধনমদে মত্ত ব্রাহ্মণগণ বিদূষককে গ্রাহ্য না করিয়া প্রত্যেকেই প্রধান হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল এবং বিভিন্ন স্থানে সপ্ত জন করিয়া গোষ্ঠী সংগঠন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাকরতঃ দুষ্টগ্রহের ন্যায় গ্রাম-সমূহের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। বিদূষক তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি উদাসীন ছিল, কারণ হীনচেতা ব্যক্তির প্রতি ধীমানদিগের অবজ্ঞা প্রকাশ করাই শোভা পায়। একদা উহাদিগকে কলহরত দর্শন করিয়া চক্রধর নামক একজন নিষ্ঠুরচেতা ব্রাহ্মণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল। চক্রধর স্বয়ং কানা হওয়া সত্ত্বেও অপরের

বিষয়ে কি ন্যায্য হইবে তাহা পরিষ্কার দেখিতে পাইত এবং কুব্জ হইয়াও সরলভাবে কথা বলিত। (১১৭-১৩৩) সে বলিল, "রে শঠেরা, তোরা যখন ভিক্ষাপূর্বক জীবনধারণ করিতিস তখন তোদের অকস্মাৎ এই সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল, তবে কেন তোরা পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া গ্রামগুলি ধ্বংস করিতেছিস? তোদের এইরূপ করিতে দিয়া বিদূষক নিজে দোষী হইয়াছে; অতএব তোদের যে পুনরায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভিক্ষা করিতে হইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বিবিধ মতাবলম্বী বহু নায়ক কর্তৃক সর্বনাশ ঘটা হইতে নায়কবিহীন অবস্থা, যেথায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের বুদ্ধিতে দৈব দ্বারা চালিত হয় তাহা শ্রেয়তর। সুতরাং আমার উপদেশ গ্রহণ কর। যদি নিজেদের অবিচ্ছিন্ন সমৃদ্ধি রক্ষা করিতে চাস্ তবে একজন দৃঢ়চেতা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে তোদের নায়ক পদে বৃত কর, কারণ একজন সমর্থ নিয়ামকই উহা সাধন করিতে পারিবে।" উহা শ্রবণ করিয়া প্রত্যেকেই নায়ক হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে চক্রধর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পুনরায় ঐ মূর্খদিগকে বলিল, "তোরা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিস, আমি এই বিরোধ নিরসন করিবার একটি উপায় বলিতেছি। সমীপবর্তী শ্মশানে তিনটি চোরকে শূলে বধ করা হইয়াছে। রাত্রিবেলা ঐ তিন জনের নাসিকা কর্তনকরতঃ সেইগুলি হেথায় আনয়ন করিতে যাহার সাহস আছে সেই ব্যক্তিই তোদের নায়কত্বে বৃত হইবে, কারণ বীরপুরুষই নায়ক হইবার যোগ্য।" যখন চক্রধর ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে এই প্রস্তাব করিতেছিল তখন তাহাদের নিকটে দণ্ডায়মান বিদূষক বলিল, "ইহাই করা হউক, ইহাতে ভীত হইবার কি আছে?" তখন বিপ্রেরা তাহাকে বলিল, "আমাদের ইহা করিবার সাহস নাই, যে ইহা করিতে সমর্থ হইবে আমরা তাহার অধিনায়কত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত।" তখন বিদূষক বলিল, "বেশ, তবে আমিই ইহা করিব। রাত্রিযোগে ঐ চৌরদিগের নাসিকা ছেদন করিয়া আমি শ্মশান হইতে ঐগুলি আনয়ন করিব।" তখন ঐ মূঢ়গণ এই কার্য করা দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া বলিল, "তুমি যদি উহা করিতে সমর্থ হও তবে তুমি আমাদের প্রভু হইবে। আমরা এই সর্ত করিলাম।" তাহারা এই সর্ত করিলে রজনী আগত হইলে বিদূষক বিপ্রদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্মশানে গমন করিল। অগ্নিদেব প্রদত্ত খড়্গ স্মরণমাত্র তাহার নিকট উপস্থিত হইলে সেই খড়্গটিকে একমাত্র সঙ্গী করিয়া নিজের ভীষণ কার্যসাধন করিবার নিমিত্ত সে বীরপুরুষের ন্যায় শ্মশানে প্রবেশ করিল। (১৩৪-১৪৬) ডাকিনীদিগের চিৎকারে গৃধিনী ও শৃগালদিগের কলরব বর্ধিত হইয়াছিল এবং চিতানল অগ্নিস্রাবী উল্কামুখী ভূতদিগের নিঃশ্বাসে দ্বিগুণিত হইয়াছিল। সেই আলোকে সে দেখিতে পাইল নাসিকা কর্তিত হইবার ভয়ে ভীত হইয়া ঐ চোরগুলির মুখ ঊর্ধ্বদিকে প্রসারিত হইয়াছে। তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে বেতাল কর্তৃক আশ্রিত ঐ তিন চোর উহাকে মুষ্টিদ্বারা আঘাত

করিলে সেও গড়গ দ্বারা তাহাদের প্রত্যাঘাত করিল, কারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ধীমান্ ব্যক্তির হৃদয়ে ভয় প্রবেশ করিতে পারে না। অতঃপর শবগুলি আর বেতালদ্বারা বিকারগ্রস্ত হইল না এবং সফলকাম বীর উহাদের নাসিকা ছেদনকরতঃ সেগুলি স্বীয় বস্ত্রে বন্ধন করিয়া আনয়ন করিল। তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় সে দেখিতে পাইল একটি প্রব্রাজক শবের উপর উপবেশন করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে এবং প্রব্রাজক কি করিতে যাইতেছে তাহা দেখিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সে তাহার পশ্চাতে গোপনে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। অচিরাৎ প্রব্রাজক অধঃস্থিত শবটি ফুৎকার করিলে তাহার মুখ হইতে অগ্নিশিখা এবং নাভিদেশ হইতে সর্ষপ নির্গত হইল। তখন পরি-ব্রাজক সর্ষপগুলি হস্তে গ্রহণ করিল এবং উত্থিত হইয়া হস্ততল দ্বারা শবটিকে আঘাত করিলে উত্তালবেতাল অধ্যুষিত ঐ শব দণ্ডায়মান হইল এবং পরিব্রাজক তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। বিদূষকও অলক্ষ্যে নীরবে তাহার অনু-সরণ করিল। অল্প দূর অতিক্রম করিতেই বিদূষক কাত্যায়ণীদেবীর মূর্তি সংবলিত একটি শূন্য মন্দির দেখিতে পাইল। তখন পরিব্রাজক বেতালের স্কন্ধ হইতে অবতরণ করিয়া মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলে বেতাল ভূতলে পতিত হইল। পরিব্রাজকের অলক্ষ্যে থাকিয়া বিদূষক তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। দেবীর অর্চনা করিয়া প্রব্রাজক বলিতে লাগিল, "দেবি, আমার উপর তুষ্ট হইয়া থাকিলে আপনি আমাকে আমার ঈপ্সিত বর প্রদান করুন। যদি তাহা না করেন তবে নিজেকে বলিপ্রদান করিয়া আপনার পূজা করিব।" (১৪৭-১৬১) স্বীয় শক্তিশালী মন্ত্রের সাফল্যে গর্বিত প্রব্রাজক এই কথা বলিলে গর্ভগৃহ হইতে একটি বাণী তাহাকে বলিল, "নৃপতে, আদিত্য-সেনের কন্যাকে হেথায় আনয়নকরতঃ বলিপ্রদান করিলে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রব্রাজক বাহিরে আগমনকরতঃ পুনরায় হস্তদ্বারা বেতালকে আঘাত করিলে সে ফুৎকার পূর্বক দণ্ডায়মান হইল এবং তাহার মুখ হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইতে লাগিল। প্রব্রাজক তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক রাজকুমারীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত আকাশপথে গমন করিল। গুপ্তস্থান হইতে এই সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিয়া বিদূষক চিন্তা করিতে লাগিল, "আমি জীবিত থাকিতেও কি রাজ-পুত্রীকে হত্যা করিবে? ঐ পাপাত্মা প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আমি এইস্থানেই অবস্থান করিব।" এইরূপে কৃতসংকল্প হইয়া বিদূষক সেই স্থানেই থাকিয়া গেল। প্রব্রাজক গবাক্ষ দ্বারা রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নিশাকালে রাজার দুহিতাকে নিদ্রিত দেখিতে পাইল। রাজকুমারীর কান্তি রাহুগ্রস্ত শশীকলার ন্যায় দীপ্তি পাইতে-ছিল এবং তাহাকে লইয়া সে তমোময় আকাশপথে ফিরিয়া আসিল। শোকে মুহ্যমান রাজকন্যা, "হা মাতঃ! হা পিতঃ!" বলিয়া ক্রন্দন করিতেছিল এবং তাহাকে লইয়া সে সেই দেবীমন্দিরেই অবতরণ করিল। অতঃপর বেতালকে বিদায় প্রদান করিয়া

সে ঐ কন্যাসহ গর্ভগৃহে প্রবেশকরতঃ যখন রাজকন্যাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল তখন বিদূষক খড়্গ লইয়া তথায় প্রবেশ করিল। সে প্রব্রাজককে বলিল, "রে পাপাত্মা, তুই এই মালতীকুসুমসদৃশ কোমল অঙ্গ বজ্রকঠিন শস্ত্রদ্বারা আঘাত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিস্ ?" এই কথা বলিয়া কেশাকর্ষণ পূর্বক ঐ কম্পমান প্রব্রাজকের মস্তক খড়্গ দ্বারা ছেদন করিল। ভয়াকুলা রাজপুত্রী তাহাকে চিনিতে পারিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলে সে তাহাকে প্রবোধ দান করিল। তখন সেই বীর চিন্তা করিতে লাগিল, 'এখন আমি কি প্রকারে রাজদুহিতাকে এই স্থান হইতে রাজান্তঃপুরে লইয়া যাইব ?" (১৬২-১৭৬) তখন অন্তরীক্ষ হইতে এক দৈববাণী তাহাকে বলিল, 'বিদূষক শ্রবণ কর। তোমা কর্তৃক নিহত প্রব্রাজক একটি বেতাল ও কতিপয় সর্ষপবীজের অধিকারী হইয়া পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়া রাজপুত্রীদিগকে বিবাহ করিতে বাঞ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু অদ্য ঐ মূঢ় তাহা হইতে বঞ্চিত হইল। যাহাতে আকাশমার্গে বিচরণ করিতে সমর্থ হও সেইজন্য হে বীর, মাত্র অদ্য রজনীর নিমিত্ত ঐ সর্ষপ বীজসমূহ গ্রহণ কর।" এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া বিদূষক অতিশয় হৃষ্ট হইল। কখন কখন দেবতারা এই প্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রব্রাজকের বস্ত্রাঞ্চল হইতে সর্ষপ হস্তে গ্রহণ করিয়া এবং রাজকুমারীকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া যখন সে ঐ দেবীমন্দির হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল তখন পুনরায় দৈববাণী হইল, "মাসান্তে তুমি এই দেবীমন্দিরে পুনরায় আগমন করিবে, হে মহাবীর, এই কথা বিস্মৃত হইবে না।" এই কথা শ্রবণকরতঃ "আমি তাহাই করিব"—এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া সে তৎক্ষণাৎ দেবীর অনুগ্রহে রাজকুমারীসহ আকাশপথে উড্ডীন হইল। অতঃপর নভঃপথে আগমনকরতঃ রাজকুমারীকে অন্তঃপুরে তাহার কক্ষে সত্বর স্থাপিত করিয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিল "কল্য প্রভাতে আমি আকাশপথে গমন করিতে সমর্থ হইব না, কারণ আমি সকল ব্যক্তির নয়নগোচর হইব, সুতরাং আমাকে এইক্ষণেই চলিয়া যাইতে হইবে।" সে এই কথা বলিলে রাজদুহিতা শঙ্কিত হইয়া বলিল, "আমি এতই ভয়ে ব্যাকুলা হইয়াছি যে আপনি চলিয়া যাওয়া মাত্র আমার নিঃশ্বাস আমার দেহ পরিত্যাগ করিবে। সুতরাং হে মহাবীর, আপনি প্রস্থান করিবেন না, পুনর্বার আমার জীবন রক্ষা করুন। সদ্ব্যক্তিগণ আজন্ম তাহাদের কর্তব্য কর্ম গ্রহণ করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বীরপ্রবর বিদূষক চিন্তা করিল, "এই কুমারীকে পরিত্যাগ করিয়া আমি যদি গমন করি তবে হয়ত সে ভয়ে মৃতা হইবে। তবে আমি রাজভক্তির কি নিদর্শন রাখিব ?" এই কথা চিন্তা করিয়া সে রাত্রিতে অন্তঃপুরেই থাকিয়া গেল এবং জাগরণ ও শ্রান্তিতে সে ক্রমে ক্রমে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। সন্ত্রস্তা রাজকুমারী বিনিদ্র অবস্থায় নিশিযাপন করিল। (১৭৭-১৯১)। এমন কি প্রভাত হইলেও সে নিদ্রিত বিদূষককে

জাগ্রত করিল না। প্রেমার্দ্র চিত্তে ভাবিতে লাগিল, "উনি আরও ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন।" অন্তঃপুর পরিচারিকারা প্রবেশ করিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া সসম্ভ্রমে সেইকথা রাজার নিকট ব্যক্ত করিল। রাজা প্রতিহারকে সত্য কথা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলে সে প্রবেশ করিয়া বিদূষককে তথায় দেখিতে পাইল। রাজকুমারীর নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সে নৃপতি সকাশে গমনপূর্বক তাহা নিবেদন করিল। বিদূষকের প্রকৃতি মহৎ ইহাতে স্থির নিশ্চিত হইয়া তিনি উদভ্রান্ত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "ইহার মর্মার্থ কি হইতে পারে?' তিনি বিদূষককে রাজকুমারীর কক্ষ হইতে আনয়ন করিলেন। রাজকুমারীর প্রেমসিক্ত হৃদয়ও তাহার অনুগমন করিল। নৃপতি কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া বিদূষক আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল এবং বস্ত্রাঞ্চল হইতে চোরদিগের ছিন্ন নাসিকা ও প্রব্রাজিকের অপাথিব সর্ষপ দেখাইল। এই সমস্ত নিদর্শন হইতে, বিদূষকের কাহিনী নিশ্চয়ই সত্য হইবে ইহা অনুমান করিয়া মহামতি নৃপতি তথা হইতে চক্রধরসহ সমস্ত বিপ্রদিগকে আনয়নকরতঃ ঘটনাটির মূল কারণ জানিতে চাহিলেন। (১৯২-২০০) স্বয়ং শ্মশানে গমন করিয়া ছিন্ননাসিকা চোরগণকে এবং ছিন্নমস্তক প্রব্রাজককে দর্শনকরতঃ কাহিনীটির উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া তাহার দুহিতার প্রাণরক্ষাকর্তা বিদূষকের উপর প্রীত হইয়া সেই স্থানেই স্বীয় কন্যাকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিলেন। উদারচেতা ব্যক্তি উপকারীর উপর তুষ্ট হইয়া তাহাকে কি না প্রদান করেন? কমলপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী নিশ্চয়ই রাজকুমারীর হস্ততলে বাস করিতেন কারণ বিবাহের সময় সেই হস্ত গ্রহণ করিবার পর তাহার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল। বিদূষক খ্যাতি লাভ করিয়া নৃপতি আদিত্যসেনের সেবায় নিযুক্ত হইয়া তাহার প্রাসাদে প্রিয় ভার্যার সহিত বাস করিতে লাগিল। কতিপয় দিবস অতিক্রান্ত হইলে রাজকুমারী একদা রাত্রিকালে কোন অদৃষ্ট শক্তি কর্তৃক পরিচালিতা হইয়া বিদূষককে বলিল, "নাথ! আপনার কি স্মরণে আছে যখন আপনি দেবীমন্দিরে ছিলেন তখন এক দৈববাণী হইয়াছিল, 'মাসান্তে তুমি এই স্থানে আসিও।' আজ মাসের শেষ দিবস, আপনি সেই কথা বিস্মৃত হইয়াছেন।" কান্তা এই কথা বলিলে, "সাধু, সুন্দরি, সাধু! তোমার সেই কথা মনে আছে, কিন্তু আমি সম্পূর্ণই বিস্মৃত হইয়াছিলাম।" এই কথা বলিয়া পারিতোষিক স্বরূপ সে তাহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিল। রাজকন্যা নিদ্রিত হইলে সে রজনীতে অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হইয়া খড়্গ হস্তে দেবীর মন্দিরে আগমনকরতঃ বাহির হইতে বলিল, "আমি বিদূষক, আগমন করিয়াছি।" অভ্যন্তর হইতে সে একটি বাক্য উচ্চারিত হইতে শুনিতে পাইল, "বিদূষক, ভিতরে আইস।" সে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া একটি দিব্যপ্রাসাদ দেখিতে পাইল। তাহার অভ্যন্তরে দিব্য পরিচ্ছদভূষিতা এক দিব্যপ্রভা রমণী প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়

স্বীয় দ্যুতিতে অন্ধকার অপনোদন পূর্বক হরকোপানলে দগ্ধ সুরদেবের সঞ্জীবনী ঔষধের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। (২০১-২১৩) সে যখন আশ্চর্যান্বিত হইয়া, "ইহার কি অর্থ হইতে পারে?" এই কথা চিন্তা করিতেছিল, তখন সেই রমণী তাহাকে সস্নেহে বহু সম্মান প্রদর্শনপূর্বক স্বয়ং সানন্দে অভ্যর্থনা করিল। তাহার স্নেহে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া সে উপবিষ্ট হইল এবং বিষয়টির প্রকৃত তাৎপর্য অবগত হইবার নিমিত্ত উৎসুক হইলে রমণী তাহাকে বলিল, "আমি ভদ্রা নাম্নী উচ্চবংশীয়া একজন বিদ্যাধরী, স্বেচ্ছামত বিচরণ করিবার সময় তৎকালে আমি তোমার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। তোমার সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়া সেই সময় অদৃষ্ট থাকিয়া তুমি যাহাতে পুনরায় এইস্থানে প্রত্যাবর্তন কর সেইজন্য ঐ কথা উচ্চারণ করিয়াছিলাম। অদ্য মায়াবলে রাজকুমারীকে বিভ্রান্ত করিয়া মৎ কর্তৃক প্রবুদ্ধা হইয়া সে তোমাকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। তোমার নিমিত্তই আমি এইস্থানে আগমন করিয়াছি। হে, সুন্দর! আমার দেহ তোমাকে অর্পণ করিতেছি, তুমি আমার পাণিগ্রহণ কর।" বিদ্যাধরী ভদ্রার এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ভব্য বিদূষক গান্ধর্বমতে তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া স্বীয় পৌরুষের পুরস্কার স্বরূপ প্রিয়া ভার্যার সহিত স্বর্গভোগ করিতে করিতে সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে নিশান্তে স্বামীর অদর্শনে রাজকুমারী হতাশায় মগ্ন হইয়া পড়িল এবং গাত্রোত্থানপূর্বক স্খলিতপাদ কম্পিত দেহে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বিহ্বলচিত্তে মাতৃসকাশে গমন করিল। (২১৪-২২৩) সে মাতাকে বলিল রজনীতে তাহার স্বামী কোথায় প্রস্থান করিয়াছে এবং নিজে কোনও অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইল। কন্যার প্রতি স্নেহবশতঃ তাহার জননীও শোকে বিহ্বল হইলেন। ক্রমে ক্রমে রাজার নিকট এই বার্তা নীত হইলে তিনিও অত্যন্ত আকুল হইয়া তথায় আগমন করিলেন। "আমি অবগত আছি আমার পতি শ্মশানের বহির্দেশেঅব স্থিত দেবীমন্দিরে গমন করিয়াছেন।" রাজকুমারীর নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা স্বয়ং তথায় গমন করিলেন। বিদ্যাধরীর মায়াবিদ্যাবলে বিদূষক গুপ্ত থাকায় বহু অন্বেষণ করিয়াও রাজা তাহার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। রাজা প্রত্যাবর্তন করিলে তাহার দুহিতা যখন প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইল তখন এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহার নিকট আগমন করিয়া বলিল, "দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিও না। তোমার পতি সম্প্রতি স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করিতেছে। সে শীঘ্রই তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে।" "পতি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিবেন" এই কথা হৃদয়ে গভীরভাবে মুদ্রিত হওয়াতে সেই আশায় রাজকুমারী প্রাণ ধারণ করিয়া রহিল। (২২৪-২৩০)

যখন বিদূষক ঐস্থানে বাস করিতেছিল তখন তাহার পত্নীর যোগেশ্বরী নাম্নিকা এক সখী ভদ্রার নিকট আগমন করিয়া তাহাকে গোপনে বলিল, "সখি, তুমি একজন

মনুষ্যের সঙ্গে বাস কর বলিয়া বিদ্যাধরেরা ক্রোধবশতঃ তোমার ক্ষতি করিতে চাহিতেছে, সুতরাং তুমি এইস্থান পরিত্যাগ কর। পূর্ব সমুদ্রের পারে কর্কোটক নামক নগর আছে। তাহাকে অতিক্রম করিয়া শীতোদা নাম্নী পূতসলিলা নদী আছে। তাহা অতিক্রম করিলে সিদ্ধদিগের ভূমিতে উদয় নামক এক বিরাট পর্বত আছে। বিদ্যাধরেরা সেই প্রদেশ আক্রমণ নাও করিতে পারে। মর্তের মনুষ্যটিকে এইস্থানে পরিত্যাগকরতঃ তুমি সত্বর তথায় গমন কর এবং তথায় যাত্রা করিবার পূর্বে তাহাকে এইসব কথা বলিলে সে পরে ত্বড়িৎগতিতে তোমার নিকট গমন করিতে সমর্থ হইবে।" তাহার সখী এই কথা বলিলে ভদ্রা যদিও বিদূষকের উপর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল তথাপি অতিশয় শঙ্কিত হইয়া সেইস্থান পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল। বিদূষকের নিকট তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া এবং স্বীয় অঙ্গুরীয়ক তাহাকে প্রদানকরতঃ রজনীর অবসান সময়ে সে তথা হইতে তিরোধান করিল। তৎক্ষণাৎ বিদূষক দেখিতে পাইল সে সেই দেবীমন্দিরে রহিয়াছে, ভদ্রাও নাই এবং কোন প্রাসাদও নাই। ভদ্রার মায়াবিদ্যার প্রভাব মনে করিয়া এবং অঙ্গুরীয়কটি অবলোকন করিয়া সে বিস্ময়ে এবং হতাশায় মুহ্যমান হইল। ভদ্রার বাক্যকে স্বপ্ন মনে করিয়া সে চিন্তা করিতে লাগিল, "যাত্রা করিবার পূর্বে সে আমাকে উদয়াচলে তাহার সহিত মিলিত হইতে বলিয়াছিল। কিন্তু এই দেশবাসিগণ আমাকে দেখিলে ইহাদের নৃপতি আমাকে গমন করিতে দিবেন না, সুতরাং যাহাতে আমার কার্যসিদ্ধি হয় তন্নিমিত্ত একটি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। (২৩১-২৪৩) এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্য বেশ ধারণকরতঃ ছিন্নবস্ত্রে ধূলি-ধূসরিত হইয়া, "হা ভদ্রা! হা ভদ্রা!" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে সেই মন্দির হইতে নির্গত হইল। তৎক্ষণাৎ তৎস্থানবাসী জনগণ, "ঐ যে বিদূষককে পাইয়াছি" বলিয়া কলরব করিয়া উঠিল। ইহা শ্রবণকরতঃ নৃপতি স্বয়ং তথায় আগমনকরতঃ বিদূষককে উন্মাদ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধৃতপূর্বক পুনরায় নিজের প্রাসাদে লইয়া গেলেন। তথায় অবস্থিতিকালে স্নেহাকুল ভৃত্য ও বান্ধবেরা তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কেবল, "হা ভদ্রা! হা ভদ্রা!" বলিয়া প্রত্যুত্তর করিল। বৈদ্যদিগের কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গরাগ গাত্রে লেপন করিলে সে প্রচুর ভস্মরেণু দ্বারা দেহ মলিন করিত। অনুরাগবশতঃ রাজকুমারী স্বহস্তে যে খাদ্য তাহাকে দিত সে তৎক্ষণাৎ তাহা নিক্ষেপ করিয়া পদ দ্বারা দলিত করিত। কোন বিষয়ে আগ্রহ না দেখাইয়া সে বস্ত্রাদি ছিন্ন করিয়া তথায় উন্মাদবৎ আচরণ করিয়া কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিল। আদিত্যসেন মনে মনে চিন্তা করিলেন, "ইহার রোগ আরোগ্যের অতীত, সুতরাং ইহাকে কষ্ট দিয়া আর কি হইবে? সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আমার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবে। সে ইচ্ছামত ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইলে হয়ত কালক্রমে রোগমুক্ত হইতে পারিবে, সুতরাং এই ব্যক্তি চলিয়া

যাউক।" বিদূষক এইরূপে মুক্তি পাইলে স্বেচ্ছামত পদচারণা করিতে করিতে পর-দিবস অঙ্গুরীয়কটি সঙ্গে লইয়া ভদ্রার অন্বেষণে যাত্রা করিল। পূর্বদিকে যাইতে যাইতে পৌণ্ড্রবর্ধন নামক এক নগর তাহার যাত্রাপথে পড়িল। তথায় বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর গৃহে প্রবেশ করিয়া সে বলিল, "মাতঃ, আমি অদ্য রজনী এইস্থানে যাপন করিতে চাই।" তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া অতিথিসৎকারান্তে বৃদ্ধা অন্তর বেদনায় তাহাকে বলিল, "বৎস, তোমাকে এই গৃহাদি দান করিলাম, আমি আর এই স্থানে বাস করিতে সমর্থ হইব না।" বিস্ময়াভূত হইয়া সে তাহাকে বলিল, "আপনি এইরূপ কথা বলিতেছেন কেন?" তখন বৃদ্ধা বলিল, "আমি সমস্ত বৃত্তান্ত তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।" সে বলিতে লাগিল। "বৎস, এই নগরে দেবসেন নামক নরপতি বাস করেন। তাহার ভূতলের ভূষণ এক কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সন্তান-বৎসল রাজা বলিলেন, "আমি অতি কষ্টে একটি মাত্র কন্যা লাভ করিয়াছি সুতরাং ইহার নাম 'দুঃখলব্ধিকা' রাখিলাম। (২৪৪-২৬১)

কালক্রমে সেই কন্যা যৌবন প্রাপ্তা হইলে নৃপতি স্বীয় প্রাসাদে কচ্ছপরাজকে আনয়নকরতঃ তাহার সহিত দুহিতাকে বিবাহ দিলেন। কচ্ছপাধীশ রাত্রে রাজ-কুমারীর অন্তঃপুরে প্রথমবার প্রবেশ করিতেই মৃত হইলেন। অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া নৃপতি আবার তাহাকে অন্য রাজার সহিত বিবাহ দিলে সেও তদ্রূপ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। যখন ঐরূপ ঘটিবে ভয় করিয়া অন্য কোনও নৃপতি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইল না তখন সেনাপতিকে তিনি স্বয়ং আদেশ করিলেন, তুমি প্রত্যহ এই রাজ্যের প্রতিগৃহ হইতে একজন ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়কে আনয়নকরতঃ তাহাকে আমার দুহিতার অন্তঃপুরে প্রেরণ করিবে। দেখা যাউক, কয়জন মৃত্যুবরণ করে এবং কতকাল এইরূপ চলে। যে নিষ্কৃতি পাইবে সে পরে আমার কন্যার পতি হইবে। বিধির বিধান লঙ্ঘন করা অসম্ভব।" নৃপতির নিকট হইতে এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সেনাপতি নগরের প্রতিগৃহ হইতে এক একজনকে আনয়ন করে এবং এইরূপে শত শত ব্যক্তি রাজকুমারীর কক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। হয়ত পূর্ব জন্মে অনেক পাপ করিয়াছিলাম। আমার একটি পুত্র সন্তান আছে। অদ্য প্রাসাদে গমনকরতঃ তথায় মৃত্যু হইবার পালা তাহার আসিয়াছে। পুত্রহীন হইয়া আমি আগামীকল্য অগ্নিতে প্রবেশ করিব। সুতরাং পরজন্মে যাহাতে আমার এই দশা না হয় আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে তোমার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তিকে আমার গৃহ স্বহস্তে দান করিলাম।" সে এই কথা বলিলে পর দৃঢ়চেতা বিদূষক বলিল, "ঘটনাটি যদি ইহাই হইয়া থাকে তবে মাতঃ আপনি হতাশ হইবেন না। অদ্যই আমি তথায় গমন করিব। আপনার একমাত্র পুত্র জীবিত রহুক।" "আমি কেন এই ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হইব?" এই কথা মনে করিয়া আপনি বিষাদগ্রস্ত হইবেন না, কারণ

আমি মায়াবলে বলীয়ান, তথায় গমন করিলে আমার কোন বিপদ হইবে না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণী বলিল, "তুমি নিশ্চয়ই কোন দেবতা হইবে। আমার পুণ্যের পুরস্কার প্রদান করিতে হেথায় আগমন করিয়াছ। বৎস আমার প্রাণ দান কর এবং তোমার নিজেরও কুশল লাভ হউক।" (২৬১-২৭৫) বৃদ্ধা তাহার কার্যে সম্মতি প্রদান করিলে সেনাপতি কর্তৃক নিযুক্ত কিঙ্কর সায়ংকালে তাহাকে রাজকুমারীর কক্ষে লইয়া গেল। তথায় সে যৌবনগর্বে গর্বিতা অনচয়িত বহু পুষ্পভারাবনত বল্লরীর ন্যায় রাজকুমারীর দর্শন লাভ করিল। নিশাগমে রাজপুত্রী তাহার শয্যায় গমন করিলে বিদূষক খড়্গ হস্তে সেই কক্ষে জাগ্রত থাকিয়া মনে মনে চিন্তা করিল, "এই স্থানে কে ব্যক্তিদিগকে হত্যা করে তাহা আমাকে জানিতেই হইবে।" সমস্ত ব্যক্তি নিদ্রিত হইলে সে দেখিতে পাইল কক্ষের প্রবেশদ্বার প্রথমে উন্মোচন করিয়া এক বিরাটকায় রাক্ষস শত শত ব্যক্তির যমদণ্ড স্বরূপ হস্তবিস্তার করিয়া তথায় দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু ক্রুদ্ধ বিদূষক লম্ফপ্রদানপূর্বক সম্মুখে অগ্রসর হইয়া অকস্মাৎ খড়্গের এক কোপে রাক্ষসের বাহু ছেদন করিল। ছিন্নবাহু নিশাচর তাহার অপূর্ব সাহসে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভয়ে পলায়ন করিল এবং আর ফিরিয়া আসিল না। জাগ্রত হইয়া রাজকুমারী রাক্ষসের ছিন্নবাহু দর্শন করিয়া যুগপৎ ভীত, হৃষ্ট এবং বিস্ময়ান্বিত হইল। প্রাতঃকালে নৃপতি দেবসেন কন্যার কক্ষদ্বারে ছিন্নবাহু পতিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। মনে হইল, এখন হইতে আর কোনও ব্যক্তি এখানে প্রবেশ করিবে না--এই কথা বলিবার নিমিত্তই যেন দ্বারটি সুদীর্ঘ অর্গল দ্বারা বদ্ধ করিয়াছিল। অতঃপর হৃষ্ট নৃপতি দিব্যশক্তি সমন্বিত বহু ধনরত্নাদিসহ তাহার কন্যা সম্প্রদান করিলেন। মূর্তিমতী সৌভাগ্যস্বরূপ এই সুন্দরীর সহিত বিদূষক তথায় কিয়দ্দিবস বাস করিল। একদা রাজকুমারী যখন নিদ্রিতা ছিল তখন বিদূষক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভদ্রার অন্বেষণার্থ নিশীথে দ্রুত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। প্রাতঃকালে রাজপুত্রী তাহাকে দেখিতে না পাইয়া শোকে বিহ্বল হইলে বিদূষকের প্রত্যাবর্তনের আশা প্রদান করিয়া রাজা কন্যাকে আশ্বস্ত করিলেন। (২৭৬-২৯০) বিদূষক দিনের পর দিন পথ পরিক্রমা করিতে করিতে প্রাচী সমুদ্রের অদূরবর্তী তাম্রলিপ্তি নগরীতে আগমন করিল। তথায় স্কন্দদাস নামক সমুদ্রযাত্রায় অভিলাষী এক বণিকের সহিত সে মিলিত হইয়া বণিকের ধনরত্নপূর্ণ একটি পোতে সমুদ্রপথে যাত্রা করিল। জলধির মধ্যস্থলে আগত হইলে জলযানটির গতি অকস্মাৎ রুদ্ধ হইল, মনে হইল কে যেন উহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। সমুদ্রকে রত্নাদি দ্বারা অর্চনা করা সত্ত্বেও যখন উহা চলিতে আরম্ভ করিল না তখন ব্যথিত চিত্তে বণিক স্কন্দদাস বলিল, "যে আমার এই রুদ্ধ পোতকে মুক্ত করিতে পারিবে তাহাকে আমি আমার ধনের অর্ধাংশ এবং কন্যা দান করিব।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধীরচিত্ত

বিদূষক বলিল, "আমি সমুদ্রসলিলে অবতরণকরতঃ চতুর্দিকে অন্বেষণ করিয়া আপনার এই রুদ্ধ জলযান এক মুহূর্তে মুক্ত করিব কিন্তু আপনি আমার দেহ রজ্জুতে আবদ্ধ করিয়া আমাকে সাহায্য করিবেন। পোতটি নড়িতে আরম্ভ করিলেই আপনি আবদ্ধ রজ্জু আকর্ষণ করিয়া আমাকে সমুদ্র মধ্য হইতে উত্তোলন করিবেন।" তাহার বাক্যে হৃষ্ট হইয়া বণিক তদ্রূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে কর্ণধারগণ তাহার বগলের তলায় রজ্জু বন্ধন করিল। এইরূপ অবস্থায় বিদূষক সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করিল। কার্যকাল আগত হইলে সাহসী পুরুষ কখনও পশ্চাদপদ হন না। (২৯১-৩০১) স্মরণমাত্রই অগ্নিদেবের খড়্গ তাহার নিকট উপস্থিত হইলে সেই বীরপুরুষ জলযানের তলদেশে সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করিয়া দেখিতে পাইল যে একটি দানব পাদ দ্বারা পোতটিকে রুদ্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। সে তৎক্ষণাৎ খড়্গ দ্বারা তাহার পদ ছেদন করিলে বাধামুক্ত হইয়া অর্ণব পোতটি চলিতে আরম্ভ করিল। দুষ্ট বণিক ইহা দেখিবামাত্র প্রতিশ্রুত ধনরত্নের লোভে বিদূষকের অবলম্বনরজ্জু কর্তন করিয়া তাহার লোভের সদৃশ বিশাল জলধির অপরতীরে মুক্ত জলযানে সত্বর গমন করিল। এদিকে বিদূষক মধ্য সমুদ্রে তাহার বন্ধনরজ্জু কর্তিত হইলে জলোপরি উত্থিত হইয়া সমস্ত অবলোকন করিয়া সুস্থির মনে ক্ষণকাল চিন্তা করিল, "এই বণিক কেন এইরূপ আচরণ করিল? 'কৃতঘ্ন ব্যক্তিরা ধনলোভে অন্ধ হইয়া উপকারের মূল্য বোধগম্য করিতে সমর্থ হয় না। এই প্রবাদ বাক্যটি নিঃসংশয়ে প্রযোজ্য। এখন যেন আমার বৈক্লব্য উপস্থিত না হয়, আমার সাহস দেখাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, কারণ এই সময় সাহসের অভাব হইলে সামান্য বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইব না। এই কথা চিন্তা করিয়া সে জলধিতে সুপ্ত মৃত দানবের ছিন্নপদে আরোহণ করিয়া হস্তদ্বারা নৌকার মত উহা চালিত করিয়া অম্বুধি অতিক্রম করিল। সাহসী ব্যক্তিকে দৈব এই প্রকারেই সাহায্য করে। (৩০২-৩১১) শ্রীরামের নিমিত্ত হনুমান যেরূপ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিল সেই বীরপুঙ্গবও তদ্রূপ কার্য সাধন করিল। তখন আকাশ হইতে দৈববাণী হইল, "সাধু, বিদূষক, সাধু! তোমার মত সাহস আর কাহার আছে? তোমার এই কার্যে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব শ্রবণ কর। তুমি এখন একটি জনশূন্য স্থানে আগমন করিয়াছ। কিন্তু সপ্তমদিবসে তুমি এই স্থান হইতে কর্কোটক নগরে উপনীত হইবে। তথায় নববলে বলীয়ান হইয়া তুমি তোমার অভীষ্ট বস্তু লাভ করিবে। আমি অগ্নি দেবতা, যাহার উপাসনা তুমি পূর্বে করিয়াছিলে। দেবতাদিগকে এবং পূর্বপুরুষদিগের আত্মাকে প্রদত্ত হব্য আমি ভোজন করি। আমার প্রসাদে তোমার ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ লুপ্ত হইবে। সুতরাং সফলতা লাভের নিমিত্ত নিঃশঙ্কচিত্তে অগ্রসর হও। এই কথা বলিয়া আকাশবাণী বিরত হইল। ইহা শ্রবণ করিয়া বিদূষক অগ্নিদেবতাকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে গমন করিতে করিতে সপ্তমদিবসে

কর্কোটক নগরে উপনীত হইল। তথায় সে নানাদেশ হইতে আগত অতিথিবৎসল মহৎ বিপ্রগণ কর্তৃক অধ্যুষিত এক মঠে প্রবেশ করিল। এই বিত্তশালী মঠটি তদ্দেশীয় নৃপতি আর্যবর্মা কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল এবং তিনি ইহার সহিত সুবর্ণখচিত বহু সুন্দর মন্দির সংযুক্ত করিয়াছিলেন। তথায় সমস্ত দ্বিজেরা তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে একজন বিপ্র স্বীয়কক্ষে অতিথিকে লইয়া গিয়া তাহাকে স্নান, আহার এবং বস্ত্রদ্বারা আপ্যায়ন করিল। এই মঠে অবস্থানকালে সে সায়ংকালে ঢক্কানিনাদসহ একটি ঘোষণা শ্রবণ করিল, "ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় যে কেহ প্রাতঃকালে রাজার দুহিতার পাণিপ্রার্থী থাকিলে রাজকুমারীর কক্ষে অদ্য রজনীযাপন করিতে হইবে।" এই কথা শ্রবণকরতঃ প্রকৃত তথ্য সন্দেহ করিয়া কঠিন কর্ম করিতে উৎসাহী সাহসী বিদূষক তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীর কক্ষে প্রবেশ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলে মঠস্থ বিপ্রেরা তাহাকে বলিল, "দ্বিজ, এইরূপ ধৃষ্টতা করিও না; রাজকুমারীর কক্ষ না বলিয়া উহাকে মৃত্যুর মুখবিবর বলাই সংগত, কারণ ঐ স্থানে যে প্রবেশ করে সে আর জীবিতাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে না, বহু সাহসী ব্যক্তি ঐখানে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।" উহাদের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া বিদূষক ভৃত্যদিগের সহিত রাজপ্রাসাদে গমন করিল। নৃপতি আর্যবর্মা তাহাকে দর্শন করিয়া স্বয়ং তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বিদূষক রাজপুত্রীর কক্ষে প্রবেশ করিল। (৩১২-৩২৬)

মনে হইল যেন সূর্যদেব অগ্নিতে প্রবেশ করিতেছেন। সে রাজকুমারীর দর্শন লাভ করিল। রাজকুমারীর আকৃতি দেখিয়া বোধ হইল, সে যেন বিদূষকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। দুরন্ত নৈরাশ্যবিধুর শোকপূর্ণ দৃষ্টিতে সে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিল। স্মরণমাত্র আগত অগ্নিদেবের খড়্গহস্তে বিদূষক সমস্ত রজনী জাগ্রত থাকিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিল। অকস্মাৎ সে দেখিতে পাইল একটি বিরাটাকার রাক্ষস বামবাহু প্রসারিত করিয়াছে কারণ তাহার দক্ষিণ বাহু ছিন্ন ছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া সে মনে মনে বলিল, "পৌণ্ড্রবর্ধন নগরে আমি যাহার বাহু ছেদন করিয়াছিলাম এই সেই রাক্ষস। সুতরাং পুনরায় যাহাতে আমার নিকট হইতে পলায়ন করিতে না পারে সেইজন্য উহার বাহু কর্তিত না করিয়া উহাকে বধ করাই শ্রেয় হইবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া বিদূষক অগ্রসর হইয়া কেশাকর্ষণপূর্বক উহার মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলে অচিরাৎ অত্যন্ত ভীত হইয়া নিশাচর তাহাকে বলিল, "তুমি সাহসী পুরুষ, আমাকে হত্যা করিও না, আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন কর।" বিদূষক তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া বলিল, "তুমি কে এবং এইস্থানে কি কর্ম করিতে আগমন করিয়াছ?" বীরবর কর্তৃক এই প্রকারে পৃষ্ট হইয়া সে বলিল, "আমার নাম যমদংষ্ট্র। আমার দুইকন্যা। এই রাজকুমারী একটি এবং অন্যটি

পৌণ্ড্রবর্ধনে বাস করে। (৩২৭-৩৩৬) মহাদেব অনুগ্রহপূর্বক আমাকে এই আদেশ করিয়াছিলেন যে বীরপুরুষ ব্যতীত অন্য কাহারও হস্তে এই রাজকুমারীদ্বয়কে যেন সম্প্রদান না করা হয়।" এই কার্যে যখন ব্যাপৃত ছিলাম তখন পৌণ্ড্রবর্ধনে আমার একটি বাহু কর্তিত হইয়াছিল এবং অধুনা তোমা কর্তৃক বিজিত হওয়াতে আমার কর্তব্য সম্পাদিত হইয়াছে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বিদূষক সহাস্যে তাহাকে প্রত্যুত্তর করিল, "পৌণ্ড্রবর্ধনে আমিই তোমার বাহু ছেদন করিয়াছিলাম।" রাক্ষস উত্তর করিল, "তবে তুমি মনুষ্যমাত্র নহ, কোনও দেবতার অংশ হইবে। আমার বোধ হইতেছে শঙ্কর তোমার নিমিত্তই আমাকে অনুগ্রহ করিয়া ঐরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এখন হইতে আমাকে তোমার মিত্ররূপে গণ্য করিবে এবং স্মরণমাত্রই আমি উপস্থিত হইয়া তোমাকে সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিব।" এই বলিয়া যমদংষ্ট্র তাহাকে মন্ত্রীত্বে বরণ করিলে এবং বিদূষক তাহার প্রস্তাব গ্রহণ করিলে সে অন্তর্হিত হইল। রাজকুমারী বিদূষকের সাহসিকতার প্রশংসা করিলে সে হৃষ্টচিত্তে তথায় নিশিযাপন করিল। প্রাতঃকালে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং বিদূষকের শৌর্যের পতাকাস্বরূপ বহু রত্নাদিসহ রাজকুমারীকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিলেন। বিদূষক কতিপয় রাত্র তাহার সহিত বাস করিল, বোধ হইল লক্ষ্মীদেবী যেন তাহার গুণে সুদৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া এক পা-ও অগ্রসর হইতে সমর্থ হন নাই। একদিন রজনীতে প্রিয়তমা ভদ্রার নিমিত্ত অতিশয় উদ্‌গ্রীব হইয়া সে স্বেচ্ছায় সেইস্থান পরিত্যাগ করিল। যে স্বর্গের সুখভোগ করিয়াছে সে কি অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হইতে সমর্থ হয়? নগরের বহির্দেশে আগমন করিয়া সে রাক্ষসকে স্মরণ করিতেই রাক্ষস উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। (৩৩৭-৩৪৭) সে তাহাকে বলিল, "বন্ধো! আমাকে বিদ্যাধরী ভদ্রার উদ্দেশ্যে পূর্বাচলে সিদ্ধদিগের দেশে অবশ্যই গমন করিতে হইবে। অতএব তুমি আমাকে তথায় লইয়া চল।" রাক্ষস বলিল, "বেশ ভাল কথা।" সে তখন তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একরাত্রে ষষ্ঠি যোজন দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া মর্ত্যজন কর্তৃক অনতিক্রম্য শীতোদা নদী পার হইয়া প্রাতঃকালে অক্লেশে সিদ্ধগণের দেশের সীমান্তে উপস্থিত হইলে রাক্ষস তাহাকে বলিল, "তোমার সম্মুখে পবিত্র অরুণাচল, কিন্তু উহা সিদ্ধদিগের রাজ্যে অবস্থিত হওয়ায় আমি উহার উপর পদক্ষেপ করিতে অপারগ।" রাক্ষসকে বিদায় দিলে সে প্রস্থান করিল। তথায় বিদূষক একটি সুরম্য সরোবর নিরীক্ষণ করিয়া তাহার তটে উপবেশন করিল। প্রস্ফুটিত পদ্মে সেই সরোবর অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল. উড্ডীয়মান ভ্রমর-বৃন্দ যেন সুমধুর গুঞ্জনে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছিল। তথায় অবিসংবাদিতভাবে রমণীগণের অগণিত পদচিহ্ন দেখিতে পাইল, মনে হইল তাহারা যেন বলিতেছে, "এই যে তোমার প্রিয়তমার গৃহে যাইবার পথ।" যখন সে মনে মনে চিন্তা করিতে-

ছিল, "মর্ত্যজন ঐ পর্বতে পদক্ষেপ করিতে অসমর্থ, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ইহা কাহাদের পদচিহ্ন তাহা দেখিতে চেষ্টা করি," তখন সেই সরোবরের বারি লইবার নিমিত্ত স্বর্ণকুম্ভ হস্তে বহু সুন্দরী রমণী আগমন করিল। কুম্ভ বারিপূর্ণ হইলে সে অতিশয় ভব্যভাবে তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার নিমিত্ত তোমরা এই জল লইতেছ?" তখন সেই স্ত্রীগণ উত্তর করিল, "মহাশয়, এই পর্বতে ভদ্রা নাম্নী বিদ্যাধরী বাস করেন। এই বারি তাহার স্নানের নিমিত্ত লওয়া হইতেছে।" কি আশ্চর্যের বিষয়! মনে হয় দৃঢ়চেতা ব্যক্তিগণ কোন কার্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক হইলে দৈব সানন্দে তাহাদের সাহায্য করেন। তাহাদের মধ্যে অকস্মাৎ একজন রমণী তাহাকে বলিল, "মহাশয়, এই কলসীটি আমার স্কন্ধে স্থাপন করুন।" (৩৪৮-৩৬০) সে সম্মত হইয়া তাহার স্কন্ধে কুম্ভটি স্থাপন করিবার সময় ভদ্রার নিকট হইতে প্রাপ্ত রত্নাঙ্গুরীয়কটি কুম্ভের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ঐ স্থানেই উপবেশন করিয়া রহিল এবং স্ত্রীগণ জল লইয়া ভদ্রার গৃহে গমন করিল। যখন ভদ্রার মস্তকে স্নানের জল ঢালা হইতেছিল তখন ঐ অঙ্গুরীয়কটি ভদ্রার ক্রোড়ে পতিত হইল। উহা দর্শন করিয়া ভদ্রা উহা চিনিতে পারিয়া তাহার সখীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে তাহারা কোনও অপরিচিত পুরুষকে দর্শন করিয়াছে কিনা। তাহারা উত্তর করিল, "আমরা বাপিকাতটে একটি মর্ত্যবাসী যুবককে দেখিয়াছি। সে এই কলসীটি তুলিয়া দিয়াছিল।" ভদ্রা তখন বলিল, "সত্বর তথায় গমনপূর্বক তোমরা তাহাকে স্নান করাইয়া এবং পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া এইখানে আনয়ন কর, তিনি আমার পতি, এইদেশে আগমন করিয়াছেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সখীরা তথায় গমনকরতঃ বিদূষককে এই বৃত্তান্ত বলিলে স্নানান্তে সখীরা তাহাকে ভদ্রার সম্মুখে আনয়ন করিল—যে ভদ্রা তাহার পথ চাহিয়া এতকাল উন্মুখ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। স্বীয় শৌর্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তিস্বরূপ পক্কফলের ন্যায় দীর্ঘ বিরহের পর তাহার দর্শন লাভ করিল। ভদ্রা হর্ষজনিত আনন্দাশ্রুর অর্ঘ্য-দ্বারা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া মালার ন্যায় ভুজবল্লরীর দ্বারা তাহার কন্ঠ আবেষ্টন করিল। পরস্পর আলিঙ্গন করিলে তাহাদের বহুকাল সঞ্চিত প্রেম অতিশয় পীড়নে ঘর্মবৎ দেহ হইতে নির্গত হইতে লাগিল। অতঃপর তাহারা উপবিষ্ট হইয়া পরস্পরের প্রতি দীর্ঘকাল দৃষ্টিপাত করিয়াও তৃপ্ত হইল না, মনে হইল তাহাদের উৎকন্ঠা যেন শতগুণ বর্ধিত হইয়াছে। ভদ্রা তখন বলিল, "তুমি কি প্রকারে এইস্থানে আগমন করিয়াছ?" ভদ্রা কর্তৃক এইরূপে পৃষ্ট হইলে বিদূষক উত্তর করিল, "সুন্দরি, তোমার প্রেমের উপর নির্ভর করিয়া বহুবার জীবনকে বিপন্ন করিয়া আমি এইস্থানে আগমন করিয়াছি, ইহার অতিরিক্ত আর কি বলিতে পারি?" তাহার প্রতি অতিরিক্ত প্রেমবশতঃ জীবন তুচ্ছ করিয়া বহুকষ্টে সে আগমন করিয়াছে এই কথা শ্রবণ করিয়া ভদ্রা তাহাকে বলিল, "আর্যপত্র, আমি সখীদিগকে গ্রাহ্য করি না, মন্ত্রশক্তিও আকাঙ্ক্ষা করি না, তুমিই

আমার প্রাণ, আমি তোমার গুণে প্রীত হইয়া তোমার চরণে দাসী হইয়াছি।" বিদূষক বলিল, "প্রিয়ে, তবে স্বর্গের সুখ পরিত্যাগ পূর্বক তুমি আমার সহিত বাস করিবার নিমিত্ত উজ্জয়িনীতে আগমন কর।" ভদ্রা তৎক্ষণাৎ তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কোনপ্রকার অনুশোচনা না করিয়া তাহার মন্ত্রশক্তি ইত্যাদি তৃণবৎ পরিত্যাগ করিল। ভদ্রার সখী যোগেশ্বরী কর্তৃক সেবিত হইয়া সেই রজনী তথায় বিশ্রামকরতঃ প্রাতঃকালে অরুণাচল হইতে ভদ্রাসহ নিম্নে অবতরণ করিয়া বিজয়ী বীর পুনরায় রাক্ষস যমদংষ্ট্রকে স্মরণ করিবামাত্র সে তথায় উপস্থিত হইলে কৃতী বিদূষক তাহাকে গন্তব্য স্থলের কথা বলিয়া ভদ্রাকে প্রথমে তাহার স্কন্ধে স্থাপনকরতঃ পরে স্বয়ং আরোহণ করিল (৩৬১-৩৮০)। কুরূপ রাক্ষসের স্কন্ধারোহণ ভদ্রা সহ্য করিল। প্রেমাসক্ত হইলে রমণী কি না করিতে পারে? অতএব বিদূষক প্রিয়তমার সহিত রাক্ষসের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পুনরায় কর্কোটক নগরে আগমন করিল। রাক্ষসের সহিত তাহাকে দেখিয়া পুরবাসিগণ সন্ত্রস্ত হইল। নৃপতি আর্যবর্মার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাহার কন্যাকে দাবী করিলে স্বীয় বাহুবলে অর্জিত সেই রাজকুমারীকে তাহার পিতার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া রাক্ষস স্কন্ধারূঢ় অবস্থাতেই সেই নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কিয়দ্দূর গমন করিবার পর যে দুষ্ট বণিক সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় তাহার রজ্জু ছেদন করিয়াছিল তাহাকে সাগরতীরে দেখিতে পাইল। অর্ণব পোতটিকে বারিধিবক্ষে মুক্ত করিয়া সে যে বণিককন্যাকে পারিতোষিক স্বরূপ লাভ করিয়াছিল, তাহাকে গ্রহণ করিয়া বণিকের সমস্ত ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিল। সে মনে করিল যে ধনরত্নাদি বঞ্চিত হইলে সেই পাপাত্মার পক্ষে তাহা মৃত্যুর সমান হইবে কারণ নীচ জনের নিকট সঞ্চিত ধন প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর। তখন বিদূষক কন্যার সহিত রাক্ষসরথে আরোহণ করিয়া রাজকুমারী ও ভদ্রার সহিত আকাশপথে বারিধি অতিক্রম করিতে করিতে ভার্যাদিগকে তাহারই পৌরুষের সমতুল্য সমুদ্রের শৌর্য দেখাইল। পুনরায় পৌণ্ড্রবর্ধনে আগমন করিলে তাহাকে রাক্ষসের স্কন্ধারূঢ় দেখিয়া সকলে আশ্চর্যান্বিত হইল। তথায় পরাজিত রাক্ষস হইতে প্রাপ্ত দেবসেনের কন্যা স্বীয় ভার্যাকে সে অভিনন্দিত করিল। সেই রাজকুমারী বহুকাল অবধি তাহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। যদিও নৃপতি তাহাকে থাকিবার নিমিত্ত বহু অনুরোধ করিলেন তথাপি জন্মভূমিতে আগমন করিবার উদ্দেশ্যে সে রাজকুমারীকে লইয়া উজ্জয়িনীর দিকে প্রস্থান করিল। রাক্ষসের বেগে গমন হেতু শীঘ্র সে উজ্জয়িনীতে আগমনকরতঃ স্বীয় গৃহ দর্শন করিয়া মনে করিল যে তাহার আনন্দ মূর্তি ধরিয়া তাহার নিকট আগমন করিয়াছে। তথায় স্কন্ধারূঢ় পত্নীদিগকে শোভায় দীপ্যমান বিরাটাকার রাক্ষসোপরি অধিষ্ঠিত বিদূষককে পৌরবাসিগণ দেখিতে পাইল। (৩৮১-৩৯০) মনে হইল যেন চন্দ্র উদিত হইয়া পূর্বাচলের উপরিস্থিত ওষধিবর্গকে আলোকিত করিয়াছে। পৌরজন

ভীত ও আশ্চর্যান্বিত হইলে শ্বশুর ভূপতি আদিত্যসেন নগরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র বিদূষক রাক্ষসস্কন্ধ হইতে শীঘ্র অবতরণ পূর্বক রাজার নিকট আগমন করিয়া তাহাকে প্রণাম করিলে রাজাও তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন। তখন সে ভার্যাদিগকে রাক্ষসস্কন্ধ হইতে অবতরণ করাইয়া রাক্ষসকে যথেচ্ছা গমন করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া তাহাকে মুক্তি প্রদান করিল। রাক্ষস প্রস্থান করিলে পর সে শ্বশুর নৃপতি ও পত্নীদের সহিত রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিল। তথায় তাহার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিতে শোকান্বিতা সেই নৃপতির তনয়া, তাহার প্রথমা ভার্যা তাহার আগমনে অতিশয় হৃষ্ট হইল। রাজা যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সকল পত্নীদিগকে কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছ এবং ঐ রাক্ষসই বা কে?" সে তখন আনুপূর্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। তখন সেই কর্মজ্ঞ নৃপতি জামাতার শৌর্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অর্ধেক রাজত্ব প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও বিদূষক তৎক্ষণাৎ রাজপদে অধিষ্ঠিত হইল। তাহার মস্তকোপরি শ্বেত ছত্র শোভা পাইতে লাগিল এবং উভয় পার্শ্বে চামর আন্দোলিত হইল। তখন দুন্দুভিনিনাদে এবং মঙ্গলসংগীতে উজ্জয়িনী কলরবমুখর হইয়া আনন্দে পরিপ্লুত হইল। এইরূপে রাজপদ লাভ করিয়া সে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভুবন জয় করিল এবং নরপতিবৃন্দ তাহার পাদপূজা করিতে লাগিল। মহিষী ভদ্রা এবং বিগতঈর্ষা তাহার ঐ হৃষ্ট পত্নীদিগের সহিত সে বহুকাল সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করিতে থাকিল। এইরূপে দেব দৃঢ়চেতা ব্যক্তিদিগকে অনুগৃহীত করেন এবং তাহাদের পৌরুষ মহাশক্তিশালী মন্ত্রের কার্য করিয়া সৌভাগ্যকে আকর্ষণ করে।

বৎসরাজের মুখ হইতে এই অপরূপ কাহিনী শ্রবণ করিয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট মন্ত্রিগণ ও তাহার মহিষীদ্বয় পরম আনন্দ উপভোগ করিলেন। (৩৯১-৪০৭)

--ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের লাবাণক লম্বকের
চতুর্থ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা--৪০৭
ক্রমিক সংখ্যা--২৫৪৫

পঞ্চম তরঙ্গ

তখন যৌগন্ধরায়ণ বৎসরাজকে বলিল, "রাজন্, আপনার প্রতি দৈবের অনুগ্রহ আছে, এবং আপনার নিজেরও পৌরুষ আছে। আমিও এই ব্যাপারে কি নীতি অনুসরণ করা কর্তব্য তাহা নির্ধারিত করিয়াছি সুতরাং অনতিবিলম্বে আপনার ভুবন বিজয়ের প্রস্তাব কার্যে পরিণত করুন।" প্রধানমন্ত্রী এই কথা বলিলে বৎসরাজ তাহাকে বলিলেন, "ইহা অতীব সত্য। কিন্তু শুভকার্য সম্পাদনে বহু বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। সুতরাং আমি সফলতা লাভের উদ্দেশ্যে শম্ভুর তপশ্চর্যা করিব, কারণ তাহার কৃপা ব্যতীত কি প্রকারে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে? ইহা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণ তাহার তপস্যার অনুমোদন করিল যেমন রামচন্দ্র সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিতে কৃত-সংকল্প হইলে কপীশ্বরেরা করিয়াছিল। তিনরাত্র উপবাসী থাকিয়া রাজ্ঞী ও মন্ত্রীদিগের সহিত তপশ্চর্যা করিলে শঙ্কর তাহাকে স্বপ্নে বলিলেন, "আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি নির্বিঘ্নে জয়ী হইবে এবং সত্বরই একটি পুত্রলাভ করিবে যে সমগ্র বিদ্যাধরদিগের অধিপতি হইবে।" প্রতিপদের চন্দ্র যেরূপ সূর্যরশ্মিতে বর্ধিত হয় রাজা জাগরিত হইয়া শিবের প্রসাদে তদ্রূপ ক্লান্তিমুক্ত হইলেন। প্রাতঃকালে তিনি মন্ত্রীদিগকে এবং ব্রতোপবাসক্লিষ্ট পুষ্পকোমল ভার্যাদ্বয়কে স্বপ্নের কথা বলিলে তাহারা সাতিশয় আহলাদিত হইল। স্বপ্নের বৃত্তান্ত কর্ণদ্বারা পান করিলে তাহা স্বাদু ঔষধের ন্যায় তাহাদের তৃপ্তি বিধান করিল। তপঃপ্রভাবে রাজা তাহার পূর্ব-পুরুষদিগের ন্যায় শক্তি লাভ করিলেন এবং তাহার ভার্যাদ্বয় পুণ্যবতী পতিব্রতার কীর্তি লাভ করিল। পরদিবস যখন উপবাসান্তে উৎসব হইতেছিল এবং পৌরবাসিগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়াছিল, তখন যৌগন্ধরায়ণ নৃপতিকে এইরূপ সম্ভাষণ করিল, "দেব, আপনি সৌভাগ্যবান, ভগবান হরের প্রসন্নতা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এখন বিশ্বজয় করিয়া আপনার বাহুবললব্ধ সমৃদ্ধি সম্ভোগ করুন। নৃপতির স্বগুণে অর্জিত সৌভাগ্য তাহার বংশেই থাকিয়া যায় কারণ নিজ ধর্মার্জিত সম্পদের কখনও বিনাশ হয় না। এই কারণে আপনার পূর্বপুরুষার্জিত ধন যাহা বহুকাল মৃত্তিকাতলে গুপ্ত ছিল, আপনি তাহা পুনরায় লাভ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী শ্রবণ করুন। (১-১৫)

দেবদাসের বৃত্তান্ত

বহুকাল পূর্বে পাটলিপুত্র নগরীতে ধনীবংশজাত দেবদাস নামক এক বণিকপুত্র ছিল। সে পৌণ্ড্রবর্ধন নগরীর এক বিত্তবান বণিকের কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিল।

পিতার মৃত্যুর পর দেবসেন দ্যূত ক্রীড়াসক্ত হইয়া সমস্ত ধন নষ্ট করিল। কন্যাকে দারিদ্র্য এবং অন্যান্য কষ্টে পীড়িত দেখিয়া তাহার পিতা, দেবদাসের শ্বশুর, তাহাকে পৌণ্ড্রবর্ধনে নিজের গৃহে লইয়া গেল। ক্রমে তাহার স্বামী দুর্ভাগ্যপীড়িত হইয়া পৌণ্ড্রবর্ধনে আগমনকরতঃ বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত শ্বশুরের নিকট হইতে প্রয়োজন মত মূলধন ধার স্বরূপ যাচঞা করিতে মনস্থ করিল। সায়ংকালে ছিন্নবস্ত্রে এবং ধূলিধূসরিত অবস্থায় পৌণ্ড্রবর্ধন নগরীতে আগমন করিয়া সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "এই অবস্থায় কি করিয়া শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করিব? ইহা সত্য যে দৈন্যা-বস্থায় স্বজনের নিকট গমন করা অপেক্ষা মানী জনের মৃত্যু অধিকতর কাম্য।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে একটি বিপণির বহির্দেশে যামিনীযোগে মুদ্রিত পদ্মের ন্যায় দেহ সঙ্কুচিত পূর্বক রজনীতে অবস্থান করিতে লাগিল। অচিরাৎ সে দেখিতে পাইল যে বিপণির দ্বার উন্মোচনকরতঃ একটি তরুণ বণিক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত মাত্র গত হইলে সে দেখিল যে একটি রমণী নিঃশব্দ পদক্ষেপে ত্বড়িৎবেগে তথায় প্রবেশ করিল। বিপণির মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল এবং অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া সে চিনিতে পারিল যে ঐ রমণীটি তাহারই পত্নী। তখন স্বীয় ভার্যা অন্য পুরুষের কাছে গমন করিয়া কক্ষটি অর্গল বদ্ধ করিয়াছে দেখিয়া সে শোকে বজ্রাহত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "বিত্তহীন ব্যক্তি নিজের দেহকেও হারায় তবে কি করিয়া সে আশা করিতে পারে যে নারীর প্রেম অটুট থাকিবে। নারীরা স্বভাবতঃই বিদ্যুতের ন্যায় চপল। ব্যসনার্ণবে পতিত দুর্ভাগ্যগ্রস্ত মানব এবং পিতৃগৃহনিবাসিনী স্বাধীনা ভার্যার আচরণই ইহার দৃষ্টান্ত। বহির্দেশে স্থিতাবস্থায় সে তাহার ভার্যাকে যেন উপপতির সহিত গোপনে আলাপ করিতেছে শুনিতে পাইল। (১৬-৩০) দ্বারদেশে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া সেই মুহূর্তেই সে শুনিতে পাইল সেই নষ্টা স্ত্রী তাহার উপপতি বণিককে গোপনে বলিতেছে, "শ্রবণ কর, তোমার প্রতি আমি এতই অনুরক্ত যে অদ্য তোমাকে একটি গোপন কথা বলিব। বহুকাল পূর্বে আমার পতির বীরবর্মা নামক প্রপিতামহ ছিল। তাহার গৃহ-প্রাঙ্গণের চতুষ্কোণে তিনি এক একটি করিয়া স্বর্ণপূর্ণ কলস মৃত্তিকাভ্যন্তরে গোপনে প্রোথিত করিয়াছিলেন। তিনি তাহার একটি ভার্যাকে এই কথা বলিয়াছিলেন এবং সে তাহার মৃত্যুকালে তাহার পুত্রবধূকে ইহা বলিয়াছিল। সেই পুত্রবধূ তাহার পুত্রবধূ অর্থাৎ আমার শ্বশ্রূকে তাহা বলিয়াছিল এবং আমার শ্বশ্রূ আমাকে তাহা বলিয়াছেন। আমার স্বামীর পরিবারে শ্বশ্রূক্রমে এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। পতি দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও আমি তাহার নিকট এই কথা প্রকাশ করি নাই কারণ দ্যূত ক্রীড়ায় আসক্ত হওয়াতে সে আমার অপ্রিয় কিন্তু তুমি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম। সুতরাং তুমি আমার স্বামীর নগরে গমনপূর্বক কিঞ্চিৎ মুদ্রার মূল্যে তাহার গৃহ ক্রয়-করতঃ ঐ স্বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া হেথায় আগমন করিয়া আমার সহিত সুখে বাস কর।"

ঐ কুট্টিলা রমণীর নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া বণিক তাহার উপর অত্যন্ত প্রীত হইল। এদিকে দেবদাস বহির্দেশে অবস্থিত হইয়া ধন লাভের আশা করিল এবং তাহার দুষ্টাভার্যার বাক্য শল্যের মত তাহার হৃদয়ে প্রোথিত হইয়া রহিল। অতঃপর সে দ্রুত পাটলিপুত্রে তাহার গৃহে আগমনকরতঃ সেই ধনরাশি আয়ত্ত করিল। তাহার পত্নীর উপপতি বণিক সেই ধনলাভের আশায় বাণিজ্যের ছল করিয়া তথায় আগমনকরতঃ দেবদাসের নিকট হইতে বহুমূল্যে তাহার গৃহ ক্রয় করিল। অতঃপর দেবদাস অন্য একটি গৃহ ক্রয় করিয়া কৌশলে শ্বশুরগৃহ হইতে তাহার পত্নীকে আনয়ন করিল। যখন এইরূপ চলিতেছিল তখন তাহার ভার্যার উপপতি ঐ শঠবণিক ধনপ্রাপ্ত না হইয়া তাহার নিকট আগমনকরতঃ বলিল, "তোমার গৃহ পুরাতন, আমার ইহা পছন্দ হইতেছে না, সুতরাং আমার ক্রয়মূল্য আমাকে প্রত্যর্পণ করিয়া তুমি তোমার গৃহ পুনরায় গ্রহণ কর।" সে এইরূপ দাবী করিলে দেবদাস তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। এইরূপ বিবাদ চলিতে থাকায় তাহারা উভয়ে নৃপতির নিকট গমন করিল। (৩১-৪৬) নৃপতির সম্মুখে সে হৃদয়ে ক্লেশপ্রদ বিষবৎ লুক্কায়িত তাহার স্ত্রীর সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা তখন তাহার স্ত্রীকে আনয়নকরতঃ এই বৃত্তান্তের সত্যতা নিরূপণ করিয়া ঐ পরদারাসক্ত বণিকের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহার শাস্তিবিধান করিলেন। এদিকে দেবদাস তাহার দুষ্টা স্ত্রীর নাসিকা কর্তনকরতঃ অন্য এক রমণীকে বিবাহ করিয়া তাহার সহিত স্বনগরীতে সেই লব্ধধনের সহায়তায় সুখে বাস করিতে লাগিল।

সদুপায়ে অর্জিত ধন এইরূপে বংশানুক্রমে থাকিয়া যায় কিন্তু অন্য উপায়ে উপার্জিত বিত্ত তুষারের ন্যায় গলিত হয়। সুতরাং ন্যায় পথে থাকিয়া পুরুষদিগের অর্থ উপার্জন করা উচিত, বিশেষ করিয়া নৃপতির পক্ষে ইহা প্রযোজ্য, কারণ বিত্তই রাজবৃক্ষের মূল। সুতরাং মন্ত্রিবর্গকে যথাযথ সম্মানকরতঃ সাফল্য লাভ করুন এবং দিগ্বিজয় পূর্বক ধর্মের সহিত বিত্তও অর্জন করুন। বিবাহসূত্রে আপনার দুইজন শক্তিশালী শ্বশুর লাভ হওয়ায় অতি অল্পসংখ্যক নরপতিই আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, প্রায় সকলেই আপনার সহিত মিলিত হইবে। কিন্তু এই কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত আপনার চিরকালের শত্রু। প্রথমে উঁহাকে জয় করুন। কাশী নরেশকে পরাজিত করিয়া অখিল প্রাচী প্রদেশ অধিকারকরতঃ ক্রমে ক্রমে সমস্ত দিক জয় করিয়া শ্বেতকমলের ন্যায় পাণ্ডুবংশ উজ্জ্বল করুন।" মুখ্যসচিবের এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বিজয়েচ্ছু নরপতি প্রজাগণকে যুদ্ধযাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। শ্যালক গোপালককে তাহার সহায়তার নিমিত্ত পুরস্কারস্বরূপ বিদেহ রাজ্য অর্পণ করিয়া তিনি রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিলেন এবং সসৈন্যে সাহায্য করিতে আগত পদ্মাবতীর ভ্রাতা সিংহবর্মাকে সসম্মানে চেদিরাজ্য প্রদান করিলেন। মিত্র ভীলরাজ পুলিন্দককে নৃপতি আহ্বান

করিলে সে প্রাবৃটকালের জলদের মত চতুর্দিক সৈন্যদ্বারা আবৃত করিয়া আগমন করিল। মহান্ নৃপতির রাজ্যে যখন এইপ্রকার যুদ্ধ প্রস্তুতি চলিতেছিল তখন তাহার শত্রুদের হৃদয়ে একপ্রকার আকুলতা উপস্থিত হইল। যৌগন্ধরায়ণ প্রথমতঃ কাশী-নরেশ ব্রহ্মদত্তের কার্যকলাপ অবগত হইবার নিমিত্ত বারাণসীতে গুপ্তচর প্রেরণ করিল। অতঃপর শুভদিনে বিজয়চিহ্নের শুভ লক্ষণ দৃষ্টে বৎসরাজ একটি সুউচ্চ বিজয়ী কুঞ্জরে আরোহণ করিয়া পূর্বদিকে ব্রহ্মদত্তের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। (৪৭-৬২) সেই হস্তীর পৃষ্ঠে শ্বেতছত্র শোভা পাইতেছিল এবং মনে হইল যেন একটি দুর্মদ সিংহ একটি মাত্র প্রস্ফুটিত পুষ্পসমৃদ্ধ তরু সম্বলিত গিরিতে আরোহণ করিতেছে। সৌভাগ্যের অগ্রদূত স্বরূপ শরৎকাল স্বল্পতোয়া নদীপ্রদেশে অতি সুগম পথ দেখাইয়া তাহার যুদ্ধ-যাত্রার সাহায্য করিল। তাহার সৈন্যদের কলকোলাহলে মনে হইল যেন অকস্মাৎ মেঘবিহীন বর্ষাকালের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহার সৈন্যদিগের গর্জনে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া তাহার আগমন-ভীতি প্রচার করিল। তাহার তুরঙ্গগণের স্বর্ণময় সজ্জা সূর্যকিরণে ঝলমল করিতেছিল এবং মনে হইল অগ্নি যেন সৈন্যদলকে শুদ্ধি প্রদান করিবার নিমিত্ত উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সানন্দে গমন করিতেছে।

তাহার হস্তীদিগের গণ্ডদেশে সিন্দুরসিক্ত মদস্রাব হইতেছিল এবং তাহাদের কর্ণগুলি ছিল শ্বেতচামরের ন্যায়। যখন তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন তখন মনে হইল যেন ভীত পর্বতপিতৃগণ হস্তিপুত্রগণকে শরৎকালের শুভ্রমেঘে অঙ্কিত করিয়া রক্ত ধাতব পদার্থ মিশ্রিত জলধারা বর্ষণ করিতে করিতে নৃপতির যুদ্ধযাত্রায় অংশগ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছে। ভূতল হইতে উত্থিত ধূলিরাজি রবির কিরণ আবৃত করিয়া-ছিল, বোধ হইল নৃপতি যেন প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতাপ সহ্য করিবেন না। নৃপতির গুণ-রাজিতে আকৃষ্ট হইয়া দুই মহিষী কীর্তিদেবী ও জয়দেবীর ন্যায় তাহার পশ্চাতে থাকিয়া পদে পদে তাহাকে অনুসরণ করিতেছিল। সৈন্যবৃন্দের ধ্বজাংশুক পবন দ্বারা ইতস্ততঃ তাড়িত হইয়া শত্রুগণকে যেন বলিতেছিল, "হয় অধীনতা স্বীকার কর অথবা পলায়ন কর।" পৃথিবীর ধ্বংস আগত ভয়ে উদভ্রান্ত উদ্ধত, ফণাসমূহের ন্যায় ফুল্লশ্বেত পদ্মে অলঙ্কৃত ভূমির উপর দিয়া তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যৌগন্ধরায়ণ প্রেরিত গুপ্তচরগণ কাপালিক ব্রতধারীর ছদ্মবেশে বারাণসীতে উপস্থিত হইল। (৬৩-৭৪) তাহাদের মধ্যে যাদুবিদ্যায় পারদর্শী একজন গুরু হইল এবং অন্যেরা হইল তাহার শিষ্য। ইতস্ততঃ ভিক্ষা করিতে করিতে শিষ্যগণ বলিতে লাগিল, "আমাদের এই গুরু ত্রিকালজ্ঞ।" ভবিষ্যত জানিবার উদ্দেশ্যে তাহার নিকট অনেকে আগমন করিত এবং অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি সম্বন্ধে সে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিত তাহার শিষ্যেরা গোপনে সেই সমস্ত কার্য সমাধান করাতে তাহার খ্যাতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকিল। এই হীন চক্রে পতিত হইয়া নৃপতির প্রিয় একজন রাজপুত অমাত্য

গুরুর উপাসক হইল। যখন নৃপতি ব্রহ্মদত্তের সহিত বৎসরাজের যুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন এই গুরুর সহিত মন্ত্রণা করিতে অভিলাষী হইলে সেই রাজপুত প্রমুখাৎ ঐ রাজ্যের বহু রহস্য অবগত হওয়া গেল। ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রী যোগকরণ্ডক বৎসরাজের অগ্রসর হইবার পথে অনেক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিল। বিষাদি দ্রব্যদ্বারা সে বৎস-রাজের গমনপথোপরি বৃক্ষ, মঞ্জরিত বল্লরী, জল এবং তৃণ বিষাক্ত করিল এবং সৈন্যদিগের ভিতর বিষকন্যা, নর্তকী এবং নিশাযোগে হত্যাকারী গুপ্তঘাতক প্রেরণ করিল। কিন্তু যে চর ভবিষ্যৎবক্তার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল সে তাহার শিষ্যগণ প্রমুখাৎ যৌগন্ধরায়ণের নিকট সমস্ত সংবাদ প্রেরণ করিলে যৌগন্ধরায়ণ তাহা অবগত হইয়া বিষ প্রতিষেধক ঔষধদ্বারা গমন পথের তৃণ, বারি ইত্যাদি শোধন করিল। কটকদিগের শিবিরে স্ত্রীলোকের যাতায়াত নিষিদ্ধ করিয়া সে রুমন্বতের সাহায্যে গুপ্ত-ঘাতকদিগকে বন্দী করিয়া হত্যা করিয়াছিল। এইসব শ্রবণ করিয়া নিজের সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়া সে কৃত নিশ্চয় হইল যে, বৎসরাজ, যিনি স্বয়ং স্বীয় সৈন্যবাহিনী দ্বারা সমস্ত রাজ্য ভরিয়া দিয়াছিলেন, তাহাকে জয় করা দুষ্কর হইবে। এই কথা চিন্তা করিয়া দূত প্রেরণকরতঃ সে স্বয়ং সন্নিকট শিবিরে অবস্থিত বৎসরাজের সমীপে বশ্যতার চিহ্নস্বরূপ শিরোপরি অঞ্জলিবদ্ধ অবস্থায় আগমন করিল। (৭৫-৮৮)

কাশী নরেশ যখন উপহারসহ বৎসরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন তিনি তাহাকে সসম্মানে করুণাপ্রদর্শনকরতঃ অভ্যর্থনা করিলেন কারণ বশ্যতা স্বীকার করা বীরদিগের নিকট প্রিয়। তাহাকে এই প্রকারে বশীভূত করিয়া পরাক্রান্ত নরপতি প্রাচী দেশ জয় করিতে চলিলেন। ঝটিকা যেরূপ বৃক্ষের সহিত আচরণ করে তিনিও তদ্রূপ বশ্যমানকে প্রণত করতঃ এবং উদ্ধতদিগকে উন্মূলিত করিয়া বঙ্গ বিজিত হওয়ার ভয়ে কম্পমান বীচিক্ষুব্ধ পূর্ব সমুদ্র তীরে আগমন করিয়া বেলা তটপ্রান্তে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিলেন। মনে হইল যেন পাতাল যাহাতে রক্ষা পায় সেই নিমিত্ত নাগরাজ ভূতলের অধস্তল হইতে উত্থিত হইয়াছেন। অতঃপর কলিঙ্গবাসীরা বশ্যতাস্বীকার-পূর্বক কর প্রদান করিয়া তাহাকে মহেন্দ্র পর্বতের পথ দেখাইয়া দিল। এইরূপে সেই যশস্বীর যশঃ মহেন্দ্র পর্বতে আরোহণ করিল। মহেন্দ্র পর্বত বিজিত হওয়াতে বিন্ধ্যা-চলের শিখর সদৃশ ভয়ে ভীত হস্তীপালের সাহায্যে নৃপতিদিগের অরণ্য অধিকার করিয়া তিনি দক্ষিণ দেশে গমন করিলেন। শরৎকাল যেরূপ বারিদের সহিত আচরণ করে তিনিও তদ্রূপ গর্জনকারী শত্রুদিগকে পর্বতে বিতাড়িত করিয়া তাহাদিগকে নিঃসার এবং পাণ্ডুর করিলেন। তাহার বিজয় যাত্রায় কাবেরী নদী অতিক্রম করিয়া তিনি চোলকেশ্বরের কীর্তি ম্লান করিয়া দিলেন। তিনি মুরলদিগের (মুরল—কেরলবাসী) শির আর উন্নত করিতে দিলেন না কারণ করভারে তাহারা সম্পূর্ণ রূপে অবনমিত হইয়াছিল। তাহার গজেরা গোদাবরীর সপ্তধারায় জলপান করিয়া মদরূপে

তাহা সপ্তগুণে মোচন করিয়াছিল। অতঃপর তিনি রেবানদী অতিক্রমকরতঃ নৃপতি চণ্ডসেনকে অগ্রে করিয়া উজ্জয়িনী নগরীতে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি মাল্য পরিহিত ও আলুলায়িতকুন্তলে দ্বিগুণ শোভিত মালব রমণীদিগের কটাক্ষের লক্ষ্য হইয়া শ্বশুর কর্তৃক আদৃত হইয়া এত আরামে বাস করিতে লাগিলেন যে স্বদেশের ঈপ্সিত সম্ভোগসুখও বিস্মৃত হইলেন। বাসবদত্তা সতত পিতামাতার পার্শ্বে থাকিয়া বাল্যকালের কথা শ্রবণকরতঃ এতসুখেও বিমনা হইয়া রহিল। (৮৯-১০১) পদ্মাবতীকে দর্শন করিয়া নৃপতি চণ্ডমহাসেন নিজ তনয়ার দর্শনসুখ অনুভব করিলেন। কতিপয় রজনী তথায় পরম সুখে বিশ্রামান্তে শ্বশুরসৈন্যে বলীয়ান হইয়া বৎসরাজ পশ্চিমদিকে যাত্রা করিলেন। তাহার লতাসদৃশ খড়্গ নিঃসন্দেহে তাহার শৌর্যাগ্নির ধূমস্বরূপ ছিল কারণ উহা লাট রমণীদিগের নয়নজল মলিন করিয়াছিল। তাহার হস্তীদিগের চরণে অরণ্যমথিত হওয়ায় মন্দার পর্বত পুনরায় সমুদ্র মন্থনের নিমিত্ত উন্মূলিত হইবার আশঙ্কায় কম্পমান হইল। রবি ও অন্যান্য গ্রহদের অপেক্ষাও তাহাকে অধিক তেজস্বী মনে হইল কারণ তিনি পশ্চিম গগনে বিজয়দীপ্তিতে উদিত হইলেন। অতঃপর তিনি কুবের তিলক অলকায় গমন করিলেন। কৈলাসের মৃদু হাস্যে উহা অপরূপ সৌন্দর্য ধারণ করিয়াছিল। অশ্বারোহী সৈন্যদের সাহায্যে সিন্ধু-প্রদেশ বশীভূত করিয়া তিনি ম্লেচ্ছদিগকে পরাজিত করিলেন, রামচন্দ্র বানর সৈন্যের সহায়তায় রাক্ষসদিগকে যেরূপ করিয়াছিলেন। সমুদ্রতীরস্থ বনরাজি সাগরের উদ্বেল তরঙ্গে যেরূপ ছিন্নভিন্ন হয়, তুরস্কদিগের অশ্বারোহী সৈন্যেরাও তদ্রূপ গজযূথ দ্বারা দলিত হইয়াছিল, বিষ্ণু যেরূপ রাহুর মুণ্ড ছেদন করিয়াছিলেন সেই মহাবীরও সেইরূপ শত্রুদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ করিয়া দুষ্ট পারসিক নৃপতির শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন। হূণদিগকে পরাজিত করার পর তাহার কীর্তি দিগ্দেশ মুখরিত করিয়া হিমালয় হইতে দ্বিতীয় গঙ্গার ন্যায় নির্গত হইল। শত্রুগণ তাহার সৈন্যদিগের প্রতাপে ভয়ে স্তব্ধ হইয়াছিল এবং কেবলমাত্র শৈলরন্ধ্র হইতেই উহাদের কলনাদের প্রত্যুত্তর আসিতেছিল। কামরূপের নৃপতি যে তাহার নিকট নতশির হইয়া ছত্রবর্জিত ও নিষ্প্রভ হইয়াছিল তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। করস্বরূপ কামরূপরাজ তাহাকে সচল পর্বতসদৃশ যে হস্তিরাজি উপহার প্রদান করিয়াছিল তাহারা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতে লাগিল। এইরূপে পৃথিবী জয় করিয়া বৎস-রাজ সপার্ষদ পদ্মাবতীর পিতা মগধরাজের পুরীতে আগমন করিলেন। নিশাকর রজনীকে আলোকিত করিলে স্মরদেব যেরূপ প্রফুল্ল হন মহিষীদিগের সহিত তাহার আগমনে মগধেশ্বরও তদ্রূপ আনন্দিত হইলেন। পূর্বে অবিজ্ঞাত অবস্থায় বাসবদত্তা তাহার নিকট অবস্থান করিতেছিল, এখন সে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিলে নৃপতি তাহাকে অধিকতর প্রশ্রয় দিবার উপযুক্ত মনে করিলেন।

এই প্রকারে বিজয়ী বৎসরাজ সপৌরবাসী মগধরাজ কর্তৃক সম্মানিত হইয়া এবং তাহাদের সকলের অনুরক্ত হৃদয়ের প্রীতির সহিত বিরাট সৈন্যবলের সাহায্যে বসুধা গ্রাস করিয়া নিজের রাজ্য লাবাণকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। (১০২-১১৮)

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের লাবাণক লম্বকের
পঞ্চম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—১১৮
ক্রমিক সংখ্যা—২৬৬৩

ষষ্ঠ তরঙ্গ

সৈন্যদিগের বিশ্রামের নিমিত্ত লাবাণকে অবস্থানকালে বৎসেশ যৌগন্ধরায়ণকে একান্তে বলিলেন, "তোমার বুদ্ধিবলে আমি পৃথিবীর সমস্ত নৃপতিদিগকে জয় করিয়াছি এবং নীতিগতভাবে তাহারা বিজিত হওয়ায় আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। কিন্তু এই কাশীনরেশ অত্যন্ত দুরাশয় এবং আমার মনে হয় কেবলমাত্র সে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে পারে। দুরাত্মাদিগের উপর কি প্রকারে আস্থাস্থাপন করা যায়? এইরূপে পৃষ্ট হইয়া যৌগন্ধরায়ণ প্রত্যুত্তরে বলিল, "দেব, নৃপতি ব্রহ্মদত্ত আপনার বিরুদ্ধে আর ষড়যন্ত্র করিবে না, কারণ আপনাকর্তৃক বিজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলে আপনি তাহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। শুভাচারীর বিরুদ্ধে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অশুভ আচরণ করিবে? এরূপ করিলে দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অশুভচারীর উপরই উহার প্রতিফল বর্তাইবে। এই প্রসঙ্গে আমি আপনাকে যাহা বলিব, আপনি শ্রবণ করুন--আপনাকে একটি কাহিনী বলিতেছি। (১-৬)

ফলভূতির কাহিনী

পুরাকালে পদ্মদেশে অগ্নিদত্ত নামক খ্যাতিসম্পন্ন এক দ্বিজোত্তম নৃপতি প্রদত্ত অগ্রহারে বাস করিত। তাহার দুইটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ সোমদত্ত এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল বৈশ্বানর দত্ত। প্রথমটি দেখিতে সুপুরুষ হইলেও মূর্খ এবং দুর্বিনীত ছিল কিন্তু অপরটি ধীমান, বিনীত এবং অধ্যয়নপ্রিয় ছিল। পিতার মৃত্যুর পর ঐ দুইজন বিবাহ করিয়া রাজপ্রদত্ত অগ্রহার এবং অন্যান্য সম্পত্তি ভাগ করিয়া প্রত্যেকে অর্ধাংশ গ্রহণ করিল। কনিষ্ঠকে রাজা সম্মানিত করিলেন কিন্তু জ্যেষ্ঠ চপল সোমদত্ত ক্ষেত্রের কর্মেই নিযুক্ত রহিল। একদা পিতৃবন্ধু এক বিপ্র তাহাকে শূদ্রদের সহিত আলাপরত দেখিয়া বলিল, "রে মূঢ়, অগ্নিদত্তের পুত্র হইয়াও তুই শূদ্রবৎ আচরণ করিতেছিস? নৃপতি কর্তৃক সম্মানিত সহোদরকে দেখিয়াও তোর লজ্জা করে না।" এই বাক্য শ্রবণে সোমদত্ত ব্রাহ্মণকে সমুচিত অভ্যর্থনা না করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইয়া তাহাকে পদাঘাত করিলে, পদাঘাত প্রাপ্ত সেই দ্বিজ অন্য কতিপয় দ্বিজকে সাক্ষী রাখিয়া তৎক্ষণাৎ নৃপতির নিকট অভিযোগ করিল। ভূপতি সোমদত্তকে বন্দী করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করিলে এবং সোমদত্তের মিত্রগণ অস্ত্রগ্রহণপূর্বক তাহাদিগকে হত্যা করিলে রাজা দ্বিতীয়বার সৈন্য প্রেরণপূর্বক সোমদত্তকে বন্দীকরতঃ ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহাকে শূলে বিদ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। শূলে আরোহণ করিবার সময় সে অকস্মাৎ ভূতলে পতিত হইল, বোধ হইল যেন

কেহ তাহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছে এবং পুনর্বার ঘাতকেরা তাহাকে শূলে তুলিতে উদ্যত হইলে তাহারা অন্ধ হইয়া গেল। যাহার কল্যাণ হইবে তাহাকে ভাগ্যই রক্ষা করে। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার অনুরোধে হৃষ্টচিত্তে রাজা সোমদত্তকে মুক্তি প্রদান করিলেন। মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া সোমদত্ত নৃপতির অবমাননাকর আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া ভার্যাসহ দেশান্তরে গমন করিতে অভিলাষী হইল। আত্মীয়-স্বজনেরা সকলে তাহার কার্য অনুমোদন না করাতে সে রাজপ্রদত্ত অগ্রহারের অর্ধাংশ ত্যাগ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে সংকল্প করিল। গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের নিমিত্ত অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া সে কৃষিকার্য করিতে মনস্থ করিয়া একটি শুভদিনে এক খণ্ড উপযুক্ত ভূমি সংগ্রহের নিমিত্ত অরণ্যে আগমন করিয়া প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদিত হইবার উপযুক্ত এক খণ্ড জমি অধিকার করিল। উহার মধ্যস্থলে একটি বিরাট অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। ইহা শুভ ঘনচ্ছায়া দ্বারা রৌদ্রকে দূরে অপসারিত করিয়া প্রাবৃট কালের ন্যায় শীতল ছিল দেখিয়া সে অত্যন্ত তুষ্ট হইল। (৭-২৫)

"এই বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যিনিই হোন না কেন আমি তাহার ভক্ত"—এই কথা বলিয়া সে বৃক্ষটিকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিল। সাফল্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া মঙ্গলমন্ত্র উচ্চারণকরতঃ বৃক্ষকে নৈবেদ্য প্রদান করিয়া যুগল বলীবর্দের সাহায্যে সে তথায় ভূমি কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সে দিবারাত্র ঐ বৃক্ষতলে অবস্থান করিত এবং তাহার ভার্য্যা সতত তাহার আহার্য্য তথায় আনয়ন করিত। কালক্রমে শস্য পক্ হইলে সেই ভূমি দুর্ভাগ্যবশতঃ শত্রুরাজ্যের সৈন্য কর্তৃক লুন্ঠিত হইল। শত্রুসৈন্য চলিয়া গেলে পর সেই সাহসী পুরুষ অল্প যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা রোরুদ্যমানা পত্নীকে প্রদানকরতঃ তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া পূর্বের মত নৈবেদ্য প্রদান করিয়া সেই স্থানেই সেই বৃক্ষতলে অবস্থান করিতে লাগিল। সত্ত্ববান্ ব্যক্তির চরিত্রই এইরূপ, দুঃসময়ে তাহার অধ্যবসায় বর্ধিত হয়। একদিন রাত্রে যখন সে চিন্তাব্যাকুলিত চিত্তে নিদ্রাহীন অবস্থায় ছিল তখন সেই অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে একটি দৈববাণী হইল, "হে সোমদত্ত, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। শ্রীকণ্ঠ রাজ্যের নৃপতি আদিত্যপ্রভের নিকট গমনকরতঃ প্রত্যহ নৃপতির দ্বারদেশে সন্ধ্যাকালে গীত অগ্নিদেবতার স্তব অনবরত উচ্চারণ করিতে থাকিবে এবং বলিবে, 'আমি ফলভূতি নামক বিপ্র, আমার কথা শ্রবণ কর, যে ভাল করে তাহার ভালই হইবে, যে মন্দ করে তাহার মন্দ হইবে।' পুনঃপুনঃ এই বাক্য উচ্চারণ করিলে তোমার অতি মাত্রায় সৌভাগ্য লাভ হইবে। এখন আমার নিকট হইতে অগ্নিদেবতার সন্ধ্যাস্তব শিক্ষা কর। আমি একজন যক্ষ।" এই কথা বলিয়া এবং অচিরাৎ তাহাকে স্বীয় শক্তি-বলে সন্ধ্যাস্তব শিক্ষা প্রদান করিয়া বৃক্ষ হইতে নির্গত সেই দৈববাণী নীরব হইল। যক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ফলভূতি নাম গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিমান সোমদত্ত পরদিবস প্রাতঃকালে

পত্নীর সহিত যাত্রা করিল। নিজেরই দুর্দশার ন্যায় অনেক জটিল অসম অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া সে শ্রীকণ্ঠ রাজ্যে উপস্থিত হইল। (২৬-৩৯) তথায় সে রাজদ্বারে অগ্নিদেবের সন্ধ্যাস্তোত্র আবৃত্তি করিয়া পূর্ব নির্দেশমত ফলভূতি নাম গ্রহণপূর্বক জনগণের কৌতূহল বৃদ্ধিকরতঃ নিম্নোক্তরূপ বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিল, "যে ভাল করিবে তাহার ভাল হইবে, যে মন্দ করিবে তাহার মন্দ হইবে।" এই বাক্য বারংবার উচ্চারণ করিলে নৃপতি আদিত্যপ্রভ কৌতূহলবশতঃ তাহাকে প্রাসাদে আনয়ন করিলে সে নৃপতির সম্মুখে পুনঃপুনঃ একই বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিল। রাজা ও তাহার সমস্ত অমাত্যবর্গ হাস্য করিতে লাগিল। ভূপতি ও সামন্তগণ তাহাকে বস্ত্র, ভূষণ ও গ্রামাদি দান করিল। মহদ্ব্যক্তিদিগের তুষ্টি ফলপ্রসূ হয়। ফলভূতি পূর্বে দরিদ্র ছিল, এখন গুহ্যকের (যক্ষের) অনুকম্পায় সে অচিরাৎ রাজার নিকট হইতে বহুধন লাভ করিল। পুনঃপুনঃ উপরিউক্ত একই বাক্য উচ্চারণ করাতে সে রাজার বিশেষ প্রিয় হইল, কারণ রাজার চিত্ত রসগ্রহণেচ্ছু। নৃপতির প্রিয়পাত্র হওয়াতে সে ক্রমে ক্রমে রাজপ্রাসাদে, রাজ্যে এবং রাজার অন্তঃপুরে প্রীতি ও সম্মানের স্থান অধিকার করিল। একদা ভূপতি আদিত্যপ্রভ অরণ্যে মৃগয়ান্তে সহসা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দ্বারস্থ প্রতিহারদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া সন্দেহাকুল হইলেন। তিনি রাজ্ঞী কুবলয়াবলীকে দিগম্বর অবস্থায় দেবার্চনায় নিযুক্ত দেখিলেন। তাহার রোমরাজি খাড়া হইয়াছিল, চক্ষু অর্ধনিমীলিত ছিল, তাহার ললাটে ছিল বিরাট এক সিন্দুরতিলক, মন্ত্রোচ্চারণে অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতেছিল। সে বিচিত্র বর্ণে অঙ্কিত একটি বৃহৎমণ্ডলীর মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া রক্ত, মদ এবং নরমাংস দ্বারা আহুতি-প্রদান করিতেছিল। এদিকে মহিষী নৃপতিকে দর্শনমাত্রই পরিচ্ছদাদি গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইল এবং ভূপতি প্রশ্ন করিলে নিজের কৃতকর্মের জন্য অবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, "প্রভো, আপনার সমৃদ্ধির নিমিত্তই এই পূজা করিতেছি, আমার মায়া-মন্ত্রের গোপন রহস্য এবং কিপ্রকারে ইহা লাভ করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন।" (৪০-৫৩)

কুবলয়াবতী এবং ডাকিনী কালরাত্রির কাহিনী

বহুপূর্বে একদা পিতৃগৃহে বসন্তোৎসবের সময় যখন উদ্যানে আনন্দ করিতেছিলাম তখন আমার সখীরা তথায় উপস্থিত হইয়া আমাকে বলিল, "এই প্রমদোদ্যানে তরুরাজি কর্তৃক গঠিত কুঞ্জের মধ্যস্থলে দেবাদিদেব গণেশের মূর্তি আছে। তিনি বর প্রদান করেন এবং তাহার শক্তি পরীক্ষিত হইয়াছে। যাহাতে উপযুক্ত পতি লাভ করিতে সমর্থ হও তন্নিমিত্ত ভক্তি সহকারে সেই ইচ্ছাপূরণকারীর অর্চনা কর।' এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি আমার অজ্ঞতাবশতঃ সখীদিগকে বলিলাম, "কি বলিতেছ? বিনায়কের পূজা করিয়া কি কুমারীরা স্বামীপ্রাপ্ত হয়?" প্রত্যুত্তরে তাহারা বলিল,

"এইরূপ প্রশ্ন করিতেছ কেন? উহার পূজা না করিয়া এই পৃথিবীতে কেহ সফলতা অর্জন করিতে সমর্থ হয় না। ইহার প্রমাণস্বরূপ উহার শক্তির একটি উদাহরণ বর্ণনা করিতেছি।" এই কথা বলিয়া আমার সখীরা নিম্নোক্ত কাহিনী বিবৃত করিল। (৫৪-৫৯)

কার্তিকেয়ের জন্ম বৃত্তান্ত

পুরাকালে তারকাসুর কর্তৃক উত্যক্ত হইয়া ইন্দ্র যখন দেবতাদিগের সেনাপতিত্ব করিবার নিমিত্ত মহাদেবের একটি পুত্র বাঞ্ছা করিলেন তখন পুষ্পধন্বাও দগ্ধ হইয়াছে। গৌরী তপস্যা করিয়া সুদীর্ঘ তপশ্চর্যায় রত ঊর্ধ্বরেতা ত্র্যম্বককে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর তিনি পুত্রলাভেচ্ছায় কন্দর্পদেবকে পুনরুজ্জীবিত করিবার আকাঙ্ক্ষা করিলেন। কিন্তু সাফল্য লাভের নিমিত্ত গণেশকে অর্চনা করিতে তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। যখন তিনি প্রিয়তমকে তাহার ইচ্ছাপূরণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন তখন মহাদেব তাহাকে বলিলেন, "প্রিয়ে, ব্রহ্মার মানস হইতে কামদেব বহুপূর্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু জন্মিবামাত্রই সে দর্পভরে বলিল, 'আমি কাহাকে উদ্ভ্রান্ত করিব? (কান্ দর্পয়ামি)' এই নিমিত্ত ব্রহ্মা তাহার নাম কন্দর্প রাখিয়া বলিলেন, 'তোমার যখন এতই আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছে তখন তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, যদি মৃত্যু না আকাঙ্ক্ষা কর তবে শিবকে কখনও ঘাটাইও না।' যদিও সৃষ্টিকর্তা তাহাকে সতর্ক করিয়াছিলেন তথাপি সে আমার তপোভঙ্গ করিতে আগমন করিলে আমি তাহাকে ভস্মীভূত করিয়াছিলাম। সুতরাং সে আর তাহার দেহ ফিরিয়া পাইবে না। কিন্তু স্বীয় শক্তিবলে তোমাতে আমি একটি পুত্র উৎপাদন করিব, কারণ সন্তান লাভের নিমিত্ত মর্ত্যবাসীদিগের ন্যায় আমার মদনের শক্তির প্রয়োজন হয় না।" বৃষলক্ষণ শিব যখন পার্বতীকে এই কথা বলিতেছিলেন তখন ইন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মা তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। শিবের স্তুতিবাদ করিয়া যখন তাহারা তারকাসুরের ধ্বংস প্রার্থনা করিলেন তখন শিব দেবীর গর্ভে আত্মজের জন্ম প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাহাদের অনুরোধে তিনি ইহাও স্বীকার করিলেন যে সৃষ্টি যাহাতে ধ্বংস না হয় তন্নিমিত্ত দেহীদিগের চিত্তে কামদেব বিদেহী হইয়া বাস করিবে। মনসিজকে নিজের চিত্তে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রদান করিলেন। ইহাতে বিধাতা সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিলেন এবং পার্বতীও হৃষ্ট হইলেন। (৬০-৭১)
অতঃপর কিয়দ্দিবস গত হইলে উমার সহিত শঙ্কর রতিক্রীড়া সম্ভোগ করিলে একশত বৎসর গত হইলেও তাহা শেষ হইল না এবং ত্রিভুবন মর্দনে কম্পিত হইতে লাগিল। তখন পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে ভয়ে শিবকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত পিতামহের নির্দেশে দেবতাগণ অগ্নিকে স্মরণ করিল। স্মরণমাত্রেই অগ্নি, মনসিজ-

শত্রু অজেয় মনে করিয়া দেবতাদের সান্নিধ্য হইতে পলায়নপূর্বক ভয়ে জলে প্রবেশ করিল। তাহার তাপে দগ্ধ হইয়া ভেকগণ অন্বেষণরত দেবতাদিগকে বলিল যে সে জলের ভিতর আছে, তখন ভেকদিগকে অব্যক্ত শব্দকারী হইবার অভিশাপ প্রদান করিয়া অগ্নি তথা হইতে তিরোধান করিয়া মন্দার পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। দেবতারা তখন অগ্নিকে বৃক্ষকোটরে শম্বুকরূপে আবিষ্কার করিল। অগ্নি গজ এবং শুকপক্ষীদিগের নিকট প্রকট হইয়াছিল এবং তাহারাই দেবতাদিগকে এই সন্ধান দিয়াছিল। হস্তী ও শুকদিগের জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া অব্যক্ত ধ্বনি করিবে, অগ্নি এইরূপে অভিশপ্ত করিলে দেবতাদিগের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া সে তাহাদের অভিপ্রায় মত কার্য করিতে স্বীকৃত হইল এবং শম্ভুর নিকট অভিশপ্ত হইবার ভয়ে নত মস্তকে দেবতাদিগের বক্তব্য তাহাকে বলিল। তখন শিব তাহার বীর্য অগ্নিকে প্রদান করিলে সে অথবা অম্বিকাদেবী কেহই তাহা ধারণ করিতে সমর্থ হইল না। দেবী কুপিত এবং শোকান্বিত, হইয়া, "আপনার নিকট হইতে সন্তান লাভ হইল না" এই কথা বলিলে শঙ্কর বলিলেন, "বিঘ্নেশ গণেশকে উপাসনা কর নাই বলিয়া এই বিষয়ে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং যাহাতে অগ্নি হইতে আমাদের একটি সন্তানের উৎপত্তি হয় তন্নিমিত্ত তাহার পূজা কর।" শিব কর্তৃক এই প্রকারে আদিষ্ট হইয়া দেবী বিঘ্নেশের অর্চনা করিলে শিবের ঔরসে অগ্নির গর্ভ হইল এবং শিবের বীর্যধারণ করায় অগ্নি দিবাভাগেও দীপ্তিমান হইল, মনে হইল সূর্যদেব তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। শিবের তেজধারণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় অগ্নি উহা গঙ্গায় নিক্ষেপ করিল এবং হরের আদেশে গঙ্গা উহা মেরু পর্বতের যজ্ঞকুণ্ডে স্থাপিত করিল। (৭২-৮৬) তথায় শিবের অনুচরগণ উহা সহস্র বৎসর রক্ষা করিবার পর উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ষড়ানন বিশিষ্ট পুত্র হইল। গৌরী কর্তৃক ধাত্রীরূপে নিযুক্ত ষষ্ঠ কৃত্তিকার পয়োধর হইতে ষন্মুখে দুগ্ধ পান করিয়া ঐ শিশু অল্প কয়েক দিবসেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ইতোমধ্যে তারকাসুর কর্তৃক বিজিত হইয়া দেবরাজ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ-পূর্বক মেরু পর্বতের দুরধিগম্য শৃঙ্গে লুক্কায়িত হইল। দেবতারা ঋষিদিগের সহিত ষড়ানন কার্তিকেয়ের শরণ লইলে সে তাহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল। ইহা শ্রবণ করিয়া, "রাজ্য হারাইতে বসিয়াছি" এই কথা মনে করিয়া ক্ষুব্ধ ইন্দ্র ঈর্ষাপরবশ কার্তিকেয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কিন্তু ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে কার্তিকেয়ের দেহ হইতে শাখ ও বিশাখ নামক সমতেজা দুই পুত্রের জন্ম হইল। তখন শিব তথায় আগমনকরতঃ ইন্দ্র হইতেও প্রভাবশালী স্বীয় পুত্র কার্তিকেয় এবং তাহার দুই পুত্রকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে বলিয়া কার্তিকেয়কে নিম্নোক্তরূপে ভৎর্সনা করিলেন, "তারকাসুরকে বধ করিয়া ইন্দ্রের রাজ্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত তোর জন্ম হইয়াছে। সুতরাং নিজের কর্তব্য কার্য সম্পাদন কর।" এই

কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র হরষিত চিত্তে তাহাকে বন্দনা করিয়া কার্তিকেয়কে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিতে উদ্যত হইয়া স্বয়ং বারিকুম্ভ উত্থিত করিল কিন্তু বাহু আড়ষ্ট হইয়া পড়িলে সে অত্যন্ত বিমর্ষ হইল। তখন শিব তাহাকে বলিলেন, "তুমি সেনাপতি পদ প্রাপ্তির আশায় গজমুখ দেবের উপাসনা কর নাই, তন্নিমিত্তই তোমার সম্মুখে এই বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। এখন তাহার পূজা কর।" তৎশ্রবণে সেইরূপ করিলে ইন্দ্রের বাহু সচল হইল এবং সে সেনাপতির শুভ অভিষেক কার্য সুসম্পন্ন করিল। (৮৭-৯৮) তাহার অনতিকাল পরেই দেবসেনাপতি তারকাসুরকে বধ করিলে দেবগণ গৌরীর পুত্রলাভ হইয়াছে এবং তাহাদেরও কার্যসিদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া হর্ষান্বিত হইল। সুতরাং রাজকুমারি, দেখিতেই পাইতেছ যে গণেশের পূজা না করিলে দেবতাদিগেরও কার্যসিদ্ধি হয় না। আশীর্বাদ লাভের নিমিত্ত তাহার অর্চনা কর।"

সখীদিগের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া, আর্যপুত্র, আমি উদ্যানের নিভৃত প্রান্তে অবস্থিত গণেশমূর্তির পূজা করিলাম। অর্চনান্তে আমি সহসা দেখিতে পাইলাম যে আমার সখীগণ নিজেদের শক্তিবলে উড্ডীয়মান হইয়া গগনাঙ্গনে বিহার করিতেছে। কৌতুকবশতঃ আমি তাহাদিগকে আহ্বান করিলে তাহারা নভোদেশ হইতে নিম্নে অবতরণ করিল। তাহাদের যাদুবল সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তাহারা অচিরে উত্তর করিল, "ইহা নৃমাংসভোজী ডাকিনীদিগের মন্ত্রবল এবং কালরাত্রি নাম্নী এক ব্রাহ্মণী আমাদিগের গুরু।" সখীরা এই কথা বলিলে খেচরীর শক্তিলাভ করিতে উৎসুক হইলাম কিন্তু নরমাংসভোজন করিতে হইবে বলিয়া কিয়ৎকাল দ্বিধাগ্রস্ত থাকিয়া ঐ মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া সখীদিগকে বলিলাম, "তোমরা আমাকেও ঐ বিদ্যায় শিক্ষিত কর।" মৎকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ বিকটাকৃতি কালরাত্রিকে আনয়ন করিল। তাহার ভ্রূদ্বয় ছিল সংযুক্ত, চক্ষু ছিল নিষ্প্রভ, নাসিকা ছিল সমতল, গণ্ডদেশ ছিল স্থূল, ওষ্ঠ ছিল সুবিস্তৃত, স্কন্ধদেশ ছিল বিরাট এবং পাদদ্বয় ছিল বিস্তারিত। সেই দন্তুর, লম্বস্তনী উদরিণীকে দেখিয়া মনে হইল বিধাতা যেন তাহার বৈরূপ্য সৃষ্টির বৈদগ্ধ্যের পরিচয় প্রদান করিবার নিমিত্তই তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। স্নানান্তে গণেশপূজা সমাপন করিয়া আমি তাহার পদপ্রান্তে পতিত হইলে সে আমাকে বিবস্ত্রাকরতঃ একটি মণ্ডলে স্থাপিত করিয়া ভীমদর্শন ভৈরবের অর্চনা করাইল। আমার উপর বারিসিঞ্চনকরতঃ সে আমাকে দেবতাদিগকে বলিপ্রদত্ত নরমাংস ভোজন করিতে দিল। নরমাংস ভোজনকরতঃ নানা প্রকার মন্ত্র শিক্ষা করিয়া আমি নগ্নাবস্থায় আকাশে উড্ডীন হইয়া সখীদিগের সহিত বিহারান্তে গুরুর আদেশে নিম্নে অবতরণ করিয়া, হে দেব! আমি, রাজকুমারী, অন্তঃপুরে স্বকক্ষে প্রবেশ করিলাম। (৯৯-১১৩) এই প্রকারে কুমারী অবস্থাতেই আমি ডাকিনীদিগের

সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের সহিত একত্রে বহু নরমাংস ভোজন করিয়াছি। কিন্তু রাজন্, মূলকাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন একটি বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন:

সুন্দরকের কাহিনী

ঐ কালরাত্রির বিষ্ণুস্বামী নামক এক বেদবিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণ পতি ছিল। নানা দেশ হইতে আগত শিষ্যদের ঐ উপাধ্যায় অধ্যাপনা করিত। শিষ্যদের মধ্যে সুন্দরক নামে এক যুবক ছিল। যেমন ছিল তাহার রূপ তেমনি ছিল তাহার চরিত্র। একদা স্বামী স্থানান্তরে গমন করিলে গুরুপত্নী কালরাত্রি কামার্ত হইয়া গোপনে তাহার নিকট আগমন করিল। স্মরদেব বাস্তবিকই কুরূপাদিগকে লইয়া হাস্যপ্রদ ক্রীড়া করিতে ভালবাসেন তাহা না হইলে নিজেকে ঐ প্রকার কুরূপা জানা সত্ত্বেও কেন সে সুন্দরকের প্রেমে পড়িবে! প্রলুব্ধ হওয়া সত্ত্বেও সুন্দরক মনে প্রাণে ঐ পাপ কার্য করিতে বিরত থাকিল। স্ত্রীলোকেরা যতই দুরাচরণ করুক সদ্ব্যক্তির মন অবিচলিত থাকে। সে প্রস্থান করিলে কালরাত্রি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় অঙ্গ দন্ত ও নখ দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়া বস্ত্র ও কেশ বিকীর্ণ এবং আলুলায়িতকরতঃ উপাধ্যায় বিষ্ণুস্বামী যে পর্যন্ত গৃহে প্রত্যাবর্তন না করিল সে পর্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল। বিষ্ণুস্বামী গৃহে প্রবেশ করিলে সে বলিল, "স্বামিন্, দেখুন, বলাৎকার করিবার নিমিত্ত সুন্দরক আমার কি দশা করিয়াছে?" এই কথা শ্রবণমাত্র সে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইল, কারণ স্ত্রীলোকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে প্রাজ্ঞব্যক্তিও চিন্তাশক্তিবিহীন হইয়া পড়ে। সুন্দরক গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে উপাধ্যায় ও তাহার শিষ্যগণ তাহাকে পদ, মুষ্টি ও লগুড় দ্বারা তাড়না করিল এবং সে যখন আঘাতে অজ্ঞান হইয়া পড়িল তখন তাহার নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করিয়াই বিষ্ণুস্বামী শিষ্যদিগকে রজনীতে তাহাকে পথোপরি নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলে তাহারা তাহাই করিল। তখন সুন্দরক রজনীর শীতল অনিলে চৈতন্য লাভ করিয়া নিজের অবস্থা দৃষ্টে চিন্তা করিতে লাগিল, "হায়, হায়, ধূলি হইতে দূরে অবস্থিত সরোবরও যেরূপ ঝটিকায় অশান্ত হয় স্ত্রীলোকের প্ররোচনায় ধীর ব্যক্তিদিগের মনও তদ্রূপ বিচলিত হয়। এই নিমিত্ত আমার বৃদ্ধ ও প্রাজ্ঞ গুরুদেব অতিরিক্ত ক্রোধে চালিত হইয়া আমার প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছেন। দৈবের এইরূপই রীতি, সে জন্মসময় হইতেই কাম ও ক্রোধ এমন কি, ব্রাহ্মণ-দিগেরও মোক্ষদ্বারের দুইটি অর্গলস্বরূপ কার্য সম্পাদন করে। (১১৪-১৩০) পুরাকালে দেবদারু বনে তাহাদের ভার্যারা বিপথগামী হইবে আশঙ্কা করিয়া ঋষিরাও কি শিবের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন না? ঋষিরাও অশান্তচিত্ত উমাকে প্রদর্শনার্থ উদ্যত হইলে হর ক্ষপণকের বেশ ধারণ করাতে উঁহারা তাহাকে দেবতা বলিয়া চিনিতে অসমর্থ হইয়াছিল। অভিশাপ প্রদানের পর যখন তাহাদের বোধগম্য হইল যে তিনিই ত্রিভুবনের

পালক তখন তাহারা আশ্রয় লাভার্থ পলায়ন করিয়া তাহার নিকট আগমন করিয়াছিল। দেখা যাইতেছে যে এমনকি সাধুরাও মানুষের ষড় রিপু লোভ, ক্রোধ ও তাহাদের সহচরদিগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অপরের ক্ষতিসাধন করেন, বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগের ত কথাই নাই।" এইরূপ চিন্তা করিয়া রজনীতে দস্যুভয়ে নিকটবর্তী একটি শূন্য গোশালায় সে আশ্রয় গ্রহণ করিল। যখন সে ঐ গোশালার এক প্রান্তে অলক্ষ্যে অবস্থান করিতেছিল তখন একদল ডাকিনীসহ মুখ হইতে অগ্নিশিখা ও বায়ু নির্গত করিয়া বীভৎস আকার ধারণপূর্বক কালরাত্রি মুক্ত অসি হস্তে তথায় প্রবেশ করিল। কাল-রাত্রিকে এই বেশে দেখিয়া সে রাক্ষস বিতাড়নমন্ত্র স্মরণ করিলে সেই মন্ত্রে মোহগ্রস্ত হইয়া কালরাত্রি তাহাকে ভয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত পিণ্ডাকার অবস্থায় একপ্রান্তে নিভৃতে অবস্থিত থাকাতে দেখিতে পায় নাই। তখন উড্ডয়ন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সসখী এবং গোশালাদিসহ সে আকাশে উড্ডীয়মান হইল। (১৩১-১৪০)

সুন্দরক সেই মন্ত্র মনে করিয়া রাখিল এবং কালরাত্রি আকাশপথে উজ্জয়িনী আগমনকরতঃ মন্ত্রবলে একটি ওষধি উদ্যানে অবতরণ করিয়া শ্মশানে গমন করিল। সেখানে সে যখন ডাকিনীদিগের সহিত বিহার করিতেছিল তখন সুন্দরক গোশালা হইতে বহির্গত হইয়া ওষধি উদ্যানে গমনকরতঃ খনন করিয়া কতিপয় মূলসংগ্রহ করিল। সেইগুলি আহার করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তিকরতঃ পুনরায় সে গোশালায় আগমন করিলে কালরাত্রি মধ্যরাত্রিতে তাহার আসর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গোশালায় প্রবেশ-করতঃ পূর্বের ন্যায় মন্ত্রবলে শিষ্যাদিগের সহিত আকাশমার্গে রাত্রিকালেই স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। যে গোশালাটিকে যানরূপে ব্যবহার করিয়াছিল সেটিকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া সে তাহার সহচরীদিগকে বিদায়করতঃ নিজের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। এদিকে বিস্মিত সুন্দরক বিপদসঙ্কুল নিশিযাপন করিয়া গোশালা হইতে বহির্গত হইয়া পরদিন প্রাতে নিকটস্থ সুহৃদ্‌বর্গের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃতকরতঃ দেশান্তরে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বন্ধুরা তাহাকে আশ্বস্ত করিল। তখন সে গুরুগৃহ পরিত্যাগ করিয়া মিত্রদের সহিত তথায় অবস্থানকরতঃ সত্রে ভোজন করিয়া তাহাদের সহিত যথেচ্ছ স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল (১৩১-১৪৯)। একদা গৃহোপকরণাদি ক্রয় করিবার নিমিত্ত কালরাত্রি বিপণীতে আগমন করিলে তথায় সুন্দরকের দর্শন লাভ করিল। পুনরায় কামাতুর হইয়া সে তাহার নিকট গমন করিয়া তাহাকে দ্বিতীয়বার বলিল, "সুন্দরক, এখনও আমার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন কর কারণ আমার জীবন তোমার উপর নির্ভর করে।" তাহাকে এইরূপে সম্ভাষণ করিলে পুণ্যাত্মা সুন্দরক তাহাকে বলিল, "আপনার এই প্রকার কথা বলা যুক্তিসংগত নহে, গুরুপত্নী হওয়ায় আপনি আমার মাতা।" তখন কালরাত্রি বলিল, "তোমার যদি এতই ন্যায় জ্ঞান তবে জীবন রক্ষাপেক্ষা আর কি বৃহত্তর ধর্ম আছে?"

তখন সুন্দরক বলিল, "মাতঃ, এইরূপ অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিবেন না, গুরুর শয্যা অধিকার করাতে কি ধর্ম লাভ করা যায়?" তৎ কর্তৃক এইরূপে নিবারিত হইয়া ক্রোধে তর্জন গর্জন করিতে করিতে সে সহস্তে স্বীয় উত্তরীয় ছিন্ন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনকরতঃ পতিকে তাহা দেখাইয়া বলিল, "দেখুন, সুন্দরক আমাকে আক্রমণ করিয়া আমার পরিচ্ছদের কি দশা করিয়াছে। তাহার পতি ক্রোধান্বিত হইয়া সত্রে গমনকরতঃ, "সুন্দরক, পাপী এবং মৃত্যুদণ্ড পাইবার উপযুক্ত" এই কথা বলিয়া তাহার তথায় আহার বন্ধ করিয়া দিল। সুন্দরক তখন দুঃখিত হইয়া সেই দেশ পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিল। গোশালায় আকাশপথে উড্ডীন হইবার যে মন্ত্র সে শিক্ষা করিয়াছিল তাহা তাহার স্মরণে ছিল। কিন্তু আকাশ হইতে অবতরণ করিবার মন্ত্র শ্রবণ করিয়া তাহা শিক্ষা করা সত্ত্বেও বিস্মৃত হইয়াছে বোধ করিয়া সে পুনর্বার রাত্রিকালে সেই শূন্য গোশালায় গমন করিল। তাহার তথায় অবস্থিতি কালে কালরাত্রি পূর্বের ন্যায় তথায় আগমন করিল এবং পূর্বের ন্যায় গোশালায় আকাশ পথে উড্ডীন হইয়া পূর্ববৎ উজ্জয়িনীতে আগমন করিল। আকাশ হইতে ওষধি উদ্যানে অবতরণ করিয়া সে পুনরায় রাত্রিকালের কার্যাদি সাধন করিবার নিমিত্ত শ্মশানে গমন করিল। (১৫০-১৬১)

সুন্দরক পুনর্বার সেই মন্ত্র শ্রবণ করিল কিন্তু তাহা শিক্ষা করিতে অপরাগ হইল, কারণ গুরু ব্যাখ্যা না করিলে কেহ কি যাদুমন্ত্র সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়? অতঃপর সে কতিপয় মূল ভোজনকরতঃ কয়েকটি তাহার সঙ্গে গোশালায় আনয়ন করিয়া পূর্বের ন্যায় তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। কালরাত্রি আগমনকরতঃ গোশালায় প্রবেশ করিয়া আকাশমার্গে নিশাকালে আগমন করিয়া যানের গতিরুদ্ধকরতঃ স্বগৃহে প্রবেশ করিল। প্রাতঃকালে সুন্দরকও সেই গোশালা পরিত্যাগ করিয়া মূলগুলি বিক্রয় করিয়া খাদ্য ক্রয় করিবার নিমিত্ত বিপণীতে আগমন করিলে। মূলগুলি বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে নৃপতির কতিপয় মালবদেশীয় ভৃত্য স্বদেশজাত দ্রব্য দেখিয়া মূল্য প্রদান না করিয়াই ঐ সমুদায় গ্রহণ করিল। ক্রুদ্ধ হইয়া সুন্দরক কলহ করিলে তাহারা তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, "তাহাদের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছে," এই অভিযোগে নৃপতির সম্মুখে তাহাকে আনয়ন করিল। সুন্দরকের বন্ধুরাও তাহার অনুগমন করিয়াছিল। ঐ দুরাত্মারা রাজার নিকট অভিযোগ করিল, "কি প্রকারে মালবদেশ জাত মূল আনয়ন করিয়া ক্রমাগত সে এই কান্যকুব্জতে বিক্রয় করে।' এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে উহার উত্তর প্রদান ত করেই নাই পক্ষান্তরে আমাদের উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছে।"

নৃপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে এই আশ্চর্যজনক ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার বন্ধুরা বলিল, "আমাদের সহিত যদি ইহাকে রাজপ্রাসাদে লইয়া যাওয়া

হয় তবেই এই অদ্ভুত ঘটনার কথা বলা হইবে নচেৎ নহে। (১৬২-১৭০) রাজা সম্মত হইলে সুন্দরককে প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইল এবং সে মন্ত্রবলে সহসা প্রাসাদ সহ আকাশপথে উড্ডীন হইল। মিত্রদিগের সহিত প্রাসাদে উড়িতে উড়িতে সে ক্রমে ক্রমে প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া ক্লান্তিবশতঃ তথায় প্রাসাদসহ থামিল। কোনও নরপতিকে তথায় স্নান করিতে দেখিয়া সে আকাশ হইতে গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিল। সকলে বিস্ময়াভূত হইয়া ইহা নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে সে নৃপতির সমীপে আগমন করিল। তাহার নিকট দণ্ডায়মান থাকিয়া রাজা তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কে এবং কেনই বা আকাশ হইতে অবতরণ করিলে?" সুন্দরক উত্তর করিল, "আমি সুন্দরক নামক ধূর্জটির অনুচর এবং তাহার আদেশে মনুষ্যোচিত ভোগ সম্ভোগ করিতে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।" তৎশ্রবণে "ইহা সত্য হইবে" মনে করিয়া রাজা তাহাকে শস্যসমৃদ্ধ রত্নপূর্ণ এবং উপকরণ ও নারীগণসহ একটি নগরী প্রদান করিলেন। তখন সুন্দরক সেই নগরীতে প্রবেশ করিয়া অনুচরবর্গসহ আকাশে উড্ডীন হইয়া দারিদ্র্যমুক্ত হইল এবং বহুকাল ইচ্ছামত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিল। সুবর্ণ পর্যঙ্কে শায়িত হইয়া সুন্দরী নারীগণ কর্তৃক আন্দোলিত চামর ব্যজনদ্বারা সেবিত হইয়া সে ইন্দ্রের ন্যায় সুখ ভোগ করিতে লাগিল। অতঃপর তাহার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ এক সিদ্ধ যখন আকাশপথে বিচরণ করিতেছিল তখন তাহার নিকট হইতে আকাশ হইতে অবতরণের মন্ত্র শিক্ষা করিয়া সুন্দরক সেই মন্ত্রবলে নভোমার্গ হইতে স্বনগরী কান্যকুব্জে অবতরণ করিল। সমৃদ্ধ অবস্থায় একটি নগরীসহ সে অবতরণ করিয়াছে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজা স্বয়ং ঔৎসুক্যবশতঃ তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। রাজা তাহাকে চিনিতে পারিয়া প্রশ্ন করিলে কখন কি বলিতে হয় সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ সুন্দরক তাহাকে কালরাত্রিঘটিত নিজের ঘটনাবলী সমস্ত সবিস্তারে বিবৃত করিলে তিনি কালরাত্রিকে আনয়নকরতঃ তাহাকে প্রশ্ন করিলে সে নির্ভয়ে তাহার কুকার্যের বৃত্তান্তসমূহ নিবেদন করিল। ক্রুদ্ধ নৃপতি তাহার নাসিকা ছেদন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া তাহাকে ধৃত করিলে সে সমস্ত দর্শকদিগের চক্ষুর সমক্ষেই অদৃশ্য হইল। নৃপতি তাহার রাজ্যে কালরাত্রির বাস নিষিদ্ধ করিলে সুন্দরক পূজিত হইয়া আবার আকাশমার্গে যাত্রা করিল। (১৭১-১৮৫)।

স্বামী নৃপতি আদিত্যপ্রভকে এই কথা বলিয়া রাজ্ঞী কুবলয়াবলী পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "দেব, ডাকিনী সম্ভূত এবম্প্রকার যাদুমন্ত্র বাস্তবিকই আছে এবং পৃথিবীতে সুবিদিত ঘটনা আমার পিতৃরাজ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। আমি সূচনাতেই আপনাকে বলিয়াছিলাম যে আমি কালরাত্রির শিষ্যা। কিন্তু আমি পতিব্রতা বলিয়া তাহা অপেক্ষাও অধিক শক্তির অধিকারী। অদ্য যখন আমি আপনার মঙ্গল কামনায়

অর্চনান্তে মন্ত্রবলে বলি প্রদানার্থ একটি নরকে আহ্বান করিতেছিলাম তখন আপনার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছি। এখন আপনিও আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত নৃপতিগণকে পরাভূত করিয়া তাহাদের মস্তকে চরণ স্থাপন করুন।" এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া রাজা প্রথমতঃ সম্মত না হইয়া বলিলেন, "ডাকিনীদিগের নরমাংস ভোজনের সহিত রাজত্বের কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে?" কিন্তু রাজ্ঞী যখন আত্মহত্যা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন তখন রাজা স্বীকৃত হইলেন, কারণ বিষয় সম্ভোগে আকৃষ্ট কোন্ ব্যক্তি সৎপথে থাকিতে সমর্থ হয়? রাজা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে তাহাকে মন্ত্রপূত সেই মণ্ডলে স্থাপন করিয়া রাজ্ঞী বলিল, "আমি তোমার প্রতি অনুরক্ত সেই বিপ্র ফল-ভূতিকে এইস্থানে আকৃষ্ট করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহা করা এখন কঠিন হইবে। সুতরাং কোন সূপকারকে আমাদের কর্মে দীক্ষিত করিলে সে স্বয়ং তাহাকে হত্যা করিয়া রন্ধন করিতে সমর্থ হইবে। (১৮৬-১৯৫)। কিন্তু আপনি এই কাযে ঘৃণাবোধ করিবেন না, কারণ সে সর্বোচ্চ বংশজাত বলিয়া অনুষ্ঠানান্তে বলি প্রদত্ত তাহার মাংস ভোজন করিলে মন্ত্রের বল পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।" প্রিয়তমা এই কথা বলিলে পাপভয়ে ভীত হওয়া সত্ত্বেও রাজা পুনরায় সম্মত হইলেন। হায়! স্ত্রীর অনুরোধ বাস্তবিকই কণ্টকর। তখন সেই রাজদম্পতি সাহসিক নামক সূপ-কারকে আহ্বানকরতঃ তাহাকে কর্মে দীক্ষান্তে সাহস প্রদান করিয়া উভয়ে বলিলেন, "আগামীকাল প্রাতঃকালে যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে আগমনকরতঃ তোমাকে বলিবে, 'অদ্য রাজা ও রাণী একত্র ভোজন করিবেন সুতরাং শীঘ্র তাহাদের নিমিত্ত খাদ্য প্রস্তুত কর', তুমি তাহাকে হত্যাকরতঃ তাহার মাংসদ্বারা আমাদের নিমিত্ত স্বাদু ভোজ্যবস্তু প্রস্তুত করিবে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সূপাকার সম্মতিপ্রদানপূর্বক স্বগৃহে গমন করিল। পরদিন প্রাতে ফলভূতি আগমন করিলে নৃপতি তাহাকে বলিলেন, "সূপকার সাহসিককে রন্ধনশালায় গমন করিয়া বলিবে, 'অদ্য নৃপতি ও রাজ্ঞী একত্রে আহার করিবেন, সুতরাং যতশীঘ্র সম্ভব স্বাদু ভোজ্য প্রস্তুত কর।" "আমি তাহাই করিব" এইকথা বলিয়া ফলভূতি তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সে বহির্দেশে থাকাকালীন কুমার চন্দ্রপ্রভ তাহার সমীপে আগমন করিয়া বলিল, "আমার মহান্ পিতার নিমিত্ত যে প্রকার কুণ্ডল আপনি পূর্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এই সুবর্ণ দ্বারা আমার নিমিত্ত সেই প্রকার কুণ্ডল অদ্যাই প্রস্তুত করাইবেন।" তাহার সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত ফল-ভূতি সেই মুহূর্তে কুণ্ডল প্রস্তুত করাইবার নিমিত্ত গমন করিল এবং রাজকুমার, ফলভূতি কথিত বার্তাসহিত একাকী মহানসে গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া নৃপতির বার্তা প্রদান করিলে সূপকার সাহসিক পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত তৎক্ষণাৎ ছুরিকা-দ্বারা তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার মাংসে ভোজ্য প্রস্তুত করিল। নৃপতি ও মহিষী অর্চনান্তে প্রকৃত তথ্য অবজ্ঞাত না হইয়া উহা ভক্ষণ করিলেন। সন্তপ্ত হৃদয়ে নৃপতি

নিশিযাপন করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে কুশুল হস্তে ফলভূতিকে আগমন করিতে দেখিলেন। (১৯৬-২০৯)

উদভ্রান্ত হইয়া কুশুল সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া ফলভূতির নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা ভূতলে পতিত হইয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হা পুত্র!" এবং নিজেকে ও মহিষীকে দোষ দিতে লাগিলেন। সচিবেরা তাহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি তাহাদের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া ফলভূতি তাহাকে যাহা বলিত তাহারই পুনরাবৃত্তি করিলেন, "যে ভাল করে তাহার ভাল হইবে এবং যে মন্দ করে তাহার মন্দ হইবে।" প্রাচীরে নিক্ষিপ্ত কন্দুক যেরূপ প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া প্রত্যাগমন করে সেইরূপ যে অন্যের ক্ষতি করিতে চায় তাহার নিজের ক্ষতি হয়। আমরা দুই পাপাচারী একটি ব্রাহ্মণ হত্যা করিতে মনস্থ করিয়া নিজেদের পুত্রকেই নিহত করিয়া তাহার মাংস ভোজন করিয়াছি।" ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধকরতঃ অধোমুখে দণ্ডায়মান মন্ত্রীদিগকে এই কথা বলিয়া এবং সেই ফলভূতির অভিষেক সম্পাদন করিয়া নিজের পরিবর্তে তাহাকে নৃপতি পদে বৃতপূর্বক অপুত্রক রাজা সমস্ত ধনরত্ন বিতরণ করিয়া পাপশুদ্ধির নিমিত্ত ভার্যাসহ অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন, যদিও ইতঃপূর্বে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন। রাজাপদ প্রাপ্ত হইয়া ফলভূতি পৃথিবী শাসন করিতে লাগিল। এইরূপে মনুষ্যকৃত ভাল অথবা মন্দ পুনরায় তাহার উপরই বর্তায়। (২১০-২১৭)

বৎসরাজের সম্মুখে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া যৌগন্ধরায়ণ পুনরায় নৃপতিকে বলিল, "হে মহান্ নৃপতি, আপনি ব্রহ্মদত্তকে পরাজিত করিয়া তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। এখন যদি সে আপনার বিরুদ্ধাচরণ করে তবে তাহাকে বধ করাই সমীচীন হইবে।" মুখ্যমন্ত্রীর এই বাক্য অনুমোদন করিয়া রাজা গাত্রোত্থানকরতঃ দিবসের কর্তব্য কার্যাদি সমাধান করিলেন এবং দিগ্বিজয় সমাপ্ত হইবার পরদিবস লাবাণক হইতে স্বীয় নগরী কৌশাম্বীর দিকে যাত্রা করিলেন। যথাকালে পারিবারবৃন্দসহ তিনি স্বনগরীতে উপস্থিত হইলেন। নর্তকীদিগের ঊর্ধোৎক্ষিপ্ত ভুজবল্লরীর ন্যায় পতাকা দ্বারা সজ্জিত প্রফুল্ল নগরী যেন নৃত্য করিতেছিল। নৃপতির প্রতি পদক্ষেপ অনিলচালিত কমলের ন্যায় পৌরনারীগণের নয়ন নগরীকে কমল উদ্যানের শোভা প্রদান করিয়াছিল। এইরূপে তিনি নগরীতে প্রবেশ করিলেন। চারণদিগের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বন্দীদিগের দ্বারা স্তুত হইয়া এবং নৃপতিবৃন্দের প্রণাম গ্রহণ করিয়া রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন বৎসরাজ অ ধীনদেশের নৃপতিদিগের উপর নিজের অধিকার স্থাপন করিলে তাহারা তাহার নিকট নত হইয়া প্রণাম করিল এবং তিনি বিজয়ী বীরের মত রত্নস্তূপ হইতে বহুপূর্বে আহৃত পূর্বপুরুষদিগের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তখন শুভকার্যাদি সম্পাদনকালে নভোমণ্ডল উচ্চগম্ভীর

তূর্যনাদে পূর্ণ হইল। বৎসরাজের মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় লোকপালেরা সমস্তদিক হইতে সমস্বরে সাধুবাদ করিতে থাকিল। তখন নির্লোভ নৃপতি ভুবনজয়লব্ধ বিত্ত-রাজি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিতরণ করিলেন এবং মহোৎসব সম্পাদন করিয়া নৃপতি-সঙ্ঘ ও স্বীয় মন্ত্রীদিগের মনোরথপূর্ণ করিলেন। তখন মেঘগর্জনসম দুন্দুভি নিনাদে-পূর্ণ নগরীতে যখন গুণানুসারে জনগণের ক্ষেত্রে ধনবর্ষণ করিতেছিলেন তখন প্রচুর শস্যের সম্ভাবনায় প্রতিগৃহ উৎসব মুখরিত হইয়াছিল। নিখিল পৃথিবী জয় করিয়া যৌগন্ধরায়ণ এবং রুমণ্বতের উপর রাজ্যের সমস্ত ভার অর্পণকরতঃ বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীসহ নৃপতি সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন। তখন চারণগণের সংগীতে প্রশংসিত হইয়া কীর্তি ও লক্ষ্মীদেবী সদৃশ দুই মহিষীর মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় যশের মত শ্বেত চন্দ্রোদয় দেখিতে দেখিতে দুর্দান্ত শত্রুদিগের পরাক্রম যেরূপ গ্রাস করিয়াছিলেন তদ্রূপ অনবরত আসব পান করিতে লাগিলেন (২১৮-২৩০)।

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের লাবাণক লম্বকের
ষষ্ঠ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—২৩০
ক্রমিক সংখ্যা—২৮৯৩

লাবাণক নামক তৃতীয় লম্বক সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	মুদ্রণ প্রমাদ	হওয়া উচিত
৫	১৩	লম্বক	তরঙ্গ
৬	৬	কাশীবাসীদের	কাশ্মীরবাসীদের
১৩	১৯	Brockhavs	Brockhaus
২০	৮	জনন্	জনন
২৭	২৬	স্থলশিরা	স্থূলশিরা
২৮	২৮	বন্ধুরা নটনন্দনৃত্য	বন্ধু নট নন্দ নৃত্য
২৯	৫	পুনরাভিনয়	পুনরভিনয়
৪৯	২৮	বৃক্ষ	ঋক্ষ
৫১	৮	করুণ	করুন
৫৩	১	ভস্মস্যাৎ	ভস্মসাৎ
৫৪	২৪	মদনবানে	মদনবাণে
৫৯	১৮	মন্মথবানে	মন্মথবাণে
৬৫	১৩	বিন্ধাবাসিনী	বিন্ধ্যবাসিনী
৬৬	১৫	অস্ত্রহার	অগ্রহার
৬৭	৩২	তোমার	আমার
৭১	৬	আহত	আবৃত
৭৭	১৬	অর্জন	অর্জুন
৭৭	১৬	ত্রিপুরারী	ত্রিপুরারি
৭৯	১১	রুমন্ধৎ	রুমন্বৎ
৮২	২৭	হইয়াছিল।	হইয়াছিল,
৮৪	৭	শক্র	শত্রু
৮৪	২৭	তুমি সেই	সেই তুমি
৮৬	১০	করিয়াও	করিয়া
৮৭	২১	গড়্গ	খড়্গ
৯০	৪	সযত্নে তাহার	সযত্নে
৯০	২৭	জহলদদিগকে	জল্লাদদিগকে
৯১	১৭	সপরিষদে	সপারিষদে
৯২	৭	করিল	করেন
৯২	২০	বিরহলীন	বিরহকালীন
৯২	২২	কোশাম্বী	কৌশাম্বী
৯২	২৪	সৌররাজ্যে	যৌবরাজ্যে
৯৪	২৭	দন্দ	দণ্ড
৯৫	১৬	ইচ্ছক	ইচ্ছুক
৯৮	১০	তোমায়	তোমার
৯৯	৯	পরিব্যপ্ত	পরিব্যাপ্ত
৯৯	২০	বসনের	ব্যসনের

ষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	মুদ্রণ প্রমাদ	হওয়া উচিত
১০৭	১০	পুর্বে	পুর্বেই
১০৭	২১	চক্রলাঞ্জিত	চক্রলাঞ্ছিত
১০৮	৬	দেবী	দেবি
১০৮	১৪	বলিতে বলিতে	বলিতে বলিলে
১০৮	১৮	পটবন্ধ	পট্টবন্ধ
১০৯	২৮	হস্তিপাকরা	হস্তিপকেরা
১১১	১	রাত্রে	রাত্র
১১১	৯	ইচ্ছক	ইচ্ছুক
১১২	২১	ইচ্ছক	ইচ্ছুক
১১২	২৫	দেবয়াতনে	দেবায়তনে
১১২	২৭	দেবস্মিতা	দেবস্মিতাও
১১২	৩০	অনাথা-নহে	অনাথা নহে.